গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহ।

সুশীলার উপাখ্যান।

প্রথম ভাগ।

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থবালিকাদিগের ব্যবহারার্থ

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

CALCUTTA

BA... ...RZAPORE.

PRINTED FOR THE VERN.

ATURE COMMITT

IDYARATNA

By Girisha chandra

1859

Price 3 annas.—মূল্য ৵০ তিন আনা।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, গরাণহাটার চোরাবাগানস্থিত ২৭৩।১ নং গার্হস্থ্যবাঙ্গালাপুস্তকসংগ্রহের পুস্তকালয়ে, অথবা মাণিকতলা—শিবতলা লেন, ১৪ নং, অনুবাদক সমাজের সহকারি-সম্পাদকের কার্য্যালয়ে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য প্রকাশ্য পুস্তকালয়েও ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে এবং মফঃসলে প্রত্যেক জিলার বিদ্যালয় সম্পর্কীয় ডেপুটি- ইন্স্পেকটর মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিলেও পাওয়া যায়।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়
অনুবাদক সমাজের সহকারী সম্পাদক।

ভূমিকা।

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান প্রথম ভাগ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল। এই পুস্তক লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়া আমি কতদূর পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য হইয়াছি, বলিতে পারি না। যদি জগদীশ্বরের কৃপায় এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হয়, যদি বালিকাগণ ইহা পাঠ করণে আগ্রহ প্রকাশ করে, যদি দেশহিতৈষী বিদ্যোৎসাহী মহোদয় মহাশয়গণ আপন আপন পরিবারস্থ বালিকাদিগের নিমিত্ত এক এক খানি পুস্তক ক্রয় করিয়া আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে আমি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান দ্বিতীয় ভাগ, এবং বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিণীগণের ব্যব[illegible] উপাখ্যান তৃতীয় ভাগ লিখি[illegible]। আপন সন্তান সন্ততিদিগের [illegible] করিয়াছিল, কিরূপে তদ্দারা প্রতিবাসি স্ত্রীলোকদিগের উপকার হইয়াছিল, এবং কিরূপে সে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া, ঈশ্বর এবং মানবজাতির

সমীপে যশস্বিনী হইয়াছিল, সে সমস্তই বর্ণনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে বিজয়নগর এবং তৎসংক্রান্ত জমিদার মহাশয়ের বিষয়ে যাহা ২ লিখিয়াছি, সুশীলার উপাখ্যান আদ্যোপান্ত পাঠ কালীন মধ্যে ২ সে সকল বিষয়েরই প্রসঙ্গ আবশ্যক হইবে। এক্ষণে উপদেশক মহাশয়-দিগের প্রতি নিবেদন এই, প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায় পাঠ করাইবার সময়ে যদি তাঁহারা বালিকাগণের পক্ষে তাহা সুকঠি ... ।
বোধ করেন, তবে ঐ অধ্যায় প্রং ...
ইয়া গল্পচ্ছলে কেবল তাহার মর্ম্ম বোধমাত্র করাইয়া। ... তৃতীয় অধ্যায়
পাঠ হইলে ... । অধ্যায় পড়া-
ই ...

... ...ধ্যায়।

সুশীলার উপাখ্যান।
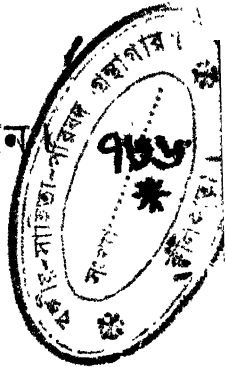
প্রথম অধ্যায়।

বিজয় নগরের বৃত্তান্ত।

ধর্ম্মপুর জিলার অন্তঃপাতি বিজয় নগর নামে একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম ছিল, উহাতে শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র ...ায় নামে এক সদ্বংশজ ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস ...সই গ্রাম তাঁহারই জমিদারীসংক্রান্ত ছিল। ...বু কলিকাতার এক প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিয়া কৃতবিদ্য এবং সাতিশয় ধর্ম্মপরায়ণ-রূপে সর্ব্বত্র মান্য গণ্য হইয়াছিলেন। তিনি আপনার পৈতৃক বিপুল অর্থদ্বারা কলিকাতা নগর মধ্যে বাণিজ্যাদি করিতেন, তাহাতে ন্যায্যরূপে যে বহুল অর্থ লাভ হইত, ...রণ পোষণ হইয়াও অনেক টা... ...বাং জমিদারীর উপস্বত্ব বা ...ভদ্বারা যে ধন-স...য় করিব এমন বাসনা তাঁহার এক দিনের জন্যেও হয় নাই। জয়চন্দ্র বাবু কেবল ধর্ম্মসংস্থাপনার্থে নিজ গ্রামের তালুকদার ছিলেন, বিজয় নগর তালুক হইতে প্রতিবৎসর যে টাকা উপস্বত্বরূপে উৎপন্ন হইত, তিনি তাহা বর্ষে ২

প্রজাদিগের সুখ সম্বর্দ্ধনার্থ, ব্যয় করিতেন। ইহাতে প্রজারা তাঁহার এমনি বশীভূত হইয়াছিল, যে তাঁহার অভিমতে তাহারা কোন কর্ম্মই করিত না, সকলেই তাঁহাকে পিতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, কি সম্পদ্ কি বিপদ সকল সময়েই তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিত।

ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু বিজয় নগরের চতুর্দ্দিকে যে ভেড়ীবন্ধ করাইয়াছিলেন, সে ভেড়ী অন্যান্য গ্রামের ভেড়ীর ন্যায় সামান্য ভেড়ী ছিল না। তাহা ঊর্দ্ধে দশ হাত এবং প্রস্থে আট হাত ছিল, লোক সকল ঐ মৃত্তিকা-রাশির উপরিভাগে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিবে এজন্য ঐ জমিদার মহাশয় তদুপরি একটি পাকা রাস্তা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন. সেই পথের দুই পার্শ্বে সারি ২ অশ্বত্থ এবং বট বৃক্ষ সকল রোপিত হইয়াছিল, তাহাতে পথিকেরা ঐ পথ দিয়া গমন করিলে, তাহাদিগকে রৌদ্র লাগিত না, বৃক্ষগণের শাখা প্রশাখাদির সুশীতল ছায়া দ্বারা গ্রীষ্ম কালের অসহ্য সূর্য্যোত্তা [illegible] হইত। বিজয় নগরে একটীও বারাসত [illegible] না থাকুক, ঐ বৃক্ষে আবৃত দীর্ঘ পথটী বার [illegible] হওয়াতে, দূরদেশবাসী লোকেরা পথ [illegible] র্থ মধ্যাহ্নকালে বটবিট-চ্ছায়াতে শয় [illegible] নাদিগের শ্রান্তি দূর করিত। আহা! স [illegible] প্রাতঃকালে বিজয়নগরীয় ভদ্রলোকেরা সুশী [illegible] বায়ু সেবনার্থ কেহ অশ্বারোহণে কেহবা পদব্রজে গমনাগমন করিতেন, আর তন্নিকট-বর্ত্তী ধান্য এবং শস্য ক্ষেত্রের হরিদ্বর্ণ শোভা সন্দর্শন করিতেন, ও বৃক্ষবাসী পক্ষিগণের সুমধুর কিচ্ মিচ্

ধ্বনি শ্রবণ করিতেন, তাহাতে তাঁহাদের যে কতই আনন্দোদ্ভব হইত তাহা লেখনে লেখনী অসমর্থা।

পূর্ব্বকালে এক মহাত্মা ব্যক্তি লোকদিগের জলকষ্ট দূরকরণার্থ ঐ গ্রামে দুইটী প্রশস্ত সরোবর খনন করাইয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু লোক সকল তাহার যথাযোগ্য ব্যবহার এবং সময়ে২ পরিষ্কার না করাতে পুষ্করিণী দুটি একপ্রকার অব্যবহার্য্য হইয়াছিল। জমিদার মহাশয় ধনবন্ত প্রজাদিগের নিকট চাঁদা করিয়া এবং নিজ ধন হইতেও অনেক সাহায্য করিয়া পুনর্ব্বার ঐ সরোবর দুটির পঙ্কোদ্ধার করাইয়াছিলেন। ঐ সুপরিষ্কৃত পুষ্করিণীদ্বয়ের একটিতে সাধারণ প্রজাবর্গ স্নানাদি করিত, আর তৈলাক্ত শরীরের মলিনতা দ্বারা পাছে আর একটি সরোবরের জল দূষিত হয়, এজন্য তাহাতে তাহারা স্নান করিতে পাইত না, কেবল রন্ধন এবং পানার্থ তাহার জল ব্যবহার করিত।

গ্রামের প্রান্তভাগে মাঠের ধারে জমিদারী কাছারি ঘর ছিল, জয়চন্দ্র বাবু তাহার সম্মুখভাগে নিজ ব্যয়ে একটি মনোহর পুষ্পোদ্যান প্রস্তুত করিয়াছিলেন, কোন ব্যক্তিরই ঐ পুষ্পোদ্যানে বেড়াইতে নিষেধ ছিল না; যে যখন ইচ্ছা করিত সে তখন ঐ পুষ্পোদ্যানে আসিয়া পুষ্প সকলের মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ এবং প্রাকৃতিক আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য দর্শন করিতে পারিত। বাটীর চতুষ্পার্শ্ব এবং পথ ঘাটের দুর্গন্ধ নানা ব্যামোহের মূল, ইহা জানিয়া জয়চন্দ্র বাবু বিজয় নগরের পাড়ায় পাড়ায় ট্যাক্স অর্থাৎ বৎসর২

প্রতিবাসীদিগের নিকট হইতে কিঞ্চিৎ২ ধন সংগ্রহ করাইতেন। সেই ধনে এক এক পাড়ার পথ ঘাট এবং বাটীর চতুষ্পার্শ্ব সুপরিষ্কৃত হইত। ইহাতে দুর্গন্ধহেতু প্রজাদিগের বড় একটা ব্যামোহ হইত না। বিশেষ, গ্রামান্তরবাসী লোকেরা গ্রাম-খানির মধ্যে হয় যেখানে আসিত, সে সেখানকার সৌন্দর্য্য এবং পারিপাট্য দেখিয়া সাতিশয় পুলকিত হইত।

অনেক স্থানে তিন চারি খানি গ্রামের মধ্যে এক একটী হাট থাকে, সেই হট্ট সপ্তাহের মধ্যে দুইবার কেবল হয়, এক ক্রোশ দূরবাসী লোকেরাও নিয়মিত সময়ে সেই স্থানে আসিয়া আপনাদিগের খাদ্য দ্রব্য এবং বস্ত্র প্রভৃতি ক্রয় করিয়া থাকে। যাহারা নিয়মিত সময়ে তথায় না আসিতে পারে, বা হাট-দিনের অতিক্রান্ত কোন দিবসে যদি কাহারও বাটীতে কোন আত্মীয় কুটুম্বের সমাগম হয়, অথবা বিশেষ কর্ম্মোপলক্ষে যদি কাহাকেও বহু লোককে অভ্যর্থনা ও আহারাদি করাইতে হয়, তবে তাহাদিগের দুঃখের আর পরিসীমা থাকে না। কিরূপে মান সম্ভ্রম রক্ষা হইবে এই ভাবনায় তাহারা অতিশয় কাতর হয়, এবং বিশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া গ্রামে গ্রামে গমন করত খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়াথাকে। কিন্তু বিজয়নগরের প্রজাদিগের এতাদৃশ ক্লেশ ছিল না, সেখানে বহু সম্ভ্রান্ত এবং ভদ্র লোকের বাস থাকাতে তত্রস্থ জমিদার এবং মহল্লোক মহাশয়গণ সকলে ঐক্য হইয়া গ্রামের মধ্যভাগে একটী বাজার করিয়াছিলেন, ঐ বাজার প্রতিদিন প্রাতঃকাল অবধি বেলা দুই প্রহর পর্য্যন্ত

থাকিত। ইহাতে তন্নিবাসী লোকদিগের খাদ্যসামগ্রী ক্রয় করণের কোন মতেই অসুবিধা হইত না, অর্থব্যয় করিলে তাহারা প্রতিদিন নূতন ২ উপাদেয় খাদ্য দ্রব্য অনায়াসে প্রাপ্ত হইত। বিজয় নগরের বাজারে অনেক গুলী দোকান ছিল, তন্মধ্যে কোনটায় ঘি, চিনি, ময়দা, কোনটায় ধান, চাইল, দাইল, কলাই, কোন টায় চিড়া, মুড়কী, মুড়ি প্রভৃতি জলপান সামগ্রী, কোনটায় বা মিঠাই মণ্ডা প্রভৃতি নানা প্রকার মিষ্টান্ন পাওয়া যাইত। ইহাতে অন্যান্য গ্রামের দোকানে যেরূপ চিড়া মুড়কি বাতাসা এবং গুড়ে নবাত্ ব্যতীত আর কোন মিষ্ট দ্রব্য পাইবার উপায় নাই, বিজয় নগরের সেরূপ অবস্থা ছিল না, তথায় সামান্য এবং ভদ্রলোকদিগের প্রয়োজনীয় নানাপ্রকার খাদ্য দ্রব্যের দোকান থাকাতে, যাহার যে আবশ্যক হইত, কিঞ্চিৎ অর্থ ব্যয় করিলে তাহা সে অনায়াসেই প্রাপ্ত হইতে পারিত।

তালুকদার শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সদুপদেশদ্বারা কি উত্তম কি মধ্যম কি অধম সাধারণ প্রজাবর্গ সকলেই বিজয়নগরের উন্নতির জন্য সাতিশয় উৎসক হওয়াতে গ্রামখানি সুরম্য ও সুপরিপাটী হইয়াছিল। দুরদেশবাসী পথিকেরা তথায় আগমন করত স্নান আহ্নিক এবং ভোজন পানাদি করিয়া পরমাপ্যায়িত হইত। দিবাবসান হইলে তাহারা অন্য কোন স্থানে যাইত না, খাদ্যসামগ্রী এবং বাসগৃহের সচ্ছন্দহেতু তাহারা ঐ স্থানেই রাত্রি যাপন করিত। দোকানী লোকেরা আপনাদিগের দোকানের

পার্শ্বে পথিকদের ব্যবহারার্থ যে গৃহ নির্ম্মাণ করিত, তাহা দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। একটি স্ত্রীলোকদিগের বাসোপযোগী, একটি পুরুষদিগের নিমিত্ত। কোন প্রকারে একের সহিত অন্যের সংস্রব ছিল না, অতএব স্ত্রীলোকেরা আপনং ইচ্ছামত নিরুদ্বেগে ঐ গৃহ ব্যবহার করিতে পারিত, ভোজন শয়ন বা পানাদির সময়ে তাহাদিগের কোন প্রকারে কোন ব্যাঘাত জন্মিত না। কি স্ত্রী কি পুরুষ যাহাতে গ্রামান্তরবাসী পথিকদিগের মানের হানি বা ধনাপহরণ না হয়, গ্রামের মণ্ডল চৌকিদার এবং ফাঁড়িদার প্রভৃতি রক্ষকেরা তাহার বিশেষ তত্ত্বাবধারণ করিত। এই সকল সুনিয়মহেতু কি দেশী কি বিদেশী সকল লোকেই হস্তোত্তোলন করিয়া জয়চন্দ্র বাবুকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিত, এগ্রামের জমিদার মহাশয় চিরজীবী হউন। অধিক কি, বিজয়নগর সর্ব্ববিধায়ে সুন্দর ছিল বলিয়া, ধর্ম্মপুর জিলার মাজিষ্টর এবং জজসাহেব পর্য্যন্ত যখন মফঃসলে আসিতেন, তখন অন্য কোন স্থানে না গিয়া কেবল সেই খানেই বাস করিতেন।

সুপণ্ডিত ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু বিজয়নগরীয় প্রজাদিগের শুদ্ধ শারীরিক সুখ সচ্ছন্দ বিষয়ে মনোযোগী ছিলেন, এমত নহে, তিনি যাহাতে সাধারণ প্রজাবর্গের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি হয়, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাহার বিশেষ চেষ্টা করিতেন। বিজয়নগর গ্রামখানি অতি সুন্দর গণ্ডগ্রাম ছিল, তথায় এবং তন্নিকটবর্ত্তি গ্রামে অনেক ভদ্র লোক থাকাতে, ধর্ম্মপুর জিলার মাজিষ্টর এবং জজসাহেব-

দিগের অনুরোধে কোম্পানি বাহাদুর তথায় একটি স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন; সেই বিদ্যালয়ে ইংরাজী বাঙ্গালা এবং সংস্কৃত এই তিন ভাষা শিক্ষা হইত। পাঠকগণ প্রতিমাসে অবস্থানুসারে কেহ আট আনা কেহ এক টাকা বেতন দিত, তথায় অনেক ছাত্র পড়িত, বলিয়া বহু অর্থ সংগ্রহ হইত, ইহাতে বিদ্যালয়ের ব্যয়ার্থ বড় একটা ধনকষ্ট হইত না, তবে সময়ে২ যাহা অকুলান হইত, কোম্পানি বাহাদুর তাহা রাজকোষহই-তে দিতেন। মাজিষ্টর, জজ্ এবং কোম্পানির নিযুক্ত ইনস্পেকটর অর্থাৎ বিদ্যালয়দর্শক মহোদয় মহাশয়গণ যখন মফঃসলে যাইতেন, তখন ঐ বিদ্যালয়স্থ ছাত্র-দিগকে পরীক্ষা করিয়া যথাযোগ্যরূপ পুরস্কার প্রদান করিতেন।

জমিদার জয়চন্দ্র বাবু এই বিদ্যালয়ের প্রতি বড় একটা বিশেষ মনোযোগী ছিলেন না, তিনি মনে২ বিবেচনা করিতেন, ধনাঢ্য লোকদিগের বালকেরা বিজয়নগরে না হয়, অনায়াসেই কলিকাতায় যাইয়া উত্তমোত্তম বিদ্যালয়ে বিদ্যাশিক্ষা করিতে পারে। কিন্তু সদ্বংশজা বালিকাদিগের বিদ্যাশিক্ষার আর কোন২ উপায় নাই, তাহাদিগের পক্ষে মাতা মাতামহী পিতা পিতামহী প্রভৃতি স্বজনদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে যাওয়া বড়ই দুষ্কর। একে হতভাগ্য বঙ্গ-দেশীয় অঙ্গনাগণের বিদ্যার প্রতি জনক জননী বা ভ্রাতাদিগের এমন অনুরাগ নাই যে তাঁহারা যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগের শিক্ষাবিধান করেন; তাহাতে আবার এবিষয়ের বহু বিপক্ষ, শিক্ষা দেওয়া দূরে থাকুক স্ত্রী-

লোকদিগের বিদ্যার কথা পড়িলে,বরং অনেকে বিদ্বেষ প্রকাশ করিয়া নানাপ্রকার কটু কাটব্য কহেন। অতএব তাহাদের শিক্ষা বিধানের উপায় কি। বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে স্ত্রী এবং পুরুষদিগের মধ্যে যে বড় একটা প্রভেদ নাই, ইহা ঐ বিদ্বেষী লোকেরা ক্ষণমাত্র বিবেচনা করে না। উত্তম বিবেচনা না করিয়া অনেক ভদ্রলোক যদি স্ত্রীশিক্ষার শত্রু হয়েন, হউন, আমি কিন্তু যথাসামর্থ্য যত্ন করিয়া যাহাতে বিজয় নগরের এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত হয়, সর্ব্ববিধায়ে এমন বিহিত যত্ন করিব।—

নীচজাতীয় বালক বালিকাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করান কর্ত্তব্য,বঙ্গদেশীয় ভদ্র মহাশয়গণ স্বপ্নেও এমন বিবেচনা করেন না, আমি তাহাদেরও নিমিত্তে দুইটি পাঠশালা স্থাপন করিব। কলিকাতায় যেরূপ বঙ্গভাষার আলোচনা হইতেছে, অসুবিধা প্রযুক্ত পল্লিগ্রামে তাহার শতাংশের একাংশও হয় না, অতএব প্রজাবর্গের উপকারার্থ আমি বিজয় নগরের কাছারি ঘরে বঙ্গভাষার একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিব। পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকারা এদেশে অন্যের গলগ্রহ হইয়া অন্ন বস্ত্রের জন্য নানা কষ্ট পায়, কখন বা পীড়িত হইলে, সুচিকিৎসা এবং ও শুশ্রূষার অভাবে প্রাণত্যাগ করে, কখন বা বাল্য কালে অসচ্চরিত্র লোকেরা তাহাদিগকে অল্প মূল্যে ক্রয় করিয়া, যুবা কালে ধর্ম্ম নীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করায় এবং অতি জঘন্য ব্যবহার করে। এ দুর্নীতি নিবারণার্থে আমি মাজিষ্টর

এবং জজসাহেবকে কহিয়া ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যে একটি অনাথবাস স্থাপন করিব।

এই স্থির করিয়া জয়চন্দ্র বাবু প্রথমে বিজয়নগরে একটি পুস্তকালয় স্থাপন করিবার নিমিত্ত পঞ্চাশৎ মুদ্রায় কতকগুলিন উত্তমোত্তম বাঙ্গালা ভাষার পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইলেন। তন্মধ্যে গার্হস্থ্য বাঙ্গালাপুস্তক সংগ্রহের সকল প্রকার পুস্তকই ছিল, আর আপনি কলিকাতায় থাকিয়া মাসিক সাপ্তাহিক বা দৈনিক যেং সম্বাদপত্র লইতেন, তাহাও পাঠানন্তর বিজয়নগরের পুস্তকালয়ে পাঠাইয়া দিতে লাগিলেন। নিয়ম করিয়া দিলেন, যাহারা পুস্তকালয়ে আসিয়া পুস্তকাদি পড়িবেন, তাহাদিগকে কিছুই দিতে হইবে না, কিন্তু যাহারা ঐ সকল গ্রন্থ বাটীতে লইয়া গিয়া পড়িবেন, তাহাদিগকে সামর্থ্যানুসারে এক আনা বা দুই আনা মাসিক দাতব্য দিতে হইবেক। এই উপায় দ্বারা যে অর্থ সংগ্রহ হইত, তিনি তাহাতে নূতন২ পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইতেন।

দ্বিতীয়তঃ তিনি বিজয়নগরের গোমস্তা এবং মণ্ডলকে লিখিয়া বিজয়নগরমধ্যে নীচজাতীয় বালকদিগের নিমিত্ত অবৈতনিক একটি পাঠশালা স্থাপন করিতে কহিলেন। নিয়ম করিয়া দিলেন, এই পাঠশালায় দশ টাকা বেতনে একটি পণ্ডিত, এবং ছয় টাকা বেতনে একটি গুরুমহাশয় নিযুক্ত থাকিবেন। ইহাঁরা বালকদিগকে সদাচারী করিবার নিমিত্ত বিশেষ মনোযোগী হইয়া, ধর্ম্মনীতি শিখাইবেন, আর যাহাতে তাহারা সহজং পুস্তক এবং হস্তলিপি পাঠ ও সামান্য-

রূপ হিসাবপত্র রাখিতে পারে এমন শিক্ষা দিবেন, ইহাদিগকে বাহুল্য করিয়া কঠিন২ বিষয় শিখাইবার কোন আবশ্যক নাই। পঞ্চমবর্ষ অবধি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত ইতর লোকের সন্তানেরা যেন এই পাঠশালায় বিদ্যাধ্যয়ন করে, পরে যে যাহার নিজ২ বৃত্তি শিক্ষা করিতে যায়। পণ্ডিত এবং গুরুমহাশয় আমার জমিদারীর উপস্বত্ব হইতে মাসিক বেতন পাইবেন। এই নিয়মে পাঠশালা স্থাপন হইলে তিনি তাহাদের পাঠোপযুক্ত অনেক গুলিন পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠাইলেন। ইহাতে বিজয়নগরীয় ইতর লোকদিগের সন্তানদের মূর্খত্ব দোষ দূর হইল, তাহারা ক্রমে ক্রমে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া বিদ্যারসের রসিক হইতে লাগিল।

তৃতীয়তঃ তিনি অনাথ বালক বালিকাদিগের দুরবস্থা বিষয়ক বৃত্তান্ত একখানি কাগজে লিখিয়া ধর্ম্মপুর জিলার মাজিস্টর এবং জজসাহেবের নিকট আবেদন করিলেন, মহাশয়গণ! আপনারা যদি এই দুরবস্থা বিমোচনার্থ ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যে শুভকর একটি অনাথগৃহ স্থাপন করেন, তবে আমি নিজে প্রতিমাসে পঁচিশ টাকা দিব, এবং অন্যান্য ধনাঢ্য বন্ধুর নিকট চাঁদা করিয়া যাহাতে প্রতিমাসে আরও দুই শত টাকা সংগ্রহ হয় তাহার সম্পূর্ণ চেষ্টা করিব। জয়চন্দ্র বাবুর সহিত এই বিচারকদিগের আলাপ পরিচয় ছিল না, কিন্তু মফঃসলে যাইবার সময় তাঁহারা তাঁহার মহীয়সী কীর্ত্তির কথা অনেক শ্রবণ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ দেশের হিতকামুক পত্র তাঁহা-

দিগকে কেহ কখন দেখেন নাই, অতএব পত্র-পাঠে তাঁহারা সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া দুই জনে একত্র হওত আপন আপন পেস্কারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, পেস্কারগণ! তোমরা সত্য করিয়া বল, জয়চন্দ্র বাবু কেমন লোক! বিজয়নগরের জমিদারী কাছারি হইতে আমরা হপ্তম পঞ্চম দেওয়ানী বা ফৌজদারী কখন কোন মোকদ্দমার কথা শুনিতে পাই না কেন?।

পেস্কারেরা করপুটে নিবেদন করিল, খোদাবন্দ মহাশয়গণ! আপনারা বিজয় নগরের জমিদারীর কথা জিজ্ঞাসা করেন কেন? যে গ্রামের জমিদার ধর্ম্ম-পরায়ণ ও প্রজাহিতৈষী হয়, সেখানকার প্রজাদিগের মোকদ্দমার কথা কেহ কি বাহিরে টের পায়। বিজয় নগরে মারামারি হঙ্গাম প্রায় হয় না, যদি কখন কিছু হয়, তবে গ্রামস্থ গোমস্তা মণ্ডল এবং ভদ্র মহাশয়গণ দুষ্টের দমন করিয়া থাকেন। যে বিষয় তাঁহারা নিজে নিষ্পত্তি করিতে না পারেন, জয়চন্দ্র বাবু কলিকাতা হইতে আসিয়া তাহার এমনি সূক্ষ্ম বিচার করেন, যে তাহাতে বাদী প্রতিবাদী কেহই অসন্তুষ্ট হয় না। পিতা যেরূপ পুত্রের প্রতি বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিয়া তাহাদের হিত চেষ্টা করেন, জমিদার মহাশয় সেইরূপ বাৎসল্য-ভাব প্রকাশ করিয়া বিজয় নগরের লোকদের উপকারার্থ নানা মঙ্গল-জনক কর্ম্ম করিতেছেন। অতএব সেখানে হপ্তম পঞ্চম প্রভৃতি দেওয়ানি মোকদ্দমা কেন ঘটিবে, সকলেই আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহাকে নিয়মিত সময়ে নিয়মিত কর

দেয়, এবং সকল বিষয়ে, তাঁহার সদুপদেশ গ্রহণ করে।

বিচারকদ্বয় পেস্কারদিগের মুখে জয়চন্দ্র বাবুর এই সকল গুণের কথা শুনিয়া সাতিশয় পুলকিত হইলেন, এবং মনে করিলেন, সকল জমিদার যদি এ ব্যক্তির ন্যায় দেশ-হিতৈষী হয়, তবে ভারতবর্ষস্থ লোকদিগের আর কিছুমাত্র দুরবস্থা থাকে না। যাহা হউক, তাঁহারা আর কাল-বিলম্ব করিলেন না, জমিদার মহাশয়ের আবেদনপত্রের সহিত আপন আপন সদভি-প্রায় লিখিয়া কলিকাতার বড় সাহেবের প্রধান সভায় পাঠাইলেন। সেই সভার অধ্যক্ষগণ ঐ সকল কাগজ পত্র পাঠ করত তাহার মঙ্গলজনক মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যে বাঙ্গালী লোকদের নিমিত্ত একটি অনাথগৃহ স্থাপন করিতে আদেশ করিলেন। মাজি-ষ্টর এবং জজ সাহেব মহাশয়েরা এই অনুমতি-পত্র পাইয়া জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখিলেন, দেশ-হিতৈষী বন্ধো! অনাথবাসের সাহায্যের নিমিত্ত কোম্পানি বাহাদুর অর্দ্ধেক টাকা দিবেন, ইংরাজ এবং ভদ্র মহাশয় দিগের নিকট চাঁদা করিয়া আর অর্দ্ধেক টাকা আপনাকে দিতে হইবে, আমরা নিজেও যথা-সাধ্য যত্ন করিয়া আপনকার সাহায্য করিব। আপনি ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যে একটী অনাথগৃহ স্থাপন করিয়া, যে নিয়মে এই শুভকর বিষয়টী উত্তমরূপে চলিতে পারে, সেই সকল নিয়ম নির্দ্ধারণ করুন। বিচারক-দিগের আদেশানুসারে জয়চন্দ্র বাবু ধর্ম্মপুর জিলার মধ্যভাগে একটী অনাথগৃহ স্থাপন করিয়া অনাথশিশু-

দিগের আহার আচ্ছাদন এবং শিক্ষার বিষয়ে এমনি সুনিয়ম করিলেন, যে, তাহাতে তাহাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়েরই মঙ্গল হইল।

এই সকল কর্ম্মদ্বারা শ্রীযুক্ত বাবু জয়চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্ম্মল যশ দেশ বিদেশে বিখ্যাত হইল। কি ভদ্র কি অভদ্র, বঙ্গদেশীয় সকল লোকেরই তাঁহার প্রতি এক বিশেষ শ্রদ্ধা জন্মিল। আপনার প্রতি অপরসাধারণ সকল লোকের বিশেষানুরাগ দেখিয়া জয়চন্দ্র বাবু নিজ শ্লাঘা করিলেন না, বরং পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া কহিলেন, হে জগদীশ্বর! তোমার নাম ধন্য! আমার চিরবাঞ্ছিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি এত দিনে সাধন করিলাম। যাহাহউক তিনি মনে২ বিবেচনা করিলেন স্ত্রীজাতিদিগের বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উত্তম সময় এই, কিন্তু সকল লোকের সম্মতি না লইয়া যদি একেবারে আমি বিজয় নগরে স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করি, তবে তাহা কোন প্রকারে সুসম্পন্ন হইতে পারিবে না। আমি এমন কি, যে, বহুকাল যাহা প্রচলিত নাই এবং যাহার প্রতি অনেক লোকের শ্রদ্ধানুরাগ নাই, ধনাঢ্য লোকদিগের সম্মতি ব্যতীত তাহা এখন প্রচলিত করিতে পারিব। অতএব সুযুক্তি এবং কৌশল দ্বারা প্রথমে সকল লোককে এই গুরুতর ব্যাপারে উৎসাহী করা আমার আবশ্যক হইয়াছে।

এই স্থির করণানন্তর, জয়চন্দ্র বাবু কলিকাতায় থাকিয়া স্ত্রী-লোকদিগকে বিদ্যাশিক্ষা করান কর্ত্তব্য কি না এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করিলেন। কিয়দ্দিন

পরে উক্ত সম্বন্ধোপলক্ষে কলিকাতার বাণিজ্য-কর্ম্ম বন্ধ হইলে, তিনি পৈতৃক আবাস বিজয় নগরে আইলেন। বাটীতে আগমন করিয়া এক দিন বিজয় নগরের ছোট বড় তাবৎ প্রজাবর্গকে আহ্বান করিয়া স্ত্রী বিদ্যা বিষয়ক ঐ প্রবন্ধ খানি তাহাদিগের নিকট পাঠ করিলেন। ঐ গ্রন্থ খানি সুযুক্তি, সদুপদেশ, কোমল ভাষা এবং কোমল রসে এমনি পরিপূর্ণ হইয়াছিল, যে তৎ শ্রবণে সকলেই একেবারে আর্দ্র হইয়া বিজয় নগরস্থ বালিকাগণের নিমিত্ত যে স্ত্রী বিদ্যালয় স্থাপন করা কর্ত্তব্য এমন সম্মতি প্রকাশ করিলেন। অধিক কি, পূর্ব্বে যাঁহারা স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে বিষম বিরাগী ছিলেন, প্রবন্ধ শ্রবণ দ্বারা এক্ষণে তাঁহারা সবিশেষ অনুরাগী হইয়া জমিদার মহাশয়ের স্ত্রীবিদ্যালয়ে আপন আপন কন্যা প্রেরণ করিতে চাহিলেন।

এই সুযোগে ধার্ম্মিকবর জমিদার মহাশয় হৃষ্টচিত্ত হইয়া বহুকালের বাঞ্ছিত বহু আয়াস সাধ্য মনোরথ পূর্ণ করিবার কারণ বিজয় নগরে দুইটি স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। একটি নীচ জাতীয় বালিকাগণের নিমিত্ত, আর একটি ভদ্র বংশীয় বালিকা গণের নিমিত্ত হইল। নীচ জাতীয় বালকগণের যেরূপ শিক্ষার নিয়ম করিয়াছিলেন, তাহাদের বালিকাগণের জন্যেও সেইরূপ নিয়ম এবং শিক্ষার বিধান করিলেন। কিন্তু ভদ্রবংশজ কামিনী গণের পক্ষে তদপেক্ষা উত্তম নিয়ম এবং উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যক, ইহা বুঝিয়া তিনি কলিকাতাস্থ ইউরোপীয় বিবিদিগের সমাজের কর্ত্রীর নিকট এই আবে-

দন করিলেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া বিজয় নগরের স্ত্রী বিদ্যালয়ে সুপণ্ডিতা দুই জন শিক্ষাদায়িনী পাঠাইয়া দেন। এক জন ইউরোপীয়া বিবি, এবং আর এক জন এতদ্দেশীয়া কামিনী। এই দুই জন শিক্ষক যেন উত্তমরূপ বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শিনী হন। কারণ দেশীয় ভাষাতে বালিকাদিগকে সকল বিষয় শিক্ষা করাইতে হইবে।

ইউরোপীয় বিবিদিগের সমাক্ষে এই আবেদনপত্র উপস্থিত হইলে তাঁহারা যত্ন পূর্ব্বক কলিকাতার ফীমেল নরম্যাল স্কুল হইতে বাঙ্গালা ভাষায় পারদর্শিনী এক সুশিক্ষিতা বিবি, এবং তৎসংযুক্ত সেন্ট্রাল স্কুল হইতে এক এতদ্দেশীয়া কামিনী, এই দুই শিক্ষাদায়িনীকে বিজয় নগরে পাঠাইলেন, বিবির মাসিক বেতন পঞ্চাশ এবং এতদ্দেশীয়া কামিনীর বেতন পঁচিশ টাকা স্থিরীকৃত হইল। ইহাঁরা দুই জনে বিজয় নগরে উপনীতা হইয়া তথাকার সদ্বংশজ বালিকাগণের প্রতি স্নেহ প্রকাশ পূর্ব্বক নিজ নিজ কন্যার ন্যায় শিক্ষা দিতে লাগিলেন। এই বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থ জমিদার মহাশয় নিজে পঞ্চাশ এবং গ্রামস্থ ধনাঢ্য লোকেরা আপনাদিগের মধ্যে চাঁদা করিয়া পঞ্চাশ টাকা দিতেন। ঐ এক শত টাকা ব্যতিরেকে কোম্পানী বাহাদুর এই অভিনব গুরুতর ব্যাপারের সাহায্যার্থ বিজয় নগরীয় লোকদিগের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া আর এক শত টাকা দিতেন। সর্ব্বশুদ্ধ দুই শত টাকা দ্বারা স্ত্রী-বিদ্যালয়ের সকল কার্য্য উত্তমরূপ নির্ব্বাহ হইয়াও যে টাকা উদ্বৃত্ত হইত, ভবিষ্যতে ধন-কষ্ট হইবার ভয়ে তাঁহারা স্ত্রী-

বিদ্যালয়ের সম্পাদক জয়চন্দ্র বাবু কলিকাতাস্থ বাঙ্গাল বেঙ্কে গচ্ছিত করিতেন। এস্থলে বিজয়নগরীয় শিক্ষা প্রণালীর কথা লিখিলাম না, সুশীলার বালিকা-পাঠশালায় পাঠোপলক্ষে তাহা স্পষ্টরূপে প্রকাশ করিব।

পুণ্যধাম বিজয়নগর এবং তৎসংক্রান্ত জমিদার মহাশয়ের বিষয়ে যাহাং বলা আবশ্যক তাহা বলিলাম, এক্ষণে প্রকৃত উপাখ্যান সুশীলার বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হইতেছি, পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, যেন অল্পবয়স্কা বালিকারা ইহা পাঠ করিয়া ঐ বালিকার ন্যায় পরিশ্রমী ধর্ম্মপরায়ণা এবং সচ্চরিত্রা হই তে যত্নবতী হয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুশীলার বাল্য বিবরণ।

জয়চন্দ্র বাবুর অধিকার কালে বিজয় নগরে মনোহর দাস নামে এক জন বণিক বাস করিতেন। অন্যান্য বণিকদিগের ন্যায় এব্যক্তি বড় একটা ধনবন্ত ছিলেন না, কেবল সামান্য ব্যবসায় দ্বারা আপনার পরিবার ভরণ পোষণ করিতেন। তাঁহার দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা। পুত্র দুইটির নাম হীরালাল এবং মতিলাল, আর কন্যাটির নাম সুশীলা ছিল। এক্ষণে হীরালাল এবং মতিলালের বিষয় না লিখিয়া কেবল সুশীলার বাল্যচরিত্র সঙ্ক্ষেপে বর্ণনা করি, কারণ এই বালিকার বৃত্তান্তই আমার এই উপাখ্যানের মুখ্য অভিধেয় হইয়াছে।

সুশীলা বড়, গৌরবর্ণা ছিল না, কিন্তু তাহার মুখ নাসিকা নেত্র প্রভৃতি অঙ্গসৌষ্ঠব বিলক্ষণ ছিল। পরমাসুন্দরী হইলে কি হয়, রূপ অপেক্ষা তাহার গুণ অধিক ছিল। বিশেষ, সুশীল স্বভাব হেতু তাহার পিতা মাতা সকলেই তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। পঞ্চম বর্ষ বয়স্কা হইলে সুশীলার পিতা মাতা তাহাকে বিজয় নগরীয় ভদ্র-লোকদিগের বালিকা-বিদ্যালয়ে

বিদ্যাশিক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। সে প্রতিদিন অন্যান্য বালিকাদিগের সহিত বেলা দশ ঘটিকার সময়ে পাঠশালায় যাইত, এবং দুই ঘটিকার সময় প্রত্যাগমন করিত; অতি অল্প দিনের মধ্যে ঐ বালিকা যত শিখিতে পারিয়াছিল তদনুষঙ্গিনীগণ তাহার দশাংশের একাংশও শিখিতে পারে নাই। এই প্রভেদের কারণ এক্ষণে সংক্ষেপে প্রকাশ করি।

সুশীলা প্রতিদিন প্রত্যূষে উঠিয়া, পাঠশালায় যে সকল নূতন২ পাঠ পাইত তাহা অভ্যাস করিত। পরে হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাহার মাতার গৃহকর্ম্মের সাহায্য করিতে যাইত। ঐ বণিকপরিবার বড় একটা ধনবন্ত নহে, ষোল টাকার ঊর্দ্ধ তাহাদের মাসিক আয় ছিল না। ইহাতে দাস দাসী কিরূপে রাখিতে পারে, সুতরাং গৃহধর্ম্মের সমুদায় কর্ম্মগুলীই বণিকভার্য্যাকে স্বহস্তে করিতে হইত। তাহাদের সকলগুলীই খড়ুয়া ঘর, তাহাতে মৃত্তিকা এবং দরমার প্রাচীর ছিল। ঐ সকল ঘর প্রতিদিন ঝাটি না দিলে এবং মধ্যে মধ্যে লেপন না করিলে অতিশয় বিশ্রী হয়, বণিকের স্ত্রীর পক্ষে তাহা সমাধা করা সুকঠিন হইলেও যে কোন প্রকারে হউক করিতেই হইত। সুশীলা সাধ্যানুসারে নিজ জননীর সাহায্য করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিত না। ছোট ছোট দাবা এবং ঘরগুলীন আপনি ঝাঁটা দিয়া পরিষ্কার করিত, প্রয়োজনমতে কোন২ দিন তাহা লেপনও করিত। সপ্তাহের মধ্যে যে দিন তাহার মাতা আপনি বা অন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া গৃহ লেপন করিতেন, সুশীলা একটি ছোট কুলসীদ্বারা

জল আনিয়া বা ধাত্রীদ্বারা মাটী আনিয়া তাঁহার উপকার করিত। যত দূর পারে সে আপনি লেতা ধরিয়া দ্বার এবং পৈঠাগুলীন সুপরিষ্কৃত রাখিতে কোনমতে আলস্য করিত না।

নিত্য-নিয়মিত গৃহ পরিষ্কার কর্ম্ম শেষ হইলে, সুশীলার মাতা যখন ঘটী বাটী থালা পাথর রেকাবি প্রভৃতি নিত্য ব্যবহারের পাত্রগুলীন লইয়া পুষ্করিণীর ঘাটে পরিষ্কার করিতে যাইতেন, তখন সুশীলা তাঁহার সঙ্গে২ যাইত। তিনি একটি দুটি করিয়া মাজিয়া দিতেন, সে ক্রমে২ তাহা বহন করিয়া, তাহাদের ঘরের মধ্যে যে বাসনের চৌকিখানি ছিল তাহাতে আনিয়া রাখিত। এইরূপে সকল পাত্রগুলীন সুপরিষ্কৃত হইলে, তাহার মাতা যখন গৃহে আসিয়া একখানি নেকড়াদ্বারা তাহার জল বিমোচন করত, যে ঘরের যাহা তাহা সেই ঘরে রাখিতেন, সেও এক একটি করিয়া তাঁহাকে বহিয়া দিত। সুশীলার মাতা এমনি উত্তম গৃহিণী ছিলেন যে তাঁহার গৃহের এক স্থানের সামগ্রী অন্য স্থানে কখনই থাকিত না, যেখানকার দ্রব্য সেইখানেই থাকিত। তাঁহার কন্যা পুত্রগণ যাহাতে এই নিয়ম বিশেষ প্রতিপালন করে, এমত উপদেশ তাহাদিগকে তিনি সর্ব্বদাই দিতেন।

প্রতিদিন বেলা সাত ঘটিকার সময়ে বণিকভার্য্যা স্নান করিয়া অন্ন ব্যঞ্জন পাক করিবার নিমিত্ত রন্ধনশালায় যাইতেন। সুশীলা তাঁহার সহিত স্নান করিয়া যথাসাধ্য পাকের দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া মাতার সাহায্য করিত। তাহার পিতা বাজার হইতে খাদ্য

সামগ্রীগুলীন ক্রয় করিয়া, আনিলে, সে যথাস্থানে তাহা স্থাপন করিত। অনন্তর নিয়মিত সময়ে পিতা এবং ভ্রাতা দুটিকে স্নানার্থ তৈল ও বস্ত্র আনিয়া দিত। ইত্যবসরে বণিকবনিতা সামান্য রূপে রন্ধন কর্ম্ম সমাধা করিয়া সুশীলার কেশ বন্ধন করিয়া দিতেন, পরে তাঁহাকে ভোজন করাইয়া প্রতিবাসিনী এক বৃদ্ধা স্ত্রীর সঙ্গে বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেন। ঐ স্ত্রী নিত্য ২ পাড়ার ভদ্রবালিকাদিগকে পাঠশালায় লইয়া যাইত এবং দুইটার সময় তাহাদিগকে লইয়া তথা হইতে প্রত্যাগমন করিত, এজন্য প্রত্যেক বালিকার পিতা মাতার নিকট সে চারি২ আনা করিয়া মাসিক বেতন পাইত। এই রূপে দশ বার জন বালিকা দ্বারা তাহার ভরণ পোষণের উপায় হইত, বৃদ্ধদশাতে ঐ বৃদ্ধাকে এক দিনও অন্যের উপাসনা করিতে হইত না।

পাঠশালায় যাইয়া সুশীলা অগ্রে, ধর্ম্মশাস্ত্রের যে কএকটি পদ বা শ্লোক তাহার শিক্ষাদায়িনী শিক্ষা করিতে দিতেন, তাহা অভ্যাস করিত, পরে গুরুমাতার নিকট তাহা মুখস্থ বলিয়া পরীক্ষা দিত। মুখস্থ বলা শেষ হইলে, সে আপনার শিল্পসামগ্রী লইয়া শিল্প বিদ্যা শিখিত। অতি প্রত্যূষে উঠিয়া সে আপনার নিত্য পাঠ সকল একবার অভ্যাস করিয়াছিল, সুতরাং বিদ্যালয়ে কোন পাঠ শিখিবার নিমিত্ত তাহার অধিক সময় লাগিত না। শ্রেণীস্থিতা অন্যান্য বালিকাদিগের পূর্ব্বে, সে আপনার পাঠ বলিতে সক্ষমা হইত। ক্রমে ক্রমে সকল বালিকা আপনাদিগের পাঠ মুখস্থ বলিলে গুরুমাতা যখন পদ এবং শ্লোকগুলীন ব্যাখ্যা করিতেন,

সুশীলা বিশেষ মনোযোগী হইয়া তাহা শ্রবণ করিত। যে সকল নিগূঢ় ভাব সে একেবারে বুঝিতে পারিত না, শিক্ষাদায়িনীকে বারম্বার জিজ্ঞাসা করিয়া তাহা উত্তম রূপে বুঝিয়া লইত। একারণ তাহার গুরুমাতা অন্যান্য বালিকা অপেক্ষা তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন। বিজয় নগরীয় বালিকা বিদ্যালয়ে ধর্ম্মগ্রন্থ ব্যতিরেকে বঙ্গদেশীয় ইতিহাস, প্রাচীন পুরাবৃত্ত, নীতি শাস্ত্র, ব্যাকরণ, অঙ্ক পুস্তক ও উদ্ভিজ্জ, প্রাণী এবং শিল্পবিদ্যা প্রভৃতি নিয়মানুসারে প্রতিদিন দুই তিন বিষয় পাঠ হইত। প্রত্যহ কোনং জন্তুর ছবি লইয়া বালিকাদিগকে তাহার বিবরণ শিখান যাইত। সুশীলা মনোযোগী এবং পরিশ্রমী হওয়াতে সকল বিষয়েই প্রধানা ছিল, তাহার সহপাঠিকা বালিকারা যদি কোন বিষয় বুঝিতে না পারিত, তবে সে যত্ন পূর্ব্বক তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিত। ইহাতে সকল বালিকার কাছে সে আদরণীয়া ছিল, সকলেই তাহাকে প্রিয়া জ্ঞান করিত, তাহাকে না কহিয়া তাহারা কোন কর্ম্মই করিত না, অধিক কি, দুষ্টস্বভাবা বালিকারা অন্তরে তাহার পরম দ্বেষ্টা হইলেও, সুশীলার সুশীলতা এবং মিষ্ট কথাদ্বারা এমনি বশীভূত হইয়াছিল, যে এক দিনও তাহাকে অপ্রিয় কথা বলে নাই।

সেলাই শিখাইবার সময়ে যখন অন্যান্য বালিকারা সূচি সুতা লইয়া শিল্পকর্ম্ম শিখিত তখন গুরুমাতা গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের একখানি পুস্তক বা বিবিধার্থ সংগ্রহ নামক মাসিক পত্রের কোন উত্তম প্রস্তাব লইয়া এক জন বালিকাকে পাঠ করিতে

দিতেন, অন্যান্য বালিকাগণ সেলাই করিতে২ তাহা শ্রবণ করিত। সুশীলা এবং গুরুমাতা ঐ গ্রন্থপাঠের মধ্যে২ এক একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন, যে যেস্থান কঠিন বোধ হইত তাহা তাহাদের দুই জনের এক জন বুঝাইয়া দিতেন। ঐ বিদ্যালয়ের সম্মুখভাগে অতিসুন্দর ক্ষুদ্র একটি পুষ্পোদ্যান ছিল, প্রধান শিক্ষা-দায়িনী উহার মৃত্তিকা খনন এবং তৃণ উৎপাটন জন্য বালিকাদিগের ব্যবহারোপযুক্ত কতকগুলীন অস্ত্র কলি-কাতা হইতে ক্রয় করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শিল্প-কর্ম্ম শেষ করিয়া বালিকারা যখন গুরুমাতার সঙ্গে সেই উদ্যানে কৃষিকর্ম্ম শিখিতে যাইত, তখন গুরুমাতা তাহাদিগের এক জনকে উপন্যাসরূপে উক্ত পুস্তকের এক একটি মনোহর উপাখ্যান কহিতে বলিতেন। আর২ বালিকাগণ কথার ছলে নীতিগর্ভ গল্প সকল শ্রবণ করিতে২ কর্ম্ম করিত। সুতরাং ইহাতে তাহা-দিগের বড় একটা পরিশ্রম বোধ হইত না, অনায়াসে নিয়মিত ভূমির ঘাস উৎপাটন করিয়া ফুল গাছ গুলার গোড়ার মাটি খুলিয়া দিতে পারিত। এই শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা সৎকুলোদ্ভবা কন্যাদিগের উত্তমরূপ স্বাস্থ্য লাভ হইত, পীড়ার নিমিত্ত বড়একটা তাহারা পাঠশালাতে অনুপস্থিতা থাকিত না। পুষ্পোদ্যানে সকল বালিকার এক একটুক স্থান নিরূপিত ছিল তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্থানের ফুলগাছ সকল উত্তম করিতে বিশেষ চেষ্টা পাইত। কিন্তু সুশীলার পরিশ্রমদ্বারা তাহার বাগানে যত ফুল ফুটিত, অত ফুল আর কাহারও বাগানে ফুটিত না। এই বাগানে

যে মালী নিযুক্ত ছিল, সে, কিরূপে জল সেচন পুষ্প-বৃক্ষের পল্লবাদি ছেদন এবং শুষ্ক পত্র উন্মোচন করিতে হয়, তাহা বালিকাদিগকে শিখাইয়া দিত।

বিদ্যালয়ের ঘটিকাতে দুই প্রহর দুই ঘন্টা হইলেই বালিকাগণ অবকাশ পাইয়া পূর্ব্বোক্ত বৃদ্ধার সঙ্গে, নিজ ২ গৃহে প্রত্যাগমন করিত। সুশীলা গৃহে আসিয়া প্রথমে কিছু জলপান করিত, পরে ক্ষণকাল বিশ্রাম করণানন্তর প্রতিবাসিনী বালিকাদিগের সহিত খেলা করিতে যাইত। রাঁধাবাড়া অর্থাৎ খেলাঘরে বালিকারা যে মিথ্যা রন্ধনাদি করিয়া আপন সন্তান সন্ততি রূপে কল্পিত পুত্তলিরাশিকে খাইতে দেয়, এ খেলা সে যেমন ভাল বাসিত, অন্য খেলা তাহার তেমন প্রিয়কর ছিলনা। গৃহধর্ম্মের অনেক বিষয় এই খেলাতে শিখা যায়, একবার তাহার মাতা তাহাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, এজন্য খেলার সময় সে অন্যান্য বালিকাদিগকে ঐ খেলা খেলিতে কহিত। সুশীলা ক্রীড়ার সময় অন্যান্য সঙ্গিনীদিগের সহিত কখন বিবাদ করিত না, কলহ করা দূরে থাকুক বরং কাহাকেও বিবাদ করিতে দেখিলে সে সদুপদেশ এবং মিষ্ট কথাদ্বারা তাহা নিষ্পত্তি করিয়াদিত। প্রতিবাসিনী কোন স্ত্রী পীড়িতা হইয়াছে, একথা শুনিলেই সুশীলা খেলা না করিয়া তাহাকে দেখিতে যাইত, প্রয়োজন হইলে যথাসাধ্য তাহার কর্ম্মকাজ করিয়া দিত। অনেক স্ত্রীলোক একত্র বসিয়া মিথ্যাগল্প করিতেছে, ইহা দেখিলেই সুশীলা শিশুপালন অথবা গার্হস্থ্য বাঙ্গালা পুস্তক সংগ্রহের একখানি মনোহর গ্রন্থ লইয়া

পাঠ করত তাহাদের মনোরঞ্জন করিত। পরের কথা পরের গ্লানি সে কদাচ শ্রবণ করিত না, কোন রমণী এতদ্রূপ কথা কহিলে সে মিষ্টবাক্য এবং সদুপদেশদ্বারা তাহাদিগকে নিষেধ করিত। সুশীলার সংসর্গে প্রতিবাসিনীগণের উপকার বই অনুপকার হইত না, এজন্য তাহারা তাহাকে কন্যার ন্যায় সমাদর এবং বিশেষ স্নেহ করিত।

বেলা চারি ঘটিকার সময় মতিলাল এবং হীরালাল তাহার ভ্রাতা-দ্বয় গ্রামস্থিত কোম্পানির স্কুল হইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিত। ইতিমধ্যে সুশীলা বাটীতে আসিয়া তাহাদিগের জলখাবার এবং নিত্য ব্যবহারের বস্ত্র সকল প্রস্তুত করিয়া রাখিত। তাহাদিগের ভোজন করা হইলে ঐ বুদ্ধিমতী বালিকা কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের সহিত একত্র বসিয়া বিদ্যালয়ের সংক্রান্ত কথোপকথন করিত। তাহারা ক্রীড়া করিতে গেলে, সে নিজ মাতার সহিত সন্ধ্যা-কালের নিত্য-কর্ম্ম সকল করিত। বণিক দোকান হইতে প্রত্যাগমন করিয়া আপনার ঘর দ্বার এবং বাসন পত্র গুলিন সুপরিষ্কৃত এবং পরিপাটি দেখিতেন, ইহাতে তাঁহার বড়ই আনন্দ হইত।

পল্লীগ্রামবাসী অল্পধন ব্যক্তিদিগকে বাজারে সমস্ত খাদ্য সামগ্রী কিনিতে হইলে তাহাদের দিনপাত করা কঠিন হইয়া উঠে, অল্প আয়ে অধিক ব্যয় হওয়াতে তাহাদিগকে অতি শীঘ্র মহাজনদিগের নিকট ঋণগ্রস্ত হইতে হয়। ঐ মহাজনদিগের ঋণজালের এমনি গুণ যে, তাহাতে একবার বদ্ধ হইলে কোন ব্যক্তি

হঠাৎ তাহা হইতে মুক্ত হইতে পারে না। একারণ উত্তম গৃহিণী স্ত্রীলোকেরা নিজ নিজ বাটীর কোন২ স্থানে শাক শসা বেগুণ প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যঞ্জনের সামগ্রী উৎপন্ন করিয়া থাকেন। বণিক নিজ বাটীর সন্নিকটে একটী বাগান করিয়াছিলেন. তাঁহার ভার্য্যা ঐ বাগানে নানাপ্রকার খাদ্য সামগ্রী উৎপন্ন করিতেন, এজন্য তাঁহাকে প্রায় বড়একটা বাজার করিতে হইত না, নিত্য ব্যঞ্জনের সকল দ্রব্যই প্রায় বাটীতে প্রস্তুত দেখিতেন। হীরালাল এবং মতিলাল প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ঐ বাগানের তৃণ সকল উৎপাটন, করিয়া মৃত্তিকা খনন করিয়া দিত। সুশীলা একটি ক্ষুদ্র কলসী দ্বারা জল বহন করিয়া গাছের গোড়ায় জল প্রদান করত তাহাদিগকে সতেজ রাখিত। সন্ধ্যার পর প্রতি-দিন বণিক, পরিবার দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া ঈশ্বরের আরাধনাদি করিতেন, পরে ভোজন পানাদি করিয়া যে যাহার নিজ২ শয্যায় শয়ন করিতে যাইতেন। ইতিমধ্যে যেদিন হীরালাল এবং মতিলাল আপনাদের পাঠ অভ্যাস করিত, সে দিন সুশীলা এবং তাহার মাতা পরিবারদিগের চাদর এবং আংরাখা গুলিন লইয়া সেলাই করিতেন। পুত্রদ্বয় পাঠ অভ্যাস করিয়া শয়ন করিতে গেলেই, তাঁহারা শয়ন করিতেন।

সুশীলা মাতা পিতা সহোদর এবং অন্যান্য গুরু-জনকে বড়ই মান্য করিত। তাঁহাদিগের কথা সে কখনই অবহেলন করিত না। সে কোন বিষয়ে অপ-রাধিনী হইলে, যদি তাঁহারা তাহাকে কোন ভৎর্সনা করিতেন, তবে সে হেট-মাথা হইয়া তাহা সহ্য করিত,

দুশ্চরিত্রা বালিকাদিগের ন্যায় মিথ্যা বাগ্‌বিতণ্ডায় কদাচ প্রবৃত্ত হইত না, এজন্য তাহার পিতা মাতা তাহাকে অতিশয় স্নেহ করিতেন। সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন সন্ধ্যাকালে এক ভট্টাচার্য্য বণিক-পরিবারকে ধর্ম্মকথা শুনাইতে আসিতেন। সুশীলা মনোযোগ পূর্ব্বক তাঁহার সকল কথা শ্রবণ করিত। কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলে নম্রভাবে তাহার উত্তর দিত, অসদাচারিণী বালিকাগণের ন্যায় ধর্ম্মকথাতে সে কোন প্রকার উপহাস করিত না। এবিষয়ের একটি দৃষ্টান্ত বলি।

একদিন সুশীলা ক্রীড়া করিতে করিতে বালিকাস্বভাব হেতু আপনার এক খানি পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া ফেলিয়া ছিল, সন্ধ্যার সময় তাহার মাতা ইহা অবলোকন করিয়া তাহাকে অনুযোগ করিতে লাগিলেন। ইহাতে সে অত্যন্ত লজ্জিতা হইয়া হেট মাথায় রোদন করিতে ২ মাতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিল। এমত সময়ে সেই পণ্ডিত মহাশয় ধর্ম্মোপদেশের উপলক্ষে বণিকদের বাটীতে উপনীত হইলেন। তিনি সুশীলার সর্ব্বদা সস্মিত বদন দেখিতেন, কিন্তু সেদিন, তাহার বিষণ্ণ বদন দেখিয়া সবিস্ময়চিত্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎসে, সুশীলে! আজি তোমার এমন ভাব কেন? আমি এতদিন তোমাদের বাটীতে যাওয়া আসা করিতেছি, কখন তো তোমার এমন অপ্রসন্ন মুখ দেখি নাই। সুশীলা কান্দিতে ২ উত্তর করিল, মহাশয় অদ্য আমি এক কুকর্ম্ম করিয়াছি, তন্নিমিত্ত মাতা আমাকে বিস্তর তিরস্কার করিয়াছেন, পরমেশ্বরের সমীপে প্রার্থনা করি, যেন আমা হইতে আর

এমন কর্ম্ম না হয়। ভট্টাচার্য্য সেই অল্পবয়স্কা বালিকার এইরূপ নম্রতা এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার কথা শুনিয়া মনেং কহিতে লাগিলেন, বৎসে! দীর্ঘজীবী হও, তোমার ন্যায় আমার কন্যাপুত্রগণ যেন সত্যবাদী, নম্র এবং ধর্ম্মপরায়ণ হইয়া সুখে কাল যাপন করে।

সলিমান নামা এক ধার্ম্মিক পণ্ডিত লিখিয়াছেন, বাল্যকালে সন্তান সন্ততিদিগকে এমন শিক্ষা দাও এবং এমন সৎপথ দেখাও, যেন বয়ঃস্থ হইলে তাহারা সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতে পারে, এবং জনক জননীর দর্শিত সৎপথ ছাড়িয়া কদাপি অন্য পথে না যায়। বণিকভার্য্যা এই উপদেশবাক্যের যথার্থ সারগ্রাহিণী হইয়া আপন কন্যা সুশীলা এবং পুত্রদ্বয়কে নিরন্তর সদ্বিষয় শিক্ষা দিতেন। অনেক লেখা বাহুল্য, উপমা স্বরূপে তাঁহার উপদেশের কএকটি প্রধান বিষয় লিখি। অন্যান্য অশান্ত শিশুদিগের ন্যায় তাঁহার কন্যা পুত্রেরা যাহাতে গৃহস্থিত কোন সামান্য বিষয়ের অপচয় না করে, তিনি সর্ব্বতোভাবে এমন যত্ন করিতে কোন মতেই ত্রুটী করিতেন না। পুত্র কন্যার প্রতি পিতা মাতার এরূপ যত্নকে অতীব গুরুং তর কর্ম্ম বলিতে হইবে। এবিষয়ে বণিকভার্য্যার বিলক্ষণ দক্ষতা ছিল। বণিকভার্য্যার পরিমিত ব্যয় এবং দ্রব্য অপচয়ের সাবধানতা বিষয়ে একটি উত্তম দৃষ্টান্ত লিখি, বোধ করি তাহা পাঠ করিয়া পাঠিকাগণ সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

এক দিন সুশীলা সায়ংকালে একটি দিয়াসলাই লইয়া প্রদীপ জ্বালিয়া ছিল, অনন্তর ভ্রমবশতঃ সেই

একদিক-পোড়া দিয়াসলাইটি হারাইয়া ফেলিল। তাহার মাতা ইহা জানিয়া কন্যাকে মিষ্ট ভৎসনা করিয়া কহিলেন, বৎসে সুশীলে! তুমি কি কর্ম্ম করিলে, দিয়াসলাইটি হারানতে সংসারের কত অপচয় হইল, একবার বিবেচনা কর দেখি। আমি স্বয়ং করিলে দুই দিন যে কর্ম্ম চলিত, তুমি করাতে সে কর্ম্ম এক দিন বই চলিল না। সামান্য দিয়াসলাই বলিয়া তুমি অশ্রদ্ধা করিও না। গৃহস্থ লোককে বহুমূল্য বস্তুর প্রতি যেরূপ যত্ন করিতে হয়, অল্পমূল্য দ্রব্যেও তদ্রূপ করা উচিত। নতুবা অল্প দিনের মধ্যে তাহারা অপব্যয়ী হইয়া ক্রমে লক্ষ্মীছাড়া হয়।

বণিকভার্য্যা সুশীলাকে এইরূপ মিষ্ট ভৎসনা করিতেছিলেন, এমত সময়ে, তাহাদের গ্রামে দরিদ্র লোক দিগের নিমিত্ত একটি দাতব্য-চিকিৎসালয় স্থাপন জন্য দুইজন সরকার চাঁদার পুস্তক হাতে করিয়া আইল। পোড়া দিয়াসলাইটি হারানতে বিস্তর অপচয় হইয়াছে, বাহির হইতে বণিকভার্য্যার এই কথা শ্রবণ করিয়া, এক জন সরকার অন্য জনকে কহিল, ভাই! তুমি এমন লোকের বাটীতে আমাকে চাঁদা সাধিতে কেন আনিলে, এতাদৃশ কৃপণ ব্যক্তি কখন কি চাঁদার টাকা দেয়। কিন্তু বণিক দুইটি টাকা আনিয়া বিনয় বচনদ্বারা তাহাদিগকে প্রদান করিলে তাহাদের পূর্ব্ব আশঙ্কা দূর হইল। আশার অতিরিক্ত ফল প্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাহারা বিস্ময়াপন্ন হওত পরস্পর অল্পং হাস্য করিতে লাগিল। সুবুদ্ধিমান বণিক তাহাদিগের মনোগত ভাব বুঝিতে পারিয়া তাহাদি-

গকে কহিলেন, মহাশয়গণ! অপনারা হাস্য করিবেন না আমি এক জন মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বটি, কিন্তু আমার স্ত্রী পরিমিত ব্যয় এবং সামান্য বস্তুর প্রতি যত্ন করেন বলিয়া মাসে২ আমার কিছু ধন রক্ষা হয়, এবং তাহাতেই ঐই গুরুতর সাধারণ মাঙ্গলিক বিষয়ে আমি যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করিতে সমর্থ হই।

বণিক-বনিতা সুশীলাকে সর্ব্বদাই কহিতেন, বৎসে! তোমরা ভ্রাতা ভগিনী পরস্পর সদ্ভাবে থাকিয়া যে যাহার নিজ২ কর্ম্ম উত্তমরূপে করিবে। কোনমতেই সময় নষ্ট করিও না, যখন যাহা করিতে হয় তখনই তাহা করিবে, বিলম্ব করিলে কর্ত্তব্য সাধন বিষয়ে নানা ব্যাঘাত ঘটে, হয়তো করণীয় কর্ম্ম নিষ্পাদন হইয়াই উঠে না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, ওপাড়ার বসুজ মহাশয়দিগের বাটীতে একটি বালকের জ্বর হইয়াছিল, যে দিন বালকটির পীড়া হয়, সেই দিনেই বাটীর কর্ত্তা তাহাকে জোলাব দিতে কহিয়াছিলেন। কিন্তু বালকটি অতি কটু বিস্বাদ ঔষধ সেবন করণের ভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তাহাতেই গৃহিণী সে দিন তাহাকে ঔষধ খাইতে দিলেন না। পর দিন একেবারে তাহার পীড়া বৃদ্ধি পাইয়া বিকার উপস্থিত হইল। তথাপি অতি প্রত্যূষে তাঁহারা চিকিৎসককে ডাকিতে লোক পাঠাইলেন না। কোন্ কবিরাজকে আনিব, কে উত্তম বৈদ্য,এই বিবেচনা করিতে করিতেই অনেক বেলা হইল, পরে এক জন চিকিৎসকের বাটীতে ভৃত্য পাঠাইয়া তাহারা জানিতে পারিলেন, যে তিনি বাটীতে নাই, অন্যান্য রোগীকে দেখিতে গিয়াছেন। এইরূপে বেলা

দুই প্রহর পর্য্যন্ত বালক উত্তম ঔষধ পাইল না। কাল বিলম্ব হওয়াতে তাহার বিকার অতি প্রবল হইয়া উঠিল, সুতরাং সে সেযাত্রা আর রক্ষা পাইল না।

আর এক দিন আমি তোমার পিতার মুখে শুনিয়াছি "রোমদেশীয় রাজা জুলিয়স কাইসরের বিপক্ষে কুমন্ত্রণা করিয়া যে দিন রাজসভাতে আমীরগণ তাঁহাকে হত্যা করিতে স্থির করিয়াছিলেন, সেই দিনে তাঁহার এক জন বন্ধু তাঁহাকে সাবধান করিবার জন্য এক খানি পত্র লিখিয়া তাঁহার হস্তে দিয়াছিলেন। কিন্তু সম্রাট রাজকর্ম্মে ব্যস্ত থাকাতে পত্রখানি পাঠ না করিয়া নিজ দেওয়ানের হস্তে তাহা অর্পণ করিয়া কহিলেন, দেওয়ান জী! এখানি আমার নিজের পত্র, আজি রাখিয়া দাও কল্য পড়িব। কিন্তু সে কল্য আর তাঁহাকে বাঁচিতে হইল না। অনন্ত কালের নিমিত্ত তাঁহাকে মায়িক দেহ পরিত্যাগ করিতে হইল। যদি তিনি ঐ পত্র পাইবামাত্র পাঠ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার আর এরূপ দুর্গতি ঘটিত না, অবশ্যই সাবধান হইতে পারিতেন। অতএব সুশীলে! যে দিনের ও যে ক্ষণের যাহা কর্ত্তব্য, তুমি সেই দিনেই ও সেই ক্ষণেই তাহা করিবে, কালি করিব এমন কথা কখন বলিও না।"

এইরূপে সুশীলা, মাতা পিতা শিক্ষক আচার্য্য এবং গুরুজনের নিকট ধর্ম্ম বিদ্যা এবং সাংসারিক কর্ম্ম বিষয়ে সদুপদেশ পাইয়া অত্যন্ত গুণবতী এবং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া উঠিল। তাহার বয়স তখন দ্বাদশ বৎসর। বণিক মনে২ বিবেচনা করিলেন, যদিও আমি সুশীলার এখন বিবাহ না দিয়া আর চারি বৎসর কাল বিদ্যা

শিখাইলে শিখাইতে পারি, তথাপি দেশ কাল অবস্থা বিচারে বোধ হইতেছে, দ্বাদশ বৎসরের অধিক বয়স্কা কন্যাদিগকে বিদ্যালয়ে পাঠান উচিত নয়। স্ত্রীলোকদিগকে পাঁচ বৎসর বয়সে বিদ্যা আরম্ভ করাইয়া যদি সাত বৎসর কাল বিদ্যাভ্যাস করান যায় তবেই যথেষ্ট। ইহার পর তাহারা, বিদ্যা-রসের আস্বাদ পাইলে স্বামীর গৃহ অথবা পিত্রালয় যেখানে থাকুক, অনায়াসে বিদ্যাশিক্ষা করিতে সক্ষমা হইবে। মনে ২ এই স্থির করিয়া বণিক সুশীলার বিবাহার্থ সৎপাত্র অন্বেষণ করিবার কারণ ঘটকদিগের নিকট লোক পাঠাইলেন।

সেই গ্রামে চন্দ্রকুমার দত্ত নামে ভদ্রবংশজ এক যুবাপুরুষ ছিলেন, বণিক মহাশয়ের বাটী হইতে তাঁহার বাটী এক ক্রোশ দূরে ছিল। বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্মানুষ্ঠান সকল বিষয়েই চন্দ্রকুমার বিশেষ পারদর্শী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নির্ধন পুরুষ বলিয়া কোন ব্যক্তি তাঁহাকে কন্যা-প্রদানে সম্মত হয় নাই। তাঁহার পিতা পূর্ব্বে মান্দ্রাজে বাণিজ্য কর্ম্মদ্বারা বিস্তর ধনোপার্জন করিয়া নিজ পুত্রকে উত্তমরূপ বিদ্যাশিক্ষা করাইয়াছিলেন। কিন্তু বাণিজ্য-ব্যাপারের অনেক বিপত্তি, একবার জাহাজ ডুবিয়া যাওয়াতে তাঁহার মূল ধন নষ্ট হয়, এবং মহাজনেরা নালিশ করিয়া অবশিষ্ট ধন-সম্পত্তি সকলই কাড়িয়ালয়। সুতরাং উপভূক বাস বিজয় নগরে আসিয়া, তিনি এক ক্ষুদ্র খড়ুয়া ঘরে বাস করত দুঃখে কালযাপন করিতেন। ঐ চন্দ্রকুমারের সঙ্গে বণিকপরিবারদিগের আলাপ ছিল, বণিক-

তনয়া সুশীলা অনেক বার কেবল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল এমত নহে, সে ব্যক্তি কখন২ ঐ ধার্ম্মিক পরিবারদিগের বাটীতে আসিতেন বলিয়া তাহার সহিত ধর্ম্ম এবং বিদ্যা বিষয়ে কথোপকথনও করিয়াছিল। তদ্দ্বারা তাহারা উভয়ে উভয়ের গুণ উপলব্ধি করিয়া পরস্পর আন্তরিক অনুরাগ করিত, কিন্তু পরস্পর বিবাহ হইবে এমন প্রত্যাশা তাহাদের এক দিনের জন্যেও হয় নাই।

এক দিন বণিক সন্ধ্যাকালে কর্ম্মস্থান হইতে আসিয়া নিজ সদর বাটীর একখানি চালাতে বসিয়া তামাকু খাইতে ছিলেন, এমত সময়ে এক জন কুলাচার্য্য তথায় উপনীত হইয়া সুশীলার বিবাহ প্রস্তাব করতি কহিল, মনোহর বাবু! লক্ষ্মীপুর গ্রামে ধনপতি মল্লিক নামে এক জন সওদাগর আছেন। ধনে মানে কুলে ধনপতি, বণিকজাতিদিগের মধ্যে এক জন প্রধান ব্যক্তি। তিনি তোমার কন্যা সুশীলার রূপ গুণের কথা শুনিয়াছেন। তাঁহার পুত্র দীনবন্ধু মল্লিকের সহিত তুমি যদি নিজ কন্যাটির বিবাহ দাও, তবে সে চিরকাল অন্ন-বস্ত্রের জন্যে দুঃখ পাইবে না। বণিক কহিল, মহাশয়! মল্লিক পরিবারদিগের নাম আমি বাল্যকাল অবধি জানি, তাঁহারা আমাদের জাতির মধ্যে প্রধান কুলীন এবং ধনাঢ্য ব্যক্তি বটেন, সে পরিবারে কন্যাদান করা এক প্রকার শ্লাঘার বিষয়। কিন্তু দীনবন্ধু কেমন লোক? ও তাহার বয়স কত? দয়া ধর্ম্ম বিদ্যা বিষয়ে তাহার অনুরাগ আছে কি না?।

ঘটক বলিল, বন্ধো! ধনপতির পুত্র দীনবন্ধুর

আঠার বৎসর বয়স হইয়াছে। তিনি অতিশয় রূপ-বান্ পুরুষ, তাঁহার পিতা মাতার ঐ একটি বই আর পুত্র নাই, এজন্য বাল্যকালে তিনি সকলের কাছে আদরের ছেলিয়া ছিলেন। সুতরাং লেখাপড়া কঠিন কর্ম্ম বলিয়া তাহাতে বড় একটা মন দেন নাই। তথাপি এখন লেখাপড়া কিছু শিখিয়াছেন, নিতান্ত মূর্খ নহেন। তাহার দয়া-ধর্ম্ম বিষয়ে আমি কি উত্তর দিব, যুবাপুরুষ উচক্কা বুদ্ধি, বয়স একটু গাঢ় হউক, তবে ধর্ম্ম বিষয়ে শ্রদ্ধানুরাগ জন্মিবে। ভাই! তুমি বিদ্যা এবং ধর্ম্মের কথা কহিয়া এত সন্দেহ করিতেছ কেন? তিনি যে লোকের সন্তান, কত লোক তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিতে প্রার্থনা করিয়া থাকে।

কুলাচার্য্যের মুখে বণিক এই সকল কথা শুনিয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, ইহার কথার ভাবে বোধ হইতেছে, বর পাত্রটী বড় একটা লেখাপড়া জানে না। নীতি-বিরুদ্ধ কর্ম্মও করিয়া থাকে, ধনমদে মত্ত হইয়া সে ধর্ম্মাধর্ম্মের বড় একটা বিবেচনা করে না। ধনী এবং কুলীন বলিয়া এমত অযোগ্য ব্যক্তিকে কন্যা দান করা বিহিত নয়। কিন্তু বাহে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, কেবল এই কথা বলিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন, মহাশয়! বিবাহ বিষয়ক প্রস্তাব বড় একটা সহজ কথা নহে, ইহার উপর দম্পতির সুখ দুঃখ ধর্ম্মাধর্ম্ম সকলই নির্ভর করে। আমি আমার ধর্ম্মপত্নী এবং আরং জ্ঞাতি কুটুম্বকে জিজ্ঞাসা করি, তাহাদিগের মত হয়তো আপনাকে পত্র লিখিব।

রাত্রিকালে বণিক ভোজনান্তে নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিয়া সুশীলার পরিণয়-বিষয়ক কথা সকল নিজ পত্নীকে জানাইলেন। বাল্যকাল পর্য্যন্ত কুলীনদিগের উপর সুশীলার মাতার আন্তরিক অশ্রদ্ধা ছিল, অতএব তিনি কুলীনের কথা শুনিয়া স্বামীকে সম্বোধন করত এইরূপ কহিতে লাগিলেন।

নাথ! শুনিয়াছি কুলীনেরা বহু বিবাহ করিয়া কেবল শ্বশুরালয়েই কালযাপন করে, তাহাদিগের ধর্ম্মাধর্ম্মের ভয় নাই, গাঁজা মদ অহিফেন সেবনে তাহারা নাকি বড়ই নিপুণ। যে স্ত্রীর পিত্রালয়ে তাহারা এই সকল অসেব্য মাদক দ্রব্য না পায়, তাহার নাকি তত্ত্বাবধারণ করে না। অতএব এরূপ পাত্রকে কন্যাদান করা অপেক্ষা কন্যার গলদেশে প্রস্তর বন্ধন করত তাহাকে নদীর জলে নিক্ষেপ করা উচিত। সত্য কহিতেছি আমি প্রাণান্তেও সুশীলাকে এমন অযোগ্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ দিতে কখনই বলিব না।

পতি। প্রিয়তমে! কুলীনদিগের উপর তোমার এত বিদ্বেষ কেন, বহু বিবাহ করা কিছু কুলীনদিগের ধর্ম্ম নয়, ব্যবস্থা-শাস্ত্রে কুলীনদিগের যে সকল লক্ষণ * লেখা আছে, তদনুসারে চলিলে তাঁহারা অতিশয় মান্য ও ধর্ম্মপরায়ণ বলিয়া গণ্য হন। তুমি যে সকল গর্হিত দোষের কথা কহিতেছ তাঁহাদিগের প্রতি তাহা কখনই ঘটিতে পারে না।

---

* আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং।
নিষ্ঠা বৃত্তি তপো দানং নবধা কুল লক্ষণং।

পত্নী। প্রাণবল্লভ! কুলীনের লক্ষণগুলী ভাল বটে, কিন্তু তাহার মতে না চলিলে তো হইবে না। আমি শুনিয়াছি কত কুলীনের স্ত্রী সপত্নীদিগের বাক্য-যন্ত্রণায় এবং স্বামীর কুক্রিয়া-দোষে আত্মঘাতিনী পর্য্যন্ত হইয়াছে।

পতি। প্রিয়ে। তুমি বুদ্ধিমতী, বাল্যকালে তুমি বিদ্যাভ্যাস কর নাই বটে, কিন্তু আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া লেখা পড়া শিখাইয়াছি, এবং অবকাশমতে সদুপদেশ প্রদান করিতেও কিছুমাত্র ত্রুটি করি নাই, তবে এমন অযুক্ত কথা কেন কহিতেছ? কুলীনের সন্তান হইলেই কুলীন হয় না, যাহারা কুলীনের লক্ষণ পালন করে, আমার মতে তাহারাই যথার্থ কুলীন। নতুবা যে ব্যক্তি নীতি এবং শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া বহু বিবাহ করত ভদ্রবংশজা কামিনীদিগকে যাবজ্জীবন অসুখী করে, তাহার আবার কুলীনত্ব কি? যদি বল দেশাচারের মতে ইহা হইয়া আসিতেছে; কিন্তু প্রিয়তমে! এরূপ গর্হিত দেশাচার আর অধিক কাল থাকিবে না। শুনিয়াছি আমাদের রাজা কোম্পানিবাহাদুর এক আইন করিবেন, যদি কোন ব্যক্তি ভার্য্যা বর্ত্তমানে অন্য স্ত্রীকে বিবাহ করে, তবে তাহাকে রাজনিয়মানুসারে বিশেষ দণ্ডনীয় হইতে হইবে।

পত্নী। নাথ! কুলীনদিগের উপরে আমার যে ভ্রম হইয়াছিল, তোমার উপদেশে এখন তাহা দূর হইল বটে, কিন্তু কোম্পানি বাহাদুরের আইনের কথা শুনিয়া আর একটি আশংসা হইতেছে। যে ব্যক্তির স্ত্রী

বন্ধ্যা এবং চিররুগ্ন, সন্তান হইবার সম্ভাবনা নাই, সে কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিবে না, তাহার বংশ কি একেবারে লোপ পাইয়া যাইবে?

পতি। প্রিয়তমে! তোমার প্রস্তাব শুনিয়া আমি বড়ই আহ্লাদিত হইলাম, বুদ্ধিমতী পণ্ডিতা রমণীরা যে সূক্ষ্ম বিষয়ের বিবেচনা করিতে পারে, এতদিনে আমার উত্তম অনুভব হইল। এখন আমার বিবেচনায় তোমার প্রস্তাবের যে উত্তর হয় তাহা শুন। জগতের তাবৎ সুখই আমরা পরমেশ্বর হইতে প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তিনি নির্ম্মল সুখের আকর স্বরূপ, তাঁহার কৃপা না হইলে আমাদিগের ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ কখনই হইতে পারে না। যদি পরমেশ্বর দেন, তবে এক স্ত্রীতেও বহু সন্তান সন্ততি উদ্ভব হইতে পারে, নতুবা শত শত বিবাহ করিলেও মনুষ্যকে অপুত্রক থাকিতে হয়। কি সম্পদ্ কি বিপদ্, কি রোগ কি স্বাস্থ্য, চিরকাল পরস্পর সাহায্য পাইবার জন্য মনুষ্য পরিণয়বন্ধে বদ্ধ হইয়া থাকে, এই নিয়মের অন্যথা হইলে সংসারধর্ম্মে সুখ কি। আর চিররুগ্ন প্রভৃতি দোষ যেমন স্ত্রীলোকের হয়, সেইরূপ পুরুষেরও হইতে পারে। অতএব তাদৃশ স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া স্ত্রীলোকের পক্ষে যদি অন্য স্বামী গ্রহণ করা বিধেয় হয়, তবে পুরুষের পক্ষেও রোগিণী এবং বন্ধ্যা স্ত্রী পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা বিধি হইতে পারে। কিন্তু তাহা লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয়তই বিরুদ্ধ, যে স্ত্রী ও যে পুরুষ এমন ঘৃণিত কর্ম্ম করে তাহারা মিথ্যাবাদী, অসৎ এবং অকৃতজ্ঞ; তাহাদিগের এবং পশু

পক্ষিদিগের মধ্যে কিছুই প্রভেদ নাই। অপকৃষ্ট পশু পক্ষীরা যেরূপ একটাকে গ্রহণ করণানন্তর কিয়দ্দিন তাহার সহিত সহবাস করিয়া অন্যটাকে গ্রহণ করে, তাহারাও তদ্রূপ। কারণ সর্ব্বদেশে সকলজাতীয় স্ত্রী পুরুষেরা বিবাহকালে গুরু পুরোহিত এবং আত্মীয়গণের সমীপে ধর্ম্মসাক্ষী করিয়া স্বীকার করে, অদ্যাবধি আমরা উভয়ে একাঙ্গ হইলাম, যাবজ্জীবন উভয়ের সুখ দুঃখ উভয়েই সহ্য করিব, আমরা উভয়ে উভয় ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানিব না, একান্তচিত্তে উভয়ে উভয়ের কর্ত্তব্য সাধন করিব। সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সকল পরিত্যাগ করিতে হইলেও আমরা উভয়ের মধ্যে কেহ কাহাকে পরিত্যাগ করিব না। বর কন্যা দুই জনেই বলে, অদ্যাবধি আমার যে প্রাণ ও হৃদয় সে তোমার হইল, এবং তোমার যে প্রাণ আর হৃদয় সে আমার হইল। মৃত্যু পর্য্যন্ত এনিয়ম আমরা প্রাণপণে প্রতিপালন করিব। প্রিয়তমে! বিবেচনা কর দেখি, এমন গুরুতর শপথ এবং ধর্ম্ম সাক্ষী করিয়া যখন স্ত্রী পুরুষ পরিণয় সম্বন্ধে পরিবদ্ধ হয়, তখন চিররুগ্ন বন্ধ্যা বা কৌলীন্য মর্য্যাদা রক্ষা হেতু আর কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করা উচিত?

পত্নী। ভর্ত্তঃ! তোমার উপদেশে আমার সকল আশংসা দূর হইল। এখন সুশীলার ভাগ্যে আমাদের অপেক্ষা যদি ধনী এবং কুলীন বর উপস্থিত হইয়াছে, তবে বিবাহ দিউননা কেন, ভালইতো, যেমন দেখিয়া দিতে হয় তাহার সকলই হইয়াছে। মেয়েটি ভাল খাবে, ভাল থাকবে, হাতে পায়ে দশখান আভ-

রণ পরিতে পারে, ইহা অপেক্ষা পিতা মাতার আর সুখ কি?

পতি। প্রিয়ে! তিন কারণে বাবু দীনবন্ধু মল্লিকের সহিত সুশীলার বিবাহ দিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। প্রথম, বিদ্যার প্রতি তাঁহারি বড় একটা অনুরাগ নাই, লেখা পড়া তিনি নাকি সামান্যরূপ জানেন। দ্বিতীয়, ঘটক বলিল তিনি যুবা পুরুষ, চঞ্চল-বুদ্ধি, এখন ধর্ম্মাধর্ম্মে বড়একটা ভয় করেন না। যুবকালে যাহার ধর্ম্মভয় না হইল, সে যে বৃদ্ধকালে ভাল হইবে তাহা অতি সন্দেহ স্থল। তৃতীয় যদি কুটুম্বিতা করিতে হয়, তবে সমতুল্য লোকদিগের সহিত কুটুম্বিতা করাই উচিত। নতুবা পদে২ অপমান ঘটে। সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিতে গেলে, বিবাহ বিষয়ে এই তিনটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। বিদ্বান এবং ধার্ম্মিক স্বামী স্ত্রীলোক মাত্রেরই প্রার্থনীয়। স্বামী মন্দ হইলে বিনাগ্নিতে তাহাদিগকে যাবজ্জীবন দগ্ধ হইতে হয়। কখন২ এমনও ঘটিয়া উঠে, স্বামীর দোষে সচ্চরিত্র স্ত্রীলোকেরা পরম মাঙ্গলিক সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া দেশান্তরে পলাইয়া যায়। তাহাতে তাহাদের ঐহিক সুখ তো জন্মের মত যায়, এবং পরকালেও ঈশ্বর তাহাদিগকে ঘোরতর দণ্ড প্রদান করেন। আমার সুশীলা বুদ্ধি বিদ্যা এবং ধর্ম্ম, সকল বিষয়েই বাবু দীনবন্ধু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা, ইহার সহিত ঐ অযোগ্য ব্যক্তির বিবাহ হইলে কন্যাটি কখন সুখী হইবে না। এবং আমি বিশেষ জানি, স্ত্রীলোক যদি স্বামী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হয়,

তবে সে স্বামীরও সাংসারিক সুখ কখনই ভাল হয় না, পরস্পর বিতণ্ডা করে বলিয়া তাহাদের সর্ব্বদাই বিরোধ হয়।

আর দীনবন্ধু বাবু ধার্ম্মিক ও পণ্ডিত হইলেও আমি তাঁহাকে কন্যা প্রদান করিতাম কি না তাহা সন্দেহ স্থল। কারণ, তিনি ধনী লোকের সন্তান, তাঁহার বাপের যত ধন আছে, আমার তাহার শতাংশের একাংশও নাই, তত্ত্বাবধারণ করিবার সময়, আমার যেমন সংস্থান, আমি অল্প সামগ্রী দিয়া তত্ত্ব করিলে মল্লিকপরিবার তাহা অগ্রাহ্য করিবে, তাহা হইলে সুশীলা লজ্জাতে তাঁহাদিগের কাছে মুখ তুলিতে পারিবে না। বোধ হয়, আমরা নির্ধন পরিবার বলিয়া দীনবন্ধুর মাতা ভগিনী আমার কন্যাকে অনাদরের কথাও কহিবে। সুশীলার সহিত যদি আমরা কখন দেখা করিতে যাই, অথবা তাহাকে বাটীতে আনয়ন করিবার প্রস্তাব করি, তবে কাহারও দ্বারা বাটীর কর্ত্তার বিশেষ উপাসনা না করিলে, আমরা তাহা কখনই করিতে পারিব না। হয় তো দুঃখী বলিয়া তিনি আমার গৃহে সুশীলাকে কদাপি পাঠাইতে চাহিবেন না। অতএব এমন স্থলে কন্যাদান করা আমাদের বিধি নয়, আমরা যেমন, তেমন ঘরেই সুশীলাকে প্রদান করা উচিত।

পত্নী। নাথ! ধনলোভে মূর্খ এবং অধার্ম্মিককে কন্যাদান করা যে উচিত নয় তাহা আমার বিলক্ষণ উপলব্ধি হইল, এখন জিজ্ঞাসা করি, চন্দ্রকুমার দত্তের সহিত সুশীলার বিবাহ দিলে কি হয় না? তিনি অতি

ধার্ম্মিক ব্যক্তি, লেখাপড়া উত্তমরূপ জানেন, সভ্য, ভব্য, সকল বিষয়েই সুশীলার যোগ্যপাত্র, কেবল দোষের মধ্যে তাঁহার বড় একটা ধন নাই। শুনিয়াছি অল্প বয়স প্রযুক্ত তিনি ভালরূপে কর্ম্মদক্ষ হন নাই, এজন্য তাঁহার প্রভু তাঁহাকে প্রতিমাসে আট টাকার অধিক বেতন দেন না; না দিউন, তিনি পরিশ্রমী যুবক, কর্ম্মকর্ত্তা তাঁহাকে নাকি বড় ভাল বাসেন, বোধ হয় কিছু দিন পরে তাঁহার মাহিনা বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে। আমার হীরালাল এবং মতিলালের সঙ্গে তাঁহার বড়ই সদ্ভাব। তাহারা তাঁহার কাছে কখন ২ যাইয়া থাকে, তিনিও অনেকবার আমাদের বাটীতে আসিয়াছেন, সুশীলা তাঁহাকে দেখিয়াছে, অনেক বার তাঁহার সহিত কথোপকথনও করিয়াছে। পণ্ডিত এবং ধার্ম্মিক পুরুষ বলিয়া সুশীলার যে, তাঁহার প্রতি আন্তরিক অনুরাগ আছে ইহা আমি বিলক্ষণ বুঝিয়াছি। সে দিন তামাসা করিয়া আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কেমন গো সুশীলে! চন্দ্রকুমারের সহিত তোর কি বিবাহ দিলে হয় না ?। ইহাতে সে বিরক্ত না হইয়া বরং প্রফুল্ল বদনে হেঁট মাথায় হাসিতে ২ উত্তর করিল, না! মনের মত স্বামী পাইতে কাহার ইচ্ছা নাই ?

পতি। ধর্ম্মশীলে! চন্দ্রকুমারের কথা শুনিয়া আমি বড়ই আপ্যায়িত হইলাম। কন্যা যদি বরের গুণ জ্ঞান জানিয়া তৎপ্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রকাশ করে, পিতা মাতার তত্তুল্য আর সুখ কি ? এখন ধন না থাকুক, পরমেশ্বর দেন তো তাহার বহু ধন হইবে। কন্যা

সন্ধ্যাকালে হীরালাল এবং মতিলাল দ্বারা চন্দ্রকুমারকে আমাদের বাটীতে ভোজনের নিমন্ত্রণ করা যাইবে, আমি তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। যদি যোগ্য পাত্র বোধ হয়, তবে কল্যই সম্বন্ধ স্থির করিব তাহার কোন সন্দেহনাই।

পরদিন বৈকালে মনোহর দাস বণিক মহাশয় পুত্রদিগের দ্বারা চন্দ্রকুমারকে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। তদনুসারে চন্দ্রকুমার আসিলে, বণিক তাঁহার সহিত বিদ্যা এবং ধর্ম্মবিষয়ক কথোপকথন করণানন্তর বুঝিলেন, যে, তিনি অতি যোগ্য ব্যক্তি, সর্ব্ববিধায়ে সুশীলার পক্ষে উত্তম স্বামী হইবেন। অতএব কাল বিলম্ব না করিয়া একেবারে সুশীলার সহিত তাঁহার পরিণয় প্রস্তাব করিলেন। মনের মত স্ত্রীরত্ন লাভে কাহার ইচ্ছা না হয়? চন্দ্রকুমার পূর্ব্বাবধি বণিকতনয়ার বিদ্যা বুদ্ধি ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সকল গুণই জানিতেন, অতএব এমন স্ত্রীর সহিত বিবাহ প্রস্তাবে তিনি অত্যন্ত পুলকিত হইলেন। ভোজনান্তে চন্দ্রকুমার সুশীলার পিতাকে কহিয়া গেলেন, মহাশয়! এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ মত আছে, আপনি আমার পিতার নিকট গিয়া, তাঁহার সম্মতিক্রমে সম্বন্ধ স্থির করিবেন। (শুভস্য শীঘ্রং) বণিক আর কালবিলম্ব করিলেন না। সেই রাত্রেই চন্দ্রকুমারের পিতার নিকট গিয়া সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিলেন। চন্দ্রকুমার জামাই হইবে, এই বলিয়া বণিকপরিবারের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তাহারা সমস্ত রাত্রি কেবল বিবাহের কথা কহিয়া কালযাপন করিল।

চন্দ্রকুমারের সহিত সুশীলার বিবাহ হইবে, এই বার্ত্তা গ্রামের সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে, বণিকের জ্ঞাতি বন্ধু কুটুম্বেরা কহিল হীরালালের পিতা ভাল কর্ম্ম করিল না, সে ব্যক্তি অল্প-বুদ্ধি, কাহাকেও বলে না, কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা করে না, স্ত্রীপুরুষে পরামর্শ করিয়া মনে যাহা উদয় হয় তাহাই করে। বরের ভাল ঘর নাই, ভাল দ্বার নাই, মেয়েটা হাতে পায়ে গাঁচ খানা পরিতে পাবে না, তবে কি দেখিয়া তাহার সহিত কন্যার সম্বন্ধ স্থির করিল। ধর্ম্মভীত বণিকপরিবার এই সকল কথা শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইল বটে, কিন্তু অনেক বিবেচনা করিয়া মনে২ যাহা স্থির করিয়াছিল, তাহার অতিক্রান্ত কর্ম্ম করিতে কোন মতেই ইচ্ছা করিল না। তাহারা শুভদিন এবং শুভলগ্ন স্থির করিয়া সুশীলার বিবাহোদ্যোগ করিতে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুশীলার বিবাহ এবং স্বামিগৃহবাস।

কিয়দ্দিন পরে বণিক জ্ঞাতি কুটুম্ব ও আত্মীয়দিগকে বাটীতে আনয়ন করিয়া, সুপাত্র চন্দ্রকুমারকে নিজ কন্যা সম্প্রদান করিলেন। যেমন অবস্থা, আপনার সংস্থান মতে কন্যাটিকে যৌতুক প্রদান করণে তিনি কিছুমাত্র ক্রটী করিলেন না। সমাগত লোকদিগকেও মিষ্ট বাক্যে সন্তোষ প্রদান করিয়া যথাবিহিত খাদ্য দ্রব্য দ্বারা পরিতৃপ্ত করিলেন।

সুশীলা স্ত্রীবিদ্যালয়ের প্রধান বালিকা ছিল, এজন্য বিজয় নগরের কায়স্থ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি অনেক ভদ্র-লোক বিবাহের সভাতে উপস্থিত হইয়া তাহাকে নানাবিধ উত্তমোত্তম দ্রব্য যৌতুক প্রদান করিলেন। কোন ব্যক্তি চন্দ্রকুমারের ধনের কথা উল্লেখ করি-লেন না, বরং বিদ্যা এবং চরিত্র বিষয়ে যেমন কন্যা, তেমনি বর হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা অতিশয় আহ্লাদ প্রকাশ করিলেন। ইহাতে বণিকের জ্ঞাতি কুটুম্বেরা বরের ধনসম্পত্তি বিষয়ে বণিককে আর কোন কথা বলিতে পারিল না।

বিবাহের পর দুই বৎসর কাল চন্দ্রকুমার ধর্ম্মপত্নী

সুশীলাকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন না, সে পিতৃ-ভবনে বাস করিয়া উত্তমরূপে বিদ্যা এবং সাংসারিক কর্ম্মসকল অনুশীলন করিতে লাগিল। তিনি নিজেও পূর্ব্বাপেক্ষা পরিশ্রম করিয়া কর্ম্ম-স্থানে কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, এবং আপনার বিবাহ-বিষয়ক তাবৎ কথা নিজ প্রভুকে জানাইলেন। পূর্ব্বাবধি তাঁহার প্রভু তাঁহাকে সত্যবাদী এবং সচ্চরিত্র যুবক বলিয়া জানিতেন, আর তাঁহার আচার ব্যবহার পরিশ্রমাদি দেখিয়া সাতিশয় সন্তুষ্ট ছিলেন। এক্ষণে বিবাহের বার্ত্তা শুনিয়া তাঁহার আর চারি টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

ঐ ধর্ম্মভীত যুবা পুরুষের যে বৃদ্ধ পিতা এবং বৃদ্ধ মাতা ছিলেন, তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষা এবং আপনার প্রয়োজনীয় সামগ্রীসকল ক্রয় করণে, পূর্ব্বে যে আট টাকা বেতন পাইতেন, তাহার সমস্তই ব্যয় হইত। এক্ষণে বার টাকা মাসিক আয় হইলে তিনি প্রতিমাসে কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া উদ্বৃত্ত টাকাতে প্রথমে আপনার নিমিত্ত একখানি মেটিয়া ঘর বাঁধাইলেন। পরে বাটীর চারি দিকে মৃত্তিকার প্রাচীর এবং বাহিরে বসিবার নিমিত্ত একখানি চালা নির্ম্মাণ করাইয়া ধর্ম্মপত্নী সুশীলাকে নিজ নিকেতনে আনিবার উদ্যোগ করিলেন।

চন্দ্রকুমারের মতানুসারে তাঁহার বৃদ্ধ পিতা লাঠি হাতে করিয়া বেড়াইতে২ এক দিন অপরাহ্নে মনোহর দাস বণিক মহাশয়ের বাটীতে উপনীত হইলেন। বণিক তৎকালে গৃহে ছিলেন না, হীরালাল

এবং মণ্ডলানও বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগত হইয়া, অন্যান্য একপাঠী বন্ধুদিগের সহিত খেলাইতে গিয়াছিল। বেহাইকে দেখিয়া বণিকভার্য্যা বড়ই উদ্বিগ্না হইলেন, বাটীতে কেহ নাই, কেমন করিয়া বেহাইয়েব অভ্যর্থনা করিব, বারম্বার তিনি এই কথা কহিতে লাগিলেন। সুশীলা রন্ধনশালায় রাত্রিকালের প্রয়োজনীয় ব্যঞ্জনাদি পাক করিতে২ সে সকল কথা শুনিয়া একেবারে বাহিরে আইল, এবং বিনীতভাবে নিজ মাতাকে কহিল, জননি! উৎকণ্ঠিতা হইবেন না, পিতা এবং শ্বশুর প্রায় সমতুল্য গুরু, স্ত্রীলোকের পক্ষে ইহারা উভয়েই সমান মান্য, এবং সমান পূজনীয় হন, যে বিষয়ে আমরা পিতাকে লজ্জা না করি, সে বিষয়ে শ্বশুরকে কি লজ্জা করা উচিত। বেলা গেল, আপনি রন্ধনশালায় রন্ধন করিতে যাউন, আমি শ্বশুর মহাশয়ের অভ্যর্থনা করিতেছি।

বণিক-ভার্য্যা তৎক্ষণাৎ রন্ধন-শালায় রন্ধন করিতে গেলেন। সুশীলা প্রথমে আপনাদের বড় ঘরের দাবায় একখানি মাদুরি পাতিয়া বাহিরে আগমন করত বিনীতভাবে শ্বশুর মহাশয়কে প্রণিপাত করিল, আর কহিল পিতঃ! জনক মহাশয় এখনও বাটীতে আসেন নাই, এখনই আসিবেন, আপনি বাটীর ভিতরে আসিয়া বসুন। পুত্রবধূটীর এইরূপ শুশ্রূষা সম্ভাষণে বৃদ্ধ আহ্লাদে পুলকিত হইলেন, এবং তাহার সমভিব্যাহারে ভিতর বাটীতে যাইয়া বড় ঘরের দাবাস্থিত সেই ক্ষুদ্র মাদুরখানির উপর বসিলেন। সুশীলা আপন পিতার হুকাতে এক ছিলিম তামাক

সাজিয়া নম্রভাবে শ্বশুর মহাশয়ের হস্তে প্রদান করিল। বৃদ্ধ তামাক খাইতে লাগিলেন, সুশীলা এক গাড়ু জল এবং এক খানি গামছা তাঁহার সম্মুখ ভাগে রাখিল, পরে পিঁড়া পাতিয়া বসিবার স্থান করিয়া একখানি সুপরিষ্কৃত রেকাবে কিছু মিষ্টান্ন সামগ্রী এবং এক ঘটী পানীয় জল আনিয়া কহিল, পিতঃ! অন্ধকটা পথ আসিতে না-জানি আপনকার কত ক্লেশ হইয়াছে, অতএব পদ প্রক্ষালন পূর্ব্বক জলযোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করুন। চন্দ্রকুমারের পিতা পুত্রবধূর সুশীল ব্যবহার এবং মিষ্ট কথাতে সাতিশয় আপ্যায়িত হইয়া কহিলেন মাতঃ! এখানে আসিতে আমার কিছুমাত্র পরিশ্রম বোধ হয় নাই, আমি তোমাকে নিজ ভবনে লইয়া যাইবার কথা বলিতে আসিয়াছি, তোমাকে লক্ষ্মীরূপা দেখিতেছি, তুমি আমার গৃহে গেলেই আমার গৃহ উজ্জ্বল হইবে। এই বলিয়া বৃদ্ধ পদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক জলযোগ করিলেন।

বণিকভার্য্যা রন্ধন করিতে২ সুশীলার কথাগুলীন আন্দোলন করিয়া মনে২ কহিতে লাগিলেন, সুশীলা আমার বেশ বলিয়াছে, ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম করাতে যে লজ্জা হয়, সেই লজ্জাই যথার্থ লজ্জা; নতুবা সামান্য লজ্জা করিয়া, গুরুজনের নিকট অপ্রকাশ্য থাকা, অথবা ঘোমটা দ্বারা মুখ আচ্ছাদন করিয়া তাঁহাদের সহিত কথা না কওয়া, কোনমতেই আমার বিহিত বোধ হয় না। যাহারা দেশাচারের বিপরীত কর্ম্ম বলিয়া ভাসুর শ্বশুর প্রভৃতি আত্মীয় গুরুজনের সহিত কথা না কয়, আমার বিবেচনায় তাহারা অল্প

কর্ম্ম করে না। চন্দ্রকুমারের পিতা আমার অতি আত্মীয় ব্যক্তি, তাঁহার পুত্রে আমি প্রাণাধিকা সুশীলাকে প্রদান করিয়াছি, অতএব তাঁহাকে আমার লজ্জা কি। মনেং এই আন্দোলন করিয়া বণিকভার্য্যা বৃদ্ধ বৈবাহিকের জন্য একটি তাম্বূল ছেঁচিয়া লওত বাহিরে আইলেন, এবং বিনীতভাবে বৈবাহিককে নমস্কার করিয়া কহিলেন, বেহাই মহাশয়! তাম্বূল গ্রহণ করুন, অনেকক্ষণ আপনি আসিয়াছেন, আমি কর্ম্মে ব্যস্ত ছিলাম বলিয়া আপনকার সহিত দেখা করিতে পারি নাই, এ দোষ ক্ষমা করিবেন। ভাল, আমার চন্দ্রকুমার এবং বেহান ঠাকুরাণী কেমন আছেন?

এই কথাতে বৃদ্ধ আহ্লাদিত হইয়া চন্দ্রকুমারের মাঙ্গলিক বার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন, যেরূপে তাঁহার বেতন বৃদ্ধি হইয়াছিল, যে উপায়ে তিনি আপনার ঘর দ্বার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন কথা বলিতে ত্রুটী করিলেন না। বিশেষ, নিজ পত্নীকে বৃদ্ধদশাতে সংসারের সকল কর্ম্ম করিতে হয়, এই কথার উল্লেখে চন্দ্রকুমারের পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির কথা কহিতে কহিতে তাঁহার দুই চক্ষুঃ অশ্রুপূর্ণ হইল। বণিকপত্নী প্রাণাধিক জামাতার সচ্চরিত্রের কথা শুনিতে শুনিতে একেবারে সংসারের কর্ম্ম কাজ সকলই ভুলিয়া গেলেন। সন্ধ্যার সময় বণিক বাটীতে আসিয়া দেখিলেন যে তাঁহার বৈবাহিক দাবায় বসিয়া সুশীলার মাতার সহিত কথা কহিতেছেন, হীরালাল এবং মতিলাল দুই ভ্রাতা তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া আছে, সুশীলা প্রদীপ জ্বালিয়া ঘর গুলীতে সন্ধ্যা দিতেছে।

সকলেই হৃষ্টচিত্ত, ইহা দেখিয়া তিনিও অতিশয় পুল-কিত হইলেন।

বণিক সে দিন আর চন্দ্রকুমারের পিতাকে নিজ বাটীতে যাইতে দিলেন না, আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাপ্য করিয়া দুই বৈবাহিকে সাংসারিক কথা বার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রকুমারের পিতা সুশী-লাকে নিজ বাটীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব করিলে, সুশীলার পিতা আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন, ভাই! যুবতী কন্যা শ্বশুরালয়ে থাকিয়া পরম সুখে আপনার গৃহকর্ম্ম করে, ইহা পিতা মাতার নিতান্ত ইচ্ছা, লোক-তঃ ধর্ম্মতঃ উভয় পক্ষেই মঙ্গল। অতএব স্বামিগৃহে সুশীলাকে পাঠাইতে আমার কোন আপত্তি নাই। তবে আমি মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, ধনসচ্ছল নাই, প্রথম কন্যাকে পতি-সদনে পাঠান আমার পক্ষে বড়একটা সহজ নহে, যেমন সংস্থান, ক্রমে২ তাহার আয়োজন করিতে হইবে, আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আর দুই মাস বিলম্ব করিলে আমি স্বচ্ছন্দে পাঠাইতে পারিব। বৃদ্ধ বণিক সুশীলার পিতার যুক্তিসিদ্ধ মিষ্ট কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া, দুই মাস পরে পুত্রবধূকে নিজ গৃহে লইয়া যাইতে সম্মত হইলেন।

এদিকে সুশীলা পিতা এবং শ্বশুর মহাশয়ের জন্য খাদ্যসামগ্রী প্রস্তুত করিয়া আপনার ভ্রাতা হীরালালকে ডাকিয়া কহিল। হীরালাল তাঁহাদের সম্মুখে আসিয়া করযোড়ে নিবেদন করিল, আপনারা গাত্রোত্থান করুন, ভগিনী আপনাদিগের নিমিত্ত আহারাদি প্রস্তুত করিয়া বসিয়া আছেন। এই কথাতে

তাঁহারা দুই বৈবাহিকে গাত্রোত্থান করিয়া রন্ধনশালায় ভোজন করিতে গেলেন। বণিকপরিবার বৈবাহিকের নিমিত্ত খাদ্যসামগ্রীর বিশেষ আয়োজন করেন নাই বটে, কিন্তু রান্নাঘরের পারিপাট্য এবং ভোজনপাত্র ও আসনাদির সুশৃঙ্খলা দেখিয়া চন্দ্রকুমারের পিতা সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। সুশীলা পরিবেশন করিতে লাগিল, বণিকভার্য্যা পতি এবং বেহাই মহাশয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মানা হইয়া শিষ্টাচার প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, বেহাই মহাশয়! সুশীলা আমার বালিকা, পাকাদি কর্ম্মে এখনও বড় একটা নিপুণা হয় নাই, অতএব ব্যঞ্জনাদিতে যদি কোন দোষ হইয়া থাকে, তবে ক্ষমা করিবেন। বেহাই কহিলেন, অমৃত পানে মনুষ্যদিগের যত না তৃপ্তি হয়, তোমার কথা শুনিয়া আমার ততোধিক তৃপ্তি হইল। উত্তম পাচিকা হওয়া স্ত্রীলোক মাত্রেরই সাতিশয় প্রয়োজনীয়। বধূমাতা যে এই অল্প বয়সে এরূপ পাক করিতে শিখিয়াছেন, ইহাতে আমি কত আহ্লাদিত হইলাম তাহা বলিতে পারি না।

এই রূপে কথা বার্ত্তায় ভোজন পানাদি শেষ হইলে, সুশীলা ভিতর বাটীর আর একটি ঘরে শ্বশুর মহাশয়কে একটি উত্তম পরিষ্কার শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিল। বৃদ্ধ পরম সুখে তথায় নিদ্রা যাইয়া, পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত একে একে বৈবাহিক বৈবাহিকা পুত্রবধূ এবং তৎসহোদরদিগের নিকট বিদায় হইলেন। বাটীতে আসিয়া তিনি বণিকপরিবারদিগের

শিষ্টাচার সুশৃঙ্খলা ও সচ্চরিত্রের বিষয় এবং সুশীলার কর্ম্মদক্ষতা আর সদ্ব্যবহারের কথা সকলই নিজ পত্নীকে কহিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার পত্নী সাতিশয় আহ্লাদিতা হইলেন, আর কত দিনে দুই মাস কাল যাইবে, কত দিনে আমি এরূপ পুত্রবধুর মুখচন্দ্রিমা দেখিব, দিবা রাত্রি এই কথাই আন্দোলন করিয়া প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

মনোহর দাস বণিক মহাশয় সুশীলাকে স্বামিগৃহে পাঠাইবার নিমিত্ত ক্রমে২ থালা ঘটী বাটা বাটী প্রভৃতি গৃহসজ্জা সকল প্রস্তুত করিতেছেন, এমত সময়ে একদিন সন্ধ্যাকালে গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে একখানি পালকী লইয়া ছয় জন বেহারা এক চাকর এবং এক চাকরাণী তাঁহার বাটীতে উপনীত হইল। ভৃত্যের হস্তে এক খানি পত্র ছিল, ঐ পত্রপাঠে বণিকবর জানিতে পারিলেন যে সুধানাথ দত্ত নামে তাঁহার শ্যালীপতি তৎপৌত্রের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে সুশীলা এবং তাহার মাতাকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত পালকী পাঠাইয়াছেন। দাসী অন্তঃপুরে বণিকভার্য্যার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল, বেহারা এবং চাকরটি বাহিরে রহিল। বণিক হীরালাল এবং মতিলালকে বলিয়া তাহাদিগকে যথোচিত আহার এবং রাত্রিকালের প্রয়োজনীয় আসনাদি প্রদান করাইলেন। ইহাতে ভৃত্যগণ সন্তুষ্ট হইয়া বাহির বাটীর চালাতে সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিল।

অনন্তর পরিবারের ভোজনানন্তর বণিক শয়নগৃহে গমন করিয়া সুশীলার মাতাকে কহিলেন, শ্যালী জন্ম

অন্নপ্রাশনোপলক্ষে তোমার ভগিনী যে তোমাকে এবং সুশীলাকে লইয়া যাইবার জন্য বেহারা পাঠাইয়াছেন, তাহার কি? না গেলে তিনি দুঃখিতা হইবেন, বোধ হয় তিনি নিশ্চয় করিয়াছেন, তোমরা অবশ্যই যাইবে, নতুবা একেবারে কখন বেহারা পাঠাইতেন না।

বণিকভার্য্যা কহিলেন, সুশীলার পতিগৃহে যাইবার আর এক মাস বই বিলম্ব নাই, ইতিমধ্যে আমাকে খয়েরছাঁচ ও মসলাদি সকল প্রস্তুত করিতে হইবে। বিশেষ, হীরালাল আমার, নূতন কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিতে যাইতেছে। এবং মতিলালেরও পাঁচের দিন পরে পরীক্ষা হইবে, সে এসময়ে বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকিতে পারিবেনা। আমরা গেলে বাটীতে কে থাকে? কেমন করিয়া গৃহকর্ম্ম নিষ্পন্ন হয়? বরং সুশীলা যাউক, আমি গৃহে থাকি।

বণিক বলিলেন, প্রিয়তমে! আমার বিবেচনায় সুশীলার একাকিনী ঘরে থাকাও ভাল নয়, এবং মাসীর বাটী যাওয়াও ভাল নয়।

বণিকভার্য্যা বলিলেন, নাথ! কথার ভাবে আমি তোমার মনোগত অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছি। মাসি পিসী পর নয়, সুশীলা অল্পদিনের জন্য যাইবে, ভাগিনী আমার যত্ন করিয়া উহাকে লইয়া যাইতেছেন। ইহাতে বোধ হয় তিনি আমা-অপেক্ষাও অধিক স্নেহ করিয়া তাহার রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। আর, সুশীলা আমার ধর্ম্মশীলা, ধর্ম্মশীলা রমণীর প্রতি ঈশ্বর সর্ব্বদা প্রসন্ন থাকেন। সাবিত্রীর প্রসঙ্গে আমি শুনিয়াছি,

বনেও থাকিলে ধর্ম্মশীল স্ত্রীলোকদিগের ধর্ম্মের ব্যাঘাত হয় না।

ধর্ম্মপত্নীর কথাতে বণিক সন্তুষ্ট হইয়া সুশীলাকে পরদিন প্রাতঃকালে মাসীর গৃহে পাঠাইলেন। সুধানাথ দত্ত অনেক কুটুম্ব এবং কুটুম্বিনীকে গোবিন্দপুরে আহ্বান করিয়া বহু সমারোহে পৌত্রের অন্নপ্রাশন সমাপন করিলেন। দত্তজ মহাশয় সম্পন্ন গৃহস্থ ছিলেন, প্রতিবৎসর কৃষিকর্ম্ম দ্বারা বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করিতেন, তাঁহার বাটীতে অনেক গুলীন দাস দাসী ছিল। অন্নপ্রাশনের পর সুশীলা তিন চারি দিন মাসীর বাটীতে থাকিয়া দেখিল যে, তাহার মাসীর গৃহকর্ম্মের কিছুই সুশৃঙ্খলা নাই, সকলই এলোমেলো। একদিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র স্নানের সময় গামছা লইতে আসিয়া এঘর ওঘর তত্ত্ব করিতে২ দুই দণ্ড বিলম্ব হইল। পরে গামছা পাইয়া পরিবারদিগের উপর বিরক্তি প্রকাশ করত স্নান করিতে গেলেন। আর একদিন একজন ভৃত্য বাঁশ কাটিবার জন্য অন্তঃপুরে একখানি কাটারি লইতে আইল, কিন্তু কাটারিখানি কোথায় আছে কেহই নিশ্চিত বলিতে পারিল না। সুতরাং এঘর ওঘর খুঁজিতে২ ছয় দণ্ড বিলম্ব হইল, সে দিন আর বাঁশ কাটা হইল না। ভৃত্য বিরক্তি প্রকাশ করিয়া অন্য কর্ম্ম করিতে গেল। পরে অপরাহ্ণে দত্তজ মহাশয়ের স্ত্রী এবং পুত্রবধূদ্বয় কাটারিখানি খুঁজিয়া২ মরাইয়ের নীচে তাহা প্রাপ্ত হইল।

সুশীলা বাল্যকালাবধি গুরূপদেশ দ্বারা গৃহ-কর্ম্মের পারিপাট্য এবং সুশৃঙ্খলা শিখিয়াছে, মাতৃষ্বসার এই

গুরুতর কর্ম্মে কুনিয়ম এবং বিশৃঙ্খলা দেখিয়া কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারিল না। অতএব সন্ধ্যার সময় তাহার মাসী যখন একাকিনী বসিয়া তাম্বূল খাইতে ছিলেন, সুশীলা তাঁহার নিকটে যাইয়া কহিল, মাসী! সে দিন বড় দাদা মহাশয় স্নানের সময় [illegible]ছা খুজিয়াং প্রায় দুই দণ্ডের পর পাইলেন, আজি তো কাটারীখানির নিমিত্ত চাকরের বাঁশ কাটা হইল না। যদি এমন করিয়া এক মুহূর্ত্তের কাজ দুই দণ্ডে এবং এক দণ্ডের কাজ এক দিনে নিষ্পন্ন হয়, তবে কিরূপে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে? আমার মাতা সময়কে এমনি অমূল্য রত্ন জ্ঞান করেন, যে, কোন কর্ম্ম করিবার সময় কুনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা প্রযুক্ত মুহূর্ত্তেককাল বিলম্ব হইলে অত্যন্ত দুঃখিতা হন।

এই কথা শুনিয়া সুশীলার মাসী সুশীলাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মা সুশীলে! বিবাহের পর তোমার বাপ তোমার মাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছেন, তুমিও নিজে বিদ্যাবতী মেয়ে, অতএব তোমাদের ঘরে বিশৃঙ্খলা হইবার সম্ভাবনা কি, তোমার বাপের ন্যায় যদি তোমার মেশো আমাকে লেখা পড়া শিখাইতেন, আর বাল্যকালে আমার বধূরা যদি বিদ্যা অভ্যাস করিত, তবে আমার সংসারে এত বিশৃঙ্খলা কখনই ঘটিত না।

সুশীলা বলিল, মাসী! স্ত্রী লোকের পক্ষে লেখা পড়া জানা বড়ই আবশ্যক হয় বটে, কিন্তু গৃহপারিপাট্য বিষয়ে লেখা পড়া নিতান্ত আবশ্যক করে না। বোধ

হয় সাবধান এবং পরিশ্রমী হইয়া বাটীর সকল জিনিস পত্রের থাইতপাইত করিলে, অনায়াসে এই গুরুতর কর্ম্ম নির্ব্বাহ হইতে পারে। আপনি বলেন তো কল্য আমি আপনকার পুত্রবধূ এবং দাসীগণের সাহায্য লইয়া ভিতর বাটীর সকল সামগ্রী সুশৃঙ্খল করি। সুশীলার মাসী বলিলেন বৎসে! অমৃতে অ[illegible] হয় না। তুমি যদি পরিশ্রম স্বীকার করিয়া আমার পুত্রবধূদুটীকে সংসার-ধর্ম্মের পারিপাট্য শিথাও, তবে ইহার পর আর সুখ কি?

সুশীলা বাটী হইতে আসিবার সময় শিশুপালন পুস্তকখানি আপনার সঙ্গে আনিয়া মনে করিয়াছিল, যদি মাসীর পুত্র-বধূরা পড়িতে পারে, তবে এই পুস্তক খানি তাহাদিগকে দিব, নতুবা স্বয়ং ইহা পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্ম তাহাদিগকে শুনাইব। দুর্ভাগ্যবশতঃ ঐ কামিনীদ্বয়ের মধ্যে কেহই লেখাপড়া না জানাতে, পূর্ব্ব কয়েক দিন সে প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে ঐ পুস্তকখানি তাহাদের নিকট স্বয়ং পাঠ করিত, এবং যে যে বিষয় তাহারা না বুঝিতে পারিত, তাহাও বুঝাইয়া দিত। ইহাতে স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে লেখাপড়া জানা যে নিতান্ত আবশ্যক, ইহা তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতে আপন আপন স্বামীর কাছে যে বিদ্যা শিক্ষা করিবেক এমন ইচ্ছাও তাহাদিগের হইয়াছিল। অতএব প্রথমে কি, কি পুস্তক পড়িলে শিশুপালন প্রভৃতি উত্তমোত্তম গ্রন্থ সকল পাঠ করাযায়, একথা তাহারা যখন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিত, তখন সুশীলা বর্ণপরিচয় প্রথমভাগ এবং দ্বিতীয় ভাগের কথা কহিয়া

যাহাতে তাহাদের বিদ্যাভ্যাসে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মে এমন উৎসাহ প্রদান করিত।

মাসীর নিকট হইতে গমন করিয়া সুশীলা ঐ বৌ-দুটীর কাছে গেল, কিন্তু সে দিন আর কোন পুস্তক পড়িল না, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে গৃহকর্ম্ম বিষয়ে সুশৃঙ্খলা পারিপাট্য এবং সুনিয়ম জানা যে অত্যাবশ্যক, এ বিষয়ে তাহাদিগের সহিত অনেক কথোপকথন করিল। পূর্ব্বাবধি সুশীলার প্রতি তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধানুরাগ জন্মিয়াছিল, অতএব তাহার কথাতে তাহারা কোন প্রকার অমনোযোগ প্রকাশ করিল না।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সুশীলা আপনার নিত্যকর্ম্ম সমপান করণানন্তর দুটী বৌ এবং দাসীগণকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে তাহার মাসী ঠাকুরাণীর ঘরটী সাজা-ইতে গেল। সেটি কর্ত্তার ঘর, বাটীর দাস দাসী সকলেই আপনাদের ব্যবহারের সামগ্রী সকল তাহাতে রাখিত, এবং পেটরা বাক্স সিন্দুক ড্রাজ তক্তপোষ প্রভৃতি অনেক সরঞ্জাম দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। সকলই বিশৃঙ্খল, কিরূপে ঐ সামগ্রী পত্র সকল সুশৃঙ্খল করিবে সুশীলা অগ্রে তাহা বিবেচনা করিল, পরে বাটীর বাহির হইতে চাকরদিগকে ডাকাইয়া ক্রমে২ বড় বড় জিনিসগুলীন যথাস্থানে স্থাপিত করাইল। স্ত্রীলোকদিগের অসাধ্য কর্ম্ম সকল দাসদিগের দ্বারা সুসম্পন্ন হইলে, সুশীলা ক্রমে২ তাহার মাসীর ঘরটি সাজাইতে আরম্ভ করিল। শেষে মাসীর প্রয়োজনীয় সামগ্রী পত্র ব্যতিরেকে অন্য জিনিস সে ঘরে আর কিছুই রাখিতে দিল না।

এক ঘরের জিনিস পত্র তিন চারি সরে গেলে, অবশ্যই সে ঘরটি দেখিতে ঝরঝরিয়া হয়,তাহাতে আবার পরিশ্রম করিয়া ঘরের পারিপাট্য এবং সুশৃঙ্খলা স্থাপন করিলে কেননা সুন্দর হইবে, সুতরাং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার মাসীর ঘর অতিশয় পরিস্কৃত দেখাইতে লাগিল।

অনেক সামগ্রী এক দিনে সাজান হইল না। সুশীলা তিন চারি দিন এইরূপ পরিশ্রম করিয়া দত্তজ মহাশয়ের গৃহের পারিপাট্য করিল। তাঁহার পুত্র এবং পুত্রবধূদিগের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল পুত্রবধূদিগের গৃহে, রন্ধনশালার প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল রন্ধনশালায়, আর চাইল ডাইল তেল লূণ প্রভৃতি খাদ্য দ্রব্য, এবং কুড়্যাল কাস্তে কাটারী খন্তা প্রভৃতি সর্ব্বদা ব্যবহারের বস্তু সকল ভাণ্ডার ঘরে স্থাপিত করিল,এতদ্ব্যতীত দাস দাসীগণের প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকলও ঐ ঘরে রাখিতে দিল। বাহুল্যভয়ে সুশীলার কর্ম্মনৈপুণ্যের সকল কথা এস্থলে লিখিতে পারিলাম না, কেবল এই বলিয়া ক্ষান্ত হই। সুশীলা এমনি করিয়া সুধানাথ দত্ত বণিক মহাশয়ের গৃহসামগ্রী সুসজ্জিত করিল যে, যে স্থানের যাহা তাহা সে স্থানেই পাওয়া যাইত। পরিবারদিগের মধ্যে যাহার যে সামগ্রীর যখন প্রয়োজন হইত, তখনই সে আপন আপন নিয়মিত ঘরে তত্ত্ব করিলে পাইত।

সকল কর্ম্মেরই নিয়ম আছে, নিয়ম না থাকিলে কোন বিষয়ই বহুকালস্থায়ী হয় না। গৃহ সুশৃঙ্খলা কর্ম্ম শেষ হইলে, সুশীলা নিয়ম করিয়া দিল, যে মাসীর

ঘরের জিনিস পত্র পরিচ্ছদ রাখিবার ভার মাসী নিজে লইবেন। তাঁহার পুত্র এবং পুত্রবধূদিগের গৃহসামগ্রীর তত্ত্বাবধারণ পুত্রবধূরা নিজে করিবে। এতদ্ব্যতীত ভাণ্ডার ঘরটি তাঁহার জ্যেষ্ঠ বধূর অধীনে রহিল, এবং রান্নাঘরের ভার তাঁহার মধ্যম পুত্রবধূকে দিল। এই সকল নিয়ম স্থির করিয়া সুশীলা দত্তজ মহাশয়ের পুত্রবধূদিগকে বিশেষ করিয়া বলিল, ভগিনীগণ! রান্নাঘর ও ভাণ্ডার ঘরটি সর্ব্বদা ব্যবহারে আইসে, অতএব যেরূপে তথাকার জিনিস পত্র সকল নিরন্তর সুশৃঙ্খল থাকে এমন বিহিত যত্ন করিবে, অযত্ন করিলে আমরা যে এতটা পরিশ্রম করিলাম তাহা সকলই নিষ্ফল হইবে, এবং সংসারযাত্রা উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে না।

অল্পবয়স্কা সুশীলার এরূপ বুদ্ধিনৈপুণ্য এবং কর্ম্মদক্ষতা দেখিয়া সুধানাথ দত্ত তাঁহার পত্নী এবং তৎপুত্রদ্বয় সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহারা সকলেই বিবেচনা করিলেন, বিদ্যাবতী না হইলে স্ত্রীলোকে কখনই উত্তম গৃহিণী হইতে পারে না, অতএব বাল্যকালে কামিনীদিগকে বিদ্যাধ্যয়ন করান জনক জননীর নিতান্ত আবশ্যক হয়। পূর্ব্বে ঐ সুধানাথ দত্ত বণিক মহাশয় স্ত্রীবিদ্যার বিদ্বেষী হইয়া বিবেচনা করিয়া ছিলেন, যে স্ত্রীলোকেরা বিদ্যাশালী হইলে অহঙ্কৃতা হয়, গৃহকর্ম্মে তাচ্ছীল্য প্রকাশ করে। কিন্তু নম্রমুখী সুশীলার সুশীল ব্যবহার এবং কর্ম্মনৈপুণ্য দেখিয়া তাঁহার পূর্ব্ব আশংসা দূর হইল, তিনি আর কাল বিলম্ব করিলেন না, সুশীলা থাকিতে থাকিতেই

তিনি তাঁহার পুত্রদুটিকে কহিয়া পুত্র-বধূদ্বয়কে বিদ্যা-ভ্যাস করাইতে আরম্ভ করিলেন, আর যে সকল গ্রন্থ সুশীলা তাহাদিগকে পড়িতে কহিয়া ছিল, তাহাও কিনিয়া আনিয়া দিলেন। সুশীলার দৃষ্টান্তানুসারে দত্ত মহাশয়ের ঐ পুত্রবধূদুটি মনোযোগ পূর্ব্বক দুই বৎসর কাল বিদ্যানুশীলন করিয়া ভবিষ্যতে সকল কর্ম্মেই উত্তমরূপ যশস্বিনী হইয়া ছিল।

ছয় দিন কল্যারে সুশীলার পিতা সুশীলাকে মাসীর বাটীতে পাঠাইয়া ছিলেন, কিন্তু দুই সপ্তাহ হইল তথাপি প্রত্যাগতা হইল না। অতএব তিনি উদ্বিগ্ন হইয়া সুশীলাকে আনিবার নিমিত্ত গোবিন্দপুর গ্রামে এক জন স্ত্রীলোককে পাঠাইয়া দিলেন। সুধানাথ দত্তের বাটীতে ঐ স্ত্রীলোক উপনীত হইলে, দত্ত বাবু তাহাকে উত্তমরূপ আহার করাইয়া মনোহর দাস বণিক মহাশয়কে এক খানি পত্র লিখিলেন। সুশীলা দ্বারা তাঁহার পরিবারের যে সকল উপকার হইয়া ছিল, সেই পত্রে প্রথমতঃ তাহার সকল কথা লিখিয়া, অব-শেষে তিনি লিখিলেন, ভ্রাতঃ! উৎকণ্ঠিত হইও না, আর দুই দিন পরে আমি তোমার কন্যাকে তোমার নিকটে পাঠাইয়া দিব, তোমার কন্যা লক্ষ্মীরূপা, যে ব্যক্তিকে তুমি এই কন্যা সম্প্রদান করিয়াছ, ইহার গুণে অবশ্যই সে ব্যক্তি লক্ষ্মীমন্ত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

স্বামি-গৃহে কন্যা প্রেরণ সময়ে জনক জননী যেরূপ সজ্জা করিয়া পাঠাইয়া দেন, দুই দিন পরে সুশীলার মাসী সুশীলার সেইরূপ সজ্জা করিয়া পিত্রালয়ে পাঠা-

হবার উদ্যোগ করিলেন। আসিবার সময়ে তিনি তাহাকে এত উপঢৌকন দিলেন, যে দুই জন ভৃত্য তাহা বহন করিতে সক্ষম হইল না। বেহারারা পালকি খানি প্রস্তুত করিলে, সুশীলা প্রথমে তাহার মেশো-মহাশয়কে গললগ্নবস্ত্র হইয়া প্রণাম করিল। দত্ত বাবু অশ্রুপূর্ণ নয়নে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, বৎসে! সাবিত্রী সদৃশী হইয়া তুমি পরম সুখে পতির সহিত কাল যাপন কর। বংশ রক্ষার নিমিত্ত লোকে পুত্ত্রের কামনা করে, কিন্তু আমি পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, যেন আমার বংশে তোমার ন্যায় একটি কন্যা সন্ততি জন্মে, তাহা হইলেই আমার বংশ উজ্জ্বল হইবে।

তৎপরে সুশীলা তাহার মাসী তৎপুত্ত্রদ্বয় এবং পুত্রবধূ দুটিকে ক্রমে২ নমস্কার করিল, তাহারা সকলেই তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। কেহ কহিলেন, তোমার স্থিরা লক্ষ্মী হউক, কেহ কহিলেন তুমি পুত্রবতী হও, কেহ বা বলিলেন তোমার ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ হউক। অবশেষে সুশীলা তাহার মাসীর পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া তাহার মুখ চুম্বন করিল, আর বিনয়বচন দ্বারা শিশুকে তাহার মাতার ক্রোড়ে প্রত্যর্পণ করত দাস দাসী সকলকে সম্ভাষণ করিল। এইরূপে সুশীলা সকলকে যথাযোগ্য সম্মান করিয়া শিবিকাতে উপবেশন করিলে পর, বাহকগণ তাহা বহন করিয়া বিজয় নগরের অভিমুখে লইয়া গেল। সুধানাথ দত্তের পরিবারগণ তাহার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া বিচ্ছেদ হেতু ক্রন্দন করিতে লাগিল।

বিজয় নগরে আসিয়া সুশীলা দশ দিন কাল আপন পিতা মাতার সহিত সুখে কালযাপন করিল। আর স্বামিগৃহে যাইবার নিমিত্ত এক এক দিন এক ২ প্রতিবাসিনীর বাটীতে যাইয়া মধুর বচন দ্বারা তাহাদিগকে সম্ভাষণ করিয়া বিদায় লইল। সুশীলার সহবাসে প্রতিবাসিনী কামিনীগণের সুখ বই অসুখ হইত না, এজন্য, কতদিনে আবার তোমার মুখচন্দ্র হইতে অমৃতময় মধুর বচন শুনিব, এই কথা বলিয়া তাহারা দুঃখ প্রকাশ করিল। ইতিমধ্যে একদিন চন্দ্রকুমার তাহাকে নিজভবনে আনিবার জন্য বেহারা ও স্ত্রীলোক পাঠাইয়া দিলেন। ইহাতে মনোহর দাস বণিক মহাশয় আপনার সামর্থ্যানুসারে গৃহকর্ম্মের ব্যবহারোপযুক্ত নানা সামগ্রী প্রদান করিয়া, প্রাণ-তুল্য কন্যাটিকে স্বামিসদনে পাঠাইলেন। যাইবার সময় সুশীলা পিতা মাতাকে প্রণাম করিলে, পিতা বারিপূর্ণ-নয়নে তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, মা সুশীলে! তুমি বিদ্যাবতী ধর্ম্মশীলা, তোমাকে আমি কি উপদেশ দিব, ঈশ্বর এবং ধর্ম্মের ভয় করিয়া সকল কর্ম্ম করিও, তাহা হইলে তোমার কোন বিঘ্ন হইবে না। মাতা কহিলেন, বৎসে! আমাদিগকে তুমি যেরূপ মর্য্যাদা করিয়া থাক, আপন শ্বশুর শাশু-ড়ীর প্রতি সেইরূপ মর্য্যাদা ও স্নেহ প্রকাশ করিও, তাঁহাদের অনভিমতে তুমি কোন কর্ম্ম করিও না। এখন ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, তুমি সদ্ব্যবহার দ্বারা চন্দ্রকুমারের প্রাণতুল্যা প্রেয়সী হইয়া পরম সুখে কালযাপন কর। মাতা পিতার নিকটে বিদায়

হইয়া সুশীলা স্বামিগৃহে চলিল। মতিলাল তাহাকে রাখিতে গিয়া দুই দিন তাহার বাটীতে অবস্থিতি করিল, পরে নিজ নিকেতনে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া চন্দ্রকুমার এবং সুশীলার মাঙ্গলিক বার্ত্তা পিতা মাতাকে কহিল।

সুশীলা স্বামীর গৃহে উপনীতা হইয়া দেখিল, যে, তাঁহার গৃহধর্ম্মের সকল সামগ্রী আছে, কিন্তু সকলগুলিই বিশৃঙ্খল, কোথায় কি আছে উত্তমরূপ অন্বেষণ না করিলে হঠাৎ তাহা শীঘ্র পাওয়া যায় না। অতএব সে ক্রমেং জিনিসপত্রগুলীন যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া বাটীর সুশৃঙ্খলা করিতে লাগিল। চন্দ্রকুমারের পিতার সুসময়কালে যে সকল লেপ তোষক বালিশ তাকিয়া প্রস্তুত হইয়া ছিল, দুঃসময়কালে তাঁহারা তাহাতে ওয়াড় দিতে পারেন নাই, সুতরাং সকল গুলীই ছিঁড়িয়া গিয়াছিল। ঐ সকল সামগ্রীর মধ্যে একটি মাত্রও ব্যবহারের যোগ্য ছিল না। সমুদয় পরিবার কেবল সামান্য মাদুরে শয়ন করিয়া দুঃখে কাল যাপন করিতেন।

অযত্ন দ্বারা সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সকল নষ্ট হইয়াছে দেখিয়া সুশীলা বড়ই দুঃখিতা হইল। দিন কয়েক মধ্যাহ্নকালে সে আর কোন কর্ম্মই করিল না, কেবল ছেঁড়া নেকড়া এবং লেপ তোষকগুলা বাহির করিয়া রৌদ্রে শুকাইতে লাগিল। নষ্টদ্রব্য উত্তমরূপ শুষ্ক হইলে সে সাজিমাটি এবং সাবান আনাইয়া তদ্দারা [illegible] নেকড়াগুলীন উত্তমরূপ ধৌত করিলা

পরে লেপের তুলা বাহির করিয়া শাদা কানিসকল তাহার উপর নীচে স্থাপন করিয়া সেলাই করিতে লাগিল। এইরূপে এক সপ্তাহের মধ্যে সুশীলা দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া তিন চারিখানি কাঁথা প্রস্তুত করিল। এবং পুরাতন তুলাসকল ঝাড়িয়া তদ্দ্বারা তিন চারিটি বালিশ প্রস্তুত করিল। চন্দ্রকুমারের পিতা মাতা পুত্রবধূর সংসারধর্ম্মের প্রতি যত্ন দেখিয়া সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। সুশীলা বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে কোনমতেই ক্রুটী করিত না, তাঁহাদের যখন যাহা প্রয়োজন হইত সাধ্যমতে তখনই তাহা দিত, এজন্য তাঁহারা তাহাকে বড়ই ভাল বাসিতেন, এবং প্রয়োজন-মতে গৃহকর্ম্মের সময়ে সাহায্যও করিতেন। অধিক কি! তাহার সুশীল স্বভাব এবং মিষ্ট কথাতে প্রতিবাসিনী স্ত্রীলোকগণ এমনি বাধ্য হইয়া ছিল, যে গৃহলেপন এবং সেলাই করিবার সময়ে তাহারাপর্য্যন্ত আসিয়া তাহার সাহায্য করিত।

এইরূপে সুশীলা শয্যা প্রস্তুত করিয়া কতক আপনার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীর ব্যবহারার্থ দিল, এবং কতক আপনারদের ঘরে লইল। তাহার স্বামী সন্ধ্যাকালে কর্ম্মস্থান হইতে গৃহে আসিয়া আপনার নিত্যকর্ম্ম-সমাপন করিলেন, পরে নিত্য যেরূপ করেন আপনিই বৃদ্ধ পিতা মাতার নিয়মিত তত্ত্বাবধারণ করিতে গেলেন। সেদিন তাঁহার পিতা মাতা প্রফুল্ল অন্তঃকরণে তাঁহাকে হাসিতে হ কহিলেন, বইস! আর আমাদিগের কারণ তোমার উদ্বিগ্ন হই-

বার আবশ্যক নাই, যে লক্ষ্মীরূপা বধূমাতাকে তুমি বাটীতে আনিয়াছ, তাহাদ্বারা আমাদের সকল দুঃখ দূর হইবে। সন্তান সন্ততি জনক জননীকে যত না স্নেহ করে, তিনি আমাদিগকে ততোধিক স্নেহ করিয়া সেবাশুশ্রূষা করিতেছেন। পিতা মাতার মুখে প্রাণপ্রেয়সীর এইরূপ প্রতিষ্ঠার কথা শুনিয়া চন্দ্রকুমার অতীব আহ্লাদিত হইলেন, এবং সৌভাগ্যক্রমে সর্ব্বগুণযুক্তা ধার্ম্মিকা স্ত্রী প্রাপ্ত হইয়াছেন বলিয়া মনে২ ঈশ্বরকে বিস্তর ধন্যবাদ করিলেন।

রাত্রিকালে চন্দ্রকুমার নিয়মিত ভোজন পানাদি শেষ করিয়া আপনার শয়নগৃহে শয়ন করিতে গিয়া দেখেন যে, ঘরের তাবৎ সামগ্রীগুলীন যথাস্থানে পরিপাটিরূপে স্থাপিত, তথায় একটি বসিবার বিছানা, একটি শয়ন করিবার শয্যা। শয্যারমধ্যে একখানি অতি সুন্দর শুভ্রবর্ণ কাঁথা এবং তদুপরি চারিদিগে চারিটি বালিশ রহিয়াছে। আর বসিয়া বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত যে আসনখানি প্রস্তুত হইয়াছিল, তন্মধ্যে একখানি কাঁথা আর তদুপরি সুপরিষ্কৃত সামান্য একটি তাকিয়া পাড়া রহিয়াছে। চন্দ্রকুমার এসকল শয্যার বিষয় কিছুই জানিতেন না, সেদিন রাত্রিকালে নিজ শয়নগৃহের নূতন ভাব এবং নূতন সুশৃঙ্খলা দেখিয়া একেবারে আশ্চর্য্য হইলেন, আহ্লাদে ক্ষণকাল তিনি আর কোন কথা কহিলেন না, কেবল একদৃষ্টে গৃহ-সজ্জার প্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি সুশীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিতে লাগিলেন, প্রিয়তমে! আমি অনেক দিন

এমন শয্যায় শয়ন করি নাই, এবং এমন আসনে উপবেশনও করি নাই, আমার পক্ষে তোমার এই সকল শয্যা রাজাদিগের অপেক্ষাও অধিক হইয়াছে, কোথায় তুমি এমন উত্তম বস্ত্র সকল পাইলে? কেমন করিয়াই বা এত অল্পদিনের মধ্যে এসমস্ত প্রস্তুত হইল? না জানি ইহা প্রস্তুত করিতে তুমি কত পরিশ্রম করিয়াছ! তুমি বিদ্যাবতী, মনে করিয়াছিলাম, কেবল বিদ্যানুশীলন করিয়া তুমি কাল যাপন করিবে। এমন সামান্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া আমার গৃহ যে উজ্জ্বল এবং পরিপাটি করিবে, এ বিবেচনা আমার একদিনের জন্যেও হয় নাই।

সুশীলা আদ্যোপান্ত তাবৎ বিবরণ বর্ণনা করিয়া কহিল, প্রাণনাথ! পরিশ্রম করিয়া গৃহসামগ্রীর তত্ত্বাবধারণ করা, এবং তাহা যথাস্থানে পরিপাটিরূপে স্থাপিত করা স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কর্ম্ম। বাল্য কালে পিতা আমাকে সর্ব্বদা কহিতেন, সুশীলে! উত্তম গৃহিণী হইবে বলিয়া আমি তোমাকে লেখা পড়া শিখাইতেছি, দেখ বৎসে! এমন গুরুতর বিষয়ে কখন তুমি অশ্রদ্ধা করিও না। আর মাতাও আমাকে এ বিষয়ে নিয়ত উপদেশ দিয়া ছিলেন। এখন সেই উপদেশের অনুসারে গৃহকর্ম্মের প্রতি আমার এমনি অনুরাগ জন্মিয়াছে, যে সাংসারিক ব্যাপারের বিশৃঙ্খলতা দেখিলে আমার অত্যন্ত অসুখ হয়। আমার শিক্ষাদায়িনীও এক দিন আমাকে কহিয়া ছিলেন, জ্ঞান বুদ্ধি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত করিবার নিমিত্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যানুশীলন করা উচিত, কিন্তু

ইহাতে গৃহকর্ম্মের প্রতি বিরাগ জন্মিলে বড়ই দুঃখের বিষয় হয়। যে স্ত্রী বিদ্যাশিক্ষা করিয়া উত্তম গৃহিণী না হয়, আর গৃহকর্ম্মের সুশৃঙ্খলা করিতে না পারে, আমার বোধে তাহার বিদ্যাশিক্ষাই বৃথা। নাথ! আমি পতি সেবা এবং পতির সন্তোষ উৎপাদন করাকে এ জগতের সারকর্ম্ম বলিয়া জানি, পতি এবং গুরু-জন দিগের তুষ্টি জন্মাইবার নিমিত্ত যে কায়িক পরি-শ্রম, সে পরিশ্রমকে আমার পরিশ্রম বোধ হয় না। সন্ধ্যার পর তোমায় আমায় দুই তিন ঘণ্টা বসিয়া যে নূতন ২ পুস্তক পাঠ এবং ধর্ম্মশাস্ত্র বিষয়ে কথোপ-কথন করি, ইহাই আমার বিদ্যালোচনার পক্ষে যথেষ্ট। তুমি মনে করিতেছ, আমি নিজে সমস্ত কর্ম্ম করি, কিন্তু তাহা নয়, তোমার বৃদ্ধা মাতা আমার বিস্তর সাহায্য করিয়া থাকেন, তিনি প্রায় প্রতিদিন বসিয়া রন্ধনাদি করেন, আমি বাহিরে থাকিয়া পাকের দ্রব্য তাঁহাকে উদ্যোগ করিয়া দি, এবং অবকাশ-মতে গৃহসজ্জা প্রস্তুত করিয়া থাকি। যাহা হউক এ অধিনীর হস্তকৃত কর্ম্ম দেখিয়া তুমি যে তুষ্ট হইয়াছ, তাহাতে আমি বড়ই আপ্যায়িতা হইলাম, কিন্তু এবি-ষয়ে আমার যে একটী নিবেদন আছে তাহা শুন।

পিতৃভবন হইতে আসিবার সময়ে মাতা আমাকে গোপনে ষোলটী টাকা দিয়া কহিয়া ছিলেন, বৎসে সুশী-লে! তোমার গৃহ সজ্জার নিমিত্ত আমি তোমাকে এই ষোলটি টাকা দিতেছি, ইহাতে যাহা নিতান্ত আবশ্যক, না কিনিলে নয় এমন সামগ্রীসকল কিনিয়া আপনার গৃহসজ্জা করিও। কাঁথা এবং বালিশগুলীন যে প্রস্তুত

করিয়াছি, ইহাতে এক একটি ওয়াড় দেওয়া নিতান্ত আবশ্যক, না দিলে শীঘ্র উহা মলিন হইয়া ব্যবহারের অযোগ্য হইবে। অতএব একটি কর্ম্ম কর, আমার ষোল টাকার মধ্যে ২॥• আড়াই টাকা দিয়া সামান্য একটি থান কিনিয়া আন, আমি তাহা অবকাশমতে সেলাই করিয়া ওয়াড় প্রস্তুত করিব। আর দধি দুগ্ধ ঘৃত অতিশয় পুষ্টিকর এবং উপাদেয় খাদ্য, তুমি দিবা রাত্রি পরিশ্রম কর, তোমার এবং তোমার বৃদ্ধ পিতা মাতাদিগের নিমিত্ত উহা বড়ই আবশ্যক। মাসিক আয়ের টাকা দিয়া দুগ্ধ কিনিতে হইলে অনেক ব্যয় হইবে, কুলান করিতে পারিবে না। অতএব দুই সের দুগ্ধ দেয় এমন একটি সবৎসা গাভী আট টাকায় ক্রয় করিয়া আন। আর অবশিষ্ট যে টাকা থাকে, তাহাতে একখানি চালা উহার থাকিবার নিমিত্ত নির্ম্মাণ করাও। এইরূপ কথোপকথন করণানন্তর তাহারা উভয়ে পরমেশ্বরের আরাধনা করিয়া পরম সুখে নূতন শয্যায় শয়ন করিতে গেলেন।

সুশীলার গুণে চন্দ্রকুমার দত্ত এমনি বশীভূত হইয়াছিলেন, যে, সে যাহা বলিত, তিনি তাহাই করিতেন, কোনমতে তাহার কথা অন্যথা করিতেন না। পর দিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি নিত্যকর্ম্ম সমাপন করণানন্তর ধর্ম্মপত্নীর অভিলষিত কাপড় এবং বাঁশ খুঁটী খড় দড়ি কিনিয়া আনিয়া দিলেন। দুই তিন দিবসের মধ্যে ঘরামিরা চালাখানি প্রস্তুত করিয়া দিল। পরে তিনি অনেক অন্বেষণ করিয়া সুলক্ষণযুক্তা একটি সবৎসা গাভী ক্রয় করিয়া আনিলেন। গাভীটীর যে দুগ্ধ

হইত, সুশীলা তাহার কিয়দংশ বিক্রয় করিয়া গোরুর খোরাক করিত, এবং অপর অংশ আপনাদিগের ব্যবহারার্থ রাখিত।

বৃদ্ধ লোকদিগের গোরুর প্রতি বড়ই যত্ন হয়, চন্দ্রকুমারের পিতা দিনের মধ্যে দুই তিন বার গোরু-টীর গাত্র পরিষ্কার ও গোয়াল ঘর মুক্ত করিয়া দিতেন, এবং দড়ী ধরিয়া বাটীর এপাশে ওপাশে পুষ্করিণীর ধারে ঘাস খাওয়াইতেন। চন্দ্রকুমার কেবল সকালে বিকালে দুইটী যাব দিয়া যাইতেন। সুশী-লার বৃদ্ধা শাশুড়ীও ফেন কুঁড়া এবং অব্যবহার্য্য ব্যঞ্জ-নের সামগ্রী খোলা বাকলা ও ঘাস ছিঁড়িয়া গোরুটীকে খাইতে দিতেন। "কথায় বলে, গাই মায়ের মুখে দুধ" উত্তমরূপ আহার এবং সেবা চলিলে গোরুর অধিক দুগ্ধ অবশ্যই হয়। চন্দ্রকুমারের পরিবারের মধ্যে সকলেই গাভীটীর প্রতি যত্ন করাতে দুই বেলায় তাহার চারি পাঁচ সের দুগ্ধ হইতে লাগিল। তাহাতে গোরুর খোরাক এবং পরিবারদিগের নিয়মিত দুগ্ধ ব্যতিরেকে, সুশীলা দুগ্ধ বেচিয়া প্রতিমাসে তিন চারি টাকা সঞ্চয় করিতে পারিল। এতদ্ব্যতীত ঐ গাভীদ্বারা যে গোময় পাওয়া যাইত, সুশীলা তাহাতে ঘুঁট্যা দিয়া কাষ্ঠের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল।

পরিবারের মধ্যে গৃহিণী এবং কর্ত্তা নিজে পরিশ্রমী হইলে, আর২ তাবল্লোকেই পরিশ্রমী হয়। চন্দ্রকুমা-রের পিতা পূর্ব্বে কোন কর্ম্মই করিতেন না, দিবা রাত্রি বসিয়া থাকিতেন, ইহাতে তাঁহার পূর্ব্বের দুর্দশা সকল মনে পড়িয়া তাঁহাকে অত্যন্ত দুঃখিত করিত,

ভুক্ত দ্রব্যও ভালরূপে পরিপাক হইত না, সুতরাং সর্ব্বদাই ব্যামোহের কথা কহিতেন। এক্ষণে সুশীলার কৌশলে তিনি গাভীটি অবলম্বন করিয়া প্রাতঃ সায়ং উভয় কালে কিছু২ পরিশ্রম করাতে, তাঁহার মনের উৎকণ্ঠা এবং অজীর্ণ-দোষ দূর হইল। নিত্য২ উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী খাইয়া তাঁহার শরীরেও বলাধান হইল, ইহাতে তিনি কায়িক পরিশ্রমে অতিশয় যত্নবান্ হইলেন।

সুশীলা বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকে পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিতে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিতা হইল, আর মনে করিল, সকলের যত্ন ব্যতিরেকে সংসারধর্ম্ম রক্ষা হয় না, ভবিষ্যতে পরমেশ্বর আমাদিগের যে দুঃখ দূর করিবেন এমন উপায় হইতেছে। বাটীর সকলে যে যাহার নিয়মিত কর্ম্ম করাতে ক্রমে২ তাহাদের দুঃখের অবসান হইতে লাগিল, সংসারের যাহা অপ্রতুল ছিল, তাহাও প্রতুল হইল।

এক দিন সুশীলা আপনার বৃদ্ধ শ্বশুরকে বিনয়-বচনে সম্বোধন করিয়া কহিল, পিতঃ! গোরু বাছুর সর্ব্বদাই দড়ি ছিঁড়ে, আর প্রতিবৎসর ঘর দ্বার মেরামত করিতে হয়, ইহাতে দড়ি কিনিয়া কুলান করিতে পারিবেন না। আপনি যদি আপনার পুত্রকে কহিয়া কিছু পাট কিনিয়া আনান, এবং অবকাশ মতে তাহা টাকুতে কাটিয়া কিছু দড়ী প্রস্তুত করেন, তবে ভবিষ্যতে বড়ই উপকার হইবে। বৃদ্ধ কায়িক পরিশ্রম করিতে তখন কাতর ছিলেন না, বিশেষ পুত্রবধূর সংসারের উপর বড়ই যত্ন দেখিয়া অতিশয় আহ্লা-

দিত ছিলেন। অতএব কালবিলম্ব করিলেন না, সেদিন সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকুমার বাটীতে আইলে, তিনি তাঁহা দ্বারা প্রতিবাসী কৃষকদিগের নিকট হইতে পাট আনাইয়া পাট কাটিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহার চ্যারী কাটায় এমনি অনুরাগ জন্মিল, যে সম্বৎসরের প্রয়োজনীয় দড়ী ব্যতিরেকেও তিনি অতিরিক্ত দড়ি বেচিয়া আট দশ টাকা সংগ্রহ করিতে পারিলেন। ইহাতে তাঁহার প্রয়োজনীয় সামান্য খরচ সকল নিজ পুত্র চন্দ্রকুমারের নিকট চাহিতে হইত না, আপনিই তাহা ব্যয় করিতে সক্ষম হইতেন।

মাসের শেষে চন্দ্রকুমার আপনার বেতন বারটি টাকা সুশীলাকে আনিয়া দিতেন। সুশীলা তাহা ছয় ভাগে বিভক্ত করিয়া, চারি ভাগ আপনাদের সংসার ভরণ পোষণ জন্য রাখিত, এক ভাগ ধর্ম্মার্থে ব্যয় করিত, এবং আর এক ভাগ প্রতিমাসে সঞ্চয় করিত। নিত্য আহারের দ্রব্য সকল নিত্য কিনিতে হইলে, সুলভ হয় না, অধিক ব্যয় হয়, এজন্য সুশীলা প্রতি মাসের উপযুক্ত চাইল ডাইল লূণ তৈল মসলা প্রভৃতি দ্রব্য সকল একেবারে ক্রয় করিত। ব্যঞ্জনের সামগ্রী তাহাদিগকে বড় একটা ক্রয় করিতে হইত না, কেবল মধ্যে ২ মৎস্য ক্রয় করিলেই হইত। তাহাদের ঘরের পশ্চাদ্ভাগে কাঠাদুই ভূমি ছিল, সুশীলা তন্মধ্যে নানা প্রকার ব্যঞ্জনের সামগ্রী উৎপন্ন করিত। চন্দ্রকুমার পার্ব্বণ উপলক্ষে কর্ম্মস্থানে যে দিন অবকাশ পাইতেন, সেই দিন তাহার ভূমিকর্ষণ এবং বেড়া বন্ধনাদি করিতেন। সুশীলা সপ্তাহের মধ্যে দুই দিন তথাকার

ঘাস উপড়িয়া ফেলিত, এবং প্রয়োজন মতে কোন২ স্থানে জল-সেচনও করিত। বিদ্যাবতী সুশীলা ভার্য্যা সংসারের পক্ষে কি মঙ্গলদায়ক। পরিবারের নিয়মিত ব্যয় কিরূপে সমাধা হইবে, এজন্য চন্দ্রকুমারকে কিছুমাত্র উদ্বিগ্ন হইতে হইত না। তাঁহার ধর্ম্মপত্নী যথাযোগ্য বিবেচনা করিয়া সকল নির্ব্বাহ করিত, এবং হিসাব পত্র সকলই রাখিত। স্বামী কেবল প্রয়োজন হইলে দ্রব্যসকল কিনিয়া দিতেন।

পঞ্জাব দেশীয় কোহিনুর হীরা কত জ্যোতি ধারণ করে। বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর জ্যোতি শত২ কোহিনুর অপেক্ষাও অধিক। অমূল্য হীরা ধারণ বা সম্ভোগ করাতে কেবল ঐহিক সুখ হয়, কিন্তু বিদ্যাবতী ধর্ম্মশীলা স্ত্রীর সহবাসে ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখই হইতে পারে, বল তো তাহাদিগের সাহায্যে ধর্ম্ম অর্থ কাম ত্রিবর্গই লাভ হয়। যে ব্যক্তির বিদ্যাবতী এবং ধর্ম্মশীলা স্ত্রী বাটীতে আছে, তাহাকে সামাজিক সুখের নিমিত্ত অন্য কোন স্থানে যাইতে হয় না। কথোপকথন, আমোদ প্রমোদ, বিদ্যানুশীলন, ধর্ম্মালোচনা প্রভৃতি সকলই সে নিজ-ভবনে আপন স্ত্রীর সহিত সমাধা করিতে পারে। কি সুখ কি দুঃখ, কি যৌবন কি বৃদ্ধাবস্থা, সকল সময়ে এবং সকল বিষয়ে সে নিজ ধর্ম্মপত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিবেচনা করিতে পারে।

পূর্ব্বে চন্দ্রকুমার সামাজিক সুখের নিমিত্ত সন্ধ্যাকালে কোন২ বন্ধুর বাটীতে যাইয়া কথোপকথন এবং বিদ্যালোচনাদি করিতেন। কিন্তু যে পর্য্যন্ত তাঁহার

গুণবতী ভার্য্যা সুশীলা তাঁহার বাটীতে আসিয়াছিল, সে পর্য্যন্ত তাঁহাকে আর অন্য কোন স্থানে যাইতে হইত না, সকল প্রকার সামাজিক সুখ তিনি তাহারই সহবাসে সম্ভোগ করিতেন। চন্দ্রকুমার বিজয় নগরের পুস্তকালয়ে কিঞ্চিৎ২ চাঁদা দিয়া সম্বাদপত্র এবং উত্তমোত্তম পুস্তক সকল আনিতেন, সুশীলা তাহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে তাবদ্বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইত। যে দিন শিল্পকর্ম্মের সামগ্রী লইয়া সুশীলা সেলাই করিতে আরম্ভ করিত, সেদিন চন্দ্রকুমার ঐ সকল বিষয় পাঠ করিতেন, সুশীলা তাহা শ্রবণ করণানন্তর তদ্বিষয়ে যুক্তিযুক্ত নানাপ্রকার কথোপকথন করিত।

এক দিন সম্বাদপত্রে কলিকাতাস্থ কোন জজ্ সাহেবের সূক্ষ্ম বিচার বিষয়ে একটি মনোহর প্রস্তাব ছিল, চন্দ্রকুমার তাহা পাঠ করত অতীব পুলকিত হইয়া সাহেবের অলৌকিক ক্ষমতা এবং বিচার বিষয়ে বিশেষ নৈপুণ্য আছে, এই বলিয়া প্রশংসা করিতে ছিলেন। কিন্তু সুশীলা তাহা শ্রবণ করিয়া কহিল, প্রাণনাথ! জজ্ সাহেবের বিচারের কথা পড়িয়া তুমি এমত আহ্লাদিত হইলে, যদি প্রাচীন পুরাবৃত্তে পুণ্যবন্ত সলিমান রাজার সূক্ষ্ম বিচারের কথা পাঠ কর, তবে নাজানি তুমি কতই আহ্লাদিত হও। চন্দ্রকুমার জিজ্ঞাসা করিলেন, সে কি প্রকার? সুশীলা বলিতে আরম্ভ করিল।

একদা দুই স্ত্রীলোক একটী শিশু সন্তান লইয়া সলিমান রাজার সভায় উপস্থিত হইয়া করযোড় পূর্ব্বক সম্মুখে দাঁড়াইল। তাহাদের এক জন কহিল, মহা-

রাজ! আমি ও আমার সঙ্গিনী এই স্ত্রী উভয়ে এক গৃহে বাস করি। অল্প দিন হইল, আমার একটী পুত্র হইয়াছে, তাহার পর দিনেই এই স্ত্রীরও একটী পুত্র জন্মে। কল্য রাত্রিকালে আমরা উভয়েই আপন আপন পুত্র ক্রোড়ে লইয়া শয়ন করিয়া ছিলাম। অদ্য প্রত্যুষে আমি গাত্রোত্থান করিয়া, নিত্য যেরূপ করি, পুত্রটীকে দুগ্ধপান করাইবার নিমিত্ত ক্রোড়ে তুলিয়া লইলাম। কিন্তু তাহাকে অকস্মাৎ মৃত দেখিয়া একবারে আমি বিস্ময়াপন্ন ও শোকাকুলা হইলাম। তৎপরে বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলাম, সেটী আমার পুত্র নয়, উহার পুত্র। তখন উহার ক্রোড়ে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার জীবিত পুত্রকে দেখিতে পাইলাম। দেখিয়া কিপর্য্যন্ত আহ্লাদ হইল তাহা বলিতে পারি না। বিবেচনা করিলাম, কোন কারণ-বশতঃ ইহার সন্তানটী রাত্রিকালে মরিয়াছিল, এই দুষ্টা স্ত্রী আপন মৃত সন্তান আমার বক্ষঃস্থলে রাখিয়া আমার জীবিত সন্তানকে লইয়া গিয়াছে। আমি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত ছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই। মহারাজ! আমার জীবিত সন্তানটী দিবার নিমিত্ত আমি ইহাকে বিস্তর সাধ্যসাধনা করিতেছি, কোন মতেই এ স্ত্রী দিতে চাহিতেছে না। অতএব মহারাজের নিকট আবেদন এই, আপনি আমার এই সন্তানটি আমাকে দেওয়াইয়া দিউন।

অনন্তর অন্য স্ত্রী উত্তর করিল, না মহারাজ, ইনি মিথ্যা কহিতেছেন, এটী আমার পুত্র, উহার পুত্র মরিয়া গিয়াছে, আমি উহার পুত্র লই নাই।

এইরূপে উভয় স্ত্রী রাজসমক্ষে একটী পুত্রের উপর অধিকার করিতে চাহিল। রাজা বিষম বিচারে পড়িলেন, সাক্ষী সাবুদ না থাকাতে সে যে বাস্তবিক কাহার পুত্র কিছুই স্থির করিতে পারিলেন না। অতএব ভূপাল ক্ষণকাল বিবেচনা করিয়া, ঘাতককে আজ্ঞা করিলেন "তুমি খড়্গদ্বারা এই বালককে দ্বিখণ্ড করিয়া দুই স্ত্রীকে সমানাংশে বিভাগ করিয়া দাও"। রাজার এইরূপ আজ্ঞা শ্রবণ করিয়া মিথ্যাবাদিনী প্রতিবাদিনী স্ত্রী কহিল মহারাজ! উত্তম বিচার হইয়াছে, ইহাতে বালক আমারও হইবেনা, এবং ইহারও হইবে না, উভয়েরই আপত্তির নিষ্পত্তি হইল। কিন্তু বালকের যথার্থ গর্ভধারিণী ঐ সত্যবাদিনী স্ত্রী রাজবিচার শুনিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কহিল, দোহাই মহারাজ! দোহাই মহারাজ! বালকটী বধ করিবেন না, বরং ইহাকেই ঐ জীবিত সন্তানটী প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক, আমি চাহি না। দুর্ভগা বলিয়া ঈশ্বর আমাকে সুসন্তানটীর লালনপালন করিতে দিলেন না, না দিউন, এ জীবিত থাকিলে, ইহার মুখচন্দ্রিকা দেখিয়া আমার তাপিত প্রাণ শীতল হইবে। তখন রাজা বালকের যথার্থ জননীকে জানিতে পারিয়া, তাহাকেই বালক সমর্পণ করিলেন, এবং ঐ মিথ্যাবাদিনী দুষ্টা স্ত্রীকে সমুচিত দণ্ড দিয়া দূর করিয়া দিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান সলিমান রাজার এই প্রকার বিচার কৌশল দেখিয়া, সকল লোকেই আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

সুশীলা এবং চন্দ্রকুমার উভয়ে রাত্রিকালে বসিয়া

এইরূপ নানা প্রকার কথোপকথন করিতেন, বাহুল্য ভয়ে সে সকল কথা লিখিতে পারিলাম না। কেবল এই বলিয়া মনের দুঃখ নিবারণ করি, যিনি পতিপ্রাণা প্রিয়তমার সহিত সহবাস করেন, যিনি ধর্ম্মপরায়ণা বিদ্যাবতী ভার্য্যার সহিত ধর্ম্ম এবং বিদ্যা বিষয়ে নানা প্রকার কথোপকথন করেন, তিনিই এইরূপ কথোপকথনে যে কত সুখ হয়, তাহা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারেন। এমন ভাগ্যবান পুরুষদিগের কথাই বা কেন বলি। এইরূপ গুণবতী ভার্য্যা সুশীলার সহবাসে, চন্দ্রকুমার যে কিপর্য্যন্ত বিপুলানন্দে কাল যাপন করিতেন, ক্ষণকাল ভাবিয়া দেখিলে, তাহা সকলেরই অনুভব হইতে পারিবে। ইতি।

BENGALI FAMILY LIBRARY.

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সংগ্রহ।

পারিতোষিক পুস্তক।

সুশীলার উপাখ্যান।

দ্বিতীয় ভাগ।

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণের ব্যবহারার্থ*

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক
প্রণীত।

কলিকাতা:
অপর সরকিউলার রোড, নং ৫৯।
বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

Printed for the Vernacular Literature Committee.

December. 1859.

price 4 *Annas.*—মূল্য ।০ চারি আনা।

* পাঠশালাস্থ বালিকাদিগের পাঠের জন্য নহে।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক এবং অনুবাদক সমাজের প্রকটিত আর২ পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, গরাণহাটার চৌরাস্তাস্থিত ২৭৬।১ নং গার্হস্থ্য বাঙ্গালাপুস্তকসংগ্রহের পুস্তকালয়ে, অথবা মাণিকতলা-শিবতলা লেন, ৯৪ নং, অনুবাদক সমাজের সহকারি-সম্পাদকের কার্য্যালয়ে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য প্রকাশ্য পুস্তকালয়েও ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে এবং মফঃসলে প্রত্যেক জিলার বিদ্যালয়সম্পর্কীয় ডেপুটি ইনস্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিলেও পাওয়া যায়।

অনুবাদক সমাজে মধ্যে২ নূতন ২ পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহারা গ্রহণেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম ও বাসস্থানের নাম, সমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলে, পুস্তক পাঠান যাইবে।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের সহকারী
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

এক্ষণে বঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশের শ্রীবর্দ্ধনের উদ্দেশে অনেক মহাত্মা নানা-মঙ্গোপকারি বিষয়ের নানাবিধ পুস্তক, প্রণীত সঙ্কলিত ও অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন এবং করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশীয় রমণীগণ যাহাতে যথানিয়মে সংসারধর্ম্ম প্রতিপালন করিয়া সুখসচ্ছন্দে লোকযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে শিক্ষা পায়, এমন কোন পাঠোপযোগী গ্রন্থ প্রণয়নে অদ্যাবধি কোন ব্যক্তি মনোযোগ করেন নাই। আমি কথঞ্চিৎ সেই অভাব নিরাসের অভিলাষে গল্পচ্ছলে সুশীলার উপাখ্যান লিখিতে প্রবৃত্ত হই, "বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণের কিরূপ গুণযুক্ত হওয়া উচিত" সুশীলার বাল্যচরিত্র লিখিয়া তাহা আমি প্রথমভাগে প্রকাশ করিয়াছি, এক্ষণে যুবতীগণ কিরূপ চরিত্রের হইলে উত্তম হয়, তাহা প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে

সুশীলার যৌবনাবস্থায় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের বৃত্তান্ত লিখিয়া এই দ্বিতীয় ভাগ খানি প্রচারিত করিলাম। পাঠশালার কর্ত্তৃপক্ষ মহাশয়দিগের প্রতি নিবেদন এই, যুবতীগণের ব্যবহারার্থ এই পুস্তকখানি তাঁহারা যেন স্ত্রীবিদ্যালয়স্থ বালিকাদিগের পাঠ্য পুস্তক না করেন, তবে যে স্থলে পণ্ডিত আবশ্যক করে না, বালিকাগণ স্বয়ং পাঠ করিয়া অর্থগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, অথবা যে স্থলে কেবল স্ত্রীশিক্ষক দ্বারা শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে, সে স্থলে ইহা পাঠ্য পুস্তক হইলে কিছুমাত্র হানি হইবে না।

প্রায় দশ মাস অতীত হইল, সুশীলার প্রথম ভাগ প্রচারকালে আমি এই অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলাম "যদি এতদ্দেশীয় গৃহস্থ বালিকাগণ আগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকখানি পাঠ করে, যদি দেশহিতৈষি বিজ্ঞলোকেরা আমাকে উৎসাহ প্রদান করেন, তবে আমি বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীদিগের ব্যবহারার্থ সুশীলার দ্বিতীয়ভাগ লিখিব।" এক্ষণে সেই অভিলাষ আমার ফলোন্মুখ হইয়াছে, কি দেশীয় কি বিদেশীয় অনেক

মহাশয়ই সুশীলার প্রথম ভাগ পাঠ করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং কতকগুলি বালিকাবিদ্যালয়েরও ইহা পাঠ্য পুস্তক হই-য়াছে। বালিকাগণ এই পুস্তক পাঠ করিতে যে সাতিশয় আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে, ইহা আমি বিলক্ষণ অবগত হইয়াছি। জগদীশ্বরের কৃপায় প্রথমভাগখানি এইরূপ সর্ব্বত্র পরিগৃহীত হওয়াতে, আমি অতীব উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণের ব্যবহারার্থ সুশী-লার দ্বিতীয়ভাগ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। ঈশ্বর-প্রসাদে প্রথমভাগের ন্যায় এই দ্বিতীয়-ভাগেও যদি আমার আশা পূর্ণ হয়, তবে সুশী-লা গতযৌবনা গৃহিণী হইয়া যেরূপে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন, তাঁহাদ্বারা জ্ঞাতি কুটুম্বিনী ও প্রতিবাসিনীদিগের যেরূপ উপকার হইয়াছিল, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিণীদিগের উপকারার্থ সে সমস্ত বর্ণনা করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।

এক্ষণে কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করি-তেছি, আমাদিগের দেশোপকারক অনুবাদক

সমাজ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া ক্ষুদ্র পুস্তক সুশীলার উপাখ্যান প্রথমভাগের নিমিত্ত ১৫০ একশত পঞ্চাশ টাকা, এবং দ্বিতীয় ভাগের নিমিত্ত আমাকে ২০০ দুইশত টাকা পারিতোষিক দিয়া উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। পরমেশ্বর এই সমাজের অধ্যক্ষ এবং প্রতিপোষকদিগের দিন২ সমৃদ্ধি ও উৎসাহ বৃদ্ধি করুন, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা উত্তমোত্তম গ্রন্থকারেরা উত্তমোত্তম অভিনব গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া বঙ্গভাষা এবং বঙ্গদেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিবেন।

১৩ পৌষ ১২৬৬ সাল।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

সুশীলা।

দ্বিতীয়ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

সুশীলার ভবনে তৎপিতা মনোহরদাসের আগমন —কন্যা সুশীলা ও তাঁহার শ্বশুর শাশুড়ীর সহিত বণিকের কথোপকথন। —গোপালকের রোগোপশমে সুশীলার দয়া ধর্ম্ম।—সুশীলার উপদেশে এক মুসল-মানীর সৌভাগ্য।

ধর্ম্মপরায়ণা সুশীলা সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি নিষ্ঠা রাখিয়া, দুই বৎসর পরমসুখে পতিগৃহে কাল যাপন করিতে লাগিলেন। তাঁহার গৃহকর্ম্মের পারি-পাট্য এবং সুশৃঙ্খলা দেখিয়া প্রতিবাসি স্ত্রীলোক-গণ তাঁহাকে প্রশংসা করিতে লাগিল। পূর্ব্বে যে রমণী-গণ কেবল মাঙ্গলিক সংসারধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা করিয়া বৃথামোদ এবং মিথ্যা গল্পে কাল যাপন করিত, সুশী-লার দৃষ্টান্তে তাহারা ক্রমশঃ গৃহকার্য্যের প্রতি মনো-যোগী হইল। চন্দ্রকুমারের বৃদ্ধ পিতা-মাতা পুত্রবধূ সুশীলার সুশীল ব্যবহার এবং গুরুভক্তি দ্বারা এমনি বশীভূত হইলেন, যে কাহারও সহিত সাক্ষাৎ হইলে, অগ্রে ঐ পুত্রবধূটীর গুণকীর্ত্তন করিয়া পরে অন্য কথা কহিতেন। স্বীয় কন্যার প্রতি লোকে কত বা স্নেহ

করে, ঐ বৃদ্ধ বৃদ্ধা তাঁহাকে তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতে লাগিলেন। হীরালাল এবং মতিলাল তাঁহার ভ্রাতাদ্বয়, দুই তিন দিন অন্তর যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিত। বণিকভার্য্যা মধ্যে২ অল্প অল্প সামগ্রী পাঠাইয়া কন্যার তত্ত্বাবধান করিতেন। বৈবাহিকার দত্ত সেই সকল যৎসামান্য সামগ্রীও চন্দ্রকুমারের পিতা মাতা সমাদরপূর্ব্বক গ্রহণ করিতেন।

একদিন অপরাহ্ণে মনোহরদাস বণিক মহাশয়, প্রাণপ্রিয়া কন্যাটির তত্ত্বাবধান করিতে গেলেন। পিতাকে দেখিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তিনি সহাস্য বদনে তাঁহাকে প্রণাম করিয়া বাটীর কে কেমন আছেন অগ্রে তাহার সংবাদ লইলেন, পরে যথাবিধরূপে তাঁহার অভ্যর্থনাদি করিয়া, কিয়ৎকাল তাঁহার সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বণিক বলিলেন মা সুশীলে! প্রায় দুই বৎসর হইল তোমার প্রসূতি তোমাকে দেখেন নাই, কবে তোমার মুখচন্দ্রিমা দেখিবেন, চাতকিনীর ন্যায়, তিনি দিবা রাত্রি কেবল এই প্রতীক্ষা করিতেছেন, এজন্য আমি তোমাকে কিছুদিনের জন্য লইয়া যাইবার কথা বলিতে আসিয়াছি।

সুশীলা বিনীতভাবে প্রত্যুত্তর করিলেন, পিতঃ! মার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াছে। দিনকতক তাঁহার সহিত একত্র বসিয়া সুখ দুঃখের কথা কই সর্ব্বদা এই কামনাই করি; কিন্তু সংসারের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে মনোরথ পূর্ণ হয় কি না, বলা যায় না। আমার শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই বৃদ্ধ, আমি গেলে

তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষার পক্ষে বড়ই ব্যাঘাত হইবে। পূর্ব্বে আপনকার জামাতার বারটি টাকা বেতন ছিল, এক্ষণে তাঁহার প্রভু অনুগ্রহ করিয়া আর চারিটি টাকা বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রতিদিন বেলা নয়-টার সময় কর্ম্মস্থানে যান, এবং সন্ধ্যার সময় প্রত্যা-গমন করেন। আমি গেলে তাঁহাকেই বা নিয়মিত খাদ্যাদি কে প্রস্তুত করিয়া দিবে। বিশেষ, গোরু বাছুর অনেকগুলী হইয়াছে। সকলেরই তত্ত্বাবধান আমাকে নিজে করিতে হয়। আমি না থাকিলে তাহাদিগের বড়ই দুঃখ হইবে, অতএব পিতঃ! অধিক দিনের জন্য যাওয়া হইয়া উঠে কি না বলিতে পারি না। যাহাহউক, বাড়ীর কর্ত্তা শ্বশুর মহাশয়কে জি-জ্ঞাসা করুন, তাঁহার মত হয়তো আমি অবশ্যই যাই-তে পারি। কিন্তু বোধ করি, শ্বশুর মহাশয় ইহাতে কখনই সম্মত হইবেন না। তবে যদি প্রাতঃকালে লইয়া গিয়া আপনি আমাকে সন্ধ্যাকালে পাঠাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি এক দিন স্বীকার পাইতে পারেন।

পিতা ভ্রাতা বা আত্মীয়দিগকে দেখিলে এতদ্দেশীয় নবযুবতী কামিনীরা পিত্রালয় যাইবার জন্য সাতিশয় ব্যস্ত হয়। তাঁহাদিগের নিকটে কতই রোদন করিতে থাকে। স্বামিগৃহ পরিত্যাগ করিয়া পিতৃভবনে গমন করিলে, পতির সাংসারিক কর্ম্ম নির্ব্বাহ-বিষয়ে যে কখন কখন দুঃখ এবং অসুবিধা ঘটে, অনেকে ক্রমে এমন বিবেচনা করে না। কিন্তু পতিপরায়ণা সুশীলার এবিষয়ে তাদৃশ ভাব না দেখিয়া বণিক সানন্দচিত্তে

মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, পিতৃ মাতৃ তুল্য শ্বশুর শাশুড়ী এবং প্রাণেশ্বর পতির প্রতি অনুরাগিণী হইয়া আমার সুশীলা যে সংসারধর্ম্মে এত যত্নবতী হইয়াছেন, এজন্য আমি ঈশ্বরকে যিস্তর ধন্যবাদ করি। আহা! চিরবাঞ্ছিত আশা আমার এতদিনে পূর্ণ হইল।

বণিক, কন্যার সহিত কথা কহিতে২ মনে২ এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এবং এক একবার কন্যার বাটীর চতুষ্পার্শ্ব এবং গৃহ-সামগ্রীর পারিপাট্যের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টি করিয়া মনে২ উল্লাসিত হইতেছেন। এমত সময়ে তাঁহার বৃদ্ধ বৈবাহিক রজ্জুবদ্ধা গাভীটি সঙ্গে বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। সুশীলার পিতাকে অবলোকন করিয়া বৃদ্ধ সত্বর গাভীটিকে গোয়ালে বন্ধন করত বৈবাহিকের নিকট উপস্থিত হইলেন। পরস্পর দুই জনের আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। উভয়ে সহাস্যবদনে কোলাকোলি করিয়া শিষ্টাচারের কথা বার্ত্তা কহিতে আরম্ভ করিলেন। চন্দ্রকুমারের পিতা, পুত্রবধুর দয়া ধর্ম্ম এবং গুরুজনদিগের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তির কথা কহিতে২ আনন্দ শ্রু নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন, আর কহিলেন, ভাই! তোমার স্ত্রী রত্নগর্ভা, যে অবধি তাঁহার কন্যারূপ অমূল্য নিধিকে আমরা বাটীতে আনিয়াছি, সে অবধি আমাদিগের এক দিনের জন্যেও দুঃখ নাই, পূর্ব্বে আমার গৃহ এবং গৃহ-সামগ্রীর এক দশা দেখিয়াছিলে, এখনও এক দশা দেখ, এসকলই আমার বধূমাতার গুণে হইয়াছে।

ঘরের দাবায় বসিয়া বৈবাহিক দ্বয় তমাকু খাইতেছ এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে চন্দ্রকুমারের মাতা গোয়াল-ঘরে ধোঁ দিবার জন্য এক মালসা ঘসি হাতে করিয়া রান্নাঘর হইতে বাহির হইলেন। বেহানকে দেখিয়া সুশীলার পিতা সসম্ভ্রমে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক দাবা হইতে নামিয়া প্রণাম করিলেন, আর কৌতুকচ্ছলে বলিলেন, বেহান ঠাকুরাণি! তুমি কাহার ভয়ে বাহির হও নাই, ভাবনা কি, এত জ্যৈষ্ঠমাস নয় যে পাকা আম বলিয়া দাঁড়কাকে লইয়া যাইবে। চন্দ্রকুমারের জননী এই কৌতুকের ভাব বুঝিতে পারিয়া, বৈবাহিককে সম্বোধন পূর্ব্বক প্রত্যুত্তর করিলেন বেহাই! য প্রত্যহ সুমিষ্ট পাকা আমের রস আস্বাদন করিতে পায়, সে কি কখন টক আম খাইতে ইচ্ছা করে, পাকা হইলে কি হইবে, আমি টক বৈত নই; তোমার গৃহিণী সুমধুর মিষ্ট আম, তাঁহাকে সাবধান করিও, যেন দাঁড়কাকে লইয়া যায় না। ভাই! তামাসা করিতেছি না, সে দিন কর্ত্তার মুখে শুনিয়াছি, সুশীলার মা বড় বিদ্যাবতী, কোন্ সময়ে কিরূপ কথা কহিতে হয় তাহা তিনি উত্তমরূপ জানেন, তাঁহার মধুর কথা শুনিলে না কি পাষাণচিত্ত মানবেরও অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়। কিন্তু ভাই! আমি বাল্যকালে লেখাপড়া শিখি নাই, তোমার বেহাইও আমাকে বিবাহ করিয়া বিদ্যাভ্যাস করান নাই। অতএব বুড় মানুষ, বিদ্যা নাই বুদ্ধি নাই, কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিব, এই ভয়ে ভাই তোমার নিকট আসিয়া কথাবার্ত্তা কহি নাই।

বণিক বলিলেন, চন্দ্রকুমারের মা! বাল্যকালে লেখা পড়া শিখ নাই বলিয়া তুমি বৃথা দুঃখ করিও না। উহা তোমার দোষ নয়, এবং বেহাইয়েরও দোষ নয়, এ দেশে বহুকাল পর্য্যন্ত স্ত্রীলোকদিগের বিদ্যাশিক্ষা প্রচলিত নাই বলিয়া এই দুরবস্থা অনেকেরই ঘটিয়াছে। ঈশ্বর, জমিদার মহাশয় জয়চন্দ্র বাবুকে চিরজীবী করুন, তিনি উদ্যোগী না হইলে আমাদিগের এই বিজয় নগরে কখনই বালিকা-বিদ্যালয় হইত না। তা যাহাহউক বেহান, তুমি গৃহকর্ম্ম করিতে যাইতেছ, আমি তোমার প্রতিবন্ধক হইব না। এখন জিজ্ঞাসা করি, সুশীলাকে বিদ্যা-শিক্ষা করাইয়া মনেঃ বড় একটি আমার সন্দেহ হইয়াছিল, পাছে সে অহঙ্কৃতা হইয়া শাশুড়ী এবং ননদিনীর প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করে। ননদিনী তো নাই, সুশীলা তোমার প্রতি অবজ্ঞা করিয়া কোনতো অনাদরের কথা কহে না?

এইকথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা সজলনয়নে প্রত্যুত্তর করিলেন, বেহাই! কন্যা হয় নাই বলিয়া আমি পূর্ব্বে বড়ই দুঃখিতা ছিলাম, কিন্তু বধূমাতাকে পাইয়া আমার সে দুঃখ একবারে নিবারণ হইয়াছে। একশত কন্যার মা হইলে যাহার যত না সুখ হয়, একা বধূমাতা হইতে আমার ততোধিক সুখ হইয়াছে। আমিতো শাশুড়ী, আমার প্রতি তোমার কন্যাতো শ্রদ্ধা ভক্তি দয়া প্রকাশ করিয়াই থাকেন; উহার দীন দরিদ্র লোকদিগের প্রতি দয়া দেখিয়া, পাড়ার লোকে উহাকে ধন্য ধন্য করে। এ সকল সুখের কথা, তোমাকে না বলিয়া আর কাহাকেইবা বলি। এখন ধোঁ দেওয়া

হইল না, তুমি দাবার উপরে চল, আমি ক্ষণকাল তোমার কাছে বসিয়া দরিদ্র লোকদিগের প্রতি আমার চন্দ্রকুমারের স্ত্রীর দয়ার কথা কহি। এই কথাতে মনোহর দাস প্রফুল্ল-চিত্তে উপরে উঠিয়া বসিলেন, সুশীলার বৃদ্ধা শাশুড়ী পিঁঠার উপর বসিয়া পুত্র-বধূর গুণের কথা কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সেদিন আমাদের পাড়াতে একজন গরীব গোয়ালার ছেলের ছুপসিমলার ব্যামোহ হইয়াছিল, গোয়ালা ঘরে ছিলনা, সে বাঁড়ুর্য্যা মহাশয়দের মোট লইয়া কলিকাতায় গিয়াছিল। গোয়ালার স্ত্রী কি করে আপনি এটা ওটা সেটা, যতদূর পর্য্যন্ত পারে, শিশুটিকে ঔষধ খাইতে দিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, বরং তাহাতে করিয়া বালকের রোগ অতিশয় বৃদ্ধি হইল। বেচারা গোয়ালিনী পুত্রের দুঃখে কাতর হইয়া পাড়ার আর আর প্রবীণ গোয়ালা এবং গোয়ালিনীদিগকে ডাকিয়া দেখাইল। শিশুটিকে দেখিয়া কেহ বলিল, ইহাকে পেঁচো চোয়াচে ধরিয়াছে। কেহ বলিল দেখ্‌চিস্ না, বাপ্পা পঞ্চানন ইহার ঘাড় মুখ চেপে বসেছেন, বাছাকে মুখ খুলে মাই টান্‌তে দিচ্চেন না। কেহ বলিল ইহাকে উপর বায়ু পাইয়াছে; ঝাড় ফুঁক না করিলে ছেলেটি কখন আরাম হইবে না। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল, বালকের যে উৎকট শারীরিক পীড়া হইয়াছে এমন কথা কেহ বলিল না।

জ্ঞাতি কুটুম্বদিগের কথাতে গোয়ালার স্ত্রী ভীতা হইয়া বাগদী পাড়ার শ্রীমন্ত বাগকে ডাকিয়া আনিল।

শ্রীমন্ত বাগ পেঁচো চোয়ালে ওপরবাবু ভূত প্রেতের রোজা, ছেলেপিলের ব্যামোহ হইলে ঝাড়ফুঁক দেয়। সে গোয়ালাদের বাটীতে আসিয়া খারকতক বিজিবিজ করিয়া "কাড়িঝী চণ্ডীর আজ্ঞা শিগ্‌গির ছাড়" এইরূপ বলিয়া ফুঁক দিতে লাগিল, পরে গোয়ালিনীকে কহিল গোয়ালাবৌ! পেঁচো চোয়ালে ছাড়ান কিছু অপ্পে হইতে পারেন। দুই তিন দিন মেহনত করিয়া ঝাড় ফুঁক ঔষধ দিলে তবে ভাল হইতে পারে। তুই যদি আজ আমাকে দুইটি টাকা দিস্, তবে কাল আসিয়া তোর ছেলের প্রতিকার করিতে পারি।

এই কথাতে সুশীলার পিতা বিস্ময়াপন্ন হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কি! তবে বেহান! গোয়ালার স্ত্রী কি প্রতারক পেঁচোর রোজাকে বিশ্বাস করিয়া দুইটি টাকা দিয়াছিল?

চন্দ্রকুমারের মাতা কহিলেন, না ভাই, শুননা কেন, গরীব গোয়ালা স্ত্রী দিন আনে দিন খায়, এক কালে দুই টাকা সে কোথায় পাইবে। সে অনেক স্তুতি বিনতি করিয়া রোজাকে বলিল, রোজামশাই! ছেলেটীকে ভাল কর, কর্ত্তা আমাদের কলিকাতায় গিয়াছেন, সেখান হইতে ফিরিয়া আইলেই আমি তোমাকে কিছু দিব। কিন্তু নিষ্ঠুর শ্রীমন্ত বাগদী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল, টাকা না দিলে আমি তোদের বাড়ীতে আর কখন আস্‌ব না, তোর ছেলেটী মরিয়া যাইবে।

এনিদারুণ নির্দয় কথা শুনিয়া, গোয়ালার স্ত্রী, কাঁদিতেং শ্রীমন্ত বাগকে বলিল, আমার এমন শক্তি

নাই যে এখন আমি তোমাকে দুইটী টাকা দিতে পারি। জিনিসপত্রের মধ্যে কেবল একখানি থালা এবং একটি ঘটী আছে, বন্ধক দিলে তাহাতে কেহ এক টাকার অধিক দিবে না, যদি অনুগ্রহ করিয়া গ্রহণ কর তবে জিনিস দুটি বন্ধক দিয়া এক টাকা আনিয়া দি। (চোরের রাত্রিবাস লাভ)। ছেলেটি বাঁচিবেনা শ্রীমন্ত রাগ মনেই ইহা স্থির করিয়াছিল, অতএব এক টাকাই লইতে সে আগ্রহ প্রকাশ করিল। গোয়ালার স্ত্রী কান্দিতেই থালাখানি এবং ঘটিটি হাতে করিয়া আমার বৌমার কাছে বন্ধক দিতে আইল।

বণিক প্রাণপ্রিয়া সুশীলাকে নির্ধন জামাতা চন্দ্রকুমারে প্রদান করিয়াছিলেন। সে যে ধন-সঞ্চয় করণান্তর জিনিস পত্র বন্ধক রাখিয়া অন্যান্য লোককে টাকা ধার দিবে, স্বপ্নেও তিনি এমন বিবেচনা করেন নাই। অতএব থালা ঘটি বন্ধকের কথা শুনিয়া তিনি সবিস্ময় চিত্তে বেহানকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহান! সুশীলা আমার দুঃখিনী, টাকা কোথায় পাইল, সে টাকা ধার দিয়াই বা কত শুদ লয়?

এই কথাতে সুশীলার শাশুড়ী প্রফুল্লান্তঃকরণে গাভীদুগ্ধ বিক্রয় এবং সুশীলার পরিমিত ব্যয়ের কথা কহিয়া, যেই উপায়ে তিনি পরিবারদিগের আহার আচ্ছাদন নিয়মিতরূপ নির্ব্বাহ করিয়াও ধনসঞ্চয় করেন, তাহার সমস্ত বর্ণনা করিলেন। পরে বলিলেন এক্ষণে বধূমাতার হস্তে প্রায় সত্তর টাকা হইয়াছে, কন্যার মত তিনি আমাকে সকল কথাই বলেন। টাকার কথা শুনিয়া সেদিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম বৌ মা!

তোমার পৈঁছা জুইছড়া এবং মল দুগাছি ছোট হইয়াছে, হাতে পায়ে ভাল হয় নাই। অতএব কিছু টাকা খরচ করিয়া উহা পুনর্ব্বার গড়াইলে কি হয় না ! বৌমা বলিলেন, মাতঃ ! সত্তর টাকা অতি অল্প ধন, বসিয়া খাইলে তিন চারি মাসের উর্দ্ধ চলে না, তোমরা দুই জনেই বৃদ্ধ, সংসারের মধ্যে তোমার পুত্র কেবল একলা উপার্জ্জন করেন। (পরমেশ্বর না করুন) বিপদ ঘটিতে কতক্ষণ যায়, রোগ আছে ক্লেশ আছে, অতএব হাতের টাকা ছাড়িয়া দিয়া অলঙ্কার গড়ান উচিত নয়। যদি পরমেশ্বর দেন, তবে কিয়দ্দিন পরে আর কিছু টাকা সংগ্রহ করিয়া তোমার অভিমত গহনা গড়াইতে পারিব। বৌমা আরও বলিলেন, অনেক স্ত্রীলোক না বুঝিয়া স্বামীর সঞ্চিত ধন ব্যয় করিয়া আপনাদিগের আভরণ নির্ম্মাণ করায়, এবং বিপদে পড়িলে ঐ অলঙ্কার বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করে। তাহাতে হয়তো শুদে আসলে সমুদায় অলঙ্কার বিকিয়া যায়, নতুবা এক গুণের নিমিত্ত দেড়গুণ দিয়া খালাস করিতে হয়। অতএব গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগের হস্তে কিঞ্চিৎ ধন থাকা নিতান্ত আবশ্যক, লোকদেখান সামান্য অলঙ্কারের জন্য ঐ অল্প ধন নষ্ট করা বড়ই অবিধি। তবে ঠাকুরাণী ! টাকাকে বসিয়া রাখাতে কোন ফল নাই, তোমার সন্ধানে এই পাড়ার কোন স্ত্রীলোক যদি জিনিস্ পত্র বন্ধক রাখিয়া কর্জ্জ করিতে আইসে, তবে আমাকে বলিও, আমি ধার দিয়া লাভদ্বারা মূলধন বৃদ্ধি করিব।

বৌমার কথা শুনিয়া আমার জ্ঞান জন্মিল, আমি

অলঙ্কার গড়াইতে আর তাঁহাকে অনুরোধ করিতাম না, বরং পাড়ার তিন চারি জন স্ত্রীলোককে কহিয়া যাহাতে তাঁহার সুদধন বৃদ্ধি হয়, এমন উপায় করিতে লাগিলাম। তোমার কন্যা মাসেং প্রত্যেক টাকায় অতি অল্প শুদ লন, এজন্য অল্প টাকা প্রয়োজন হইলে অনেকেই উঁহার কাছে ধার করিতে আইসে। ইহাতে আমি একদিন তাহাকে কহিয়াছিলাম, বৌমা! পিত্তল কাঁসা বন্ধক রাখিয়া অনেকেই প্রত্যেক টাকায় দুই পয়সার হিসাবে শুদ লয়, তুমি কেন শুদ্ধ পোন্ পয়সার হিসাবে শুদ লইয়া আপনার লাভের ক্ষতি কর? বৌমা কহিলেন, ঠাকুর! নিতান্ত আবশ্যক না হইলে কেহ জিনিস পত্র বন্ধক দিয়া টাকা কর্জ্জ করে না। অতএব নির্দয় ব্যবহার করিয়া বিশেষ প্রয়োজনের সময় অন্যায়তঃ লোকদিগের নিকট অধিক শুদ লওয়া বড়ই অমনুষ্যত্বের কর্ম্ম। আমার যেরূপ অন্য লোককে অধিক শুদ দিতে হইলে শরীরের অস্থি পর্য্যন্ত জর্জ্জরীভূত হয়, অন্যেরও সেইরূপ। তবে, না লইলে নয়, এজন্য লোকে লইয়া থাকে, কিন্তু পরিশোধ করিবার সময় তাহারা অন্যায্য শুদের টাকাকে যে আপনাপন শরীরের রক্ত মাংসবৎ জ্ঞান করে, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

বৈবাহিকার মুখে বণিক প্রাণতুল্য তনয়ার জ্ঞান বুদ্ধি ন্যায়পরতার কথা শুনিয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, বাল্যকালে সুশীলাকে যে আমি বিদ্যাভ্যাস করাইয়া ছিলাম, জগদীশ্বরের কৃপায় তাহা সফল হইতেছে। আহা! ভারতবর্ষের তাবৎ স্ত্রীলোক যদি

জ্ঞান বুদ্ধি ও ন্যায়পরতা প্রকাশ করিয়া এইরূপ সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তবে না জানি, দেশীয় লোক দিগের কতই মঙ্গল হয়।

অন্য কথার প্রসঙ্গে বণিক গোপভার্য্যার পুত্রটীর পীড়ার কথা বিস্মৃত হইয়াছিলেন, অতএব পুনর্ব্বার তাহা স্মরণ করিয়া বৈবাহিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহানঠাকুরাণি! আরং কথা শুনিতেং আমি গোয়ালিনীর পুত্রের ব্যামোহের কথাটী ভুলিয়া গিয়াছি, এখন জিজ্ঞাসা করি, কিরূপে ঐ বালকটীর পীড়া শান্তি হইয়াছিল, সুশীলা কিপ্রকারে ঐ দরিদ্র পরিবারের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলেন?

চন্দ্রকুমারের মাতা কহিলেন বেহাই! গোয়ালিনীর মুখে বৌমা বালকটীর পীড়া এবং শ্রীমন্ত বাগদীর ঝাড় ফুকের কথা শুনিয়া বড়ই দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু থালা ঘটি বন্ধক রাখিয়া তাহাকে টাকা ধার দিলেন না। আমি বাগানে বেগুণ তুলিতে গিয়াছিলাম, বৌমা সঙ্গে যাইয়া আমাকে ডাকিয়া আনিয়া তাবৎ বিবরণ জ্ঞাত করিয়া কহিলেন, মাতঃ আমি বঙ্গদেশীয় নীচ জাতিদিগের বর্ত্তমান অবস্থা বিষয়ক একটি প্রবন্ধ পড়িয়াছিলাম, তাহাতে পেঁচো চোয়াণে উপর বায়ুর বিবরণ, ও তৎসংক্রান্ত রোজাদিগের প্রতারণার কথা সমুদায় লেখা আছে, সুচিকিৎসার অভাবে নীচজাতীয় লোকেরা এই কল্পিত বিষয়কে বিশ্বাস করিয়া যে আপন আপন সন্তান সন্ততির প্রাণ নষ্ট করে, ঐ পুস্তক পাঠে ইহা আমার উত্তম উপলব্ধ হইয়াছে। অতএব প্রতারক রোজার কথায় বিশ্বাস করিয়া তাহাকে

টাকা দেওয়া উচিত নয়। উত্তম ঔষধদ্বারা যাহাতে বালকটির রোগ শান্তি হয় এমন যত্ন করাই কর্ত্তব্য। এই কথা কহিয়া তিনি আমাকে বলিলেন, ঠাকুরাণী! কর্ত্তা এখন ঘরে আছেন, এই বেলা চল তোমায় আমায় গিয়া ছেলিয়াটিকে দেখিয়া আসি।

অনন্তর আমরা উভয়ে গোয়ালিনীর সঙ্গে তাহাদের বাটীতে গেলাম। বৌমা তাহার পুত্রকে দেখিয়া বিবেচনা করিলেন যে বালকের উৎকট রোগ হইয়াছে। অতএব গোপনভাবে তাহার দুঃখিনী মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, গোয়ালাবৌ! তুমি তোমার স্বামীর ওজর করিয়া মহাধূর্ত্ত পেঁচোর রোজাকে তাড়াইয়া দাও। জিনিস বন্ধক দিবার আবশ্যক নাই, আমি তোমাকে এই আট আনার পয়সা অমনি দিতেছি, ইহা লইয়া তুমি একখানি ডুলি ভাড়া করিয়া বালকটীকে বিজয় নগরের নূতন হাঁসপাতালে লইয়া যাও। সেখানে মনমোহন বাবু ডাক্তর আছেন, তিনি বড় দয়াল মনুষ্য, আমার স্বামীর সহিত তাঁহার উত্তম সদ্ভাব আছে। পতি ঘরে আসিলে আমি তাঁহাকে বলিয়া দিব, কল্য কুঠী যাইবার সময় তিনি ডাক্তর বাবুকে বলিয়া কহিয়া যাহাতে তোমার পুত্রের উত্তমরূপ চিকিৎসা হয় এমত বিহিত চেষ্টা করিবেন। কালবিলম্ব করিও না, রোগ অতি উৎকট হইয়াছে, এখন এক মুহূর্ত্ত এক ঘন্টাস্বরূপ, এবং এক ঘন্টাকে এক দিন স্বরূপ বিবেচনা করিয়া চিকিৎসা করিলে তবে বালকটীর আরোগ্য হইতে পারিবে। আমি পরমে-

শ্বর সমীপে প্রার্থনা করি যেন এই উপায়ে তোমার পুত্র নীরোগ হইয়া উঠে।

বৌমার কথাতে গোয়ালিনী আপনার কাঁথাখোকড়া গুলিন আমাদের বাটীতে রাখিয়া শিশুটিকে ডাক্তর-খানায় লইয়া গেল। ডাক্তর মনমোহন বাবু তিন চারি দিন ঐ বালক এবং বালকের মাকে ডাক্তর-খানায় রাখিয়া যথাবিধি সুচিকিৎসা দ্বারা ছেলি-টিকে সুস্থ করিলেন। আমার চন্দ্রকুমার কুঠি যাই-বার সময় এবং কুঠীহইতে আসিবার সময় দুইবেলা উঁহাদের তত্ত্বাবধান করিতেন। ইহাতে ঐ গোয়ালা এবং গোয়ালিনী এমনি আমাদের বাধ্য হইয়াছে যে কি রাত্রি কি দিন তাহারা সর্ব্বদাই আসিয়া আমাদের সম্বাদ লইয়া থাকে, এবং যেথা-সেথা বৌমায়ের গুণের কথা কহিয়া অত্যন্ত প্রশংসা করে। এখনই দেখিবে, চন্দ্রকুমার কুঠীহইতে ঘরে আইলেই, ঐ পেঁচো পাওয়া ছেলিটি প্রতিদিন তাহার কাছে আসিয়া কত আমোদ আহ্লাদ করে।

বণিক পরমাহ্লাদে বৈবাহিক এবং বৈবাহিকার সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন, এমত সময়ে চন্দ্রকুমার একটি ক্ষুদ্র বালককে সঙ্গে লইয়া বাটীতে উপনীত হইলেন। বালকটি তাহার অঙ্গুলী ধরিয়া নাচিতেং আসিতেছিল, আর আহ্লাদে নলাখাই, নাবু খাই, সনেশ খাই, মুন্নি খাই, দুদু খাই, এইরূপ আধ আধ কথা কহিতেছিল। তদ্দর্শনে বণিক সাতিশয় পুল-কিত হইয়া বৈবাহিককে জিজ্ঞাসা করিলেন, বেহাই! এ বালকটি কে? চন্দ্রকুমারের পিতা উত্তর করিলেন,

যে বালকের উল্লেখে সুশীলার শাশুড়ী তোমায় এত কথা কহিতেছিলেন সেই বালকটি এই। চন্দ্রকুমার কর্ম্মস্থান হইতে প্রতিদিন আসিয়া জলযোগ করিবার সময়ে আপনার খাদ্য সামগ্রীর কিয়দংশ উহাকে খাইতে দেয়, এজন্য আধ-আধ কথায় ও এইরূপ করিয়া খাবার চাহিতেছে।

চন্দ্রকুমার বাটীতে আসিয়া শ্বশুর মহাশয়কে দেখিয়া প্রণাম করিলেন, পরে ক্ষণকাল তাঁহার কাছে বসিয়া মিষ্টালাপ করণানন্তর ঘরের ভিতর কুঠীর কাপড় পরিত্যাগ করিতে গেলেন। চন্দ্রকুমারের মাতা আপন গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলেন। মনোহর দাস বণিক মহাশয় বৈবাহিককে সঙ্গে লইয়া সুশীলার বাগান এবং গোরু-বাছুরগুলীন দেখিতে গেলেন।

এদিকে সুশীলা সত্বর রন্ধনশালা হইতে বাহির হইয়া সহাস্য-বদনে স্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিলেন, পরে একখানি ছোট চৌকি, একজোড়া খড়ম, এক-গাড়ু জল একখানি গামছা এবং একছিলিম তমাক প্রস্তুত করিয়া ঘরের দাবায় রাখিলেন। চন্দ্রকুমার বাবু তমাক খাইয়া হস্ত পদাদি প্রক্ষালন করিলে, সুশীলা প্রফুল্লাস্যে কিঞ্চিৎ জলযোগের সামগ্রী ও তাম্বুলাদি আনিয়া তাঁহাকে খাইতে দিলেন, আর আপনি তাঁহার সম্মুখভাগে দাঁড়াইয়া সুমধুর মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন। পতি প্রফুল্লচিত্তে প্রেয়সী-ভার্য্যা সুশীলার দত্ত খাদ্য সামগ্রী সকল ভক্ষণ করিয়া, তাহার কিয়দংশ পূর্ব্বোক্ত ঐ গোয়ালার পুত্রটিকে খাইতে দিলেন। বালক পরমাহ্লাদে আহার করিয়া নিজ

জননীর নিকট গেল। চন্দ্রকুমার এক ছিলিম তমাক সাজিয়া লইয়া বাহির-বাটীর দরজায় আপন পিতা এবং শ্বশুর মহাশয়কে তাহা খাইতেদিলেন।

বণিক তমাক খাইতেং পরমাহ্লাদে বেহাই এবং জামাতার সহিত সাংসারিক কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। অনেকক্ষণ পরে সুশীলা অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া শাশুড়ীকে কহিলেন, মাতঃ! তুমি যাইয়া উহাঁদিগকে ডাকিয়া আন, আমি উহাঁদের নিমিত্ত তাম্বূল এবং আঁচাইবার জল প্রস্তুত করিয়া রাখি। বৃদ্ধা বিনয়-বচনে তাঁহাদিগকে ভিতর বাটীতে ডাকিয়া আনিলেন, সুশীলা, ভোজনানন্তর যেং সামগ্রী প্রয়োজন শীঘ্রং তাহার আয়োজন করিয়া, রন্ধনশালায় তাঁহাদিগকে পরিবেশন করিতে গেলেন। বণিক রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া ভোজন করিতেং দেখিলেন, যে, তথাকার জিনিসপত্র সকল তাঁহার নিজ গৃহ অপেক্ষাও উত্তমরূপ সুসজ্জীভূত আছে। অতএব বাল্যকালে সুশীলার মাতা গৃহকর্ম্ম বিষয়ে সুশীলাকে যে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা সার্থক হইয়াছে, এই চিন্তা করিয়া তিনি মনেং অত্যন্ত পুলকিত হইলেন।

ভোজন পানাদির শেষ হইলে, বণিক হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তাম্বূল এবং তমাক খাইতেং চন্দ্রকুমারের পিতাকে কহিলেন, বৈবাহিক মহাশয়! রাত্রি অধিক হয় নাই, অদ্যই আমাকে বাটীতে যাইতে হইবে, এখন যে জন্য আসিয়াছিলাম তাহা বলি। সুশীলা আমার অনেক দিন আসিয়াছেন, উহার মাতা উহাকে দেখিতে সর্ব্বদাই অভিলাষ করেন। কিন্তু

কন্যাটিকে পরম সুখী এবং গৃহধর্ম্মে ব্যাপৃতা দেখিয়া, আজি আমার চিরবাঞ্ছিত আশা পূর্ণ হইল। সুশীলা বহুদিনের নিমিত্ত গেলে তোমাদের সাংসারিক কর্ম্ম-কাজ কোন মতেই চলিবে নাই, দেখিয়া শুনিয়া ইহা আমার স্থির উপলব্ধি হইয়াছে। অতএব যদি কল্য প্রাতঃকালে উঁহাকে মাতৃদর্শনে পাঠাইয়া দিয়া সন্ধ্যাকালে আনয়ন করেন, তবে উঁহার যাওয়া অনায়াসে সুসম্পন্ন হইতে পারে। মনোহর দাসের এই যুক্তি-সিদ্ধ কথা শুনিয়া বৃদ্ধ বণিক পুত্রবধূকে পিত্রালয়ে প্রেরণ করিতে সম্মত হইলেন। সুশীলার পিতা ক্রমশঃ বৈবাহিক বৈবাহিকা জামাতা এবং কন্যার নিকট বিদায় হইয়া নিজ ভবনে প্রত্যা-গমন করিলেন। বাটীতে আসিয়া সে রাত্রি আর তাঁহার নিদ্রা হইল না, নিজ-বনিতার নিকটে সুশীলার সুখ সচ্ছন্দ-বিষয়ক আদ্যোপান্ত তাবৎ কথা কহিতেই সমস্ত রাত্রি গেল। স্বামীর মুখে প্রাণাধিকা কন্যার দয়া ধর্ম্ম এবং সুখের কথা শুনিয়া বণিক্‌ভার্য্যার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি পর দিন প্রাতঃকালেই সুশীলাকে নিজ নিকেতনে আনাইয়া সমস্ত দিন তাহার সহিত আমোদ আহ্লাদ করত সন্ধ্যাকালে স্বামিসদনে পাঠাইয়া দিলেন।

সুশীলা স্বামিগৃহে বাস করিয়া জ্ঞাতি কুটুম্ব অতিথি ভিক্ষুক, যে যেমন তাহার প্রতি তদনুরূপ যথাযোগ্য ব্যবহার করিয়া কালযাপন করিতেছেন। ইতিমধ্যে এক দিন অপরাহ্ণে এক জালিয়া-স্ত্রী মাছের চুপড়ী হাতে করিয়া তাহাদের বাটীতে মাছ বেচিতে আইল।

চন্দ্রকুমারের মাতা তখন গৃহে ছিলেন না, কোন কর্ম্মান্তরে প্রতিবাসিনীদিগের বাটীতে গিয়াছিলেন। মেছুনীকে দেখিয়া সুশীলা সত্বর গোয়াল-ঘর হইতে এক আটি খড় বাহির করিয়া দিয়া কহিলেন, বসো, মা, ঠাকুরাণী আমাদের বাটীতে নাই, এখনই আসিবেন, তিনি আইলেই আমি তোমার মাছ দর করিয়া লইব। হেঁগো তোমার কটি পুত্র, কটি কন্যা, তোমার স্বামী কি কর্ম্ম করেন, কিরূপে তোমাদিগের দিনপাত হইয়া থাকে?

সুশীলার এইরূপ বিনীতভাব এবং মিষ্ট সম্ভাষণে দুলিয়ানী অত্যন্ত সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, হেঁগা বৌমা! তুমি কি ছেলেবেলা লেখাপড়া করিয়াছিলে? আমি বিজয় নগরের সকল পাড়াতেই মাছ বেচিতে যাই, সকল ভদ্র লোকের মেয়েরা আমার ঠাঁই মাছ কিনিয়া থাকেন, কিন্তু কেহ কখন আমাকে এমন মিষ্ট কথা বলিয়া বসিবার স্থান দেন নাই। জাতিতে আমি ছোট লোকের মেয়ে, এজন্য সকলেই আমাকে 'তুই তোর' বলিয়া থাকেন, 'তুমি তোমার' এমন কথা কেহই আমাকে বলেন না। ইহাতে মনে করিয়াছিলাম, আমি যেমন লোক তাঁহারা তেমনি কথাই আমাকে বলেন। কিন্তু তুমি যে তাঁহাদিগের মত 'ওলো তুই' না বলিয়া এমন মিষ্ট কথা কহিয়া আমার ঘরকন্নার কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহাতে সন্দেহ হইয়াছে, সেই জন্যই মা! জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কি ছেলেবেলা লেখাপড়া করিয়াছিলে?

সুশীলা বলিলেন, ওগো দুলিয়া বৌ! রসারসের

এবং কথা কহিবার নিমিত্ত পরমেশ্বর আমাদিগকে এক একটি জিহ্বা দিয়াছেন, উহাতে অস্থি নাই অতিশয় কোমল পদার্থ, উহার আর একটি নাম রসনা। রসনা অতি মিষ্ট-প্রয়াসিনী; কটু কষায় তিক্ত বস্তু উদরস্থ করিবার সময় উহার কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হয়, তাহা সকলেই জানেন। মিষ্ট কথা মিষ্ট রসের স্বরূপ, আর নীরস কটু কথা কটু রসের তুল্য, অতএব মিষ্ট রসপ্রিয়া কোমল জিহ্বা হইতে কিরূপে কটু এবং নীরস কথা সকল নির্গত হয়, ইহা বিবেচনা করিতে হইলে আমাকে আশ্চর্য্য হইতে হয়। টাকা দিতে হয় না, কড়ি দিতে হয় না, কেবল তুই না বলিয়া তুমি এবং তোর না বলিয়া তোমার, এ কথা বলিলে লোকের যদি সন্তোষ বিধান হয়, তবে তাহা প্রয়োগ করণে হানি কি? যাহারা নীচজাতিদিগকে ঘৃণা করিয়া তুই তোর ইত্যাদি নীরস ইতর কথা প্রয়োগ করে, আমার বিবেচনায় তাহাদের বড়ই নীচ স্বভাব। ভাল, ছলিয়া বৌ! তোমাকে জিজ্ঞাসা করি; বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিলে লোকে যে ইতর কথা কহে না, ইহা তুমি কি প্রকারে জানিলে?

মেছনী বলিল, বৌ মা! আমার দুইটি পুত্র, একটি কন্যা, পুত্রদুটির নাম যাদব আর মাধব, এবং কন্যাটির নাম সৌদামিনী। জমিদার মহাশয় আমাদিগের বালকগণের নিমিত্ত যে একটি পাঠশালা করিয়াছেন, তাহাতে আমার যাদব ও মাধব পড়ে, এবং বালিকাগণের নিমিত্ত যে পাঠশালাটি করিয়াছেন, তাহাতে আমার সৌদামিনী পড়িতে যায়। আমরা মূর্খ মানুষ,

নীচ জাতি, বাছারা আমার কি পড়ে কি না পড়ে, তাহা কেমন করিয়া জানিব। কিন্তু যেপর্য্যন্ত তাহারা লেখা পড়া করিতে আরম্ভ করিয়াছে, সে পর্য্যন্ত তাহাদিগের মুখে তুই মুই একদিনও শুনিতে পাই নাই। তাহাদের মিষ্ট কথা শুনিয়া পাড়ার লোক সকল তুষ্ট হয়, তাহাদের পিতা এবং আর সকল মুরব্বিকে তাহারা মহাশয়, আপনি, বলে, আর আমাকে যে কত আমা, করে তাহা বলিতে পারি না, বাছাদের কথা শুনিলে কর্ণ জুড়ায়। তাহারা এমনি বাধ্য, আমি যা বলি তাই করে। বৌ মা! বলিব কি, আমি দুঃখিনী স্ত্রী, দুই দণ্ড রাত্রি থাকিতে মাছ ধরিতে যাই, সৌদামিনী আমার ঘর দ্বারসকল পরিষ্কার করিয়া পাঠশালায় পড়িতে যায়। মাছ ধরিয়া মাছ বেচিয়া আসিতে বেলা প্রায় দুই প্রহর হইয়া উঠে, ইতিমধ্যে আমার সৌদামিনী দশটার সময় পাঠশালা হইতে আসিয়া রান্নাঘরের সকল সামগ্রী প্রস্তুত করিয়া রাখে। আমি আসিয়া তাহাদিগকে খাবার দিয়া রাঁধিতে বসি। বাছারা আমার কাছে বসিয়া মুড়ি খাইতেহ এমন সুন্দরহ জ্ঞানের কথা কহে, যে তাহা শুনিয়া আমার চক্ষে জল পড়ে। ইহাতে আমি স্থির বুঝিয়াছি, কি ভদ্র কি অভদ্র, লেখা পড়া না জানিলে লোকের ভাল কথা এবং ভাল জ্ঞান হয় না। সেই জন্যেই মা! তোমার ব্যবহার দেখিয়া আমি জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম, তুমি কি ছেলেবেলা লেখা পড়া করিয়াছিলে?

ধুলিয়ানীর সন্তান সন্ততির সচ্চরিত্রের কথা শুনিয়া সুশীলা সাতিশয় সন্তুষ্টা হইলেন, অধিকন্ত, আর

কোন কথাই কহিলেন না, কেবল মনেং ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া প্রার্থনা করিলেন, হে জগদীশ্বর! তোমার নাম পূজা হউক, বিজয়নগরের প্রজাবৎসল জমিদার মহাশয়কে তুমি দীর্ঘজীবী কর। এদেশস্থ তাবৎ ধনাঢ্য লোক, যেন এই মহাপুরুষের ন্যায়, নীচ জাতীয় লোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধনে যত্নবান হইয়া, তোমার গৌরব প্রকাশ করেন। ধর্ম্মশীলা সুশীলা মনে মনে জগদীশ্বর-সমীপে এইরূপ প্রার্থনা করিয়া মেছনীকে বলিলেন, ওগো সৌদামিনীর মা! বাল্যকালে পিতা আমাকে লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন একথা যথার্থ, এখনও আমি আমার স্বামীর সহিত ধর্ম্ম এবং বিদ্যার আলোচনা করিয়া থাকি। তোমার কন্যা পুত্রদিগের কথা শুনিয়া আমি বড়ই আহ্লাদিতা হইলাম। আর কোন দিন যদি তুমি এ পাড়ায় মাছ বেচিতে আইস তবে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিও, আমি তাহাদের বুদ্ধি বিদ্যা কতদূর পর্য্যন্ত হইয়াছে তাহা একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এখন জিজ্ঞাসা করি, তুমি যতগুলী কথা কহিলে, সকলই তোমার আপনার এবং ছেলিয়াদের কথা, স্বামী তোমার কি কর্ম্ম করেন তাঁহার কোন কথাই বলিলে না। ইহাতে আমার সন্দেহ হইতেছে, বোধ করি তুমি তোমার স্বামীকে বড় একটা ভাল বাস না।

এই কথা শুনিয়া দরিদ্রা জালিয়া স্ত্রী ক্ষুব্ধ চিত্তে অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিল, বৌমা! বলবো কি, লজ্জা আসে, স্বামীর নাম করতে হলে আমার সমস্ত শরীরে আগুন জলে উঠে। সে পোড়ার মুখো ঝাঁটকুড়ির বেটা যদি ভালই

হবে তবে আমার এত দুঃখ কেন। মুখ-পোড়া মস্ত ভুঁদো শরীর লয়ে, দিবা-রাত্রি কেবল তমাক খেয়ে মদ-খেয়ে গপ্পমেরে বেড়ায়। যদি কোন দিন কোন কাজ করে কিছু পয়সা আনে, তবে তাহা শুঁড়ীর দোকানে দিয়ে মদখেয়ে আসে, বাছাগুলি কি খেলে কি পরলে এমন কথা সে এক দিনও আমাকে জিজ্ঞাসা করেনা। আমি সমস্ত দিন মেহনত করে এনে তাকে খাওয়াই, যে দিনে পিণ্ডি তয়ের হতে একটু দেরি হয়, সেদিন আমার বাপেরও বাঁচোয়া থাকে না, সর্ব্বনেশে মেরে ধরে, গালা-গালি দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দেয়। আমার বাছাগুলি কত-কান্দে থাকে, তা আমি সইতে পারবো কেন? দুর্দ্দিস্য কালামুখো আমায় যেমন বলে আমি তেমনি বলি। বল দেখি বৌমা! এমন রকমের ভাতারকে কেওকি ভাল বাস্‌তে পারে?

পতিপরায়ণা সুশীলা নীচজাতীয়া ছুলিয়ানীর মুখে পতি-নিন্দার কথা শুনিয়া একেবারে বিস্ময়াপন্না হই-লেন, ক্ষণকাল তাহার জিহ্বা হইতে বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না। মুহূর্ত্তেক বিলম্বে তিনি বিনয়বচনে ছুলি-য়ানীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, সৌদামিনীর মা! তুমি কেমন করিয়া আপন স্বামীর প্রতি এত কটু কথা লক্ষ ব্যবহার করিলে, তোমার কথা শুনিয়া আমি যে কি পর্য্যন্ত দুঃখিতা হইলাম তাহা বলিতে পারি না। এ সংসারে স্বামি-সেবা এবং স্বামীর সন্তোষ বিধান করাকে স্ত্রীলোকদিগের সার ধর্ম্ম বলা যায়, পতি যদি শত অপরাধের অপরাধী হয়েন, শাস্ত্রমতে তথাপি তাঁহাকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা করিতে নাই। পতিপরায়ণা

স্ত্রীলোকের প্রতি ঈশ্বর সতত প্রসন্ন থাকেন। যে স্ত্রী পতিপ্রাণা হইয়া প্রাণপণে পতির সন্তোষ বিধানে যত্নবতী হয়েন, ঈশ্বরের কৃপায় তাহার পতি অবশ্যই সচ্চরিত্র হন। তুলিয়া বৌ! মনোযোগ-পূর্ব্বক প্রণিধান কর, তোমার স্বামী ধার্ম্মিক হউন বা অধার্ম্মিক হউন, আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তম রূপে পালন করুন বা না করুন, তিনিই আপন পাপ পুণ্যের ফলভোগী হইবেন। তুমি কেন তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা এবং অবজ্ঞা করিয়া অধর্ম্ম করিতেছ। এরূপ গর্হিত কর্ম্ম করিলে ঈশ্বর তোমাকে পরকালে যে কত দণ্ড দিবেন তাহা আমি বলিতে পারি না।

মেছনী বলিল বৌমা! তুমি যে সকল কথা কহিতেছ সে সব জ্ঞানের কথা, সকলই সত্য, কিন্তু লক্ষীছাড়া দুষ্ট ডাক্তারের সঙ্গে থাকিয়া কোন্ মেয়ে মানুষ সুখী হইতে পারে? ভালবাসা পরস্পর, যে তোমাকে ভাল বাসে না, তাকে কি তুমি ভাল বাসিতে পার? সুশীলা কহিলেন, সৌদামিনীর মা! মনের মত স্বামী না হইলে স্ত্রীলোকের যে অত্যন্ত অসুখ হয়, তাহা আমি উত্তমরূপ জানি। কিন্তু কি করিবে, মন্ত্র-পাঠপূর্ব্বক শপথ করিয়া যাহার গলায় তুমি বরমালা দিয়াছ, তাহাকে তো আর তোমার পরিত্যাগ করিবার উপায় নাই। যে স্ত্রী বিবাহিত স্বামীকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য পুরুষের আশ্রয় লয়, ইহকালে লোকেতো তাহাকে কুলটা এবং কুলকলঙ্কিনী কহিয়া অত্যন্ত ঘৃণা করে, এবং পরকালেও পরমেশ্বর তাহাকে নরকগামিনী করেন। অতএব আপনার সদ্ব্যবহার দ্বারা

অবশীভূত স্বামীকে বশীভূত করা তোমার বিধেয় হই-য়াছে। এক্ষণে একটি কথা শুন, ঈশ্বরানুগ্রহ ব্যতি-রেকে অশিষ্ট লোকেরা কোন মতে শিষ্ট হইতে পারে না, একারণ "স্বামী আমার সচ্চরিত্র হউন," এই বলিয়া তুমি পরমেশ্বর সমীপে নিরন্তর প্রার্থনা করিও। আর পতির প্রিয়া হইবার জন্য আমি তোমাকে কতক-গুলিন নিয়ম বলিয়া দি, তুমি ঘরে গিয়া যত্নপূর্ব্বক এই সকল নিয়ম প্রতিপালন কর, তাহা হইলে তোমার স্বামী অবশ্যই সংসারধর্ম্মের প্রতি অনুরাগী হইয়া, তোমাকে আন্তরিক স্নেহ করিবেন তাহার সন্দেহ নাই।

ঘরদ্বার পরিষ্কার রাখা এবং জিনিস পত্রের পারি-পাট্য করিয়া যথাস্থানে তাহা স্থাপন করা, স্ত্রীলোক-দিগের প্রধান কর্ম্ম। তুমি মনোযোগ-পূর্ব্বক এই সকল কর্ম্ম দিনকয়েক দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া সমা-ধা করিও। তোমাদের জাতি সকল লোকেই অত্যন্ত মলিন বস্ত্র পরে এবং মলিন শয্যায় শয়ন করে, তুমি তাহা না করিয়া বাজার হইতে সাজিমাটি আনাইয়া বস্ত্র এবং কাঁতা খোকড়া প্রভৃতি ধৌত করিবে, আপনি শুদ্ধ শাদাকাপড় পরিবে এমন নয়, যাহাতে তোমার কন্যা পুত্র এবং স্বামীও সাদা কাপড় পরিতে পান, এমন বিশেষ চেষ্টা করিবে। তোমার স্বামী মাতাল, মদ খাইয়া যখন সে ঘরে আইসে তখন তাহার হিতা-হিত জ্ঞান থাকে না, অতএব সেসময়ে তাহাকে কোন দুর্ব্বাক্য না কহিয়া, সহাস্য বদনে সত্বর একঘটী জল এক ছিলিম তামাক এবং একটি বসিবার আসন দিবে।

যদি মাতাল হইয়া বসিতে না পারে এমন দশাই ঘটে, তবে শয়ন করিবার নিমিত্ত ঘরের ভিতর তাহাকে একটি শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিবে। পরে নেশা ভাঙ্গিলে যথানিয়মে স্নানাদি করাইয়া খাদ্য সামগ্রী প্রদান করিবে। তুমি দরিদ্রা স্ত্রী, নিত্য আন নিত্য খাও, এসকল কর্ম্ম করিতে গেলে দিন কয়েক তুমি উপার্জ্জন করিতে পারিবে না। অতএব আমি তোমাকে এই দুইটি টাকা দিতেছি। ইহা লইয়া তুমি, যাহা না কিনিলে নয়, এমন প্রয়োজনীয় সামগ্রী সকল কিনিয়া, আপন দুষ্ট স্বামীর মনোরঞ্জন করিও। ঈশ্বরের কৃপায় যদি কখন তোমার ভাল অবস্থা হয়, তবে মাছ দিয়া আমার এই দুইটি টাকা পরিশোধ করিও।

ইতিপূর্ব্বে সুশীলার শাশুড়ী বাটীতে আসিয়াছিলেন, দুলিয়ার স্ত্রী বিদায় হইয়া আসিবার সময় বিনীতভাবে সুশীলা এবং তাহার শাশুড়ীকে নমস্কার করিয়া, দুই পয়সার মাছ বিক্রয় করিল। পরে সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া নিজগৃহে প্রত্যাগমন করিল। পথে যাইতেং সে মনেং বিবেচনা করিতে লাগিল, চন্দ্রকুমার বাবুর স্ত্রী বড় সামান্য মেয়ে নয়, তাহার সকল কথাতেই আমার বড় শ্রদ্ধা ভক্তি হইতেছে, যাহা বলিলেন তাহার একটিও মিথ্যা নয়, আমি প্রাণান্তেও স্বামীকে আর দুর্ব্বাক্য বলিব না, আর ঘর দ্বার জিনিস পত্র সকলই পরিষ্কার রাখিয়া, যাহাতে তিনি সন্তুষ্ট থাকেন, এমত বিহিত চেষ্টা করিব। ভাল, দেখা যাউক না কেন, ইহাতে করিয়া আমার অসচ্চরিত্র স্বামী সচ্চরিত্র হয়েন কি না?

এই বিবেচনা করিয়া মেছুনী সেদিন আর অন্য কোন স্থানে মাছ বেচিতে গেল না, শীঘ্র২ ঘরে গিয়া, আপনার ক্ষুদ্র কুড়িয়া ঘরখানি পরিষ্কার করিতে লাগিল। তাহাদের বাটীর উঠানে রাশীকৃত জঞ্জাল ছিল, যাদব মাধব এবং সৌদামিনীকে কহিয়া ছুলি-য়ানী তাহা বাহিরে নিক্ষেপ করাইল। মাতাকে গৃহকর্ম্মে ব্যাপৃতা দেখিলে, সন্তান সন্ততিগণ আগ্রহ পূর্ব্বক তাঁহার সাহায্য করিতে চেষ্টা পায়। সৌদা-মিনী একটি ক্ষুদ্র কলসীদ্বারা জল আনিয়া বাটীর উঠানে ছড়া দিতে লাগিল, এবং নেতা ধরিয়া দেও-য়াল এবং দাবার যেং স্থানে পানের পিক লাগিয়া-ছিল, তাহাও মুচিয়া ফেলিল। মাতার আজ্ঞায় যাদব মাধব বাজারে যাইয়া এক পয়সার সাজিমাটি কিনিয়া আনিল। ছুলিয়ানী শীঘ্র২ রন্ধনাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া পরিবারদিগের কতকগুলি কাপড় সিদ্ধ করিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পর মদ্যপ ছুলিয়া মদ খাইয়া গান করিতে২ বাটীতে উপস্থিত হইল। মদের ঝোঁকে এক একবার সে টলিয়া পড়িতেছে, এবং একএকবার বল বিক্রম প্রকাশ করিয়া একে ওকে গালাগালি দিতেছে। তদ্দর্শনে ছুলিয়ানীর সাতিশয় ক্রোধ হইল বটে, কিন্তু সুশীলার উপদেশ স্মরণ হওয়াতে সেদিন আর তাহাকে কোন দুর্ব্বাক্য বলিল না, বরং সহাস্য বদনে বাহির হইয়া বসিবার নিমিত্ত তাহাকে এক খানি তালপাতার চেটাই দিল। পরে রান্নাঘরে প্রবেশ করিয়া শীঘ্র এক ছিলিম তামাক, এবং পদপ্রক্ষালন জন্য এক ঘটি জল আনিয়া

দিল, সে মিষ্টবাক্যে পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিল, ওগো সৌদামিনীর বাপ! আজি সমস্ত দিন তোমার আহার হয় নাই এজন্য আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি, এখন শীঘ্র২ হাত মুখ ধুইয়া আহার করিতে আইস। স্ত্রীর মুখে এমন মিষ্ট কথা দুলিয়া কখন শ্রবণ করে নাই, এবং ঘর দ্বার উঠান এমন পরিষ্কার পূর্ব্বে কখন দেখে নাই। অতএব আহার করিতে২ একেবারে সে বিস্ময়াপন্ন হইয়া মনে২ বিবেচনা করিল, "আজি আমার স্ত্রীর কি হইয়াছে, এ যেন সে নয়, আজিতো বড় ভাল মানুষ দেখিতেছি। বোধ হয়, আজি সমস্ত দিন আমি কাজ করিয়া ছয় আনার পয়সা রোজকার করিয়াছিলাম, যাদবের মা তাহা জানিতে পারিয়া, আমাকে ভুলাইয়া পয়সা লইবার চেষ্টা করিতেছে। তা যা করুক, শর্ম্মা যে মামাদের দোকানে তামাম পয়সা দিয়া মদ খাইয়াছেন তাহা ও বুঝিতে পারে নাই।"

সেদিন তো এইরূপে গেল। দুলিয়ানী সুশীলার উপদেশানুসারে প্রতিদিন গুরুতর শ্রদ্ধা ভক্তি প্রকাশ করিয়া মাতাল স্বামীর সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিল, এবং ঘর দ্বার পরিষ্কার করিতে সে কোনমতেই ত্রুটি করিল না। এক ব্যক্তি বিশেষানুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সেবাভক্তি করিলে, সেবিত ব্যক্তির অনুরাগীর উপর অবশ্যই অনুরাগ জন্মিয়া থাকে। পত্নীর একান্ত স্নেহ দেখিয়া দুলিয়া ক্রমে২ স্বীয় অসচ্চরিত্র সংশোধন করিতে লাগিল। পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার সন্তান সন্ততির প্রতি অধিক স্নেহ জন্মিল। মাতাল বন্ধুরা ডাকিতে আসিলে সে আর তাহাদের নিকটে যাইত না,

কিরূপে পরিবারাদির ভরণ-পোষণ হইবে, কিরূপে সংসার-যাত্রা উত্তম রূপে নির্ব্বাহ হইবে, দিবা-রাত্রি সে এই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিল। স্ত্রী পুরুষে পরিশ্রম করিয়া ঘর দ্বার প্রাচীরাদি এমনি উত্তম করিল, এবং গৃহকর্ম্মের জিনিস-পত্র সকল এমনি গুছাইতে লাগিল, যে, তাহাদিগকে দেখিলে লোকে ভদ্র লোক জ্ঞান করিত। অনন্তর কিছু দিনের পর দুলিয়ানী কন্যা পুত্রগুলীকে সঙ্গে লইয়া এক দিন সুশীলার বাটীতে গমন করিয়া, আপন দুদশার তাবৎ বিবরণ আদ্যোপান্ত বর্ণন করিল। আর তিনি যে তাহার সুদশার মূল কারণ, বারম্বার এই কথা কহিয়া, বলিতে লাগিল মা! তোমার ধার আমি কখনই পরিশোধ করিতে পারিব না, আমি যাবজ্জীবন তোমার নিকটে ঋণী হইয়া থাকিলাম। তৎশ্রবণে সুশীলা সাতিশয় পুলকিতা হইয়া পরমেশ্বরকে বিস্তর ধন্যবাদ করিলেন এবং তাহার কন্যা পুত্রগুলীকে পরীক্ষা করিয়া, নুরজাহানরাজ্ঞী, অহল্যাবাইজ্জিকা এবং জাহানিরার চরিত্র প্রভৃতি, কয়েক খানি পুস্তক পারিতোষিক প্রদান করিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সুশীলার গর্ভসঞ্চার,—গর্ভাবস্থায় সাবধানে তাঁহার অবস্থিতি,—পঞ্চামৃত সাধভক্ষণ প্রভৃতি কর্ম্মের গোপন।—সুশীলার প্রসবকালে প্রতিবাসিনীদিগের অলৌকিক উপদেশ,—উত্তম ধাত্রীর বিষয় আন্দোলন,—সূতিকাগার কিরূপ হওয়া আবশ্যক,—সূতিকাগারে দেশীয় কদর্য্য ব্যবহার পরিত্যাগ,—কদর্য্য ব্যবহারে অনিষ্ট হইয়া থাকে তাহার প্রমাণস্বরূপ একটী ভদ্রলোকের মহিলার দৃষ্টান্ত,—সুশীলার সূতিকাগার হইতে সুস্থশরীরে বহির্গমন।

পতিপ্রাণা সুশীলা যথাবিধানে সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া কিয়ৎকাল পরমসুখে স্বামি গৃহে কাল-যাপন করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার গর্ভের লক্ষণ হইল। স্ত্রী-লোকদিগের গর্ভাবস্থার বিষয়ে কোন কথা লিখিতে হইলে, ইউরোপ-খণ্ডে কেবল সুচিকিৎসক আয়ুর্ব্বেদজ্ঞ পণ্ডিতেরা আয়ুর্ব্বেদ গ্রন্থে তাহা লিখিয়া থাকেন, গোপনীয় কথা বলিয়া অন্যান্য গ্রন্থকারেরা কাব্য সাহিত্য বা নীতিগর্ভ গল্প লিখিবার সময় এ বিষয় লিখিতে প্রবৃত্ত হন না। কিন্তু গর্ভবতী স্ত্রীলোক-দিগের কিরূপে থাকা উচিত, এদেশীয়া অনেক রমণী তাহা জানেন না, সুতরাং কুপ্রথা প্রযুক্ত তাঁহারা এবং তাঁহাদের নবপ্রসূত সন্তান সন্ততিগণ বহু কষ্ট পায়, হয়তো অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। অতএব গর্ভাবস্থায় সুশীলা যেরূপে কাল যাপন করিয়াছিলেন, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীদিগকে জানাইবার নিমিত্ত তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখি

বোধ করি ইহা পাঠ করিয়া বুদ্ধিমতী পাঠিকারা সন্তুষ্ট হইতে পারিবেন।

নিত্য যেরূপ করেন, চন্দ্রকুমার বাবু একদিন রাত্রি-কালে কুসুমণি এবং করুণার বৃত্তান্ত নামে একখানি গ্রন্থ পড়িয়া প্রাণাধিকা প্রিয়তমাকে শ্রবণ করাইতে ছিলেন। সুশীলা তদ্গতচিত্তা হইয়া ঐ মনোহর উপাখ্যান শ্রবণ করিতেং একটি আংরাখা সেলাই করিতেছিলেন। পড়িতেং চন্দ্রকুমার বাবু ধর্ম্মপত্নীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রিয়তমে! তিন চারি দিন তোমাকে আমি এই আংরাখাটি সেলাই করিতে দেখিতেছি, ঊটি কাহার জন্য হইতেছে? সুশীলা বলিলেন, প্রাণনাথ! শুদ্ধ একটি নয়, এই সপ্তাহে এইরূপ তিনটি জামা আমাকে সেলাই করিতে হইয়াছে। একটি শ্বশুর মহাশয়ের নিমিত্ত, একটি আমার সহোদর মতিলালের জন্য, এবং আর একটি দুঃখিনী ছলিয়ানীর কন্যা সৌদামিনীর কারণ আমি করিয়াছি। নিতান্ত আবশ্যক বলিয়া আমি এই তিনটি কর্ম্ম এখন সমাপন করিলাম, কিন্তু কিছু দিনের নিমিত্ত আমি আর কোন কর্ম্মই করিতে পারিব না। পরমেশ্বর করেন তো অগ্রে আমাকে পাঁচ সাত খানি ছোটং কাঁথা এবং ছয় সাতটি ক্ষুদ্রং পিরান প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হইবে। এখন অবধি আরম্ভ না করিলে তত্তৎকালে সে কর্ম্ম আমাদ্বারা কথনই সমাধা হইবে না, কারণ ক্রমে আমি ক্ষীণবল হইয়া পড়িব।

কথার ভাবে চন্দ্রকুমার বাবু বুঝিতে পারিলেন যে সুশীলার গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। ইহাতে মনেং

আহ্লাদিত হইয়া তিনি ঐ প্রাণসখা প্রিয়তমাকে কহিলেন, প্রিয়ে! এমন সুখের সংবাদ তুমি এতদিন আমাকে শুনাও নাই! এটি গোপন বিষয় বটে, সকলকার কাছে প্রকাশ করাতে লজ্জাবতী সুশীলার কর্ম্ম নয়, কিন্তু যে স্বামীর নিকটে স্ত্রীলোকের কিছুই গোপন নাই, তাহাকে কি লজ্জা করিয়া এতাদৃশ গুরুতর বিষয় গোপন করা উচিত? তুমি বুদ্ধিমতী, সকলই বুঝিতে পার, এ অবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে অতিশয় সাবধানে থাকিতে হয়, এই নিমিত্তই আমি তোমাকে একথা বলিতেছি।

সুশীলা সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন প্রাণবল্লভ! তোমাকে আমার গোপন কি আছে, লজ্জাইবা কি? গর্ভাবস্থায় স্ত্রীলোকদিগকে সর্ব্বপ্রকারে সাবধান থাকিয়া যে কালযাপন করিতে হয়, তাহা আমি উত্তমরূপ জানি। কিন্তু আমি মাস দুই কেবল অন্তঃসত্ত্বা হইয়াছি, এতদিন এ বিষয় উত্তমরূপ বুঝিতে পারি নাই বলিয়া তোমাকে একথা, জানাই নাই। তা যাহা হউক, এদেশে স্ত্রীলোকদিগের দ্বিতীয় সংস্কারের বিষয় যখন লোকে অম্লানবদনে সকলকার সাক্ষাতে প্রকাশ করে, তখন গর্ভসঞ্চারের কথা প্রকাশ করতে বিশেষ লজ্জা কি।

তের বৎসর বয়ক্রমকালে আমি প্রথম ঋতুমতী হইলে, মাতাঠাকুরাণী চুল-হরিদ্রা থুদমাকা এবং কাদামাটি প্রভৃতি করিয়া কবি গাওয়াইবার মানস করিয়াছিলেন, আর তোমাকে লইয়া গিয়া সমারোহ-পূর্ব্বক দ্বিতীয়-সংস্কার সমাপন করণের ইচ্ছাও তাঁহার ছিল। কিন্তু

অতিশয় গোপন এবং লজ্জার বিষয় বলিয়া পিতা-মহাশয় তাঁহাকে তাহার কিছুই করিতে দিলেন না। তিনি মাতাকে বুঝাইয়া বলিলেন, প্রিয়তমে! শাঁক বাজাইয়া বধূ বা কন্যাদিগের ঋতোদ্যমের কথা প্রকাশ করা বড়ই জঘন্য-ব্যবহার, এতাদৃশ ঘৃণিত দেশাচার ভদ্র পরিবার-দিগের মধ্যহইতে উন্মূলন করাই বিধেয়। এসব দুর্নীতি প্রচলিত থাকা কোন মতেই আমার ইচ্ছা নয়, বোধ হয় ইহাতে নানাদোষের সম্ভাবনা আছে। অতএব সুশীলার দ্বিতীয়সংস্কার যদি নিতান্তই করিতে হয়, তবে গোপনভাবে পুরোহিতকে ডাকাইয়া তাহা সমাধা করাই উচিত, কিন্তু তাহাও আমি করিতে বলি না। কারণ, পরমাত্মীয় স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কাহারও সাক্ষাতে এতাদৃশ লজ্জার বিষয় প্রকাশ করা অতিশয় অসভ্যের কর্ম্ম। এইকথা শুনিয়া মাতা আমার পুনর্ব্বিবাহের আর কোন উদ্যোগ পাইলেন না, সুতরাং কবে কি হইল, প্রতিবাসী লোকেরা তাহার কিছুই জানিতে পারেনাই। সত্য বলিতেছি নাথ! সেই পর্য্যন্ত আমি এই দ্বিতীয় সংস্কারের প্রথাকে অতিশয় অসভ্য, জঘন্য আচার বোধ করিয়া, পুষ্পোৎসবের নিমন্ত্রণ করিলে কাহারও বাটীতে যাই না।

চন্দ্রকুমার বাবু সুশীলার মুখে এইসকল কথা শুনিয়া অতীব সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, প্রাণপ্রিয়ে! তুমি আমার জ্ঞান জন্মাইয়া দিলে, স্ত্রীজাতির পুষ্পোৎসবের কথা প্রকাশ করা যে নিতান্ত অবিধি, ইহা আমি পূর্ব্বে একদিনও অনুভব করিনাই। এইক্ষণ তুমি নবীন অপ-

ত্যের জন্য যাহা প্রয়োজন হইবে ক্রমেং প্রস্তুত কর, আমি কল্য তোমার আবশ্যক বস্ত্রাদি কিনিয়া আনিয়া দিব। এইকথা কহিয়া তাঁহারা নিত্য যেরূপ করেন স্ত্রীপুরুষে পরমেশ্বরের নিয়মিত আরাধনা করিয়া সুখে নিদ্রা গেলেন।

সুশীলা এবং চন্দ্রকুমার প্রতিদিন অতি প্রত্যূষে উঠিয়া যে যাহার আপনাপন নিয়মিত নিত্যকর্ম্ম করিতেন। অতএব পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া সুশীলা গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলে, চন্দ্রকুমার বাবু মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যেসকল কর্ম্মে শারীরিক পরিশ্রম অধিক হয়, গর্ব্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে তাহা হইতে বিরত থাকাই উচিত। গোরু বাছুর অনেকগুলী হওয়াতে সাংসারিক কর্ম্মের পূর্ব্বাপেক্ষা এখন অধিক বৃদ্ধি হইয়াছে। গৃহ এবং বাশন-পাত্র উত্তম-রূপ পরিষ্কার রাখা বড় একটা সহজ ব্যাপার নহে। প্রিয়তমাকে এ অবস্থায় এই সকল কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হইলে বড়ই ক্লেশ হইবে। এজন্য কিছু দিনের নিমিত্ত একজন দাসী নিযুক্ত করা আমার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু দাসীগণ পরিবারের সহিত নিয়ত গৃহে বাস করে, বাটীতে অসচ্চরিত্রা দাসী থাকিলে নানা অমঙ্গলের সম্ভাবনা, অতএব ধর্ম্মশীলা ভৃত্যা একটি অন্বেষণ করা আমার উচিত হইয়াছে।

চন্দ্রকুমার দত্তের পাড়াতে এক দরিদ্র তন্তুবায়ের স্ত্রী ছিল, বিধবাদিগকে যেরূপ সচ্চরিত্র থাকিতে হয়, সে সেইরূপ থাকাতে সকলেই তাঁহাকে বড়ই সমাদর করিত। তাহার কন্যা পুত্র কেহই ছিল না, এজন্য

সে অন্নাভাবে দুঃখ পাইত বলিয়া, প্রতিবাসী লোকদিগের কর্ম্ম-কাজ করিয়া দিয়া আপনার উদর পূরণ করিত। ধার্ম্মিকবর চন্দ্রকুমার অনেক বিবেচনা করণানন্তর পিতা মাতা এবং ধর্ম্মপত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন, যদি দাসী রাখিতে হয়, তবে এইপ্রকার একটি স্ত্রীলোক বাটীতে রাখা কর্ত্তব্য। অতএব সেদিন সন্ধ্যাকালে কর্ম্মস্থান হইতে প্রত্যাগমন করিবার সময়, অগ্রে তিনি ঐ তাঁতিনীর বাটীতে গিয়া কহিলেন, তাঁতি বৌ! তোমার স্বামী অনেক দিন মরিয়াছেন, ভরণ পোষণের নিমিত্ত কিছুই রাখিয়া যান নাই, তুমি অন্ন বস্ত্রের নিমিত্ত এত দুঃখ পাও তথাপি কখন কোন অবিহিত কর্ম্ম কর নাই, অতএব তোমার ব্যবহারে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট আছি, তুমি যদি আমার বাটীতে থাকিয়া গৃহকর্ম্ম-বিষয়ে আমার পরিবারকে সাহায্য কর, তবে তোমাকে অন্ন বস্ত্রের জন্য আর কিছুমাত্র দুঃখ পাইতে হইবে না, আর তোমার সংস্থানের জন্য প্রতিমাসে আমি তোমাকে এক এক টাকা বেতন দিব। সচ্চরিত্রা বিধবা তাঁতিনী অনেক দিন পর্য্যন্ত সুশীলাকে জানিত, সে অনেকবার তাহাদের কর্ম্মকাজ করিয়া দিয়া ভোজন-সামগ্রী আনিয়াছিল। অতএব তাঁহার স্বামীর এই সকরুণ প্রস্তাবে কিছুমাত্র অসম্মতি প্রকাশ না করিয়া সেইদিনেই সুশীলার দাস্য কর্ম্মে নিযুক্তা হইল।

দাস-দাসীগণের সহিত সদ্ব্যবহার করিলে, তাহারা কর্ত্তা কর্ত্রীর প্রতি সাতিশয় অনুরাগ প্রকাশ করে, প্রাণপণ করিয়া তাহাদের অভিমত কর্ম্মসাধনে তাহারা

কোনমতেই ক্রটী করে না। দুঃখিনী তাঁতিনী সুশীলাকে মাতা এবং চন্দ্রকুমারকে পিতা সম্বোধন করিয়া ডাকিত। সুশীলা বাস্তবিক মাতার ন্যায় সকল বিষয়ে ঐ দরিদ্রা তাঁতিনীর প্রতি স্নেহ প্রকাশ করিতেন। কোন উত্তম সামগ্রী বাটীতে আসিলে তাহার কিয়দংশ তাহাকে না দিয়া আপনারা তাহা কদাচ ভক্ষণ করিতেন না। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া শ্রান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিলেই সুশীলা তাহাকে কিয়ৎকাল বিরাম করিতে কহিতেন, সুখসচ্ছন্দ বিষয়ে তাহার যখন যাহা প্রয়োজন হইত, তিনি সাধ্যমতে তখনই তাহাকে দিতেন, সময়াতিরিক্ত কর্ম্ম করিতে তাহাকে কখনই বলিতেন না, এজন্য ঐ দাসীও কন্যাতুল্যা হইয়া তাঁহাকে স্নেহ এবং শ্রদ্ধাভক্তি করিত, সংসারের পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মগুলিন সে আপনি সমস্ত করিত, সুশীলা করিতে চাহিলেও সে তাহাকে করিতে দিত না, কিসে তিনি সচ্ছন্দে থাকেন বিধবা ভৃত্যা দিবারাত্রি কেবল এই চেষ্টাই করিত।

সুশীলা ক্রমেং পঞ্চমমাস গর্ভবতী হইলেন। তাঁহার শাশুড়ী এক দিন নিজপুত্র চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রকুমার! বধূমাতার ভাজা দিতে হইবে, অতএব পুরোহিত মহাশয়কে ডাকাইয়া তাহার জন্য একটি শুভদিন নিরূপণ কর। চন্দ্রকুমার কহিলেন, মাতঃ! আপনকার আজ্ঞা আমাকে শিরোধার্য্য করিয়া মানিতে হইবে, স্ত্রীলোকদিগের গর্ভ হইলে ভাজা পঞ্চামৃত এবং সাধ দেওয়া অতি আহ্লাদের কর্ম্ম বটে, কিন্তু গর্ভাবস্থার কথা অতি গোপন বিষয়,

দেশাচারের অনুরোধে এই গুপ্ত কথা প্রকাশ করণে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। আপনি যদি নিতান্তই এবিষয় সম্পাদন করিতে অভিলাষিণী হইয়া থাকেন, তবে গুরু পুরোহিত মহাশয়কে বলুন, প্রতিবাসিনী-দিগকে জানাইবার আবশ্যক নাই। পিতা মহাশয় নিয়মিত সময়ে এক একদিন উত্তমোত্তম দ্রব্য আহরণ করিয়া নির্জ্জনে আপন পুত্রবধুকে ভাজা পঞ্চামৃত এবং সাধ দেওয়াইবেন।

পুত্রের এই সকল কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধা বুঝিতে পারিলেন যে গর্ভাবস্থার কথা প্রকাশ করা বড় ভাল কর্ম্ম নয়, অতএব আর তাঁহাকে এবিষয়ের জন্য কোন অনুরোধ করিলেন না, আপনি ক্রমে২ গোপনে ঐ সকল কর্ম্ম সমাধা করিতে লাগিলেন। ক্রমে সুশীলার নিত্য ব্যবহার্য্য খাদ্য সামগ্রীতে অরুচি হইল, তাঁহার স্বামী ইহা জানিতে পারিয়া, যেমন সামর্থ্য, প্রতিদিন কুঠীহইতে আসিবার সময় পুষ্টিকর অথচ সহজে পরি-পাক হয় এমত উত্তমোত্তম খাদ্য সামগ্রী আহরণ করিয়া প্রিয়তমাকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার শাশুড়ীও নিত্য এক একটি নূতন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া পুত্রবধুকে যত্নপূর্ব্বক আহার করিতে দিতেন। এই সময়ে স্ত্রীলোকদিগের কাঁচা আমড়া তেঁতুল প্রভৃতি অম্ল দ্রব্য, এবং পোড়খোলা প্রভৃতি মৃণ্ময় সামগ্রী খাইতে বড়ই ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই সকল সামগ্রী ভোজন করিলে ভবিষ্যতে গর্ভস্থ বালকের অনিষ্ট হইতে পারে, এই ভয়ে সুশীলা তাহা কখনই ভোজন করিতেন না

পূর্ব্বে সুশীলা রাত্রিকালে চন্দ্রকুমারের সহিত একত্র বসিয়া কঠিনং পুস্তক সকল পাঠ করত বিদ্যালোচনাদি করিতেন। কিন্তু মানসিক পরিশ্রম অধিক হইলে গর্ভবতী স্ত্রীলোক এবং গর্ভস্থ বালকের স্বাস্থ্যের হানি হয়, এই ভয়ে তিনি অন্তঃসত্ত্বা হইয়া কোন প্রকার কঠিন পুস্তক পাঠ করিতেন না, অবকাশ মতে কেবল অনুবাদক সমাজের প্রকটিত চকমকির বাক্স প্রভৃতি পুস্তক গুলীন পাঠ করিয়া আপনার মনোরঞ্জন করিতেন। সংসারাশ্রমে থাকিলে শান্ত-প্রকৃতি স্থির-স্বভাব কামিনীগণেরও রাগ ভয় ক্ষোভাদি জন্মিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য হইয়া থাকে, গর্ভাবস্থায় এবিষয়ে সুশীলা অত্যন্ত সাবধান ছিলেন। পাছে কোন ঘটনা দ্বারা উৎকণ্ঠিতা হইতে হয়, এজন্য তিনি একাকিনী না থাকিয়া সর্ব্বদা আত্মীয়গণের সংসর্গে সদালাপ করিতেন। যখন পরিবারের মধ্যে অন্যান্য লোক আপনাপন নিয়মিত পরিশ্রম-সাধ্য কর্ম্মে ব্যস্ত হইত, তখন তিনি চিত্ত-প্রফুল্লকারি শিল্প কর্ম্মে, অথবা সংসারের প্রয়োজনীয় কুটনো বাটনা বা পানের বাটার পান সাজান প্রভৃতি অল্প পরিশ্রম সাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতেন।

প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালের নির্ম্মল বায়ু সেবন করা গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে বড়ই হিতকারক হয়। এদেশে ভদ্রবংশজা কামিনীদিগের অন্তঃপুর পরিত্যাগ করিয়া নিরাবৃত স্থানে যাইবার প্রথা নাই, এজন্য সুশীলা আপনার গোবৎসগুলী অবলম্বন করিয়া প্রতিদিন সন্ধ্যা এবং প্রাতঃ সময়ে বাটীর ভিতরকার বাগানে দড়ি ধরিয়া চরাইতেন। তাহাতে নির্ম্মল

বায়ু-সেবনের ফল তিনি অনায়াসে লাভ করিতেন, বিশেষ গোবৎসেরাও নূতন২ তৃণ ভক্ষণ করিয়া পরম-সুখী হইত। বহু কর্ম্ম থাকিলেও পূর্ব্বে তিনি অধিক রাত্রিতে কখনই শয়ন করিতেন না, গর্ভাবস্থায় এবিষয়ে তিনি আরও সাবধান ছিলেন, রাত্রি নয় ঘণ্টা না হইতে২ তিনি প্রফুল্লচিত্তে শয়ন করিয়া, যাহাতে ছয় সাত ঘণ্টা উত্তমরূপ নিদ্রা হয় এমন বিহিত চেষ্টা করিতেন।

পরমেশ্বরের প্রাকৃতিক নিয়ম-কৌশলে গুর্ব্বিণীদিগের পীড়া প্রায় বড় একটা হয় না, এমন কি অন্তঃসত্ত্বাকালে পূর্ব্বাবস্থার দুঃশাম্য পীড়াপর্য্যন্ত স্থগিত থাকিতে দেখা যায়। তাহাতে যদি কামিনীগণ মনোযোগী হইয়া তত্তৎকালের নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে পারেন, তবে তাঁহাদিগের পীড়ার সম্ভাবনা কিছুমাত্র থাকে না। বরং দিনহ তাঁহাদিগের শরীরের কান্তিবৃদ্ধি হইতে থাকে। ধর্ম্মশীলা সুশীলা সকল বিষয়ে পরিমিতাচার এবং যথাবিধি নিয়ম প্রতিপালন পূর্ব্বক কালহরণ করাতে, ক্রমে২ তাঁহার অঙ্গ-সৌষ্ঠব এবং রূপমাধুরী এমনি বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, যে তদ্দর্শনে তাহার আত্মীয় স্বজন অতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন।

চন্দ্রকুমার বাবু পত্নীর নয়মাস গর্ভ হইলে, এক দিন সন্ধ্যাকালে বৃদ্ধ পিতাকে কহিলেন, তাত! সূতিকাগৃহ নির্ম্মাণ করিবার সময় হইয়াছে, কখন্ কি হয় তাহা বলা যায় না, অতএব নিশ্চিন্ত থাকা কোন মতেই বিধেয় নহে। পুত্রের এই কথা শ্রবণ করিয়া বৃদ্ধ রসিক

কহিলেন বৎস! সুতিকাগৃহ নির্ম্মাণ তো অতি সহজ কর্ম্ম, ইহার জন্য তোমাকে এত উৎকণ্ঠিত দেখিতেছি কেন? কল্যই আমি গোটাকতক মজুর আনাইয়া বাটীর উঠানে সুতিকাগৃহের জন্য একখান চালা নির্ম্মাণ করিয়া দিব।

পিতৃবাক্যে চন্দ্রকুমার অসন্তুষ্ট হইয়া ক্ষণকাল মৌনভাব অবলম্বন করিয়া কহিলেন, তাত! কেমন আজ্ঞা করিলেন, সুতিকাগৃহ কি অতি কদর্য্য জলযুক্ত ভূমি বাটীর উঠানে নির্ম্মাণ করা উচিত? আমার বিবেচনায় ইহাতো অতি গর্হিত কর্ম্ম, এমন গৃহেতে যখন বলিষ্ঠ-দেহ মানবেরা বাস করিতে পারে না, তখন বলহীনা প্রসূতি এবং নব কুমার কখন কি সচ্ছন্দ থাকিতে পারে? পণ্ডিতদিগের মুখে আমি শুনিয়াছি, বাটীর মধ্যে যে ঘর অতি শুষ্ক ও প্রশস্ত, যাহাতে উত্তমরূপে বাতাস গমনাগমন করে, এবং যাহার ভিতর প্রয়োজন মতে উষ্ণতা বা শীতলতা সহজে উৎপাদন করা যাইতে পারে, এমত ঘরই সূতিকালয়ের উপযুক্ত স্থান। এই নিয়মের অতিক্রান্ত কর্ম্ম করিয়া প্রসূতি এবং নবপ্রসূত-সন্তান সন্ততিকে অতিকদর্য্য আর্দ্র ভূমিতে বাস করিতে দিলে বহু কষ্ট হয়। কখনং এমনও ঘটিয়া উঠে যে তদ্দ্বারা উৎকট পীড়া হইয়া তাহাদিগের প্রাণ পর্য্যন্ত বিনষ্ট হয়। পিতঃ! আপনি অনেক দেখিয়াছেন, অনেক শুনিয়াছেন, এবিষয়ে আপনকাকে আমি কি উপদেশ দিব। সেঁত-সেঁতে জলযুক্ত ভূমিতে প্রসূতিদিগকে বাস করিতে দিয়া এদেশে কতলোকের যে কত সর্ব্ব-

নাশ হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহা একবার স্থিরচিত্তে বিবেচনা করিয়া দেখুন। তাহা হইলে আপনকার পুত্রবধুর জন্য কলা আপনি বাটীর উঠানে একখান চালা নির্ম্মাণ করিতে চাহিবেন না।

সুপুত্র চন্দ্রকুমারের এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া বৃদ্ধ-বণিক অতীব সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রকুমার! সূতিকালয়ের বিষয়ে পূর্ব্বে আমার যে অশ্রদ্ধা ছিল, তাহা এখন উন্মূলিত হইল। প্রসূতি ও নব প্রসূত কুমার কুমারীদিগের বাসগৃহ যে অতি উত্তম শুষ্ক এবং পরিষ্কৃত স্থান হওয়া আবশ্যক, ইহা আমি উত্তমরূপ বুঝিতে পারিয়াছি। এখন তোমার মতে আমা-দিগের বসতবাটীর দুইখানি ঘরের মধ্যে কোন্ ঘরখানি সূতিকালয়ের উপযুক্ত তাহা বিবেচনা কর, গৃহিণীকে কহিয়া আমি সেই ঘরখানি আঁতুরঘর করিব।

চন্দ্রকুমার কহিলেন, পিতঃ বাটীর মধ্যে আমাদিগের দুইখানি বই ঘর নাই, একখানি আপনি ব্যবহার করেন, একখানি আমি ব্যবহার করি। এ দুই ঘরের একটি ঘরও সূতিকালয় হইতে পারে না, তাহা হইলে আমাদিগের বড়ই ক্লেশ হইবে। অতএব এই কর্ম্মের জন্য নূতন একখানি ঘর করা আমাদিগের আবশ্যক হইয়াছে। বিবেচনা করিয়া দেখুন, সূতিকালয় কিছু একদিনের বা একবারের জন্য নহে, ঈশ্বর করেন তো মধ্যেং উহা প্রয়োজনীয় হইতে পারে। অতএব আমার বিবেচনায় এবিষয়ের নিমিত্ত সকল গৃহস্থেরই একটি পৃথক ঘর থাকা উচিত। যদি বলেন, যে সামগ্রী নিত্য ব্যবহারের নয়, তাহার জন্য মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-

দিগের সংস্থান নষ্ট করা অবিধি। কিন্তু কি ভদ্র কি অভদ্র কি ধনী কি নির্ধন, মধ্যেং সকলেরই বাটীতে জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়-দিগের সমাগম হইয়া থাকে। নিত্য ব্যবহারের অতিরিক্ত একখানি ঘর না থাকিলে, হয় তাঁহাদের না হয় আপনাদের শয়নোপবেশন বিষয়ে বড়ই কষ্ট হয়, অতিরিক্ত উত্তম একখানি ঘর থাকিলে এ ক্লেশের সম্ভাবনা থাকে না। কারণ যে সময়ে ঐ ঘরখানি সূতিকালয়ের জন্য প্রয়োজন না হয়, সে সময়ে অন্যান্য কর্ম্ম অথবা আত্মীয়দিগের নিমিত্ত উহা ব্যবহার করিলেও মান সম্ভ্রম রক্ষা হইতে পারে।"

উপযুক্ত বিদ্বান পুত্রের কথা জনক-জননী হঠাৎ অবহেলন করেন না। অন্যের নিকট ত্রুটী প্রকাশ হইলে লোকে দুঃখিত হইয়া থাকে, কিন্তু আপনাদিগের বুঝিবার ত্রুটী যদি পুত্রের দ্বারা সংশোধিত হয়, তবে মাতা-পিতার আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। পুত্রের সুযুক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধ বণিক পুত্রবধূর সাময়িক ব্যবহার জন্য নূতন একখানি ঘর নির্ম্মাণ করিতে সম্মত হইলেন। চন্দ্রকুমার সুশীলার নিকটহইতে পঁচিশটি টাকা লইয়া তাহার আয়োজন করিতে লাগিলেন। ঘরামিরা একপক্ষের মধ্যে চারিদিকে মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া উচ্চ পোতা করিয়া দক্ষিণদ্বারী একখানি ঘর প্রস্তুত করিয়া দিল। সুবুদ্ধিমান বণিক-পুত্র ছুতার নিযুক্ত করিয়া উত্তমরূপ বাতাস খেলিবার জন্য ঐ ঘরের উত্তর দক্ষিণে চারিটি, এবং পূর্ব্ব পশ্চিমে এক একটী জানালা বসাইয়া লইলেন।

লেপা পোঁছা শেষ হইলে সূতিকালয়টী ঠাকুর-ঘর অপেক্ষাও উত্তম দেখাইতে লাগিল।

দশম মাস বহির্ভূত হইলে একদিন প্রাতঃকালে সুশীলার প্রসব-বেদনা উপস্থিত হইল, তাহার শাশুড়ী ইহা জানিতে পারিয়া সত্বর তাঁহাকে ঐ সূতিকালয়ে লইয়া গেলেন। নবপ্রসূতী গর্ভ-যন্ত্রণা কাহাকে বলে তাহার কিছুই জানিতেন না, ক্রমেং তাঁহার বেদনা অধিক হইলে, তিনি যাতনাতে অধীরা হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। প্রাণপ্রিয়া পুত্রবধূর এতদ্রূপ কষ্ট দেখিয়া তাঁহার শাশুড়ী কাতরা হইয়া সত্বর পাড়ার প্রবীণ স্ত্রীলোকদিগকে ডাকিয়া আনিলেন। তাহারা আসিয়া নানামতের নানাকথা কহিতে লাগিল, কেহ বলিল বৌমা! দাঁড়াইয়া ব্যথা খাও, বসিলে বা শুইলে তুমি প্রসব হইতে পারিবে না। কেহ বলিল মাগো-মা! ব্যথা খাওয়াকে গড়িড় করি, আমার নবগোপাল-কে গর্ভে করিয়া গ্রীষ্ম-প্রযুক্ত আমি একদিন রাত্রি-কালে দাবায় শুইয়াছিলাম, এমত সময়ে একটা কাল-পেঁচা আসিয়া আমার মাথার উপরদিয়া উড়িয়াগেল, বল্লে না প্রত্যয় যাবে, সেজন্য প্রসব হইতে আমি যে কত দুঃখ পাইয়াছি, তাহা বলিতে পারি না। পাঁচ-দিন ব্যথা খাইবার পর পেঁচাটা আর একবার আসিয়া আমার মাথা ডিঙ্গাইয়া উড়িয়া গেল, তবে আমি প্রসব হইতে পারিলাম। কিজানি চন্দ্রকুমারের স্ত্রীরও বুঝি সেই দশা ঘটিয়াছে। বারণ করিলে শুনে না, সকালে বিকালে অসাবধান হইয়া হেথা হোথা যায়, কি করিতে কি হইল তা কে বলিতে পারে।

এক স্ত্রী বলিল বোন! পেঁচার কথা বলিতেছ কি, ছয় মাস গর্ভের সময় আমি একদিন আমাদিগের উঠান ঝাঁট দিতেছিলাম, হঠাৎ একটা পুঁয়েসাপ আমার ঝাঁটার উপরে উঠিল। ঠাকুরাণী তাহা দেখিতে পাইয়া আমাকে কত তিরস্কার করিলেন, তিনি যাহা বলিলেন, তাহাই ঘটিল, সাত দিন ব্যথা খাইয়া অস্থিমাত্র সার একটি কন্যা প্রসব করিলাম। তাই বলি বোন্! গাছ-পালার প্রতি বৌমার বড়ই যত্ন, বিকালবেলা যে দিনে আমি ইহাঁদিগের বাটীতে বেড়াইতে আসি, সেই দিনেই ইহাঁকে গাছের গোড়ায় মাটি খুড়িতে বা জল দিতে দেখি। বোধ করি বাগানের ভিতর গিয়া বৌ মা কোন দিন কোন পুঁয়েসাপ মাড়াইয়া থাকিবেন, নতুবা প্রসব বেদনার জন্য এত কষ্ট পাইতেছেন কেন।

এই সকল কথা শুনিয়া এক বৃদ্ধা স্ত্রী কহিলেন, মা-গোমা! তোরা অমন অমঙ্গলের কথা কহিস্ কেন? দুদিন বেদনা হয় নাই, চারিদিন বেদনা হয় নাই, সবে মাত্র আজি প্রাতঃকাল অবধি ব্যথা খাইতেছেন, তা নিতান্তই যদি সহজে কোন মতে প্রসব হইতে না পারেন, তবে খাঁড়া-ধোয়া জল খাইতে দিব, অথবা চাটুর্য্যাদের বড় কর্ত্তার নিকট হইতে সরাপড়া আনিয়া পোয়াতিরে তাহার উপর দাঁড় করাইয়া দিব। ইহাতেও যদি কিছু না হয়, তবে বাগ্দীপাড়ার শ্রীমন্ত বাগকে ডাকিয়া আনা যাইবে, সে ব্যক্তি ঝাড় ফুঁক করিলে উপর বায়ু প্রভৃতির কোন আশঙ্কা থাকিবে না। এই সব প্রতিকার করিলে বৌমা অবশ্যই প্রসব হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ ভিন্নং স্ত্রীলোকদিগের ভিন্নং মতের কথা শুনিয়া, বুদ্ধিমতী সুশীলা নিতান্ত বিরক্তা হইয়া কহিতে লাগিলেন, ওগো! তোমরা নানা প্রকার অলীক অযৌক্তিক কথা কহিয়া আমার শাশুড়ীকে এত উৎকণ্ঠিতা করিতেছ কেন, সন্তান প্রসব করা স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহাতে ভয়ের বিষয় কিছুমাত্র নাই। গর্ভবতী স্ত্রীলোকদিগকে পরমেশ্বর রক্ষা করেন, মনুষ্যের কেবল কথাতে কিছু ফল দর্শিতে পারে না। ওগো যে সকল কল্পিত ভয়ের কথা তোমরা কহিতেছ, সে কেবল কথা মাত্র, তদ্দ্বারা বিশেষ যে কোন অনিষ্টোৎপত্তি হয় কোন মতেই আমার এমন বিবেচনা হয় না। তবে প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিলে, কি গর্ভবতী, কি বন্ধ্যা, স্ত্রীজাতি মাত্রেই দুঃখ-ভোগ করিয়া থাকে; অতএব অদৃষ্টের প্রতি দোষারোপ করা বড়ই মূর্খত্বের কর্ম্ম। প্রসব-বেদনাতে আমি এখন বড়ই ক্লেশ পাইতেছি, অধিক কথা কহিবার সামর্থ্য নাই, তোমাদের মতানুসারে এতক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া আমি এমনি বলহীনা হইয়াছি, যে, আর কিয়ৎকাল এ অবস্থায় থাকিলে আমি মূর্চ্ছাগতা হইব। তাহা হইলে বিপত্তির আর পরিশেষ থাকিবেক না। অতএব একটি কর্ম্ম কর, শীঘ্রং আমার জন্য মেজিয়াতে একটি মাদুর পাতিয়া দেহ, আমি তাহাতে শয়ন করিয়া শ্রান্তি দূর করি। আর বাটীতে যদি কিছু উষ্ণ দুগ্ধ থাকে তবে তাহা আনাইয়া আমাকে পান করিতে দেহ, দুগ্ধপান করিলে এত ক্লেশ থাকিবে না, শরীরেও বলাধান হইবে, বোধ হয় তাহাতে আমি এ বেদনায়

দারুণ ক্লেশ সহ্য করিয়া অনায়াসে সন্তান প্রসব করি-তে পারিব।

এই কথা শ্রবণ করিয়া প্রাচীনা গৃহিণীগণ সুশী-লাকে বিদ্রূপ করিয়া পরস্পর কহিতে লাগিল, ও মা কোথায় যাব, বুড়িয়া মরিতে গেলাম, বাল্যকালাবধি যে কথা আমরা শুনিয়া আসিতেছি, চন্দ্রকুমারের স্ত্রী তাহার বিপরীত কহেন। তা হলেও হবে, উনি বিদ্যা-বতী, বিদ্যা এবং বুদ্ধির বলে যে কথা বলেন, সে সকলি সম্ভব হইতে পারে, আমাদিগের মত মূর্খ স্ত্রীলোকের কথা উনি শুনিবেন কেন? তা চল বোন আমরা ঘরে যাই, আর আমাদের এ স্থানে থাকা উচিত নয়, এই কথা বলিয়া তাহারা স্ব স্ব গৃহে প্রতিগমন করিল। সুশী-লার শাশুড়ী প্রাণাধিকা পুত্রবধূর কাতরে কাতরা হইয়া শীঘ্রং সূতিকালয়ের মেঝিয়াতে একখানি মাদুর পাতিয়া দিলেন, এবং সযত্নে একবাটী উষ্ণ দুগ্ধ ও কিছু মিষ্টান্ন সামগ্রী আনিয়া তাহাকে ভোজন করিতে কহিলেন। মূর্খ স্ত্রীলোকদিগের কথাতে সুশীলা অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া বড়ই ক্লেশ পাইয়াছিলেন, এক্ষণে সুখাদ্য খাদ্য দ্রব্য সকল ভোজন করিয়া শয়ন করাতে পূর্ব্বাপেক্ষা তাঁহার শরীরে অধিক বলাধান হইল। ইহাতে তিনি প্রিয় সম্ভাষণে বৃদ্ধা শাশু-ড়ীকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, মাতঃ এখনি মরিয়া ছিলাম, আপনি আমার এইরূপ শুশ্রূষা না করিলে, বোধ হয় এতক্ষণ পর্য্যন্ত কখনই আমি জীবন ধারণ করিতে পারিতাম না।

চন্দ্রকুমার প্রেয়সী পত্নীর বিষম যাতনা দেখিয়া

নিতান্ত দুঃখিত হইলেন, কিন্তু বিপদ আশঙ্কা করিয়া কিছু মাত্র ভয় করিলেন না। ঐ ধর্ম্মশীল যুবা পুরুষ মনেং বিবেচনা করিলেন, যে পরমেশ্বরের নিয়ম কৌশলে প্রিয়তমার গর্ভসঞ্চার হইয়াছে, তাঁহারই সুনিয়মে প্রাণাধিকা সন্তান প্রসব করিয়া অবশ্যই এই বিপদ হইতে মুক্ত হইবেন, তাহাতে আবার ভাবনা কি। তিনি সকল মঙ্গলের আকর স্বরূপ, মঙ্গল সাধন বিষয়ে আমাদিগের যে চেষ্টা সে কেবল বৃথা চেষ্টা মাত্র। তথাপি এ সময়ে পত্নির যাঁহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম তাহাতে শিথিল হওয়া আমার উচিত নয়, প্রিয়তমার শুশ্রূষা জন্য বিচক্ষণ একটি উত্তমা ধাত্রী অন্বেষণ করা আমার আবশ্যক হইয়াছে। কিন্তু ধাত্রী কর্ম্মের উপযুক্তা স্ত্রী কোথায় পাই।

এদেশে যে সকল স্ত্রী এই গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্তা হয়, তাহারা সকলেই প্রায় নীচজাতীয়া, তাহাদিগের বড় একটা হিতাহিত বিবেচনা নাই, যে কর্ম্মে প্রবৃত্তা হয় তাহাও ভাল বুঝে না, তন্মধ্যে অনেকেই প্রায় দুশ্চরিত্রা। সুকোমল কুমার কুমারী বা দুর্ব্বলা প্রসূতি দিগের পক্ষে কি করা কর্ত্তব্য, বা কি করা অকর্ত্তব্য, কিঞ্চিৎ জ্ঞান না থাকিলে এমত গুরুতর ব্যাপার নিষ্পাদন করা বড়ই কঠিন বিষয়। কি পরিতাপ! এদেশে বিদ্যা বুদ্ধি ঐশ্বর্য্যবন্ত অনেক লোক আছেন, কিন্তু সকলে সমবেত হইয়া উপযুক্তা উত্তমা ধাত্রী প্রস্তুত করণের কোন উপায় করা যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কোন ব্যক্তি স্বপ্নেও এমন বিবেচনা করেন না। কুৎসিত দেশাচারের অনুরোধে নীচজাতীয় অনভিজ্ঞ এবং মূর্খ

স্ত্রীলোকদিগকে ধাত্রীকর্ম্মে নিযুক্ত করাতে যে কত স্থানে কত অনিষ্ট ঘটিতেছে, একবার তাঁহারা জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখুন, তাহাহইলে এতাদৃশ গুরু-তর বিষয়ের জন্য অবশ্যই কোন না কোন সদুপায় হইতে পারিবে। আহা! যতদিন পর্য্যন্ত কৃতবিদ্য ধনবান লোকেরা স্বদেশের দুর্নীতি বিমোচনে যত্নবান না হইবেন ততদিন এদেশের মঙ্গল হইবে না। সুতরাং তাঁহারা জন্মভূমির হিতসাধনের দ্বারা বিদ্যা এবং ধনকে যথার্থ ফলশালী করিতে না পারিলে ঈশ্বর এবং মানব জাতির সমীপে নিন্দনীয় হইবেন। এক্ষণে আক্ষেপ করিয়াই বা কি করি, যেমন কাল যেমন দেশ, গ্রামস্থ লোকেরা যে ধাত্রীকে ডাকিয়া আপনাপন সূতিকা-লয়ের কর্ম্ম নির্ব্বাহ করায়, আমি তাহাকেই ডাকিয়া আনি। সে যত জানুক বা না জানুক, আমি নিজে তাহাকে কোন্ সময়ে কি করিতে হইবে তাহা শিখা-ইয়া দিব।

এই বিবেচনা করিয়া, চন্দ্রকুমার বাবু সোনামণি হড়িকা নামে পাড়ার ধাত্রীকে ডাকিয়া আনিলেন। তখন সুশীলার প্রসব হইবার বড় একটা বিলম্ব ছিল না। তদ্দর্শনে সোনামণি পুরস্কার পাইবার প্রত্যা-শায় আস্পর্দ্ধা করিয়া আত্মগৌরব আপনিই প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিল, চন্দ্রকুমার বাবুর মা! ভয় কি, এই বয়সে আমি প্রায় দুইশত স্ত্রীলোককে প্রসব করাইয়া বিস্তর বকসিস পাইয়াছি। তিন চারি দিন ব্যথা খাইয়াও কত পোয়াতি আমার দ্বারা প্রসব হইয়াছে, একটুক স্থির কর, এখনই আমি জোর

করিয়া বৌমাকে প্রসব করাইব, পরে তুমি আমাকে যা দিবার তা দিও। চন্দ্রকুমার বাবু বাহির হইতে এ কথা শুনিতে পাইয়া, তাহাকে আপন গুণপনা প্রকাশ করিতে নিষেধ করিলেন। এবং প্রাকৃতিক নিয়মের অতিক্রান্ত কর্ম্ম করিয়া বলে প্রসব করাইলে যে কত অনিষ্টোৎপত্তি হয় তাহাও তাহাকে বুঝাইয়া দিলেন। সুতরাং ধাত্রী দ্বারে বসিয়া রহিল। পরে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে সুশীলা নির্ব্বিঘ্নে একটি সুপুত্র প্রসব করিয়া গর্ভ-যাতনা হইতে মুক্তা হইলেন।

অনন্তর ধাত্রী তত্তৎকালের করণীয় কর্ম্মসকল সমাধা করিয়া চন্দ্রকুমারের মাতাকে কহিল, ওগো ঠাকুরাণী! আমাকে কতকগুলা শুষ্ক কাষ্ঠ আনিয়া দাও, বধূমাতা বড়ই কষ্ট পাইয়াছেন, আমি কাষ্ঠ জ্বালিয়া তাঁহাকে একবার সেক তাপ দি। ইতিমধ্যে তুমি যত শীঘ্র পার ঘি-মরীচাদি ঝাল প্রস্তুত করিয়া প্রসূতিকে খাইতে দাও, তাহাহইলে ইহাঁর শরীর ঝনঝন্যা হইবে, প্রসব-বেদনার দারুণ ক্লেশ অবিলম্বে নিবৃত্ত হইবে। বাহির হইতে চন্দ্রকুমার বাবু ধাত্রীর এই সকল কথা শুনিয়া স্বীয় জননীকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন মাতঃ! প্রসব হইলেই স্ত্রীলোককে যে তাপ সেক নিতান্তই লইতে হয় প্রাকৃতিক নিয়ম এমন নহে, তবে সূতিকালয়টি যাহাতে কিছু উষ্ণ থাকে সর্ব্বতোভাবে এমন যত্ন করা বিশেষ হইয়াছে। এক পক্ষ হইল, আমি বিজয় নগরের বাজার হইতে যে সকল গুলী কিনিয়া আনিয়াছি, একটি ক্ষুদ্র গামলায় তাহার কতক গুলি তুলে আগুন দিয়া, সূতিকাগারের মধ্যে রাখিলে

দিউন, তুষের আগুনে সূতিকাগারটি উত্তম উষ্ণ থাকিবে, এবং সেকতাপ দেওয়া আবশ্যক হইলে ঐ আগুনে সে কার্য্যও সমাধা করণে কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। মাতঃ! একে তোমার পুত্রবধূ গর্ভযন্ত্রণায় বিস্তর ক্লেশ পাইয়াছেন, তাহাতে আবার কাষ্ঠের ধুম এবং অগ্নিশিখা লাগিলে তিনি বিষম যাতনা পাইবেন। অতএব এ সময়ে কতকগুলা কাষ্ঠ পোড়াইয়া ধুম এবং অগ্নিশিখার দ্বারা সদ্যোজাত শিশু ও তৎপ্রসূতিকে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। চন্দ্রকুমারের এই সকল কথা শুনিয়া ধাত্রী মৌনভাব অবলম্বন করিয়া রহিল। বৃদ্ধা বণিকা সন্তুষ্ট হইয়া একটি ক্ষুদ্র গামলায় তুষের আগুন করত সূতিকাগারের মধ্যে রাখিয়া দিলেন।

এদিকে সুশীলার দাসী ব্যস্তসমস্তা হইয়া সুঁট পিঁপুল কালজিরা প্রভৃতির সংযোগে ঝাল প্রস্তুত করিয়া উষ্ণকরত সুশীলাকে খাইতে দিল। সুশীলা মিষ্ট সম্ভাষণে নিজ দূতাকে কহিলেন, ওগো! প্রসব হইলেই প্রসূতিকে ঝাল খাইয়া যে শরীর সুস্থ করিতে হয়, প্রাকৃতিক নিয়ম সন্দর্শনে এমন অনুভব হইতেছে না। বাল্যকালে আমি একদিন পিতা মহাশয়ের নিকট শুনিয়াছিলাম, হিমালয়ের নিকটবর্ত্তী দেশে অনেক জাতি আছে, তাহাদের স্ত্রীলোকেরা প্রসব হইলে ঝাল সেক কিছুই লয় না, কেবল অঙ্গ পরিষ্কার রাখিয়া এবং দিনকয়েক যথানিয়মে ভোজন পানাদি সমাধা করিয়া আপনাদিগের শরীর সবল করে। হিমাবৃত শীতল দেশের স্ত্রীলোকেরা প্রসব

হইলে যখন সেক তাপ কিছুই না লইয়া স্বচ্ছন্দ-শরীর হয়, তখন অতি উষ্ণ বঙ্গদেশীয় কামিনীগণের জন্য যে সেক তাপ নিতান্ত প্রয়োজনীয়, কোনমতেই আমার এমন বিবেচনা হয় না। বাছা! যাদের এখন আবশ্যক নাই, তুমি শীঘ্র আমার জন্য এক হাঁড়ী ঈষদুষ্ণ জল প্রস্তুত করিয়া ধাত্রীকে আনিয়া দেহ। ধাত্রী ঐ জলদ্বারা আমার এবং আমার প্রসূত বালকের শরীর পরিষ্কার করিয়া দিবে। রক্তক্লেদাদি দূরীভূত হইলে আমাদের শরীরে স্ফূর্ত্তি হইবে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। আর একটি কর্ম্ম কর, তুমি বাবুকে কহিয়া আমার নিমিত্ত খানকয়েক পুরাতন ধৌত-বস্ত্র বাহির করিয়া রাখ, দিনেক দুই দিন অন্তর আমাকে বস্ত্র পরিত্যাগ করিতে হইবে, বিশেষ আমার শিশু সন্তানটির জন্য সর্ব্বদাই ধৌতবস্ত্রের আবশ্যক, কারণ এ সময়ে মলিন থাকিলে নানা ব্যাম্বোহ ঘটে। সুশী-লার আদেশানুসারে ভৃত্য তত্তৎকালের আবশ্যক দ্রব্য সকল আনয়ন করিলে, ধাত্রী যথোপদিষ্ট ব্যবহার করিয়া প্রসূতি এবং প্রসূত বালকের শুশ্রূষা করিতে লাগিল। বিদ্যাবতী সুশীলা কখন্ কি করিতে হইবে তাহা তাহাকে শিখাইয়া দিতে লাগিলেন।

সুশীলা এবং চন্দ্রকুমার সূতিকাগারের কর্ম্ম সকল এইরূপ নূতন নিয়মে নির্ব্বাহ করিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা মনেং অসন্তুষ্টা হইয়া প্রিয় পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস চন্দ্রকুমার! বাল্যাবস্থাবধি যে সকল কর্ম্ম দেখিয়াং আমরা বৃদ্ধ হইলাম, তোমরা এখন তাহার বিপরীত করিতেছ! বাছা দেখ না

লইয়া প্রসূতি যে ভরিয়া উঠে, এত বয়স হইল আমি কস্মিন্‌কালে কোথাও শুনি নাই, তা বাবা! যা কর বা না কর, যাহাতে আমার লক্ষ্মীরূপা বধূমাতা এবং প্রাণতুল্য কুমারটি স্বচ্ছন্দশরীর হয়, তাহা হইলেই হইল। দেখো, যুবা পুরুষ উদ্ধত বুদ্ধি বলিয়া লোকে যেন তোমার নিন্দা না করে।

জননীর মুখে চন্দ্রকুমার এই সকল কথা শুনিয়া করযুটে নিবেদন করিলেন, মাতঃ! প্রিয়তমা বা প্রাণ-প্রিয় অমূল্য রত্নস্বরূপ সন্তানটির যাহাতে অনিষ্ট হয় আমি কিসে কর্ম্ম করিতে পারি? আপনি মনে করিতেছেন আমরা স্বমতে এ কর্ম্ম করিতেছি, কিন্তু তাহা নয়, বহুদর্শী কৃতবিদ্য চিকিৎসকদিগের যথার্থ মতই এই। সেক তাপ অবলম্বন করিলে যত অনিষ্টোৎপত্তি হয়, আর, তাহা না করিয়া প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বনে যে সুফল ফলিয়া থাকে তাহার একটি দৃষ্টান্ত বলি শুনুন।

কলিকাতা মহানগরে সিমুলীয়া গ্রামে শ্রীযুক্ত বাবু জনার্দ্দন সাহা নামে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করেন। তাঁহার সর্ব্বসুলক্ষণযুক্তা অতি প্রিয়তমা পরম সুন্দরী এক ধর্ম্মপত্নী ছিলেন। কয়েক বৎসর গত হইল তাঁহার ঐ ভার্য্যা বর্ষাকালে একটি সুসন্তান প্রসব করেন। তাহাতে জনার্দ্দন বাবু আত্মীয় পরিবারদিগের মতানুসারে দেশীয় রীতি অবলম্বন করত সেক তাপ বাল প্রভৃতি সকলই ব্যবহার করান। আর, বাটীর উঠানের অতি কদর্য্য আর্দ্র-স্থানে একটি মৃত্তিকালয় নির্ম্মাণ করাইয়া তন্মধ্যে প্রসূতি এবং প্রসূত বালককে বাস

করিতেও দিয়াছিলেন। আহা! এই কুপ্রথাদ্বারা এ দেশে প্রায় পুত্রবতী স্ত্রীলোক মাত্রেরই যে সূতিকার ব্যামোহ হয়, ঐ যুবা পুরুষ কৃতবিদ্য হইয়াও এমন বিবেচনা করিলেন না। বড় মানুষের স্ত্রী, বড় মানু-ষের কন্যা, চিরকাল সুখভোগে কালযাপন করিয়াছেন, এক সপ্তাহ ঐ কদর্য্য স্থানে বাস এবং কদর্য্য সামগ্রী আহার ও সেবন করিতেই তাঁহার উৎকট পীড়া হইল। প্রিয়তমার দারুণ পীড়া দেখিয়া জনার্দ্দন বাবু নিতান্ত দুঃখিত হইয়া সূতিকালয়ের চিকিৎসা করে এমন অনেক কবিরাজ আনাইলেন, কিন্তু কাহারও দ্বারা কোন উপকার না হওয়াতে অবশেষে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী সুচিকিৎসক শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দচন্দ্র গুপ্তকে লইয়া গেলেন।

বিজ্ঞবর গোবিন্দ বাবু সূতিকালয়ের ভিতর প্রবেশ করিয়া প্রসূতির অবস্থা এবং তথাকার ভয়ানক ভাব অবলোকন করত অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া জনা-র্দ্দন বাবুকে কহিলেন, বন্ধো! তুমি কৃতবিদ্য পুরুষ হইয়া কোন্ বিবেচনায় এমন কোমলাঙ্গী যুবতী এবং সুকোমল কুমারটীকে এরূপ অবস্থায় রাখিয়াছ, মনু-ষ্যের কথা দূরে থাকুক, বাটীর বিড়াল কুক্কুরী প্রসব হইলেও তাহাদিগকে এরূপ অবস্থায় রাখা কর্ত্তব্য নয়। ভাই! এইরূপ রীতি আমাদিগের দেশের অনেক অনর্থের মূল কারণ হইয়াছে, এই রীতি অবলম্বন করিয়া আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা যে গর্ভযন্ত্রণা ...ত মুক্ত হয়, এবং প্রসবান্তে একবিংশতি দিব-...স সূতিকালয় হইতে বাহির হইয়া যে সুস্থ-

শরীর হয়, সে কেবল পরমেশ্বরের অসীম দয়ার গুণ মাত্র, তাহাদিগের পথ্য এবং সেবা শুশ্রূষার সুনিয়ম পর্য্যালোচনা করিলে, কোন মতেই আমাদের বোধ হয় না যে তাহারা এ যাত্রা জীবন ধারণ করিতে পারিবে। তা যাহা হউক, যা হবার তা হইয়াছে, তোমার স্ত্রীকে যেরূপ পীড়িতা দেখিতেছি, ইনি এ যাত্রা যে রক্ষা পাইবেন কোন মতেই আমার এমন বিবেচনা হয় না। এখন পরমেশ্বরের হাত, তবে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আশ। তুমি একটি কর্ম্ম কর, দোতালার উপরে তোমার যে ঘরটিতে উত্তমরূপ বায়ু বহন হইয়া থাকে, সেই ঘরে এই প্রসূতি এবং প্রসূত বালককে সুপরিষ্কৃত একটি উত্তম শয্যায় শয়ন করাইয়া রাখ। এবং আমি যে ঔষধের বিধান করিতেছি, এই ঔষধ প্রতি ঘণ্টায় এক একবার ইহাকে খাইতে দিও। ইহাতে যদি রোগের শান্তি হয় তবে কল্য আমাকে সংবাদ করিও আমি প্রাতঃকালেই আসিয়া দেখিব।

জনার্দ্দন বাবু তখন চিকিৎসকের অনুমতানুসারে প্রিয়তমা ভার্য্যার বাস ঔষধ এবং পথ্যের সুবিধান করিলেন বটে, কিন্তু পূর্ব্বে অতি কদর্য্য সেঁতসেঁতা ভূমিতে বাস, তাজা চিঁড়া প্রভৃতি কুপথ্যাহার, ঔষধরূপে অপক্ক মাস গ্রহণ এবং প্রজ্বলিত অগ্নিতে অসহ্য সেকতাপ দেওনদ্বারা রোগ এমনি প্রবল হইয়াছিল, যে কোনমতে সে যাত্রা তাঁহার ধর্ম্মপত্নী রক্ষা পাইলেন না। সেই রাত্রিতেই ঐ কোমলাঙ্গী যুবতীর প্রাণ বিয়োগ হইলে, তাহার পতি বংশরোনাস্তি

মনস্তাপ প্রাপ্ত হইলেন। পয়ন্তু যথাবিহিত প্রতিপালন করিয়া বালকটির শুশ্রূষা করাতে তাহার প্রাণ রক্ষা হইল, সে এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক হইয়াছে। অবিবেচনা হেতু প্রিয়তমার প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, এই আক্ষেপ জনার্দন বাবু এখনও করিয়া থাকেন।

এই ঘটনার কয়মাস পরে জনার্দন বাবুর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দনারায়ণ সাহার ধর্ম্মপত্নী একটি সুসন্তান প্রসব করেন। সাহা বাবুরা একবারকার বিপত্তিতে চেতনা পাইয়াছিলেন, সুতরাং এবারে তাঁহারা দেশীয় কুৎসিত রীতি অবলম্বন করিলেন না। দোতালার উপরে তাঁহাদিগের যে ঘরটিতে উত্তমরূপ বায়ু সঞ্চালন হয়, তাঁহারা সেই ঘরে প্রসূতি এবং প্রসূত বালককে রাখিয়া, সতত যাহাতে তাহারা সচ্ছন্দ থাকিতে পারে এমত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। প্রসব হইবামাত্র বাটীর ডাক্তর গোবিন্দ বাবুকে ডাকিয়া আনিলে, তিনি বালক এবং তাহার গর্ভধারিণীকে দেখিয়া জনার্দন বাবুকে কহিলেন, বন্ধো! জনার্দন বাবু! এবারে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি যে, অবস্থায় প্রসূতি এবং প্রসূত বালককে রাখিয়াছ, ইহাতে কোন ব্যামোহ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। তৎশ্রবণে সাহা মহাশয় প্রফুল্লচিত্তে চিকিৎসককে কহিলেন, ভাই! বাঙ্গালীমতে ঔষধ পথ্য যদি না দেওয়াই মত হইল, তবে তুমি এবিষয়ের কোন প্রতিবিধান কর। গুপ্ত বাবু সহাস্য বদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, কাকী! এবিষয়ের কোন বিশেষ ঔষধ বা বিশেষ পথ্য নাই, পশুপক্ষী কীট পতঙ্গগণ প্রসবান্তর কি ঔষধ এবং কি পথ্য

খাইয়া জীবন-ধারণ করিয়া থাকে? তবে সুযুক্তি মতে আমি তোমাকে কয়েকটি উপদেশ দিতেছি শুন, তুমি ধাত্রীকে কহিয়া যাহাতে তাহা সুসম্পন্ন হয় এমন বিশেষ সচেষ্টিত হইও।

প্রসবের পর স্ত্রীলোকদিগের কিঞ্চিৎ উষ্ণ থাকা আবশ্যক, অতএব উষ্ণ রাখিবার নিমিত্ত তুমি প্রসূতি এবং শিশুটির গাত্রে এক একটি ফ্লানেলের আংরাখা দিও। ইহাদিগের পরিধেয় বস্ত্র এবং শয্যাটি যাহাতে সর্ব্বদা পরিষ্কৃত থাকে এমন যত্ন করিতে তুমি কোন মতেই ত্রুটী করিও না। কতকগুলি গুলের আগুন সূতিকালয়ের এক কোণে যেন সমস্ত রাত্রি রহে। প্রসব হওয়া স্ত্রীলোকদিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম, ইহা পীড়া নহে যে ঔষধ খাইতে হইবে। কেবল রক্ত ক্লেদাদি শীঘ্র দূরীভূত করিবার নিমিত্ত একটি উপায় বলিয়া দি, তুমি কতকগুলি গোমের ভুষি আনাইয়া অগ্নি সংযোগ দ্বারা তাহা সিদ্ধ করত দুই তিন দিন একএকটি প্রলেপ প্রস্তুত করাও, এবং ধাত্রী দ্বারা ঐ পটি খানি উত্তমরূপ করিয়া প্রসূতির নাভীর অধোভাগে বাঁধিয়া দাও, তাহা হইলে উঁহার গর্ভবেদনা আর কিছুমাত্র থাকিবে না। পথ্যের কথা কি বলিব, দিন কয়েক গুরুপাক সামগ্রী প্রসূতিকে তোমরা কোন মতেই খাইতে দিও না, যে সকল সামগ্রী পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয়, এমন সামগ্রী বিবেচনা করিয়া উঁহার আহারের বিধান করিবে।

এই সকল উপদেশ প্রদান করিয়া বিজ্ঞবর গোবিন্দ

বাবু নিজ নিকেতনে প্রতিগমন করিলেন। জনার্দ্দন বাবুর পরিবারগণ বিশেষ মনুবান হইয়া তাঁহার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিল। তিনি সপ্তাহ প্রসূতিকে সূতিকাগৃহে রাখিয়া প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে তাঁহার উপযুক্তরূপ সেবা শুশ্রূষা করাতে, তাঁহার রূপমাধুরী লাবণ্যাদির এমনি পরিবর্ত্ত হইল, যে ইতিপূর্ব্বে তিনি যে প্রসব হইয়া ক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন কেহ অনুভব করিতে পারিল না। প্রসূতি সুসন্তানটিকে ক্রোড়ে করিয়া সূতিকালয় হইতে বহির্গতা হইলে, পাড়ার অন্যান্য স্ত্রীলোকগণ তাঁহাদের অবস্থা দেখিয়া মনেং বিবেচনা করিল, প্রসবানন্তর প্রায় তাবৎ স্ত্রীলোকেই শীর্ণকায় হইয়া অস্থিচর্ম্মাবশেষ হয়, দিন কয়েক সকলই যেন পুস্পবর্ণ দেখে, রাত্রিকালে অনেকেই তো কিছুই দেখিতে পায় না, সূতিকালয়ের সঙ্গেং প্রায় সূতিকার ব্যামোহ ঘটে। তবে কেমন করিয়া মুকুন্দ বাবুর স্ত্রীর এমন অবস্থা হইল? অতএব প্রশ্ন জিজ্ঞাসা দ্বারা তাহারা সবিশেষ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া বুঝিতে পারিল, যে, আক সেক ও কদর্য্যস্থানে বাস, এই সকল বিপত্তির মূল কারণ, এই কদর্য্য নিয়ম অবলম্বন করাতে এদেশের স্ত্রীলোকগণ বহু কষ্ট পায়। সেই অবধি শুদ্ধ যাহা মহাশয়দিগের বাটীতে নয়, তাঁহাদের জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়দিগের বাটীতেও দেশীয় প্রথায় সূতিকালয়ের কর্ম্ম সকল একেবারে উঠিয়া গিয়াছে। তাঁহারা জগদীশ্বর স্থাপিত স্বাভাবিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রসূতি এবং প্রসূত সন্তানদিগের সেবা শুশ্রূষা করেন, একনা সূতিকালয় সংক্রান্ত তাঁহাদিগের কোন বিপদই ঘটে

না। এক্ষণে ঈশ্বরের কৃপায় জনার্দ্দন বাবুর দ্বিতীয় বার বিবাহিত স্ত্রীর তিন চারিটি সন্তান, এবং মুকুন্দ বাবুর পাঁচ ছয়টি সন্তান সন্ততি হইয়াছে। ডাক্তার ডাকিতে হয় না, কোন ঔষধ খাওয়াইতেও হয় না, গোবিন্দ বাবু যে সকল নিয়ম বলিয়া গিয়াছিলেন, শিক্ষিতা ধাত্রী সেই সকল নিয়মে বালক বালিকা এবং প্রসূতিদিগের সূতিকালয়ের কর্ম্ম করে বলিয়া কোনবার তাহাদিগের কোন অনিষ্ট ঘটে নাই।

চন্দ্রকুমার প্রভৃতি কর্ম্ম বিষয়ে এই সত্য উপাখ্যানটি কহিলে, তাঁহার বৃদ্ধা মাতা অতীব সন্তুষ্টা হইলেন। আপনাদের মতে পুত্রবধূর সূতিকালয়ের কর্ম্ম নিষ্পাদনে আর তাঁহার ইচ্ছা হইল না। চন্দ্রকুমার এবং সুশীলা ধাত্রীকে যেমন২ কর্ম্ম করিতে কহিলেন, ধাত্রী সেইরূপ করিতে লাগিল, ইহাতে বণিক বণিকা বৃদ্ধয় কিছুমাত্র আপত্তি বা অসম্মতি প্রকাশ করিলেন না। সূতিকালয় অতি অপবিত্র স্থান এই কুসংস্কার এদেশের লোকের বহুকাল পর্য্যন্ত আছে এজন্য তথাকার কর্ম্ম সকল প্রায় নীচজাতীয় স্ত্রীলোকদিগের দ্বারা নিষ্পাদিত হয়, পরিবারের মধ্যে কেহই তন্মধ্যে সহজে প্রবেশ করে না। যে সন্তান রক্ষা হইলে বংশ রক্ষা হইবে, ভূমিষ্ঠ হইবার ভয়ে বাটীর কর্ত্তা কর্ত্রী এক বারও তাহাকে স্পর্শ করিতে চাহেন না। কিন্তু বিদ্যাবতী সুশীলার সদুপদেশ দ্বারা এ ভ্রম ঐ বণিকপরিবারের মধ্যে একপ্রকার দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার শাশুড়ী দিবারাত্রির মধ্যে দশ পনের বার সূতিকালয়ে যাইয়া প্রসূতি এবং প্রসূত বালকের তত্ত্বাবধান করি-

তেন। তাঁহার দাসীর গৃহকর্ম্ম এবং গোরুগুলির সেবা করিতে অনেক সময় ব্যয় হইত বটে, কিন্তু অবকাশ পাইলেই সে স্বীয় প্রিয়ভাষিণী কর্ত্রীর নিকটে যাইয়া তাঁহার অভীষ্ট সাধন করিত। সন্ধ্যার পর প্রতিদিন চন্দ্রকুমার নিত্যকর্ম্ম সমাধা করণানন্তর সূতিকালয়ের দ্বারে বসিয়া অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রিয়তমা ভার্য্যার সহিত কথোপকথন করিতেন, ইহাতে পাড়ার অন্যান্য মূর্খ স্ত্রীলোক সকল দম্পতির প্রকৃতানুরাগ এবং যথার্থ আন্তরিক স্নেহ দেখিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইত।

এইরূপে প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিয়া সুশীলার সেবা শুশ্রূষা করিতেং তিন সপ্তাহ গত হইল। ঔষধ ঝাল সেক তাপাদি কিছুই দিতে হইল না, পারিপাট্যপ্রিয়া পরিচ্ছন্না সুশীলা সুকুমারকে ক্রোড়ে লইয়া নিয়মিত সময়ে পরিষ্কৃতাবস্থায় সূতিকালয় হইতে বহির্গতা হইলেন। স্বাভাবিক নিয়ম অবলম্বন দ্বারা তাঁহার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। বরং অঙ্গসৌষ্ঠব বিলক্ষণ হইয়াছে। ইহা দেখিয়া বিজয় নগরের আরং গৃহিণীগণ আপনাপন পরিবার মধ্যে ক্রমে সেক তাপাদি উঠিয়া দিয়া, পুত্রবধূ এবং কন্যাদিগের প্রসবান্তে কেবল ঐ নিয়ম অবলম্বন করিল। প্রসবানন্তর গর্ব্বিণীগণ যে সকল অসহ্য যন্ত্রণা পায় সুশীলার দৃষ্টান্তানুসারে তাহা একপ্রকার বিজয় নগর গ্রামে ভদ্র পরিবারের মধ্যে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

তৃতীয় অধ্যায়।

সুশীলার পুত্র প্রিয়ম্বদের বাল্য-প্রতিপালন, অন্নপ্রাশন, এবং শিক্ষা বিধানের নিয়ম।

বংশে সন্তান সন্ততি জন্মিলেই যে বংশ রক্ষা হয় এমন নয়, শৈশবাবস্থায় সেই সন্তানদিগকে যথা-নিয়মে প্রতিপালন করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করিতে পারিলে, এবং প্রথমাবস্থা হইতে ক্রমেং তাহাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উন্নতি সাধন করিয়া তাহাদিগকে গুণবান্ এবং ঈশ্বরপরায়ণ করি-তে পারিলে, তবে বংশ এবং দেশ উজ্জ্বল হয়। পিতা-মাতার আয়াসসাধ্য আন্তরিক যত্ন ব্যতিরেকে এতাদৃশ গুরুতর কর্ম্ম কখনই নিষ্পন্ন হইতে পারে না, তাঁহাদিগের সম্যক চেষ্টা এবিষয়ে নিতান্ত আবশ্যক করে। যে পিতা-মাতা হইতে আমরা অমূল্য মানব-দেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেই পিতা-মাতা হইতেই আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি হয়। পুষ্টিকর খাদ্যাদিদ্বারা বাল্যাবস্থা হইতেই শরীর যেরূপ বলিষ্ঠ এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকে, ক্রমশঃ বিদ্যা ধর্ম্ম নীতি এবং সদুপদেশ শিক্ষাদ্বারা বাল্যকাল পর্য্যন্তই বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত হয়। মহামান্য পুরুষ এবং স্ত্রীলোকদিগের জীবনচরিত পাঠ করিয়া দেখিলে এবিষয়ে আর কোন সংশয় থাকে না। তদ্দ্বারা আমরা বিশেষ উপলব্ধি হই, যে পরমেশ্বর তাহাদিগের প্রতি অসীম করুণা প্রকাশ করিয়া উত্তম

জনক জননী উত্তম আত্মীয় বা উত্তম স্বজন প্রদান করিয়াছিলেন। বাল্যকালে ইহারা ঐ মহাপুরুষ বা স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যা এবং ধর্ম্মোপদেশ না দিলে, লোক-সমাজে কখনই তাঁহারা যশস্বী হইতে পারিতেন না।

এদেশে প্রচলিত একটি দৃষ্টান্ত কথা আছে, বোধ হয় তাহা সকলেই জানেন, "পিতা মাতা হয়তো সন্তানের পরম শত্রু, নতুবা পরম মিত্র" সুক্ষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে এই দৃষ্টান্ত হইতে আমরা যে কত সদুপদেশ প্রাপ্ত হই তাহা লিখিয়া উঠা যায় না। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, যে জনক জননী সন্তান সন্ততির শুদ্ধ শরীর রক্ষার্থ বিশেষানুরাগ প্রকাশ করেন, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জিত করণ বিষয়ে শৈথিল্য-ভাব দেখাইয়া যত্ন প্রকাশ করেন না, তাঁহারাই তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির পরম শত্রু। আর যাঁহারা ঈশ্বরের আজ্ঞা বোধ করিয়া বাল্যকালাবধি আপন আপন সন্তান সন্ততিদিগকে যথা-নিয়মে প্রতিপালন করত ক্রমশঃ তাহাদিগের কোমল অন্তঃকরণে বিদ্যা জ্ঞান এবং ধর্ম্মের বীজ স্থাপন করেন, আর এবিষয়ে শৈথিল্যভাব বা অননুরাগ প্রকাশ করিলে ঈশ্বর আমাদিগকে বিশেষ দণ্ড দিবেন, ধর্ম্মশীলা সুশীলার ন্যায় যাহারা এমন বোধ করেন তাঁহারাই তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততির পরম মিত্র।

এদেশে শৈশবাবস্থায় বিস্তর বালক বালিকা যে অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়, পিতামাতার প্রতিপালনের দোষ তাহার একটি প্রধান কারণ হইয়াছে। এসংসারে যে সকল লোক অধার্ম্মিক এবং অসচ্চরিত্র

হইয়া ঈশ্বর এবং মানবজাতির সমীপে নিন্দনীয় হই-য়াছে এবং হইতেছে, পিতা মাতার অনমোযোগ এবং কুদৃষ্টান্ত তাহার মূল কারণ। আহা! এমন পিতা মা-তার ঔরসজাত না হইয়া যদি ঐ সকল বালক বালি-কার জন্ম না হইত, তবে এ সংসারের যে কত মঙ্গল হইত তাহা বলিয়া উঠা যায় না। আহা! দুর্বৃত্ত জনক-জননী এবং তজ্জাত দুঃশীল বালক বালিকা-দিগকে যেদিন পরম নিয়ামক পরমেশ্বরের নিকটে আপন আপন কর্ম্মের হিসাব দিতে হইবে, সেদিন কি ভয়ানক দিন! দুশ্চরিত্র পিতামাতারা ইহা একবার অনুধাবন করিয়া দেখুন। এই দুর্নীতি বিমোচন করিবার আশয়ে জগদ্বিখ্যাত ধার্ম্মিকাগ্রগণ্য সলিমান রাজা লিখিয়াছেন, "বাল্যকালে সন্তান সন্ততিদিগকে এমন শিক্ষা দাও এবং এমন সৎপথ দেখাও, যেন বয়ঃস্থ হইলে তাহারা সে শিক্ষার ফল ভোগ করিতে পারে, এবং জনকজন-নীর দর্শিত সৎপথ ছাড়িয়া কদাপি অন্য পথে না যায়, এবিষয়ে অশ্রদ্ধা এবং শৈথিল্য-ভাব প্রকাশ করিয়া যে পিতা মাতা বালক বালিকাদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেন, ঐ বালক বালিকারা তাঁহাদিগের লজ্জা ও নিন্দার সোপান হইয়া উঠে"। ধর্ম্মশীল ভূপাল মহাশয়ের এই উপদেশ-বাক্যটি যথার্থ, বাল্যকালাবধি মানবদিগকে সৎপথাবলম্বী না করিলে, ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহারা দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। তাহারা কেবল নিজেই আপন আপন অসৎ কর্ম্মের ফল ভোগ করে এমন নয়, যাব-জ্জীবন পিতা মাতাদিগের লজ্জা এবং নিন্দার কারণ

হইয়া তাঁহাদিগকেও চিরকাল অসুখী করে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা স্বীয় গর্ভধারিণীর ন্যায় এই উপদেশের যথার্থ সারগ্রাহিণী হইয়া আপন সন্তান সন্ততিদিগের প্রতিপালন এবং শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন। তিনি এবং তাঁহার সচ্চরিত্র স্বামী যে নিয়মে এই গুরুতর বিষয় নিষ্পাদন করিয়া বিজয়নগরের ভদ্রসমাজে যশস্বী হইয়াছিলেন, বঙ্গদেশীয়া যুবতীদিগের উপকারার্থ তাহার সংক্ষেপ বিবরণ লিখি। এক্ষণে পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা এই, যেন এই যুবতীর উপাখ্যানটি পাঠ করিয়া, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ যুবতীগণ তাহার ন্যায় আপন পুত্র কন্যাদিগের শিক্ষা বিধান এবং শরীর রক্ষণাবেক্ষণ করিতে সমর্থ হয়েন।

সহস্র কর্ম্ম থাকিলেও সুশীলা কোমলাঙ্গ আত্মজদীর নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন, দাসী বা বৃদ্ধা-শাশুড়ীর উপর নির্ভর করিয়া তিনি কখনই সুস্থির থাকিতেন না। বঙ্গদেশীয় অনেক স্ত্রীলোক সুবিবেচনার অভাবে শিশুদিগকে ঘুম পাড়াইয়া তাহাদের গাত্রে কতকগুলা অসম্ভব বস্ত্র এবং দুই তিনখান ছোট২ কাঁথা ঢাকা দিয়া রাখে। অধিক উষ্ণতা বা অধিক শীতলতা দ্বারা সুকুমার শিশুদিগের যে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইবে, তাঁহারা ভ্রমক্রমেও এমন অনুভব করেন না। দোলায় শুয়াইয়া ভারি বস্ত্রে আবৃত ঐ ক্ষুদ্র-শিশুটীকে কিয়ৎক্ষণ না দোলাইতে২ সে ঘর্ম্মার্দ্র কলেবর হইয়া কখন২ বিষম যাতনায় চিৎকার করিয়া উঠে। কখন বা গাত্রস্থিত নেকড়াগুলির মধ্যে ভিজাইয়া

ফেলে, তথাচ নিদ্রাভঙ্গ হয় না, তাহাতে ঘাম সকল তাহার শরীরে বসিয়া যায়। পরে নিদ্রাভঙ্গ হইলে মাতা যখন শিশুটিকে দোলাহইতে তুলিয়া তাহার গাত্রস্থিত সমুদায় বস্ত্র উন্মোচন করিয়া একেবারে নগ্ন-শরীর করেন, তখন বাহিরের নির্ম্মল শীতল বায়ু তাহার গাত্রে লাগিতে থাকে। অধিক উষ্ণতার পর অধিক শীতলতা বালকের অঙ্গস্পর্শ করিলে, তদ্দ্বারা তাহার কফ কাসী উদরাময় প্রভৃতি নানা ব্যামোহ হয়। বিদ্যাবতী সুশীলা এ বিষয়ে অত্যন্ত সাবধান ছিলেন, কি নিদ্রা কি জাগ্রদবস্থা কখনই তিনি তাঁহার পুত্রের গাত্রে ভারি অসুক্ষ্ম বস্ত্র দিতেন না, গর্ভাব-বস্থায় স্বহস্তে সেলাই করিয়া তিনি যে সকল ক্ষুদ্রং চিলা পিরাণগুলীন প্রস্তুত করিয়া ছিলেন, সর্ব্বদা তাহার এক একটী ধৌত পিরাণ আত্মজের গাত্রে দিয়া রাখিতেন। ইহাতে অধিক উষ্ণতা বা অধিক শীত-লতা দ্বারা কোমলাঙ্গ সুকুমারটীর স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হইত না, ঈষদুষ্ণ এবং পরিষ্কৃতাবস্থায় থাকাতে বালক নিরন্তর সচ্ছন্দ-শরীর থাকিত।

ইংলণ্ডীয় ধনাঢ্য লোকদিগের রীতি দেখিয়া এদে-শের অনেক ঐশ্বর্য্যবন্ত লোক পরিবারস্থ প্রসূতিদিগের দ্বারা ক্ষুদ্রং শিশু সন্তানদিগকে স্তন্যপান করান না, অন্য স্ত্রীলোক নিযুক্ত করিয়া স্তন্যপান করাইয়া থাকেন। সুশীলা এরূপ রীতিকে অত্যন্ত কদর্য্য রীতি বোধ করিয়া কহিতেন, অপর রমণীদিগের দুগ্ধ পান করিয়া বালক বালিকাদিগের যে প্রাণ রক্ষা হয়, পরম নিয়ামক পরমেশ্বরের স্বাভাবিক নিয়ম দর্শনে এমন

বোধ হইতেছে না। যে যাহার নিজ২ সন্তানদিগকে স্তন্য পান করাইলেই ভাল হয়, ইহা না করিয়া ঈশ্বরের নিয়মাতিক্রান্ত কর্ম্ম করিলে, ভবিষ্যতে বালক বালিকাদিগের জ্ঞান বুদ্ধি ও ধর্ম্ম-প্রবৃত্তির অনেক হানি জন্মে। এই সংস্কার তাঁহার অন্তঃকরণে দৃঢ়তর ছিল। একন্য অন্য কোন গর্ব্বিণী তাঁহার বাটীতে আসিয়া আদর করিয়া তাঁহার পুত্রটিকে স্তন্যপান করাইতে চাহিলেও, তিনি করাইতে দিতেন না, নানা কর্ম্মে ব্যস্ত থাকিলেও সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আপনিই স্তন্যপান করাইতেন। আর সময়ে ২ তিনি বালকটিকে গাভীদুগ্ধ পান করিতে দিতেন বটে, কিন্তু অতি উষ্ণ বা গাঢ় দুগ্ধ খাওয়াইলে, ক্ষুদ্র২ শিশুদিগের যে স্বাস্থ্যের ব্যাঘাত হয়, ইহা তাঁহার উত্তম উপলব্ধি ছিল। একনা গাভী দোহন হইলেই তিনি সেই কাঁচা দুগ্ধ প্রাণাধিক নবকুমারকে পান করাইয়া দিতেন। স্তন্য-পান দ্বারা তাহার ক্ষুধা নিবৃত্তি হইলে গাভীদুগ্ধ সহসা তিনি ব্যবহার করিতেন না, যখন না করিলে নয় তাঁহার এমন বোধ হইত, তখন একএক ঘন্টা বিলম্বে একটুক একটুক ঈষদুষ্ণ দুগ্ধ পান করাইতেন, একেবারে বালকের উদরপূর্ণ করিয়া তিনি কখনই গাভী দুগ্ধ দিতেন না।

কফ কাসী বা অন্য কোন রোগ হইলে তিনি সাবধান হইয়া যাহাতে শিশুটির কোষ্ঠবদ্ধ না হয়, এমন সদুপায় করিতেন, স্তন্য দুগ্ধ ব্যতিরেকে সে সময় তাহার আর অন্য কোন আহার দিতেন না। উহাতে ক্ষুধা নিবৃত্তি না হইলে, যত দিন সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য

না হয় তত দিন এরারুট বা সাগুর মণ্ড করিয়া এক একটুক পথ্য দিতেন।

অল্পবয়স্ক শিশুগণ ক্রন্দন করিয়া উঠিলেই এদেশীয় অনেক স্ত্রীলোক তাহাদিগকে ক্ষুধিত বোধ করিয়া আহার প্রদান করেন, কিজন্য বালক কাঁদিয়া উঠিল, তাহার কিছুই বিশেষ অনুসন্ধান করেন না। সুশীলা তদ্বিপরীতাচার করিতেন। বিশেষ কোন অসুখ না হইলে শিশুরা ক্রন্দন করে না। এই বিবেচনা করিয়া তিনি অগ্রে ক্রন্দনের কারণ বুঝিতেন, পরে তত্তৎ কালের যাহা২ প্রয়োজনীয় কর্ম্ম তাহা সমাধা করিতেন। বালকটির ঘুমাইতে ইচ্ছা নাই, এমন বোধ হইলে, তিনি নিজে সচ্ছন্দ হইবার নিমিত্ত কখনই তাহাকে যত্ন করিয়া ঘুম পাড়াইতেন না। ঐ বুদ্ধিমতী যুবতী আপন দাসীকে সর্ব্বদাই বলিতেন, ওগো উঁড়িবৌ! শিশুটির যাহা প্রয়োজন তাহাতে বিশেষ মনোযোগ কর, এবং যাহাতে সে সচ্ছন্দ থাকিতে পারে এমন বিশেষ যত্ন পাও। তাহাহইলে আপনা আপনি স্বভাবতঃ তাহার উত্তম নিদ্রা হইবে। অহিতকর অনর্থক যত্ন করিয়া তাহাকে ঘুম পাড়াইতে হইবে না।

বালকদিগকে ধৌত বা স্নান করাইয়া দিবার সময় তাহারা প্রায় ক্রন্দন করিয়া থাকে, এজন্য অনেক রমণী স্নেহ প্রকাশ করিয়া প্রতিদিন শীতল জলদ্বারা তাহাদিগের অঙ্গ পরিষ্কার করেন না। সুশীলা এরূপ স্নেহকে বড় একটা হিতকর স্নেহ বোধ না করিয়া, কাঁদিলেও সুশীতল বারিদ্বারা আপন পুত্রের অঙ্গ ধৌত করিতেন। ইহাতে তাঁহার শাশুড়ী বিরক্তা হইয়া

কখনং তাঁহাকে নিষেধ করিতেন বটে, কিন্তু তিনি তাহা না শুনিয়া মিষ্ট সম্ভাষণে আপনার শাশুড়ীকে বলিতেন, মাতঃ! বস্ত্র পরিধান বা স্নানাদি করাইবার সময়ে, আজি যদি বালকের ক্রন্দনে দুঃখিত হইয়া আপনি তাহা পরিত্যাগ করেন, তবে কল্য সে আরও চিৎকার করিয়া উঠিবে। কিন্তু আপনি যদি তাহার ক্রন্দনে কর্ণপাত না করিয়া আস্তেং ঐ নিতান্ত প্রয়োজনীয় কর্ম্ম সকল সমাধা করেন, তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে সে চুপ করিবে, আর কাঁদিবে না। বালকদিগকে ক্লেশ দিলে যদি তাহারা রোদন করে, তবে সেই রোদনই যথার্থ রোদন। অঙ্গ মার্জন এবং স্নানাদি দ্বারা তাহাদিগের শরীরে স্ফূর্ত্তি এবং সুখ বই অসুখ হয় না, তবে তাহারা ক্রন্দন করে কেন? বোধ হয় কেবল স্বেচ্ছাচারী হইয়া নিজ ইচ্ছামত কর্ম্ম করিবে, এই তাহাদের মনঃকল্পনা, নতুবা আর কি। মাতঃ! স্নান আহারাদি করাইবার সময় শৈশবকাল পর্য্যন্ত যদি বালকদিগকে স্বেচ্ছাচারী হইতে দেওয়া যায়, তবে বয়স্ক হইলে আর কি তাহাদিগকে বশীভূত করা যাইতে পারে। পিতা-মাতা সন্তান সন্ততির হিত বই অহিত চেষ্টা করেন না। ক্ষুদ্র বালকদিগের যে ইচ্ছা তাহা ভাল ইচ্ছা নয়। শিশুকাল পর্য্যন্ত বালকদিগের কোমল অন্তঃকরণে যদি এই সংস্কার দৃঢ় করা যাইতে পারে, তবে ভবিষ্যতে তাহাদিগের যে কত মঙ্গল হয় তাহা বলিতে পারি না।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা এইরূপ সুখ-নিয়ম প্রতিপালন করিয়া, পুত্রটির লালন পালন করিতে লাগিলেন।

ক্রমে তাহার বয়স পঞ্চম মাসাতীত হইলে, সে পরিবারস্থ আত্মীয়দিগকে চিনিতে পারিল। তাহার বৃদ্ধ পিতামহ বৃদ্ধা পিতামহী সাংসারিক কর্ম্ম কাজের বড় একটা তত্ত্বাবধান করিতে পারিতেন না। সুতরাং দাসীটি অবলম্বন করিয়া তাহার মাতা সুশীলা যখন সাংসারিক কর্ম্মে লিপ্ত হইতেন, তখন বৃদ্ধ বৃদ্ধা দুইজনের একজন পৌত্রকে ক্রোড়ে লইয়া হাস্যামোদাদি করিতেন। নাচাইতে২ বালকটি যখন হাসিয়া উঠিত, অথবা হামা দিয়া তাহার বৃদ্ধ পিতামহের হুকা বা কলিকা ধরিতে যাইত, তখন তাঁহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিত না। ধরিও না দাদা তোমার হাতে লাগিবে, এই কথা বলিয়া তাঁহারা একএকবার পৌত্রটীর মুখচুম্বন করিতেন, এবং এক একবার তাহাকে মাথায় তুলিয়া আনন্দ-সাগরে ভাসিতেন। প্রতিদিন অপরাহ্ণ কালে সুশীলার বৃদ্ধা শাশুড়ী পৌত্রকে ক্রোড়ে করিয়া পাড়ার আরং গৃহস্থদিগের বাটীতে বেড়াইতে যাইতেন। তাহাতে অন্যান্য বৃদ্ধা স্ত্রীরা বালকের রূপ লাবণ্য এবং পরিধেয় বস্ত্রের পরিচ্ছন্নতা দেখিয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া কহিত, চন্দ্রকুমারের মা! তুমি কি ভাগ্যবতী, প্রথম সন্তান হইলে আমরা কেমন করিয়া ঐ সন্তানকে তুলিয়া ধরিতে হয় তাহা জানিতাম না, কিন্তু বিদ্যাবলে তোমার পুত্রবধূ এমনি করিয়া আপন সন্তানের লালন পালন করিতেছেন, যে, তাহা দেখিলে চক্ষের পাপ দূর হয়, ইচ্ছা হয় যে, এই বৃদ্ধকালেও আমরা তাঁহার নিকট থাকিয়া তাঁহার রীতি নীতি শিক্ষা করি।

একদিন সন্ধ্যার পর চন্দ্রকুমার বাবু ভোজন পানাদি শেষ করিয়া তামাকু খাইতেং ধর্ম্মপত্নী সুশীলার সহিত সংসার ধর্ম্ম নির্ব্বাহ বিষয়ক কথোপকথন করিতেছিলেন। সুশীলা, পরিবারদিগের ব্যবহৃত যে সকল খুড়িচাদর সাড়ি গুলিন ছিড়িয়া গিয়াছিল, পুনর্ব্যবহার যোগ্য করিবার নিমিত্ত তাহা রিপু করিতেছিলেন। সেলাই করিতেং তিনি প্রেমসম্ভাষণে প্রিয় পতিকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণবল্লভ! আমার নবকুমারের বয়স প্রায় পঞ্চম মাসাতীত হইল, আর এক সপ্তাহ পরে তাহার ষষ্ঠ চন্দ্র পূর্ণ হইবে। অতএব তাহার অন্নপ্রাশনের জন্য তুমি কি উদ্যোগ করিতেছ। এই কথাতে চন্দ্রকুমার দত্ত সাতিশয় পুলকিত হইয়া সহাস্যবদনে পত্নীকে কহিলেন, প্রিয়ে! কি রূপে প্রথমান্নপ্রাশন সমাধা করিতে হয়, আমি তাহার কিছুই জানিনা, তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার কথা কখন আমি অবহেলন করি না, এবং করিবও না। শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সহিত পরামর্শ করিয়া তুমি আমাকে যেরূপ করিতে কহিবে আমি সেইরূপ করিব। কিন্তু একটী কথা আছে।

অন্নপ্রাশনের নিমন্ত্রণ করিলে, কি ধনী কি নির্দ্ধন, কি ভদ্র কি অভদ্র, কি আত্মীয় কি অনাত্মীয়, সকলেই নবকুমার কুমারীদিগকে কিছুং যৌতুক দিয়া থাকেন। এমন কি, যাহার সংস্থান নাই, সম্ভ্রম রক্ষার নিমিত্ত ঘটী বাটী বন্ধক দিয়াও যৌতুক প্রদানদ্বারা তাহাকে, মান রক্ষা করিতে হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত এই রীতি আমাদিগের দেশে চলিয়া আসিতেছে, অতএব এরূপ

কর্ম্মে পরিচিত ব্যক্তিমাত্রকেই নিমন্ত্রণ করিয়া কষ্ট দেওয়া সাতিশয় অবিধেয় কর্ম্ম। যাহাদিগের সহিত বিশেষ আত্মীয়তা নাই, এমন সব কর্ম্মে আহ্বান করিলে তাঁহাদিগের অনেকেই এমন বিবেচনা করিলেও করিতে পারেন; চন্দ্রকুমার দত্ত অর্থলোভ হেতু পুত্রের অন্নপ্রাশনে আমাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়াছে। সুশীলে! তুমি বিদ্যাবতী, নবকুমারের প্রথমান্ন-ভোজন পর্ব্বে কি আত্মীয় কি অনাত্মীয় গ্রামের পরিচিত ব্যক্তি মাত্রকেই নিমন্ত্রণ করা কর্ত্তব্য কি না তাহা বিবেচনা কর।

পতিমুখে এই কথা শুনিয়া বুদ্ধিমতী সুশীলা স্বীয় অভিপ্রায় প্রকাশ করত কহিতে লাগিলেন, চিত্তরঞ্জক! পুত্র কন্যাদিগের অন্নপ্রাশন বিবাহাদি যে কর্ম্ম, সে কেবল আহ্লাদের কর্ম্ম। পিতা-মাতার আন্তরিক সুখে জ্ঞাতি বন্ধু আত্মীয় কুটুম্বেরা যেন বিশেষ সুখী হন, এই অভিপ্রায়ে তাঁহারা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া থাকেন। বান্ধবদিগের সমাগম হইলে পুত্র কন্যা যৌতুক প্রাপ্তি দ্বারা যে অর্থলাভ করিবে, ইহা কিছু জনক জননীর মুখ্য অভিপ্রেত নহে। তবে পরমাত্মীয় বন্ধুগণ বাটীতে আসিয়া, বন্ধুর পুত্র কন্যাদিগকে চিত্ত-সুখের চিহ্নস্বরূপ আশীর্ব্বাদ অথবা যৌতুক বলিয়া যে কিছু অর্থ প্রদান করেন, সে কেবল তাঁহাদিগের স্বেচ্ছা মাত্র। উপঢৌকন প্রদান করিতে যাহাদিগের সংস্থান নাই, অথবা প্রদান করিতে যে সকল লোক অসুখী হইয়া থাকেন, আমার বোধে তাঁহাদিগের উপঢৌকন প্রদান করাই অবিধি। যে সকল কর্ম্ম করিলে মনের অসুখ হয়, লোকাচারের অনু-

রোধে বুদ্ধিমান লোকদিগের তাহাতে কি প্রবৃত্ত হওয়া উচিত?

সুশীলা আরও বলিলেন, নাথ! বাল্যকালে আমি একদিন আমার শিক্ষাদায়িনীর মুখে শুনিয়াছিলাম, মঙ্গলাচরণ শুভকর্ম্মে যৌতুক প্রদান করা শুদ্ধ আমাদের দেশাচার নহে, সভ্যদেশ-মাত্রেই এরীতি উত্তমরূপ প্রচলিত আছে। চিত্ত সুখের প্রমাণ স্বরূপ এ রীতিকে সুরীতি বোধ না করিয়া যাঁহারা কুরীতি বিবেচনা করেন, আমার বিবেচনায় তাঁহারা বড় একটা বহুদর্শী লোক নহেন। কিন্তু নাথ! লোক খাওয়ান বিষয়ে আমার একটি বিশেষ বক্তব্য আছে।

একেবারে বহুলোককে নিমন্ত্রণ করিয়া পংক্তিভোজন করাইতে পারিলেই এ দেশের অনেক লোক আপনাদিগকে ধন্য করিয়া মানেন। এই রীতি কি ভদ্র কি অভদ্র সর্ব্বসাধারণ জনপদের মধ্যে এমনি প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে, যে, নিঃস্ব এবং ঋণগ্রস্ত হইয়াও অনেকে এ কর্ম্ম করিয়া থাকেন। এককালীন বহু লোককে ভোজন করিবার নিমন্ত্রণ করিতে হইলে, তাঁহাদিগের উপযুক্ত অভ্যর্থনা এবং আহারোপবেশন বিষয়ে যে ভারি অসুবিধা হয়,এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মকর্ত্তা যে বিশেষ কষ্ট পান,অনেকে ভ্রমেও এমন বিবেচনা করেন না। কতকগুলা লোক সমারোহ করিয়া যিনি চেঁচামেচি হাঁকা হাঁকি বকাবকি অধিক করিতে পারেন, তিনিই আমাদিগের মধ্যে অতি প্রধান ব্যক্তি, ইহাতে যে কি, আমোদ এবং কি সুখোৎপত্তি হয়, তাহা আমি বলিতে পারি না। তা যাহাহউক, নাথ! আমার বিবেচনায়-

লোক খাওয়ান দুই প্রকার, এক ধর্ম্মার্থ, এক আনন্দার্থ। যদি ধর্ম্মার্থ লোক খাওয়াইতে হয়, তবে দীন দরিদ্র দুর্ব্বল এবং অনাথদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া, যেমন সংস্থান পরিতোষরূপে ভোজন করান উচিত। আর যদি ঐহিক সুখার্থ খাওয়াইতে হয়, তবে পরমাত্মীয় বন্ধুদিগকে বাটীতে আহ্বান করিয়া যথাবিধ রূপে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনা এবং পর্য্যাপ্তরূপ আহারাদি প্রদান করা কর্ত্তব্য। আমরা দীনদরিদ্র লোকদিগের সাহায্যার্থ জমিদার মহাশয়ের স্থাপিত অনাথ-মন্দিরে এবং দাতব্য চিকিৎসালয়ে প্রতি-বৎসর যৎকিঞ্চিৎ যে অর্থ দিয়া থাকি, তাহাই আমাদিগের অবস্থার পক্ষে যথেষ্ট। এক্ষণে নবকুমারের অন্নপ্রাশনোপলক্ষে যেমন সংস্থান জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় এবং যাঁহাদিগের সহিত তোমার বিশেষ সদ্ভাব আছে, তাঁহাদিগকেই নিমন্ত্রণ করিয়া একর্ম্ম সমাধা করা যাউক। তুমি কল্য বাটীর কর্ত্তা শ্বশুর-মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া দ্রব্য সামগ্রীর আয়োজন করিতে আরম্ভ কর এবং পুরোহিত মহাশয়কে ডাকিয়া একটি শুভদিন নিরূপণ কর।

চন্দ্রকুমার প্রিয় পত্নীর এই যুক্তিযুক্ত কথা শুনিয়া মনেং অতীব আহ্লাদিত হইলেন। বুদ্ধিমতী পণ্ডিতা স্ত্রী যে পুরুষ অপেক্ষা সাংসারিক কর্ম্মকাজ উত্তমরূপ বুঝিতে পারেন, ইহা তাঁহার বিশেষানুভব হইল। পরদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া তিনি আর অন্য কোন কর্ম্ম করিলেন না, আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাপন করণান্তর বৃদ্ধ পিতা মাতার সহিত পরামর্শ করিয়া অচিরে নব কুমারের অন্নপ্রাশনোদ্যোগ করিতে আরম্ভ করি-

লেন। সুশীলা একখানি পত্রদ্বারা স্বীয় জননীকে এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন।

শ্রীচরণেষু

বহুতর প্রণতিপূর্ব্বকনিবেদনমিদং

ধর্ম্মশীলে মাতঃ!

এক সপ্তাহ পরে আপনকার দৌহিত্রের শুভান্নপ্রাশন হইবে। আমার শাশুড়ী বৃদ্ধা, সংসারের নিত্যকর্ম্ম করিতেও তাঁহার ক্লেশবোধ হয়, এজন্য আমি তাঁহাকে কোন কর্ম্ম করিতে অনুরোধ করিনা, তিনি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক যাহা করেন, আমি তাহাতে অতীব সন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকি। কেবল দাসীটি অবলম্বন করিয়া পুত্রের অন্নপ্রাশনের সমুদায় কর্ম্ম নিষ্পাদন করা আমার পক্ষে সুকঠিন, অতএব অনুরোধ করিতে পারি না, আপনি যদি অনুগ্রহপূর্ব্বক চারি দিনের নিমিত্ত এখানে আসিয়া আমার সাহায্য করেন, তবে আমার বড়ই উপকার হয়। অধিক আর কি জানাইব। আপনি বিদ্যাবতী, পুত্র কন্যা এবং দৌহিত্র পৌত্রে যে বড একটা প্রভেদ নাই, ইহা বিবেচনা করিয়া আপনকার যাহা কর্ত্তব্য হয় করিবেন।

প্রায় এক সপ্তাহ হইল পিতা মহাশয় এবং ভ্রাতাদ্বয় আমাকে দেখিতে আসেন নাই। অতএব কল্য সন্ধ্যাকালে আপনি তাঁহাদিগকে এ দুঃখিনীর বাটীতে অবশ্যই পাঠাইয়া দিবেন, তাঁহাদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তোমার জামাতা, এবিষয়ে কি করা কর্ত্তব্য তাহা স্থির করিবেন। নিবেদনমিতি

শ্রীমতী সুশীলা দাসী।

বেলা নয়টার সময় চন্দ্রকুমার বাবু স্নান ভোজন করণান্তর কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিতে গিয়া আপন প্রভুকে পুত্রের শুভান্নপ্রাশনের কথা কহিলেন। চন্দ্রকুমারের প্রতি ঐ মহাত্মার সাতিশয় অনুরাগ ছিল। অনুগত ভৃত্যের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হইলে সেই ভৃত্য যাবজ্জীবন প্রভুপরায়ণ থাকে। সহৃদয় চন্দ্রকুমারের প্রভু ইহা উত্তমরূপ জানিতেন, এজন্য তদাত্মজকে উপঢৌকন রূপে পঞ্চাশটী টাকা, এবং তাহার পিতাকে দুই মাসের মাহিয়ানা তিনি অগ্রে প্রদান করিলেন। সুবিদ্বান চন্দ্রকুমার ঐ টাকাগুলি প্রাপ্ত হইয়া বিনীতি এবং স্তুতিবাক্যদ্বারা আনন্দাশ্রু নিক্ষেপপূর্ব্বক তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। বেলা এগারটার সময় সুশীলার দাসী কর্ত্রীর পত্রখানি লইয়া গিয়া তজ্জননীকে প্রদান করিল। পত্রপাঠে বণিকভার্য্যার হর্ষ বিষাদ উভয়ই হইল। ভদ্র বংশজ স্ত্রীলোকেরা প্রাণান্তে জামাতার গৃহে যান না, আমি কিরূপে দেশাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিয়া সুশীলার বাটীতে যাইব, মনেং তিনি এই চিন্তা করিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু বাহ্যে সুশীলার দাসীকে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, মিষ্ট সম্ভাষণে তাহাকে সন্তুষ্ট করিয়া, সুশীলা যে সকল খাদ্য সামগ্রী অতিশয় ভাল বাসেন এমন কিছু খাদ্যদ্রব্য তাহার হস্তে পাঠাইয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

সন্ধ্যার সময় মনোহর দাস বণিক মহাশয় বাটীতে আসিলে, তাঁহার ভার্য্যা কন্যার কুশল-বৃত্তান্ত তাঁহাকে জানাইয়া শেষে তৎপ্রেরিত পত্রখানি পড়িলেন।

তৎশ্রবণে ঐ বিজ্ঞ ব্যক্তি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া প্রিয়-পত্নীকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, সুশীলার মা! সুশীলা তোমাকে লইয়া যাইবার জন্য যে সকল কথা লিখিয়াছে, উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, বোধ হয়, জ্ঞানী এবং পণ্ডিত ব্যতীত এমন কথা আর কেহ লিখিতে পারে না। কন্যা প্রদান করিয়া, ঔরসজাত না হউক, কিন্তু আমরা সকল বিষয়েই পুত্রবৎ একটি জামাতা প্রাপ্ত হই। কি সম্পত্তি কি বিপত্তি সকল কালে পুত্র যেরূপ সহভাগী হইয়া আমাদের সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হয়, দুহিতা এবং জামাতাও সেইরূপ হইয়া থাকে। বরং পুত্র অপেক্ষা কন্যাদিগের অধিক স্নেহ, ইহা সপ্রমাণ এবং সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। পুত্রজাত পৌত্র দ্বারা যে কর্ম্ম হয়, দুহিতাজাত দৌহিত্র দ্বারাও প্রায় সেই কর্ম্ম হইয়া থাকে। স্নেহাদি বিষয়ে পুত্র পৌত্র যেরূপ, কন্যা জামাতা এবং দৌহিত্রও সেই-রূপ। তবে, পুত্র পৌত্র সর্ব্বদা নিকটবর্ত্তী থাকে, দুহি-তা এবং দৌহিত্র কিঞ্চিৎ দূরে থাকে বলিয়া কিছু ইতর বিশেষ হয়। কিন্তু সে যে বিশেষ সে কেবল ভ্রান্তিমাত্র, ফলতঃ কিছুই নহে। হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠে বেদনা হইলে যেরূপ দুঃখ হয়, কনিষ্ঠাঙ্গুলীর বেদনাতেও সেইরূপ হইয়া থাকে। পুত্র প্রসব করিতে মাতার যদ্রূপ ক্লেশ হয়, কন্যা প্রসব করিতেও তাঁহার তদ্রূপ ক্লেশ হইয়া থাকে। সন্তান সন্ততি উভয়েরই দ্বারা ঈশ্বরের প্রজা বৃদ্ধি এবং সংসার রক্ষা হয়। অতএব পুত্র-কন্যা সমভাব।

মাতা যদি পুত্রের নিকট অম্লান-বদনে আপনার

সুখ দুঃখের কথা প্রকাশ করিতে সক্ষমা হয়েন, তবে কন্যা এবং জামাতার নিকট সে কথা কহিতে না পারেন কেন। পুত্রের বাটীতে বাস করিতে মাতার যদি লজ্জা না হয়, তবে জামাতার বাটীতে বাস করিতে মাতার লজ্জা হয় কেন। লোকান্তর প্রাপ্ত হইলে পুত্র যদি ধনাধিকারী হয়, তবে কন্যা এবং জামাতা ধনাধিকারী না হইতে পারে কেন? প্রিয়তমে! লোকাচারের বিরুদ্ধ কর্ম্ম বলিয়া এদেশীয় ভদ্রবংশজ স্ত্রীলোকেরা জামাতৃগৃহে যান্ না, না যাউন, এ লোকাচার কিছু ভাল লোকাচার নহে। নির্ব্বোধ লোকদিগের স্থাপিত কুৎসিত আচারের মধ্যে ইহাকে গণ্য করিতে হইবে। যাহাহউক, সুশীলা যখন স্বহস্তে লিখিয়া তোমাকে যাইতে অনুরোধ করিয়াছে, কল্যই তুমি তাহার বাটীতে যাইয়া, তাহার পুত্রের অন্নপ্রাশন কর্ম্মে সাহায্য কর, এমন আহ্লাদের কর্ম্মে না গেলে সে অত্যন্ত দুঃখ করিবে। প্রিয়তমে! অমূলক মিথ্যা দেশাচারের অনুরোধে প্রাণতুল্যা কন্যাটির মনে দুঃখ দেওয়া উচিত নয়। মতিলাল ঘরে থাকিবে, আমি সন্ধ্যাকালে হীরালালকে সঙ্গে লইয়া সুশীলার বাটীতে গমন করত সমুদায় কর্ম্মের তত্ত্বাবধান করিব। এই কথাতে বণিকভার্য্যা সাতিশয় পুলকিতা হইয়া, পরদিন প্রাতঃকালে একখানি পালকি করিয়া সুশীলার বাটীতে গেলেন।

মাতাকে দেখিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহার বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীও সমধিক আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। চন্দ্রকুমার,

তাঁহার শ্বশুর, এবং শ্যালক তিন জনে বাজার এবং অন্যান্য স্থানে যাইয়া অন্নপ্রাশনের সকল সামগ্রী আহরণ করিতে লাগিলেন। সুশীলা এবং তাঁহার মাতা বাটীতে থাকিয়া ক্রমে২ ঐ সকল সামগ্রী যথাবিধ প্রস্তুত করিলেন। বৃদ্ধ বণিক বণিকাদ্বয় পৌত্রের অন্নপ্রাশনে আনন্দ-সাগরে মগ্ন হইয়া কিং করিতে হইবে এবং কোন্২ সামগ্রীতে বিশেষ প্রয়োজন তাহা বলিয়া দিতে লাগিলেন। পুরোহিত আসিয়া শুভদিন এবং শুভলগ্ন নিরূপণ করত বালকটির অন্নপ্রাশন সংস্কার সমাধা করিলেন। কুমারটির প্রিয়বদন এবং প্রিয় দর্শন প্রযুক্ত আচার্য্য মহাশয় আহ্লাদিত হইয়া তাহার নাম রাখিলেন "প্রিয়ম্বদ"। পরমাত্মীয় বন্ধু ব্যতিরেকে চন্দ্রকুমার আর কাহাকেও নিমন্ত্রণ করেন নাই, তাঁহারা সকলেই তাঁহার বাটীতে আসিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদের পিতা পিতামহ, মাতা মাতামহ, এবং পিতামহী মাতামহী প্রথমে যথাসামর্থ্য বস্ত্রাভরণ দ্বারা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিলে, সমাগত বন্ধুগণ ক্রমে২ তাঁহাকে কৌতুকে যৌতুক দিতে লাগিলেন। এইরূপে অন্নপ্রাশন ক্রিয়া সমাধা হইলে, চন্দ্রকুমার নিমন্ত্রিত বন্ধুদিগকে পরিতোষ রূপে ভোজন করাইয়া বিদায় করিলেন। দত্ত-পরিবারের মিষ্ট সম্ভাষণ, সবিনয় বচন এবং কর্ম্মকাজের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া তাঁহারা সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন।

প্রিয়ম্বদ, দুই বৎসর বয়স্ক হইয়া আধ২ কথায় ক্রমে কথা কহিতে সক্ষম হইল। তাহার মাতা ঐকাল-পর্য্যন্ত তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। বস্তু

পরিচয় হইবার নিমিত্ত স্বভাবতই অল্প-বয়স্ক শিশু-গণ পিতা মাতা অথবা আত্মীয় স্বজনকে সর্ব্বদাই জিজ্ঞাসা করে, এটা কি ওটা কি? অনেকে জগদীশ্বরের এই কৌশল বুঝিতে না পারিয়া, তাহাতে বিরক্ত হন। প্রিয়ম্বদ ঐরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, তাহার মাতা ঐ বস্তুকে কি বলে তাহার কিং গুণ এবং কোন্ কার্য্যে লাগে সে সকলই বলিয়া দিতেন। এক এক দিন এক এক জন্তুর ছবি লইয়া তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের নাম, কোন্ দেশে তাহার জন্ম, তাহার দ্বারা মনুষ্যজাতির কি উপকার হয়, সে সমুদায় শিখাইয়া দিতেন। প্রতিদিন সন্ধ্যা-কালে তাহাকে সঙ্গে লইয়া, বাটীর ভিতরে যে ক্ষুদ্র একটি ফুলের বাগান ছিল, তাহার মধ্যে যাইতেন, এবং এক একটি ফুল তুলিয়া তাহার সৌরভ তাহাকে আঘ্রাণ করাইতেন। প্রিয়ম্বদ পুষ্পগন্ধে আমোদিত হইলে, তিনি ভিন্নং পুষ্পের ভিন্নং রঙ্গের কথা কহিয়া তাহার বর্ণজ্ঞান করাইতেন। পুত্রের দুই বৎসর বয়স অবধি তিন বৎসর পর্য্যন্ত, তিনি এমনি সাবধান হইয়া তাহাকে এই সকল বিষয় শিক্ষা দিয়াছিলেন, যে, যে কথা সে বুঝিতে পারিবে না, এমন কথা তাহার সাক্ষাতে তিনি কখন কহিতেন না। যে সকল শব্দ সচরাচর লোকে প্রয়োগ করিয়া থাকে, তিনি সেই সকল শব্দ ব্যবহার করিয়া ক্রমে তনয়ের বুদ্ধি বৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি মার্জ্জিত করিতে চেষ্টা করিতেন।

মাতা বিদ্যাবতী হইলে অল্পবয়স্ক বালকদিগকে পাঠশালায় যাইতে হয় না, মাতাই তাহাদিগের বিদ্যাধ্যয়ন নিষ্পন্ন করাইতে পারেন। অল্পবুদ্ধি

গুরুমহাশয়েরা কঠিন ব্যবহার এবং দুর্বাক্য প্রয়োগ করিয়া যে বিষয় এক বৎসরে না শিখাইতে পারেন, মিষ্ট সম্ভাষণ এবং কোমল কথা দ্বারা মাতা তাহা এক মাসে শিখাইতে সক্ষমা হন। পাঠশালার গুরু মহাশয়েরা বালকদিগের কত বুদ্ধি এবং তাহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হয়, তাহার কিছুই জানেন না, কিন্তু বুদ্ধিমতী পণ্ডিতা মাতা, কতদূর পর্য্যন্ত আপন তনয় তনয়ার বোধশক্তি জন্মিয়াছে, তাহা উপলব্ধ করিতে পারিয়া, অনায়াসে তাহাদের উপযুক্ত বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম অবধারণ করিতে পারেন। গুরু মহাশয়ের কুদৃষ্টান্ত, নানাজাতীয় বালকদিগের সহবাস, এবং অপকৃষ্ট কথাতে, সচ্চরিত্র বালকেরাও দুশ্চরিত্র হইয়া উঠে। কিন্তু প্রথমাবস্থায় মাতার নিকট শিক্ষা হইলে এবিপদ ঘটিবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না।

সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ হেতু ধনোপার্জ্জন করা নিতান্ত আবশ্যক, ধন না হইলে পরিবারদিগের ভরণ পোষণ ও মান মর্য্যাদা কিছুই হয় না। এই আবশ্যক ধন প্রাপ্তিহেতু পিতা নানাস্থানে যান, নানাকথা শুনেন, নানালোকের সহিত তাঁহাকে বিষয়-ব্যাপারে লিপ্ত হইতে হয়, তাহাতে তাঁহার মন বড় একটা সুস্থির থাকে না। কখনং সাতিশয় বিরক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন। এজন্য তাঁহার দ্বারা তৎপুত্র কন্যাদিগের বিদ্যা শিক্ষা উত্তমরূপ হওয়া বড়ই কঠিন। গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান, ব্যতিরেকে মাতাকে অন্য কিছুই করিতে হয় না, এজন্য তাঁহার মন সতত সুস্থির থাকে, অতএব অবলীলাক্রমে তিনি যেমন আপন

সন্তান সন্ততির বিদ্যাশিক্ষা করাইতে পারেন; এমন শিক্ষা আর কাহারও দ্বারা হইবার সম্ভাবনা নাই। এই সকল বিবেচনা করিয়া, সুশীলা, প্রিয়পুত্র প্রিয়ম্বদ চারি বৎসর বয়স্ক হইলে, বর্ণ-পরিচয় পুস্তক ক্রয় করিয়া আনিয়া আপনিই তাহাকে শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। প্রায় একাকৃতি পরস্পর অল্প প্রভেদ এমন বর্ণগুলি একখানি শ্লেটদ্বারা প্রথমে শিখাইয়া, পরে অন্যান্য যুক্ত অক্ষর এবং ভিন্নাকৃতি বর্ণ-সকল তাহার এমনি পরিচিত করাইয়া দিলেন, যে পঞ্চম বৎসর বয়স্ক না হইতেই সে বঙ্গভাষার মুদ্রিত পুস্তক সকল পড়িতে সক্ষম হইল।

সপ্তাহের মধ্যে একদিন অর্থাৎ প্রতিরবিবারে, চন্দ্রকুমার কর্ম্মস্থান হইতে অবকাশ পাইতেন। ঐ দিবস প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে তিনি অন্য কোন কর্ম্ম করিতেন না, প্রিয়ম্বদকে সঙ্গে লইয়া, জমিদার মহাশয় জয়চন্দ্র বাবু বিজয়নগরের চতুষ্পার্শ্বে যে ভেড়ীবদ্ধ সুদীর্ঘ পাকা পথটি প্রস্তুত করিয়াছিলেন, তথায় যাইতেন। প্রিয়ম্বদ তত্রস্থ ধান্যাদি শস্য ক্ষেত্রের হরিদ্বর্ণ শোভা সন্দর্শন, এবং খেচর পক্ষিগণের কিচমিচ ধ্বনি শ্রবণ করিয়া যখন সাতিশয় আমোদিত হইত, তখন তিনি এক এক দিন এক এক বিষয় তাহাকে শিখাইয়া দিতেন। কোন্ শস্য কোন্ ঋতুতে জন্মায়, কৃষকেরা কিরূপ করিয়া বীজ বপন, বৃক্ষোৎপাদন এবং শস্য কর্ত্তন করে, কোন্ শস্যের পক্ষে কিরূপ ভূমি উপযোগী, এ সমস্ত বিষয় প্রথমে শিখাইয়া, পরে তিনি তদ্দ্বারা মনুষ্যজাতির কিং উপকার হয়, তাহা বর্ণন করিতেন।

মুখে শুনা এক, এবং চক্ষে দেখা এক। প্রিয়ম্বদ যে সকল বস্তুর বিষয়ে পিতার উপদেশ প্রাপ্ত হইত, শস্য-ক্ষেত্রের নিকটে গিয়া তাহা স্বচক্ষে অবলোকন করিত তদ্দ্বারা ক্রমশঃ তাহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রফুল্ল হইয়া যে কত সুখানুভব হইত তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

ধান্যাদি শস্যক্ষেত্রের বিষয়ে যেরূপ বলিলাম, আলু পটোল বার্ত্তাকী প্রভৃতি ব্যঞ্জনের সামগ্রীর ক্ষেত্রে লইয়া গিয়া চন্দ্রকুমার প্রিয়ম্বদকে ঐরূপ উপদেশ দিতেন। কোন২ দিন কোন২ উদ্যানের ভিতর যাইয়া, আম জাম কাঁঠাল নারিকেল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষ সকলের তারতম্য কহিতেন। কি দ্বিপদ, কি চতুষ্পাদ, পথে যাইতে২ যে কোন জন্তু দেখিয়া প্রিয়ম্বদ পিতাকে জিজ্ঞাসা করিত, তাহার পিতা যথাসাধ্য এবং যতদূর পুত্রের বোধশক্তি হইয়াছে, সরলভাষায় ঐ সকল জন্তুর সংক্ষেপ বিবরণ কহিয়া তাহার বুভুৎসা বৃদ্ধি করিতেন। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী, যে সকল বিষয় চন্দ্রকুমার এবং সুশীলা প্রিয়পুত্র প্রিয়ম্বদকে শিখাইতেন, তৎসঙ্গে তাহার নির্ম্মাতা পরমেশ্বরের বিষয় শিক্ষা দিতে তাঁহারা কোনমতেই ত্রুটী করিতেন না। সকল বিষয়ের সংক্ষেপ বিবরণ বলিয়া অবশেষে তাঁহারা প্রিয়ম্বদকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিতেন, বৎস প্রিয়ম্বদ! যে পরমেশ্বর অনন্ত-বুদ্ধি কৌশল এবং অসীমশক্তি প্রকাশ করিয়া আমাদিগের উপকারার্থ এই সকল বস্তু নির্ম্মাণ করিয়াছেন, তাঁহাকে ভক্তি করা আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক। আমরা তোমার পিতা-মাতা, কায়মনো-বাক্যে আমরা যেমন তোমার মঙ্গল চেষ্টা করি, পর-

শ্বরও তেমনি তোমার মঙ্গল চেষ্টা করিতেছেন। আমাদের কথায় অশ্রদ্ধা করিয়া তুমি যদি কোন মন্দ কর্ম্ম কর, তবে আমরা যেমন তোমার প্রতি রুষ্ট ও দুঃখিত হই, ঈশ্বরের আজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া অপকর্ম্ম করিলে, তিনিও তেমনি রুষ্ট হইয়া তোমাকে শাস্তি দিতে পারেন। অতএব সাবধান২ যাহাতে ঈশ্বরের ক্রোধ হয়, এমন কর্ম্ম তুমি কদাচ করিও না।

প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে সুশীলা প্রিয়ম্বদকে ক্রোড়ে লইয়া গল্পচ্ছলে এক একদিন এক একটী ঐতিহাসিক উপাখ্যান কহিতেন। কোন দিন রাজা রামচন্দ্রের বিষয়, কোন দিন রাজা যুধিষ্ঠিরের বৃত্তান্ত, কোন দিন বা আকবরসা জাহাঙ্গির সাজেহান সেরাজুদ্দৌলা প্রভৃতি বাদসাহদিগের কথা কহিয়া পুত্রের মনোরঞ্জন করিতেন। কি রূপে ইংরাজেরা এদেশে আইল, সেরাজুদ্দৌলা বাদসাহ তাহাদিগকে কতদুঃখ দিয়াছিলেন, কোন্ ইংরাজ শাসনকর্ত্তা দ্বারা আমাদের বিশেষ উপকার হইয়াছে। গল্পচ্ছলে এই সকল কথা তিনি তাহার এমনি বোধ করাইয়া দিতেন, যে প্রিয়ম্বদ খেলিতে২ ঐ সকল গল্প অন্যান্য সঙ্গীদিগের নিকটে কহিত। বাহুল্যভাবে সুশীলা প্রিয়ম্বদকে আর২ ধর্ম্মনীতি কিরূপে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাহা এ অধ্যায়ে লিখিতে পারিলাম না, পর অধ্যায়ে মনোরমা নাম্নী যুবতীর সহিত তাঁহার কথোপকথনোপলক্ষে সে সমস্তই বর্ণনা করিব।

চতুর্থ অধ্যায়।

সুশীলার বাটীতে ব্রাহ্মণকন্যা মনোরমার আগমন,—সুশীলাকর্ত্তৃক তাঁহার অভ্যর্থনা,—রাত্রিকালে সংসারধর্ম্ম এবং পুত্রকন্যার শিক্ষাবিধান-বিষয়ে উভয়ের কথোপকথন,—পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা।

সুশীলার তনয় প্রিয়ম্বদ বুদ্ধি-বৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি বিষয়ে শৈশবকালাবধি মাতা-পিতার সদুপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, আট বৎসর বয়ঃক্রমকালে এমনি গুণবান্ হইয়া উঠিল, যে লোকে তাহার জ্ঞানের কথা শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইত।

প্রিযম্বদ বড় একটা রূপবান্ বালক ছিল না, না হউক, তাহার প্রিয় বদন, প্রিয় দর্শন, এবং প্রিয় বচন প্রযুক্ত, যাহার সহিত একদিন তাহার আলাপ হইত সে আর তাহাকে ভুলিতে পারিত না, সকলেই তাহাকে অত্যন্ত ভাল বাসিত। চন্দ্রকুমার পুত্রটীকে সঙ্গে লইয়া প্রাতে এবং সন্ধ্যাকালে প্রথমে যখন বিজয়নগরের রাস্তায় রাস্তায় মাঠেং যাইতে আরম্ভ করেন, অনেকে অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তাহাকে ইঙ্গিত এবং বিদ্রূপ করিয়া কহিয়াছিল, দত্তবাবু প্রকৃত সাহেব, সাহেবীমতে নিজ পুত্রের শিক্ষা বিধান করিতেছেন। কিন্তু অতি অল্প বয়সে তদাত্মজ প্রিয়ম্বদের বাহ্য বস্তু বিষয়ক জ্ঞান, বিনয়, এবং ধর্ম্মশীলতা দেখিয়া তাহাদিগের সে ভ্রম আর কিছুমাত্র রহিল না। তাঁহারা সকলেই স্থির সিদ্ধান্ত করিলেন, দত্ত মহাশয় এবং

তাঁহার পত্নী, বিজয়নগরের ভদ্র সমাজের মধ্যে দুই-জন প্রকৃত মনুষ্য। ইহাদিগের মতাবলম্বী হইয়া যদি সকল স্ত্রী এবং সকল পুরুষ আপন আপন সন্তান সন্ততির শিক্ষা বিধান করেন, তবে তাঁহাদিগের কন্যা পুত্রেরা লোকসমাজে ধার্ম্মিক এবং পণ্ডিত বলিয়া অবশ্যই পরিগণিত হয়।

চন্দ্রকুমার দত্তের বাটীহইতে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায় নামে এক ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তাঁহার পত্নীর নাম মনোরমা। মনোরমা বাল্যাবস্থায় সুশীলার সহিত এক পাঠশালায় এক শ্রেণীতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদৃশ মনোযোগ করিয়া বিদ্যানুশীলন না করাতে তাঁহার উত্তমরূপ বিদ্যা বুদ্ধি হয় নাই। না হউক, অন্যান্য মূর্খ স্ত্রীলোক অপেক্ষা তিনি সংসার-ধর্ম্ম যথা-বিধানে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষমা হইয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার পতি মনোরঞ্জন বাবু তাঁহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। মনোরমার সহিত পরামর্শ না করিয়া মনোরঞ্জন বাবু কোন কর্ম্মই করিতেন না।

যে বৎসর সুশীলার পুত্র প্রিয়ম্বদ জন্মায়, তাহার এক বৎসর পরে ঐ মনোরমার একটী পুত্র হইয়াছিল। কিন্তু সুশীলার সদুপদেশে প্রিয়ম্বদ যেরূপ অল্পকালে সুবুদ্ধিমান্ এবং ধর্ম্মপরায়ণ বালক হইয়া উঠিয়াছিল, মনোরমার পুত্র সেরূপ হয় নাই। শৈশবকালাবধি বালকদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিতে হয়, ইহা তাহার পিতা-মাতা বড় একটা বুঝিতেন না। এজন্য সে

দুরন্ত এবং নির্ব্বুদ্ধি বালক হইয়া প্রতিদিন পরিবারস্থ তাবৎ লোককে অসন্তোষ প্রদান করিত।

এক দিন মনোরমার দাসী মনোরমার পুত্রকে সঙ্গে লইয়া দোকানে মিঠাই কিনিতে গিয়াছিল। পথি-মধ্যে তাহার সহিত আর এক ভদ্রলোকের দাসীর সাক্ষাৎ হয়। পরস্পরে সাক্ষাৎ হইলে, তাহারা দুইজনে আপন আপন কর্ত্তা কর্ত্রীর বিষয়ে নানা কথা কহিতে আরম্ভ করে। এই অবসরে মনোরমার পুত্র একটা কুক্কুরশাবক দেখিতে পাইয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত তাহার পশ্চাৎ২ দৌড়াইয়া একটা বনের ধারে যায়। মনোরমার দাসী কথাতে মত্তা ছিল, পশ্চা-দ্দৃষ্টি করিয়া তাহার কিছুই দেখে নাই। বালকটী কুক্কুরশাবক লইয়া তাড়াতাড়ি করিতেছে, এক জন জুয়াচোর দূরহইতে ইহা অবলোকন করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া কহিল, ভাই! আমি তোমাকে চিনি, তোমাদের বাড়ীর নিকটে আমার মাশীর বাড়ি, আমার নাম গোপাল, তুমি একলা চেষ্টা করিয়া এই কুক্কুরটীকে ধরিতে পারিবে না, উহা বনের ভিতরে গিয়াছে, তুমি একদিকে দাঁড়াও, আমি একদিকে দাঁ-ড়াই, একেবারে দুজনে তাড়া দিলে, কুক্কুরটা যেমন ভয় পাইয়া বাহিরে আসিবে, অমনি আমরা উহাকে ধরিয়া ফেলিব। কিন্তু ভাই, তোমার দুই হাতে দুগাছি সোনার বালা এবং গলায় এক ছড়া সোনার হার আছে; বনের ধারে দৌড়াদৌড়ি করিতে গেলে, কাটা খোঁচা লাগিয়া উহা ভাঙ্গিয়া বা ছিঁড়িয়া যাইবে, তাহাহইলে তোমার পিতা মাতা তোমায় বিস্তর

তিরস্কার করিবেন। অতএব ঐ দুইখানি সোনার গহনা আমার হাতে দাও, আমি কাপড়ে বাঁধিয়া রাখি, কুকুর ধরা হইলে আমি পুনর্ব্বার তোমাকে দিব।

নির্ব্বুদ্ধি মনোরমার পুত্র জুয়াচোরের মিষ্ট কথাতে সন্তুষ্ট হইয়া আপন স্বর্ণাভরণ-গুলিন খুলিয়া তাহার হস্তে দিল। জুয়াচোর বনের ওধারে যাই বলিয়া ঐ সকল অলঙ্কার গ্রহণ করত পলায়ন করিল। কতক্ষণ পরে ঐ চঞ্চল বালক বার বার তাহাকে ডাকিয়া কোন উত্তর পাইল না। তখন, জুয়াচোরে আমার অলঙ্কার কাড়িয়া লইল, এই কথা বলিয়া সে উচ্চ স্বরে কান্দিতে লাগিল। তাহাতে বিস্তর লোক একত্র হইয়া চোর অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল, কিন্তু কেহই তাহার উদ্দেশ পাইল না। কি ভদ্র, কি অভদ্র, কি ধনী, কি নির্ধন, অল্প-বয়স্ক শিশুদিগের গাত্রে অলঙ্কার দিয়া বাহির করা কাহারও উচিত নয়। এই কথা বলিয়া তাবল্লোকেই মনোরঞ্জন মুখোপাধ্যায়কে এবং তৎপত্নীকে নিন্দা করিতে লাগিল। সে দিন আর মিঠাই কেনা হইল না, মনোরমার দাসী ও পুত্র কান্দিতেং বাটীতে গিয়া তাবদ্বৃত্তান্ত মনোরমাকে কহিল। তৎশ্রবণে মনোরমা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া দাসী ও পুত্রটীকে বিস্তর তিরস্কার করিতে লাগিলেন, তখন তিরস্কার করিলে আর কি হইবে, অবিবেচনা ও অদূরদর্শিতা প্রযুক্ত তিনি অল্পবয়স্ক পুত্রের অঙ্গে আভরণ দিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার এই বিপত্তি ঘটিল।

সন্ধ্যাকালে মনোরঞ্জন বাবু কর্ম্মস্থান হইতে অবকাশ পাইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন তৎ-

পত্নী ম্লানবদনে তাঁহার সম্মুখে আগত হইয়া দিব-সের দুর্ঘটনার বৃত্তান্ত সকল তাঁহাকে শ্রবণ করাই-লেন। শুনিয়া তিনি অতীব দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার নিজ অবিবেচনাই এই বিপত্তির মূল কার-ণ, এই বিবেচনা করিয়া তিনি কাহাকেও কিছু বলিলেন না, মনের ক্লেশ মনেই নিবারণ করিয়া, আপনার নি-ত্যকর্ম্ম সমাপন করিলেন। রাত্রিকালে মনোরমা, নিত্য যেরূপ করিতেন, হস্তে একটী সেতার লইয়া পতির নিকট সেতার বাজাইতে বসিলেন। তাঁহার স্বামী সেদিন ঐ সেতারবাদ্যের মধুর ধ্বনি শ্রবণ করা স্থগিত রাখিয়া, মনোরমাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, প্রিয়-তমে! আমি তোমাকে গোটাকতক কথা বলিতে চাহি, মন দিয়া শুন, বিরক্ত হইওনা।

বাল্যকালে তুমি এবং সুশীলা এক পাঠশালায় এবং এক শ্রেণীতে বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলে। তোমরা উভয়েই প্রায় সমান বিদ্যাবতী। যে বৎসর চন্দ্রকুমার দত্তের সহিত সুশীলার বিবাহ হয়, তাহার পর বৎসরে আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া নিজগৃহে আনি। এক্ষণে সুশীলার সন্তান হইয়াছে, তোমারও সন্তান হইয়াছে, উহারা বয়সে প্রায় উভয়েই সমান, কেবল এক বৎ-সরের ছোট বড় মাত্র। সুশীলার পুত্রের যশঃসৌরভে বিজয়নগরের সর্ব্বত্র আমোদিত করিয়াছে, আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই তাহার সুখ্যাতি করিয়া থাকে। যাহার সহিত একবার তাহার পরিচয় হইয়াছে, সে আর তাহাকে কদাপি ভুলিতে পারে না। কিন্তু তোমার পুত্রে তাহার সকলই বিপরীত দেখিতেছি, কেহ অপ্র-

শংসা বই আর প্রশংসা করে না, উহার জন্য আমাদিগকে লোকে নিন্দা করিয়া থাকে। চন্দ্রকুমার দত্ত তাদৃশ ধনবান পুরুষ নহেন, তাঁহাকে অবশ্যই পরের কর্ম্ম করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, অতএব তিনি যে, প্রত্যহ দিন পুত্রকে স্বয়ং শিক্ষা দেন কোন মতেই, আমার এমন বোধ হয় না। তাঁহার স্ত্রী সুশীলাই সংসারের তাবৎ কর্ম্ম করিয়াও অবকাশমতে পুত্রের শিক্ষা-বিধান করিয়া থাকেন, তথাপি তাঁহার পুত্র এত গুণবান বালক হইল। কিন্তু বিদ্যালোচনার ব্যাঘাত ঘটিবে বলিয়া পরিশ্রম-সাধ্য সংসারের কর্ম্ম আমি তোমাকে কিছুই করিতে দিই না, তুমি সমস্ত দিন কাগজ, কলম বহি লইয়া পুত্রের শিক্ষা বিধান কর, তথাপি তোমার পুত্র নির্বোধ এবং দুরন্ত বালক বলিয়া লোকের নিন্দাভাজন হইল। বিদ্যাবতী সুশীলার সদুপদেশে যখন তাঁহার তনয় উত্তম হইল, তখন তুমিও তো বিদ্যাবতী, তোমার তনয় উত্তম হইল না কেন, কারণ কি, ইহাতে বোধ হয় শিক্ষা-প্রণালীর বিষয়ে সুশীলার কোন বিশেষ কৌশল আছে। অতএব একটি কর্ম্ম কর, সুশীলা তোমার বাল্যকালের বন্ধু, সাতিশয় সচ্চরিত্রা, তাঁহার পতি চন্দ্রকুমারও অতীব গুণবান এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ। তাঁহাদিগের বাটীতে গেলে তোমার কোন অনিষ্ট হইবে না, তুমি কল্য অপরাহ্নে একখানি পাল্কি করিয়া সুশীলার নিকটে গমন করত, কি উপায়ে এবং কি কৌশলে সুশীলা নিজ পুত্রের শিক্ষা বিধান করিয়াছেন, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।"

আসিয়া সেই উপায়, সেই কৌশল, এবং সেই প্রণালী অবলম্বন করিয়া পুত্রের শিক্ষা বিধান করিও।

মনোরমা স্বীয় বিদ্যা বুদ্ধি এবং নৈপুণ্য বিষয়ে পতির অননুরাগ দেখিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন বটে, কিন্তু বহুকালের পর সহপাঠিকা সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ লাভ হইবে, এই বিবেচনা করিয়া আনন্দরূপ জলধি-নীরে মগ্নপ্রায় হইলেন। লোকে সহোদরা ভগিনীর বাটীতে যাইবার সময় কত সামগ্রী সঙ্গে করিয়া লয়, মনোরমা সুশীলা এবং তাঁহার পুত্রের জন্য তদপেক্ষা নানাবিধ উপঢৌকন দ্রব্য সমভিব্যাহারে লইয়া পরদিন অপরাহ্ণে চন্দ্রকুমার দত্তের বাটীতে গমন করিলেন।

বাহকগণ শিবিকাখানি রাখিয়া সদর বাটীর চালাতে বসিল, মনোরমা পালকী হইতে দ্রব্যাদি সকল উঠাইয়া লইয়া দাসীসমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে গেলেন। বহুকালের পর পরমাত্মীয়া সহপাঠিকাকে দেখিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। আজি আমার সুপ্রভাত রজনী, কি সৌভাগ্য! কি সৌভাগ্য! বারম্বার এই কথা কহিয়া, তিনি আস্তেব্যস্তে গাত্রোত্থান করত মনোরমার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক তাঁহাকে আপনার শয়নাগারের দ্বারে লইয়া গেলেন, পরে যত্ন পূর্ব্বক ঘরের ভিতর হইতে একখানি মাদুর বাহির করিয়া তদুপরি দুইজনে উপবেশন করত সুখে মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

প্রমথ বাটীর ভিতরকার পুষ্পোদ্যানে ভ্রমণ করিতেছিল, যাদবের মাকে দেখিয়া সস্মিত বদ-

সে মস্তক আসিয়া তাঁহার নিকটে বসিলে, বৎস! আমি তোমার এক সম্পর্কে মাসী হই, এই কথা বলিয়া তিনি তাহাকে ক্রোড়ে করিলেন এবং সানন্দচিত্তে কতক-গুলিন খাদ্য সামগ্রী তাহার হস্তে দিলেন। বিনয়ী বালক সবিনয় বাক্যে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল, তিনি অতীব সন্তুষ্টা হইয়া তাহার বিদ্যা বুদ্ধি পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত তাহাকে কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিয়ম্বদ প্রিয়সম্ভাষণে তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিল। মনোরমা তাহাতে তাহার জ্ঞান ও বোধশক্তি উপলব্ধ করিয়া মনেং বিবেচনা করিলেন, পতি যে কথা বলিয়াছেন, তাহার একটীও মিথ্যা নয়, এ বালক যথার্থই আবাল বৃদ্ধ বনিতা সক-লেরই প্রশংসার পাত্র, জগদীশ্বরের কৃপায় আমার যাদব এইরূপ বালক হইলে না জানি আমি কত সুখী হইতাম।

মনোরমা সুশীলার পুত্রের সহিত যখন কথোপ-কথন করেন, তখন সুশীলা গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাঁহার এবং তাঁহার দাসীর জন্য তাম্বূলাদি জলপানীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহা-দিগের কথাবার্ত্তা সমাপ্ত হইলে, তিনি বাহির হইয়া মনোরমাকে কহিলেন, ভগিনি! এ দুঃখিনীকে মনে করিয়া যদি দেখিতে আসিয়াছ, তবে ঘরের ভিতর আসিয়া জলযোগ পূর্ব্বক আপনার শ্রান্তি দূর কর। তৎ শ্রবণে মনোরমা সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, সুশীলে! জলপান করিতে হইবে না, তোমাদিগের মিষ্ট কথারূপ অমৃত পানে আমি সাতিশয় পরিতৃপ্তা

হইয়াছি। এখন যে কারণে আমার স্বামী আমাকে তোমার নিকট পাঠাইয়াছেন, তাহা বলি শুন। সুশীলা বলিলেন, প্রিয়-বদনে! অনেক দিনের পর তোমার সহিত আমার দেখা হইয়াছে, আজিতো আমি কোন মতেই তোমাকে যাইতে দিব না, এখন জলযোগ কর, রাত্রিকালে দুই ভগিনীতে একত্রে শয়ন করিয়া সমুদায় কথাবার্ত্তা কহিব।

নিভৃতস্থান এবং রাত্রিকাল আমার মনোরথ সিদ্ধ হইবার পক্ষে উত্তম সুযোগ, এই বিবেচনা করিয়া মনোরমা সুশীলার সকরুণ প্রস্তাবে সম্মতা হইয়া ঘরের ভিতর জলযোগ করিতে গেলেন। তাঁহার দাসী বাহিরে যাইয়া বেহারাদিগকে পরদিন প্রাতঃকালে আসিতে কহিল। মনেং মনোরমার বড়ই অভি-মান ছিল, আমি যেমন গৃহিণী, আমার গৃহ-সামগ্রী যেমন পরিপাটী, সুশৃঙ্খল এবং পরিস্কৃত, এমন গৃহিণী এবং এমন সুসজ্জিত গৃহ বিজয়নগরের কোন পরি-বারের মধ্যে নাই। কিন্তু সুশীলার ঘরের ভিতর যাইয়া তাঁহার গৃহসজ্জার নূতন ভাব এবং নূতন পারি-পাট্য অবলোকন করাতে, তাঁহার সে অভিমান দূরে গেল। তিনি মনেং বিবেচনা করিলেন, নিত্য ব্যব-হার-যোগ্য প্রয়োজনীয় সামান্য বস্তু দ্বারা প্রিয়ম্বদের মাতা যেরূপ আপনার গৃহটী সুসজ্জিত করিয়াছেন, অধিক-মূল্য বিলাতি সামগ্রীদ্বারা আমার গৃহ তাহার দশাংশের একাংশও সুসজ্জিত হয় নাই। তাম্বূলাদি জলপান করিয়া মনোরমা সুশীলার সঙ্গে বাহিরে আসিয়া তাহার আরং ঘরগুলিন দেখিতে গেলেন।

কি শয়ন-ঘর, কি রান্নাঘর, কি গোয়াল ঘর, যে ঘরে যান, সেই ঘরেরই উপযুক্ত এক এক প্রকার নূতন পারিপাট্য এবং নূতন নিয়ম দেখেন। অধিক কি, যে বাগানে সুশীলা নিত্য ব্যবহারের ব্যঞ্জনের সামগ্রী সকল উৎপন্ন করিতেন, তথাকার এক এক স্থানে এক এক প্রকার উৎকৃষ্ট নিয়ম দেখিলেন।

এইরূপ কি উঠান, কি ঘর, কি বাগান, সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে পারিপাট্য দর্শনে তিনি আপনাকে নিতান্ত ক্ষুদ্র বোধ করিয়া, সবিস্ময়চিত্তে মনে মনে বিবেচনা করিলেন, আমি নিজ শয়ন-গৃহ ব্যতিরেকে অন্যান্য ঘর গুলির সুশৃঙ্খলা বিষয়ে কিছুমাত্র মনো-যোগ করি নাই, বুদ্ধিমতী সুশীলা আপনার বুদ্ধি-কৌশলে এমনি করিয়া বাটির সর্ব্বস্থান সুশৃঙ্খল এবং সুপরিষ্কৃত রাখিয়াছেন, যে তাহা অবলোকন করিবামাত্র চক্ষের পাপ দূর হয়। অতএব পতি যাহা কহিয়াছিলেন, তাহা সকলই যথার্থ হইল, যথার্থই সুশীলা লক্ষ্মীরূপা, বিদ্যা বুদ্ধি কর্ম্মদক্ষতা বিষয়ে ইনি আমা অপেক্ষা অনেক শ্রেষ্ঠা। সকল বিষয়ে ইঁহার দৃষ্টান্ত লইয়া যদি আমি গৃহ-কর্ম্ম নির্ব্বাহ করি, তবে কি ভদ্র, কি অভদ্র কি আত্মীয় কি অনাত্মীয়, সকলকার কাছে অবশ্যই আমি যশস্বিনী হইতে পারি, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

ক্রমে দিবাবসান হইল, সুশীলা নিত্য সন্ধ্যাদি কর্ম্ম সমাপন করিয়া দাসীটির সাহায্য লওত, প্রথমে গোরু বাছুর গুলির তত্ত্বাবধান করিলেন। পরে রন্ধনশা-লায় যাইয়া পরিবারদিগের রাত্রিভোজনের নিমিত্ত

অন্ন ব্যঞ্জনাদি প্রস্তুত করিলেন। চন্দ্রকুমার কুঠী হইতে প্রত্যাগমন করিয়া জলযোগাদি করিলেন, পতিপরায়ণা সুশীলা নিত্য যেরূপ পতি-সেবা করিতেন, সে দিনও সেইরূপ তাঁহার সেবা করিতে করিতে মনোরমার আগমনাদি বিবরণ তাঁহাকে কহিলেন। পরমারাধ্য ব্রাহ্মণ-কন্যা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ধর্ম্মশীলা সুশীলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছেন, এই কথা শুনিয়া তাঁহার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, আমার ধর্ম্মপত্নীর পরামর্শ এবং দৃষ্টান্ত সৎকুলোদ্ভবা কামিনীদিগের সমাজে নিতান্ত আদরণীয় হইতেছে, এই বিবেচনা করিয়া তিনি আপনাকে শ্লাঘ্য এবং কৃতার্থ বোধ করিলেন।

রাত্রি প্রায় দুই দণ্ড হইলে, সুশীলা বাজার হইতে উত্তমোত্তম মিষ্টান্ন সামগ্রী আনাইয়া দ্বিজতনয়া সহপাঠিকাকে পরিতোষরূপে ভোজন করাইলেন, এবং ইতিপূর্ব্বে সূতিকালয়-রূপে চন্দ্রকুমার যে একখানি অতিরিক্ত ঘর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাতেই তাঁহার শয়ন-শয্যা প্রস্তুত করিয়া দিলেন। আহারাদি করিয়া মনোরমা সেই ঘরে উপবেশন করত সুকুমার প্রিয়বন্ধুদের সহিত বিদ্যা ধর্ম্ম এবং শিষ্টাচারের কথা-বার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে সুশীলা প্রথমে বৃদ্ধ শ্বশুর শাশুড়ীকে যথাবিধি আহারাদি করাইয়া পরে আপনারা স্ত্রী পুরুষে ভোজনপানাদি করিলেন। দাসীপ্রভৃতি পরিবারস্থ সকলে যখন আহারাদি করিয়া যে যাহার নিজ২ শয্যায় শয়ন করিতে গেল, তখন সুশীলা একটী প্রদীপ হাতে লইয়া বাটির মধ্যস্থ সেই

অতিরিক্ত ঘরখানিতে মনোরমার সঙ্গে শয়ন করিতে গেলেন। গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলে, মনোরমা তাহার কার্য্য দর্শনে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া তাহাকে কহিলেন ভগিনি সুশীলে! তুমি ধন্য, তোমার কর্ম্ম-দক্ষতা ধন্য! স্ত্রীলোকদিগকে যে সকল গুণে পবিভূষিত হইতে হয়, পরমেশ্বর তোমাকে সে সকল গুণেরই আধার করিয়াছেন। তোমার কর্ম্মনৈপুণ্য দেখিয়া আজি আমার সকল গর্ব্বই খর্ব্ব হইল, তোষামোদ করিনা, জগদীশ্বরের কৃপায় যেন তোমার দৃষ্টান্ত লইয়া আমি সুচারুরূপে সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে পারি।

সুশীলা ব্রাহ্মণ-বনিতার এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে অতীব আহ্লাদিতা হইলেন, কিন্তু ইহাতে তাঁহার অভিমান বা অহঙ্কারাদি কিছুই হইল না। তিনি আপনাকে ক্ষুদ্রা জ্ঞান করিয়া মনোরমাকে কহিলেন, ভগিনি! স্ত্রীলোকমাত্রেরই যাহা নিতান্ত কর্ত্তব্য কর্ম্ম আমি যত্নপূর্ব্বক যথাসাধ্য তাহা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা পাই। প্রশংসার কর্ম্ম কিছুই করি না। গৃহধর্ম্মিণী কামিনীরা যথাবিধ পরিশ্রম করিয়া যদি সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ না করে, তবে তাহাদিগের অত্যন্ত অধর্ম্ম হয়। অনাচার এবং আলস্য দেখিয়া লক্ষ্মী তাহাদিগের গৃহ পরিত্যাগ করেন। তা যাহাহউক, কি অভিপ্রায়ে মনোরঞ্জন বাবু তোমাকে আমার নিকট পাঠাইয়াছেন তাহা এখন বল, এ দুঃখিনীদ্বারা যদি তোমার কোন বিশেষ উপকার হয়, তবে আমি যত্নপূর্ব্বক তাহা সমাধা করিব, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

মনোরমা কহিলেন, সুশীলে! আমার পুত্র যাদবকে

আমি বিশেষ মনোযোগ পূর্ব্বক বিদ্যাশিক্ষা দিয়াথাকি, তথাপি সে নির্ব্বোধ মূর্খ এবং চঞ্চল বালক বলিয়া সকলের অপ্রেমপাত্র হইতেছে, ইহার কারণ কি? পতি মুখে আমি তোমার প্রিয়ম্বদের গুণ যেরূপ শুনিয়াছিলাম, এখানে আসিয়া তাহা স্বচক্ষে দেখিলাম। কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবা, তোমার প্রিয়ম্বদের অপ্রশংসার কথা কোন্ ব্যক্তিই বলেনা, সকলেই উহাকে অত্যন্ত প্রশংসা করে। অতএব তুমি কি উপায়, কি কৌশল, এবং কি প্রণালী অবলম্বন করিয়া সুশিক্ষাদ্বারা এত অল্প বয়সে নিজ পুত্রটীকে গুণবান করিয়াছ তাহা আমাকে বল, আমি তোমার মতানুবর্ত্তিনী হইয়া যাদবেরও তদ্রূপ শিক্ষাবিধান করিব।

এই কথাতে সুশীলা সাতিশয় পুলকিত হইয়া, তৃতীয় অধ্যায়ে উক্ত যেং উপায় অবলম্বন করিয়া স্বীয় পুত্রের শিক্ষাবিধান্ করিয়াছিলেন, প্রথমে সে সমস্তই বর্ণন করিলেন, পরে কহিলেন, মনোরমে! বালক বালিকাদিগকে সৎপথাবলম্বী করিয়া তোলা বড় একটা সহজ কর্ম্ম নয়, ইহাতে বিদ্যা বুদ্ধি বিচক্ষণতা দূরদর্শিতা প্রভৃতি গুণের নিতান্ত আবশ্যক হয়। আমি যথাবুদ্ধি সংক্ষেপে তোমাকে আরও কতকগুলি নিয়ম বলি শুন, তুমি যত্নপূর্ব্বক ঐ সকল নিয়ম প্রতিপালন করিয়া পুত্রের শিক্ষাবিধান কর, তাহা হইলে তোমার তনয় যাদব অবশ্যই গুণবান ও সচ্চরিত্র বালক হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

পিতা-মাতা বালক বালিকাদিগকে যদি নিতান্ত বশীভূত এবং আজ্ঞাবহ করিতে চাহেন, তবে তাঁহা-

দের উভয়েরই এক মন হওয়া কর্ত্তব্য। পুত্রকন্যা আদর করিয়া কোন সামগ্রী চাহিলে যদি তাঁহাদিগের এক জন তাহা দিতে অস্বীকার করেন, এবং এক জন দিতে চাহেন, অথবা অপকর্ম্ম করিলে এক জন দণ্ড-বিধানে উদ্যত হন এবং আর এক জন মিথ্যা স্নেহ প্রকাশ করিয়া সান্ত্বনা করিবার জন্য কহেন, আমার বাছাকে কেন মারিলে, মারি খাইতে হয় এমন কর্ম্ম সেতো কিছুই করে না, বালক-স্বভাব প্রযুক্ত পাড়ার সকল ছেলেই ঐরূপ কর্ম্ম করে। এইরূপ কথা শুনিলে বালক বালিকারা আদর পাইয়া পিতা-মাতা উভয়েরই প্রতি অনাদর এবং অশ্রদ্ধা করে তাহারা কাহারও আজ্ঞা সম্মানপূর্ব্বক প্রতিপালন করিতে চাহে না। সাক্ষাতে হউক বা অসাক্ষাতেই হউক, পিতা, পুত্র কন্যা যাহাতে মাতৃ-আজ্ঞা বিশেষ প্রতিপালন করে এমন দার্ঢ্য এবং যত্ন প্রকাশ করিবেন। মাতাও ঐরূপ পিতার প্রতি শ্রদ্ধানুরাগ প্রকাশ করণে তাহা-দিগকে নিয়ত সদুপদেশ দিবেন। তাহাহইলে তাঁহাদিগের উভয়ের কর্ত্তৃত্ব সমান থাকিবে, এবং পরি-বারের মধ্যেও কুশল এবং সুনিয়ম স্থাপিত হইবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্বভাবতঃ মনুষ্যজাতির মন অধর্ম্মের প্রতি আসক্ত হয়। বাল্যকালাবধি এই স্বভাব তাহারা প্রকাশ করিয়া থাকে, এই সময়ে পিতা-মাতা সুশাসন সদু-পদেশ এবং আন্তরিক যত্ন প্রকাশ করিয়া যদি তাহা-দিগের অধর্ম্মানুরাগ নিবারণ করণে চেষ্টা পান, তবে ভবিষ্যতে অবশ্যই তাহারা উত্তম যুবক বা যুবতী

হইয়া উঠে। অল্পবয়স্ক বালক বালিকারা স্বার্থপ্রিয়, তাহারা অন্যান্য ভ্রাতা ভগিনীদিগের সুখাপেক্ষ না হইয়া,আপনারা যাহাতে অধিক খাইতে পায় বা অধিক পরিতে পায় নিয়ত এই চেষ্টাই করে। পিতা-মাতা বাল্যকাল হইতে যদি এই কুরীতি উন্মূলন করিয়া অপরের সুখ উৎপাদনে তাহাদিগের প্রবৃত্তি জন্মাইতে পারেন, তবে বয়ঃকালে তাহারা সকলের প্রিয় হয়, স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করাতে তাহারা আপনারাও সুখী হয়, এবং অন্যকেও সুখী করে। যে কোন কর্ম্ম কর, তাহা যেন বালকদিগের দৃষ্টান্ত স্বরূপ হয়। যে কথা সন্তান সন্ততির ব্যবহার করা অনুচিত, বা যে কর্ম্ম করিলে তাহারা অসচ্চরিত্র হইবে; এমন কথা ব্যবহার এবং এমন কর্ম্ম পিতা-মাতা কখনই যেন না করেন। অপকর্ম্ম করিলে রাগ করিয়া হঠাৎ তাহাদিগকে শাস্তি দেওয়া অকর্ত্তব্য। শাস্তি দিবার আবশ্যক হইলে ধৈর্য্যগাম্ভীর্য্য এবং বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া এমন করিয়া বালকদিগকে বুঝাইতে হইবে, যে যে কর্ম্ম তাহারা করিয়াছে, তাহা সাতিশয় গর্হিত কর্ম্ম, এমন সব কর্ম্মে দণ্ড পাওয়া উচিত।' অসুবিধা ক্রোধ বা অখ্যাতিপ্রযুক্ত নয়, কিন্তু কর্ত্তব্য বোধে তাহাদিগের পিতামাতা তাহাদিগকে শাস্তি দিতেছেন, ইহা তাহাদিগের উপকারার্থ, অনুপকারার্থ নহে।

অধিকই হউক বা অল্পই হউক কখনই অল্পবয়স্ক সন্তান সন্ততিদিগকে তোমরা প্রতারণা করিও না। যে সামগ্রী দিবে না, অথবা যাহা দিতে তোমাদের ইচ্ছা নাই, এমন সামগ্রী দিব তাহাদিগকে কখনই

বলিও না। অনেকে, জুজু বুড়ো, কানকাটা, জুজু এবং ভূতের ভয় দেখাইয়া বালক বালিকাদিগকে অনিচ্ছাগত কর্ম্ম করায়। এ ব্যবহার যে কত মন্দ ব্যবহার তাহা বলিতে পারা যায় না। ইহাতে বাল্যকালেই বালকেরা ভীরুস্বভাব হইয়া উঠে। যাহা যথার্থ নাই, অথবা যাহা থাকিলেও মনুষ্যের কিছুমাত্র হানি হইবার সম্ভাবনা নাই, এমন সব বিষয়কে ভয়ঙ্কর জ্ঞান করিয়া তাহারা অতি নির্ব্বোধ হয়। কর্তৃপক্ষের স্থাপিত এই কুসংস্কার বয়সকালেও তাহাদিগের অন্তঃকরণ হইতে উন্মূলিত করা সুকঠিন হয়। আর, চাতুরী বা প্রতারণা করিয়া বালক বালিকাদিগকে কোন কর্ম্ম করান উচিত নয়। কারণ, চাতুরী ও প্রতারণা করিয়া লোকে কতবার পার পাইতে পারে, পাঁচনকে মিষ্ট বলিয়া একবার খাওয়াইতে পার, কিন্তু দ্বিতীয় বার খাওয়াইবার সময়ে বালক বালিকা আর কি তাহা মিষ্ট বোধ করে, খাইলে মিঠাই দিব বল বা সন্দেশ দিব বল, তাহারা কখনই তোমাদের কথাতে আর সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিবে না। তাহাতে সর্ব্বাপেক্ষা আর একটী মন্দ ফল হইবে এই, তাহাদিগকে যতই উপদেশ দাও, মিথ্যা কথা মহাপাপ, এমন বিবেচনা তাহাদের মনে কখনই হইবে না। খাদ্যাভাব সাধনের বশবর্ত্তী হইয়া সুযোগ পাইলে অবশ্যই তাহারা মিথ্যাপ্রয়োগ করিবে।

অনেকগুলি সন্তান সন্ততি থাকিলে সকল-গুলির প্রতি পিতা মাতার সমান স্নেহ থাকা উচিত, তবে অবস্থা ও ব্যবহার ভেদে অনুরাগবিষয়ের ন্যূনাতিরেক

করিলে কিছুমাত্র হানি হয় না। অন্যায়তঃ পিতা মাতা যদি একজনকে প্রিয় এবং অন্যজনকে অপ্রিয় জ্ঞান করেন, তবে তাহাদিগের পরস্পরে ঈর্ষা উৎপন্ন হয়। ঐ ঈর্ষা ভ্রাতৃবিবাদের মূল কারণ, ইহার দ্বারা কত পরিবার উচ্ছিন্ন হইয়াগিয়াছে, কত পিতামাতা সন্তান সন্ততির আন্তরিক-শ্রদ্ধানুরাগ হারাইয়া মনঃক্ষোভে কাল যাপন করিতেছেন। কিন্তু অবস্থা এবং ব্যবহার ভেদে স্নেহ ভেদ করিলে এ বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। পীড়িত-বালকের সেবা শুশ্রূষার প্রতি যদি সমস্ত পরিবার একান্তচিত্তে অনুরাগ প্রকাশ করেন, তবে অন্যান্য বালক বালিকাগণ তাহাতে কিছুমাত্র দুঃখিত হয় না, বরং তাহাদেরও কোমল চিত্তে দয়ার উদ্রেক হওয়াতে তাহারা যত্নপূর্ব্বক দুর্ব্বল বন্ধুকে সাহায্য করিতে চেষ্টা পায়। সতের পুরস্কার এবং অসতের দণ্ড ন্যায়ানুগত হয়। এজন্য সচ্চরিত্র তনয়ের প্রতি পিতা মাতা যদি বিশেষানুরাগ প্রকাশ করেন, তবে অন্যং অসচ্চরিত্র তনয় তনয়াগণ তাহাতে নিতান্ত দুঃখিত হয় না, বরং পিতা-মাতার প্রিয়ভাজন হইবার নিমিত্ত যাহাতে আপনাদিগের দোষ মোচন হয়, নিয়তই এমন চেষ্টা করে।

বালক বালিকা কোন বস্তু হস্তে লইয়াছে, উহা অতি আবশ্যক বা মূল্যবান পদার্থ, নষ্ট অথবা অপহৃত হইবার ভয়ে জনক জননী উৎকণ্ঠিত হইয়া কাড়িয়া লইতে চান, বালক তাহা দিতে চাহে না, ক্রন্দন করিতে থাকে, এ সময়ে পিতা মাতার কি করা কর্ত্তব্য। পিতা যদি বুদ্ধিমান এবং মাতা যদি বুদ্ধিমতী হন,

ভয়ে বশ বা দণ্ড দিবার ভয় দেখাইয়া তাঁহাদিগকে কোন কর্ম্ম করিতে হয় না। তাঁহারা প্রিয়বচন প্রিয়বদন এবং প্রিয়তাব প্রকাশ করিয়া অনায়াসেই আপন সন্তান সন্ততিদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারেন, যে, যে বস্তু তাহারা গ্রহণ করিয়াছে, তাহা তাহাদের প্রয়োজনীয় নহে; অনাবশ্যক বস্তু গ্রহণ করণে কোন ফল নাই, বরং মূর্খতা প্রকাশ হয়। তাহাদিগের পিতা মাতা তাহাদিগকে যে কথা বলিতেছেন, তাহা মঙ্গলের জন্য অমঙ্গলের জন্য নহে। এইরূপ যুক্তিসিদ্ধ মিষ্ট কথা প্রয়োগ করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিতে পারিলে, তাহারা আর ক্রন্দন করে না। পিতা মাতার অভিলষিত বস্তুটি অনায়াসেই পরিত্যাগ করে, এবং ভবিষ্যতেও আর সেইরূপ বস্তু লইতে চাহে না। কিন্তু রূঢ়বাক্য এবং দণ্ড প্রয়োগ করিয়া কাড়িয়া লইলে এরূপ সুফল কখনই ফলে না, বালকেরা পিতা মাতার উদ্দেশ্য এবং অভিপ্রায় বুঝিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হয়, তদ্দ্বারা পিতা মাতার প্রতি তাহাদের অনাদর অশ্রদ্ধা এবং অভক্তি জন্মিয়া থাকে।

অর্থ ব্যয় বিষয়ে লোকের পরিমিতাচারী হওয়া যেমন কর্ত্তব্য, পুত্র কন্যাকে পুরস্কার বা দণ্ড দেওন সময়েও সেইরূপ পরিমিতাচারী হওয়া উচিত। বালকদিগকে লঘুপাপে গুরুদণ্ড এবং গুরুপাপে লঘুদণ্ড দেওয়া যেমন যুক্তি বিরুদ্ধের কর্ম্ম, তেমনি অল্পগুণের জন্য গুরু পুরস্কার এবং অধিক গুণের জন্য লঘু পুরস্কার করা নিতান্ত অবিধি। যে কর্ম্ম বালক-

দিগকে সহজে করান যায়, তাহাতে পুরস্কার বা দণ্ড দেওয়ার আবশ্যক কি। অনেক পিতা মাতা না বুঝিয়া আপন আপন সন্তান সন্ততিকে বলেন বৎস! এ কর্ম্ম কর, আমি তোমাকে একটি পয়সা দিব, ও কর্ম্ম কর, আমি তোমাকে একটি পুতুল কিনিয়া দিব, এরূপ ব্যবহার করা কিছু ভাল ব্যবহার নয়। সামান্য পারিতোষিক বারম্বার পাইয়া বালকেরা এমনি হইয়া উঠে, যে, পিতা মাতার অনুজ্ঞাক্রমে তাহারা কোন কর্ম্মই করিতে চাহে না। কর্ম্ম করাইতে হইলে হয়-তো তাহাদিগকে পুরস্কার নতুবা ভয় প্রদর্শক দণ্ড দেওয়া আবশ্যক করে। মনোরমে! দুই তিন পরিবারের সহিত আমার বিশেষ পরিচয় আছে, তাহারা আপন আপন সন্তান সন্ততিকে সদাচরণের নিমিত্ত কোন মূল্যবান বস্তু দেয় না, দোষ করিলে প্রহার উপবাস বা রুদ্ধ করিয়া রাখে না, তথাচ তাহাদিগের পুত্র কন্যার ব্যবহার সকল এমনি উত্তম, যে, তাহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া সুখী হওয়া যায়। বোধ হয় এ কেবল তাহাদিগের জনক জননীর শিক্ষার কৌশলে হইয়া থাকে। বাহ্যিক দৃষ্টিতে বালক বালিকারা তাঁহাদের সন্তোষ ও বিরক্তি বুঝিতে পারিযা তাঁহাদিগের অভি-মত কর্ম্ম করণে যত্নবান্ হয়।

অনেকে ভ্রমবশতঃ কহিয়া থাকেন অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ খাইয়া খেলিয়া বেড়াইবে, তাহাদের দ্বারা পিতা মাতার আবার উপকার হইবে কি? বিবে-চনা করিয়া দেখিলে একথা কহা বড় একটা যুক্তিসঙ্গত নহে। বাল্যাবস্থা-হইতে বালক বালিকাদিগকে এমন

কোন কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত যাহাতে পিতা মাতা বা পরিবারাদির কোন না কোন বিষয়ে সাহায্য হয়। কর্ত্তব্যবোধে কোন আবশ্যক কার্য্যে আরত থাকিলে তাহারা অপকর্ম্মে রত হয় না, সুতরাং পরের অনিষ্ট যাহাতে হয়, তাহাহইতে তাহারা দূরে থাকে। তদ্দারা তাহাদিগের মনের স্ফূর্ত্তি হয়, এবং শরীরেও স্বাস্থ্য জন্মে। প্রিয়ে মনোরমে! তুমি যদি তোমার যাদবকে পাঁচ বৎসর বয়স অবধি এই অভ্যাস করাইতে, তবে সে নির্ব্বোধ ও দুরন্ত বালক বলিয়া কখনই লোকের অপ্রিয়ভাজন হইত না। আমাদ্বারা পিতামাতার উপকার হয়, এই বিষয় তাহার উপলব্ধ হইলে, সে আপনাতে আপনি সন্তুষ্ট হইত, এবং তোমাদিগের প্রতিও বিশেষ শ্রদ্ধাভক্তি করিত।

ইউরোপখণ্ডের এক ধর্ম্মভীত প্রাচীন কবি লিখিয়াছেন, "অলস ব্যক্তি পাইলেই শয়তান হৃষ্টচিত্ত হইয়া কোন না কোন পাপিষ্ঠকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে প্রবৃত্তি দেয়"। বালকেরা কড়ি বা পয়সা লইয়া জুয়া খেলিতেছে, ইন্দুর ফড়িং বা আর্শলার পায়ে দড়ি বাঁধিয়া তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিতেছে, ক্ষুদ্রং পক্ষি-শাবক আনিয়া দিনকয়েক তাহাদিগের প্রতিপালন করণান্তর পরে তাহাদিগকে মারিয়া ফেলিতেছে। এই সকল বিষয় অবলোকন করিলে, সেই প্রাচীন পণ্ডিতের সদুপদেশটী আমার স্মৃতিপথে উদিত হয়। যাদবের মা! আমি তোমাকে যথার্থ কহিতেছি, বাল্যকাল হইতে বালকদিগকে দিনের মধ্যে দুই ঘণ্টা যদি কোন শিল্প কর্ম্ম কৃষিকর্ম্ম কায়িক শ্রম-সাধ্যকর্ম্ম অথবা ছুতারের

কর্ম্মপ্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যায়, তাহাহইলে আর এ বিপত্তি ঘটে না। যাহাতে তাহাদের বিশেষানুরাগ জন্মে এমন সব পরিশ্রমসাধ্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে, নিষ্ঠুর এবং অনিষ্টকর ক্রীড়ায় তাহারা কখনই প্রবৃত্ত হয় না। মনুষ্যের মন উর্ব্বরা ভূমি সদৃশ, মৃত্তিকা খনন করিয়া উত্তম বীজ রোপণ না করিলে ভূমিতে যেরূপ দুষ্ট তৃণ ও কণ্টকাদি জন্মে, সেইরূপ শারীরিক এবং মানসিক পরিশ্রমসাধ্য সৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত না হইলে অবশ্যই মনুষ্য অসদাচারী হইয়া অসৎপথাবলম্বী হয়।

অতি সুপণ্ডিত ডড্‌সাহেব নামা এক বৃদ্ধ মনুষ্য লিখিয়াছেন, “বালকদিগকে বাল্যকাল অবধি ধর্ম্মশিক্ষা দাও এবং ভবিষ্যতে যে কর্ম্মদ্বারা তাহাদিগের উপজীবিকা হইবে এমন কর্ম্ম শিখাও, তাহা হইলে পরমেশ্বর তাহাদিগের সঙ্গেই থাকিবেন, কখনই পরিত্যাগ করিবেন না।” বিবেচনা করিয়া দেখিলে, মনোরমে! এই উপদেশটি যে কত উত্তম এবং কত সুন্দর, তাহা বলিতে পারা যায় না। ধর্ম্মশিক্ষা সকল শিক্ষার সোপান-স্বরূপ, মনুষ্য প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, পদার্থ বিদ্যা, শিল্প, সাহিত্য, পুরাবৃত্ত প্রভৃতি, যাহা ইচ্ছা তাহা শিখুক, ধর্ম্মশিক্ষা এবং ধর্ম্মজ্ঞান না হইলে কখনই চিত্তশুদ্ধি হয় না। অন্নভোজনের নিমিত্ত যেমন ব্যঞ্জনাদি উপযোগী, তেমনি ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মশিক্ষার নিমিত্ত অন্যান্য বিদ্যা উপযোগী হইতে পারে। কিন্তু শুদ্ধ বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য ব্যতিরেকে অন্যান্য বিদ্যাতে কখনই মনুষ্যকে ঐহিক এবং পারত্রিক সুখ প্রদান করিতে পারে না। বিদ্যাবলে কৃতবিদ্য

পুরুষ লোক-সমাজে মান্য গণ্য হইতে পারেন, কিন্তু ধর্ম্মভীত এবং ধর্ম্মপরায়ণ না হইলে ঈশ্বরসমীপে কখনই তিনি আদরণীয় হইতে পারেন না। অতএব ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মশীলতা সমুদায় প্রকৃত সুখের মূল কারণ।

মনোরমে! মানবদেহ ধারণ করিয়া ধর্ম্মজ্ঞান এবং ধর্ম্মশিক্ষা করা অতীব প্রয়োজনীয় বিষয়, এজন্য এত-দুপলক্ষে আমি তোমাকে আরও কিছু কথা বলিতে চাহি, তুমি মনোযোগ পূর্ব্বক এই সকল কথা প্রণিধান কর। ধর্ম্মশাস্ত্র ধর্ম্মকথা এবং ধর্ম্মোপদেশকদিগের প্রতি যাহাতে বালকবালিকাদের বিশেষানুরাগ জন্মে, সর্ব্বতোভাবে পিতা-মাতার এমন যত্ন করা উচিত। স্ব স্ব আত্মার পরিত্রাণার্থ জনক-জননী এ সব বিষয়ে যদি শ্রদ্ধাবান্ হয়েন, তবে অল্পবয়স্ক সন্তান সন্ত-তির উপকারার্থ এ সকল বিষয়ে যত্নবান্ না হয়েন কেন? অনেক বালক বাল্যকালে পিতা-মাতা এবং আত্মীয়গণের দ্বারা ধর্ম্মোপদেশ পাইয়া আচার ব্যবহার দ্বারা এমনি শীলতা প্রকাশ করিয়াছে, যে, তাহা-দিগকে দেখিলেই তাহারা যে ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র এমন অনুভব হইতে পারে।

অনভিজ্ঞ অদূরদর্শী লোকে না বুঝিয়া কহিয়াথাকে "অল্পবয়স্ক বালকদিগের এত বুদ্ধি কি যে তাহারা ধর্ম্ম-কথার নিগূঢ় ভাব বুঝিতে পারিবেক, অতএব বাল্যা-বস্থায় তাঁহারা এবিষয় যত্ন শিখুক, বা না শিখুক, সর্ব্বদা ধর্ম্মভয় দেখাইয়া তাহাদিগকে অসুখী করা উচিত নয়"। কিন্তু প্রকৃত বিবেচনা করিয়া দেখিলে

একথা যে নিতান্ত ভ্রমাত্মক তাহা অনায়াসে উপলব্ধ হইতে পারে। ধর্ম্মশাস্ত্র পঠন এবং ধর্ম্মকথা শ্রবণ কালে বালক বালিকাগণ সুখী বই অসুখী কোনমতেই হয় না, ইহাতে করিয়া তাহাদিগকে যেরূপ নম্র বিনয়ী এবং সচ্চরিত্র করে, অন্য কোন শিক্ষাদ্বারা সেরূপ সৎস্বভাব তাহাদিগকে কখনই করিতে পারে না। অধিক বলা অনাবশ্যক, লোকে যা বলে তা বলুক, মনোরমে! তুমি স্নান ভোজন শয়ন কথোপকথন অথবা কোন কর্ম্মকরণ, যখন সুযোগ পাইবে, তখনই তোমার পুত্রটিকে ধর্ম্মশিক্ষা দিয়া, সে যে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, ঈশ্বর যে তাহার মঙ্গলার্থ নিরন্তর তত্ত্বাবধান করিতেছেন, ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা তাহার যে নিতান্ত আবশ্যক কর্ম্ম, ইহা তুমি উত্তমরূপে বুঝাইয়া দিও। তাহাহইলে তোমার যাদব অবশ্যই সদাচারী ও বিনয়ী বালক হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই।

এইরূপ কথোপকথন করিতেই রজনী ঘোরা হইয়া নিশীথ সময় হইল, মনোরমা এবং সুশীলা উভয়েরই নিদ্রাকর্ষণ হওয়াতে তাঁহারা পরম সুখে নিদ্রা যাইতে লাগিলেন। প্রাতঃকাল হইলে মনোরঞ্জন বাবু ধর্ম্মপত্নীকে গৃহে আনিবার নিমিত্ত সুশীলার বাটীতে বেহারা পাঠাইয়া দিলেন। তাহাতে মনোরমা, সুশীলা এবং তাহার শাশুড়ীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়া পরে প্রিয়ম্বদের মুখচুম্বন করিলেন। যাইবার সময় সুশীলা তাঁহাকে কিছু উপঢৌকন দিয়া নমস্কার করিলে, মনোরমা প্রফুল্লান্তঃকরণে সুশীলাকে আশী-

র্ব্বাদ করিয়া কহিলেন সুশীলে! সাবিত্রী-সদৃশী হও, তোমার আচরণ দেখিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়াছি, তুমি লক্ষ্মীরূপা, তোমার গুণে চন্দ্রকুমার বাবু অবশ্যই লক্ষ্মীমন্ত হইবেন। আমি বিদায় হই, ভগিনী বোধে এক একবার আমাকে মনে করিও, এখন পরমেশ্বর সমীপে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তোমার ন্যায় সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করণে আমাকে সক্ষমা করেন।

এই কথা বলিয়া মনোরমা শিবিকাতে আরোহণ করত নিজ-নিকেতনে প্রত্যাগমন করিলেন, এবং সহর্ষচিত্তে সুশীলার তাবৎ বিবরণ নিজ পতিকে আদ্যোপান্ত কহিলেন। তৎশ্রবণে তাঁহার স্বামী সাতিশয় পরিতুষ্ট হইয়া মনোরমাকে বলিলেন, প্রিয়তমে! সুশীলা সামান্যা মেয়ে নয়, তাঁহার উপদেশানুসারে তুমি সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ এবং পুত্রের শিক্ষাবিধানে যত্নবতী হও, তদ্দ্বারা অবশ্যই সুফল ফলিবে তাহার সন্দেহ নাই। ফলতঃ এই কথা যথার্থই হইল, প্রিয়বদের মাতা প্রিয়বদকে যেরূপ শিক্ষা দিয়াছিলেন, মনোরমা সেইরূপ করিয়া ক্রমেৎ নিজ-পুত্রের শিক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। তাহাতে তৎপুত্র যাদব অল্পদিনের মধ্যেই অতি গুণবান্ এবং সচ্চরিত্র বালক হইয়া, পিতা-মাতা আত্মীয় বন্ধু সকলেরই প্রিয়ভাজন হইল। আর পূর্ব্বাপেক্ষা উত্তমরূপ গার্হস্থ্য ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করাতে মনোরমা শ্বশুর শাশুড়ী জ্ঞাতি কুটুম্ব এবং প্রতিবাসী প্রভৃতি সকলেরই নিকট অধিক আদরণীয়া হইলেন।

বিদ্যা বুদ্ধি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠার বলে যুবতী সুশীলা

এইরূপ পরোপকার এবং সংসার-ধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। ক্রমেং আরও তাঁহার দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা হইয়াছিল, প্রিয়ম্বদকে গর্ভে করিয়া তিনি যে অবস্থায় ছিলেন, পরে প্রসবানন্তর যেরূপ করিয়া তাহার লালন পালন এবং শিক্ষা বিধান করিয়াছিলেন, ইহাদিগের সময়েও তিনি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাধা করিলেন। তাঁহার চরিত্র বিজয়নগরের কি ভদ্রা কি অভদ্রা সকল রমণীরই দৃষ্টান্তস্বরূপ হইল। চন্দ্রকুমার এরূপ গুণবতী যুবতী ভার্য্যার সহবাসে যে কি পর্য্যন্ত সুখ সম্ভোগ করিতে লাগিলেন, তাহা লিখিবার প্রয়োজন নাই। কি যুবতী, কি যুবক, যে ব্যক্তিএই পুস্তকখানি অনুগ্রহ করিয়া পাঠ করিবেন, চন্দ্রকুমারের আন্তরিক সুখ তাহাদিগের অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম হইবে।

সম্প্রতি পরমেশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, হে পরমাত্মন্! বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া, বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে তাহাদিগের বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মাও, স্ত্রীশিক্ষা-বিদ্বেষীদিগের ভ্রমান্ধকার দূর করিয়া এমন উৎসাহ দাও, যাহাতে তাহারা সকলেই আপনাপন পরিবারস্থ বালিকা ও যুবতীদিগকে বিদ্যারূপ অমূল্য রত্ন দানে যত্নবান হয়েন। আমি মূঢ়মতি, বিদ্যা বুদ্ধি তাদৃশ নাই, আমা অপেক্ষা সুপণ্ডিত বিদ্বান এবং ধনবানদিগের মনে এমন প্রবৃত্তি দাও, যাহাতে তাঁহারা স্ত্রী-বিদ্যা বিষয়ের উদ্যোগী হইয়া স্থানেং বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করত স্বদেশীয়া কুমারীদি-

গের শিক্ষা বিধান করেন, এবং এই সুশীলা অপেক্ষা উত্তমোত্তম গ্রন্থ লিখিয়া ক্রমে২ বঙ্গদেশীয় অঙ্গনাগণের দুরবস্থা বিমোচনে যত্নবান্ হয়েন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া ও তাঁহার সচিবের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কর, বালকদিগের বিদ্যা বিষয়ে তাঁহারা যেরূপ যত্নবান আছেন, বালিকাদিগেরও বিদ্যাদানে তাঁহারা যেন সেইরূপ যত্নবান হয়েন। ভারতবর্ষবাসী বালিকাগণের বিদ্যাশিক্ষার নিমিত্ত ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষে যে সকল স্ত্রী-সমাজ স্থাপিত হইয়াছে এবং হইতেছে, সেই ধর্ম্মপরায়ণা রমণীসমাজের যত্ন সফল করহ, তাঁহাদিগের অভিলষিত কর্ম্মে যেন কিছুমাত্র ব্যাঘাত না হয়। বিদ্যালয় অথবা গৃহে থাকিয়া যে২ বালিকা এবং যুবতীগণ বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে তাহাদিগকে উত্তম গৃহধর্ম্মী এবং সৎপথাবলম্বী কর, সেই সকল বিদ্যাবতী কুলবতী কামিনীগণের সদাচরণ ও সচ্চরিত্র দর্শনে যেন প্রতিবেশিনী রমণীদিগের আচরণ ও অন্তঃকরণ পরিশুদ্ধ হইয়া উঠে। এক্ষণে আমি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত প্রার্থনা করি, মৎরচিত বঙ্গদেশীয় বালিকাগণের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান প্রথমভাগ, এবং যুবতীদিগের ব্যবহারার্থ সুশীলার উপাখ্যান দ্বিতীয়ভাগ, এই দুইখানি গ্রন্থ যেন গৃহস্থ রমণীদিগের পাঠ্য পুস্তক হয়, এবং এই গ্রন্থ পাঠে তাঁহাদিগের দুরবস্থা বিমোচনের যেন কোন না কোন সদুপায় হইয়া উঠে। এবং যে অনুবাদক সমাজের দ্বারা উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া আমি এই গ্রন্থদ্বয় রচনা করিয়াছি, তাহাকে তুমি দিন২ সমৃদ্ধিশালী কর, ঐ সমাজের অধ্যক্ষ

মহোদয়েরা যেন এইরূপ গুণগ্রাহী হইয়া অভিনব গ্রন্থ রচয়িতাদিগকে উৎসাহ প্রদান করেন।

এবমস্তু।

দ্বিতীয়ভাগ সমাপ্ত।

BENGALI FAMILY LIBRARY

গার্হস্থ্য বাঙ্গলা পুস্তক সঙ্গ্রহ।

পারিতোষিক পুস্তক।

সুশীলার উপাখ্যান

তৃতীয়ভাগ

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিণীদিগের ব্যবহারার্থ

শ্রীযুক্ত মধুসূদন মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক

প্রণীত।

কলিকাতা।

মিরজাপুর, অপর সার্কিউলর রোড, নং ৫৯।

বিদ্যারত্ন যন্ত্র।

Printed for the Vernacular Literature Committee.

September 1860.

PRICE 5 ANNAS,—মূল্য ।/০ পাঁচ আনা।

বিজ্ঞাপন।

এই পুস্তক এবং অনুবাদক সমাজের প্রকটিত আর আর পুস্তক যাঁহার প্রয়োজন হইবে, গরাণহাটার চৌরাস্তার উত্তরে ৯১ নং গার্হস্থ্য বাঙ্গালাপুস্তক সংগ্রহের পুস্তকালয়ে, অথবা মাণিকতলা শিবতলা লেন, ২৪ নং অনুবাদক সমাজের সহকারি-সম্পাদকের কার্য্যালয়ে পাইবেন। এতদ্ব্যতীত কলিকাতার অন্যান্য প্রকাশ্য পুস্তকালয়েও ইহা বিক্রয় হইয়া থাকে এবং মফঃসলে প্রত্যেক জিলার বিদ্যালয়সম্পর্কীয় ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর মহাশয়দিগের নিকট তত্ত্ব করিলেও পাওয়া যায়।

অনুবাদক সমাজে মধ্যেং নূতনং পুস্তক প্রকাশিত হইয়া থাকে। যাঁহারা গ্রহণেচ্ছা করিবেন, তাঁহাদের নাম ও বাসস্থানের নাম, সমাজের কার্য্যালয়ে প্রেরণ করিলে, পুস্তক পাঠান যাইবে।

শ্রীমধুসূদন মুখোপাধ্যায়।
অনুবাদক সমাজের সহকারী
সম্পাদক।

বিজ্ঞাপন।

অনুবাদক সমাজের সাহায্য এবং উৎসাহ সহকারে আমি অনেকগুলি পুস্তক বঙ্গভাষায় অনুবাদিত ও সঙ্কলিত করিয়াছি। কিন্তু সুশী-লার উপাখ্যান প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ প্রণ-য়ন করিয়া আমার যাদৃশ চরিতার্থতা লাভ এবং আনন্দানুভব হইয়াছে, অন্য কোন গ্রন্থ লিখিয়া তাদৃশ হয় নাই। ঐ পুস্তক দুই খানি স্ত্রীসমা-জের প্রকৃত ফলোপধায়িনী হইয়াছে বলিয়া কি সম্বাদপত্র-সম্পাদকগণ, কি বিদ্যোৎসাহী মহো-দয় মহাশয়গণ, কি রামাগণ, সকলেই আমাকে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। এমন কি ইংল-ণ্ডীয়া ও এতদ্দেশীয়া বিদ্যাবতী কোন কোন রমণী সুশীলার তৃতীয় ভাগ শীঘ্র প্রকাশ হইবার নিমিত্ত অর্থ ও উৎসাহ প্রদানদ্বারা অনুরোধ প্রকাশ করিয়াছেন। অনুবাদক সমাজের প্রকটিত সমু-দায় পুস্তক অপেক্ষা উহা অধিক সঙ্খ্যায় বি-ক্রীতও হইয়াছে। ফলতঃ বিশেষাগ্রহ সহকারে বিদ্যার্থী এবং বিদ্যাবতী কামিনীরা যে সুশীলার উপাখ্যান পাঠ করেন, ইহা আমি বিলক্ষণ অব-গত হইয়াছি। এই সামান্য গ্রন্থ সুশীলার উপা-

খ্যান জনসমাজে এইরূপে পরিগৃহীত ও সমাদৃত হইবে স্বপ্নেও আমি এমত আশা করি নাই। এক্ষণে আশার অতিরিক্ত ফল হওয়াতে আমার যে কতই সুখ হইয়াছে, প্রকাশ করাই দুষ্কর। সর্ব্ববিধায়ে সম্যক্প্রকারে এতদ্রূপ উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া, অঙ্গীকারানুরূপ, বঙ্গদেশীয় গৃহস্থ গৃহিণীগণের ব্যবহারার্থ, সুশীলার উপাখ্যান তৃতীয় ভাগ প্রণয়নে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, অনুবাদকসমাজের সাহায্যে এক্ষণে ইহা মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। জগদীশ্বরের কৃপায় প্রথম দুই ভাগে যেরূপ আমার কৃতার্থতা লাভ হইয়াছে, তৃতীয় ভাগেও যদি সেইরূপ হয়, তবেই সকল পরিশ্রম সার্থক বোধ করিব। কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি, অনুবাদক সমাজ পূর্ব্ব দুই ভাগের নিমিত্তে আমাকে যেরূপ পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, এই তৃতীয় ভাগের নিমিত্তেও সেইরূপ ২০০ টাকা পারিতোষিক দিয়াছেন।

২৫ সেপ্টেম্বর }
১৮৬০। } শ্রী মধুসূদন মুখোপাধ্যায়।

সুশীলার উপাখ্যান।

—00000—

তৃতীয় ভাগ।

প্রথম অধ্যায়।

গবর্ণমেণ্টস্কুলে প্রিয়ম্বদের বিদ্যাশিক্ষা। বাল্যকালে মাতার নিকট সুশিক্ষার ফল। সুশীলার উদ্দেশে চন্দ্রকুমারের কৃষিকার্য্য। নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে বিবাহোপলক্ষে সুশীলার গমন; ধনাঢ্যা কামিনী মালবীর সহিত সুশীলার সাক্ষাৎ।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা যথানিয়মে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ, ও পরোপকাররূপ মহাধর্ম্ম যথাসাধ্য প্রতিপালন করিয়া, পরমসুখে পতির সহিত কালযাপন করিতেছেন। ক্রমে তাঁহার পুত্র প্রিয়ম্বদ দশবর্ষবয়স্ক বালক হইয়া উঠিল। শৈশবাবস্থা পর্যান্ত মাতার উপদেশ ও শিক্ষা প্রাপ্ত হওয়াতে তাহার বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি এমনি উন্নত হইয়াছিল যে, সুশীলা আর তাহাকে বাটীতে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক বোধ করিলেন না, কৃতবিদ্য সুপণ্ডিত করণের অভিলাষে পুত্রটিকে কোন প্রকাশ্য বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিলেন।

অতএব ভদ্রসন্তানদিগের সুশিক্ষার জন্য বিজয়নগরে যে একটী গবর্ণমেন্ট-বিদ্যালয় ছিল, চন্দ্রকুমার বাবু পত্নীর সহিত পরামর্শ করিয়া তাঁহাতেই তাহাকে শিক্ষার্থ নিযুক্ত করিতে লইয়া গেলেন। পিতার সহিত প্রিয়ম্বদ বিদ্যালয়ে উপস্থিত হইলে, তথাকার প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রসন্ন বাবু বালকটির জ্ঞান বুদ্ধি এবং নৈপুণ্য পরীক্ষা করিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইলেন। তিনি অল্প বয়সে কোন বালককে প্রাকৃতিকজীব ও প্রাকৃতিকপদার্থবিষয়ে এমন উত্তম জ্ঞানী হইতে দেখেন নাই, অতএব যাঁহাদিগের সুশাসন ও সদুপদেশক্রমে বালকটি এরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছিল, তাঁহাদিগকে অত্যন্ত প্রশংসা করিয়া, একবারে প্রিয়ম্বদকে তৃতীয় শ্রেণীতে নিযুক্ত করিলেন, আর পিতৃসদৃশ বাৎসল্যভাব প্রকাশ করিয়া যাহাতে তাহার ভালরূপ শিক্ষা হয়, এমন যত্ন করিতে লাগিলেন।

বঙ্গভাষায় উত্তম ব্যুৎপত্তি না হইলে বালকেরা অনায়াসে সংস্কৃত শিখিতে পারে না। প্রিয়ম্বদ চতুর্থ বর্ষ বয়স অবধি দশম বর্ষ পর্য্যন্ত বিদ্যাবতী সুশীলার নিকট বঙ্গভাষায় নানা বিষয়ের নানা গ্রন্থ শিক্ষা করিয়াছিলেন, চন্দ্রকুমার বাবুও তাহার অষ্টম বৎসর বয়সের পর অবকাশ মতে এক এক দিন তাহাকে ইংরাজীভাষা শিক্ষা করাইয়াছিলেন; সুতরাং তৃতীয় শ্রেণীতে যদিও সুকঠিন সংস্কৃতভাষা এবং নানা মহোপকারী ইংরাজী পুস্তক পাঠ হইত, তথাপি তাহা আয়ত্ত করণে তাহার কোন ক্লেশ বোধ হইত না। বাল্যকালে মাতা পিতার উপদেশে তাহার বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্য্য হইয়াছিল, এজন্য

সে অনায়াসে ঐসকল গ্রন্থ পাঠ করিয়া, শ্রেণীস্থিত তাবৎ বালকের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। তাহাতে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রসন্ন বাবু তাহার প্রতি এমনি প্রসন্ন হইলেন, যে, দুই বৎসর উত্তীর্ণ না হইতেং তাহাকে প্রথম ক্লাশের বালকদিগের সহিত একপাঠী করিয়া দিলেন।

গবর্ণমেন্টস্কুলে প্রিয়ম্বদের শিক্ষা হইত বলিয়া চন্দ্রকুমার বাবুকে প্রতিমাসে এক এক টাকা বেতন, ও মধ্যে মধ্যে নূতন নূতন গ্রন্থ ক্রয় করিয়া দিতে হইত। ষোল টাকা মাসিক আয়ে এ সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করা যদিও তাঁহার পক্ষে ক্লেশকর হইত, তথাপি তিনি ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী এ ক্লেশকে ক্লেশবোধ করিতেন না, আপনারা কষ্টশ্রেষ্ঠে সাংসারিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়া পুত্রটিকে সুপণ্ডিত ও ধর্ম্মপরায়ণ করিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য ধনব্যয় করিতেন। "প্রিয়ম্বদের নিমিত্ত তোমাদের অনেক খরচ হইতেছে" এমন কথা সুশীলার জ্ঞাতি কুটুম্ব সুশীলাকে কহিলে, সুশীলা তাঁহাদিগকে কহিতেন "ওগো! যে পিতামাতা-হইতে আমরা মানবদেহ, প্রাপ্ত হইয়া থাকি, সেই পিতামাতা-হইতেই আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি জন্মে। দেহরক্ষার নিমিত্ত অন্ন বস্ত্র যেমন আবশ্যক, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি সুমার্জ্জিত করা, ও মনুষ্যজন্মের সার্থকতা লাভের কারণ বিদ্যা এবং ধর্ম্মশিক্ষা করাও তেমনি প্রয়োজনীয় হয়। যে পিতা মাতা পুত্রকন্যার শরীর-বিষয়ক অভাবের প্রতি মনোযোগ রাখিয়া অন্য দুই গুরুতর অভাববিষয়ে তাচ্ছীল্যভাব প্রকাশ করেন, তাঁহারা বড় ভাল কর্ম্ম করেন না। এক

বিষয়ে ঈশ্বর-স্থাপিত প্রাকৃতিক নিয়মরক্ষা করিলেও, অন্য দুই গুরুতর নিয়ম অবহেলন করেন বলিয়া জগদীশ্বর তাঁহাদিগের প্রতি রুষ্ট হইয়া থাকেন। অতএব পুত্র কন্যার বিদ্যাশিক্ষার্থ যে ধনব্যয় সে কদাপি অপব্যয় নহে, জনক-জননী কষ্টকল্পে পুত্র-কন্যাকে বিদ্যাশিক্ষা করাইয়া যদি একবার সুপণ্ডিত এবং ধর্ম্মপরায়ণ করিতে পারেন, তবে তাহাতে ঐহিক ও পারত্রিক উভয় সুখেরই লাভ হয়।"

এক দিন প্রিয়ম্বদ কতকগুলি বাঙ্গালা পুস্তকের নাম একখানি খাতা-বহিতে লিখিতেছিল। সুশীলা তাহা অবলোকন করিয়া সুমধুর বচনে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রিয়ম্বদ! প্রতিদিন তুমি স্কুল হইতে আসিয়া তোমার ছোট ভাই বশম্বদকে সঙ্গে লইয়া বিজয়নগরের প্রকাশ্য রাজপথে বেড়াইতে যাও, এবং কোন বস্তু দর্শন করিয়া কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া সে যদি কোন কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তুমি তদ্বিষয়ে তাহাকে যথাযোগ্যরূপ উপদেশ দিতে কোন মতে ত্রুটি কর না। কিন্তু আজি দিনকয়েক তুমি যে তাহা না করিয়া কেবল নূতন২ বাঙ্গালা পুস্তকের সঙ্গ্রহে এত ব্যস্ত হইয়াছ, ইহার কারণ কি? আর এই সকল পুস্তক ক্রয় করিতেই বা টাকা কোথায় পাইলে?

প্রিয়ম্বদ প্রিয়সম্ভাষণে জননীকে উত্তরপ্রদান করিল, অম্বে! যে কারণে আমি তিন চারি দিন এই নূতন কর্ম্মটিতে প্রবৃত্ত হইয়া এত ব্যস্ত হইয়াছি তাহা আপনাকে বলি শুনুন। আমাদিগের বিজয়নগরে নীচজাতীয় বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত ধর্ম্মপরায়ণ জমীদার মহা-

শয় জয়চন্দ্র বাবু যে দুইটী পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, পণ্ডিত এবং গুরুমহাশয়দিগের অমনোযোগ-হেতু তাহাতে শিক্ষাকার্য্য ভাল হইতেছে না। প্রায় দুই মাস হইল আমাদিগের প্রধান শিক্ষক সত্যপ্রসন্ন বাবু ঐ পাঠশালাস্থিত পাঠক-পাঠিকাদিগকে পরীক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, কিন্তু পরীক্ষা করিয়া তিনি বড় একটা সন্তোষপ্রাপ্ত হন নাই। এজন্য প্রায় এক মাস হইল ঐ দুই পাঠশালার তত্ত্বাবধানের ভার তিনি আমার প্রতি অর্পণ করিয়াছেন। বাল্যকালে আপনি যে আমাকে উত্তমরূপে বঙ্গভাষা শিক্ষা করাইয়াছিলেন, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধি হওয়াতে, আমি যে ঐ কর্ম্মে বিশেষ পারদর্শী হইব, তিনি তাহা বিলক্ষণ বুঝিয়াছেন। তদনুসারে আমি সপ্তাহের মধ্যে এক এক দিন এক একটি পাঠশালায় উপস্থিত হইয়া তত্রস্থ বালক বালিকাদিগকে পরীক্ষা করিয়া থাকি, এবং নীচজাতীয় বালক-বালিকাদিগকে কি শিক্ষা ও কিরূপে শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক তাহাও পণ্ডিত এবং গুরুমহাশয়দিগকে বলিয়া দি। ইহাতে ঈশ্বরপ্রসাদে জমিদার মহাশয়ের স্থাপিত ঐ দুইটি বিদ্যালয় পূর্ব্বাপেক্ষা এখন উত্তমরূপে চলিতেছে। তা যাহাহউক, সম্প্রতি পুস্তকসংগ্রহের তাবৎ বিবরণ আদ্যোপান্ত আপনাকে কহি।

এক দিন অনুসন্ধান দ্বারা অবগত হইলাম যে, নীচজাতীয় বালক-বালিকারা পাঠশালায় যাহা অধ্যয়ন করিয়া আইসে সেইপর্য্যন্ত; বাটীতে বিদ্যানুশীলন করে এমন উপায় তাহাদিগের কিছুই নাই। বিজয়নগরের কাছারিতে সাধারণের উপকারার্থ যে একটী পুস্তকালয়

আছে, তাহাতে প্রতিমাসে অবস্থানুসারে কাহাকেও দুই আনা কাহাকেও চারি আনা দাতব্য দিয়া পুস্তক আনয়ন করিতে হয়। নীচজাতীয় লোকদিগের বিদ্যার প্রতি তাদৃশ যত্ন নাই এবং তাদৃশ সংস্থানও নাই, যে, অর্থব্যয় করিয়া তথাহইতে পুস্তক আনয়ন করত পুত্র-কন্যাদিগকে পড়িতে দেয়। একারণ তাহাদিগের নিমিত্ত স্বতন্ত্র একটি অবৈতনিক পুস্তকালয় স্থাপন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। এই বিবেচনা করিয়া আমি গবর্ণমেণ্টস্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সমস্ত বালককে একত্র করিয়া এ বিষয়ের প্রস্তাব করিলাম, এবং যাহাতে তাহা সুসিদ্ধ হয় এমন অনেক প্রতিপোষক বাক্যও কহিলাম। আমার প্রস্তাবে সকলেই তাহারা সন্তুষ্ট হইয়া কিছু২ চাঁদা দিয়াছে, এবং বিদ্যালয়ের সমুদায় বালক, প্রতিমাসে এক এক পয়সা চাঁদা দিবেক, এমন স্বীকারও করিয়াছে।

"ব..-গৃহস্থ-পুস্তক-সংগ্রহ" ইত্যভিধেয় পুস্তকগুলি সুনীতিসম্পন্ন অথচ গল্পচ্ছলে লিখিত হইয়াছে, পাঠ করিতে২ অত্যন্ত আমোদ জন্মে; এ কারণ ঐ সকল পুস্তক পাঠ করিলে নীচজাতীয় লোকদিগের পুস্তক-পাঠে বিশেষ প্রবৃত্তি জন্মিবে, ইহা আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া, আমাদিগের স্কুল-সরকার দ্বারা কলিকাতা-হইতে সেই সকল পুস্তক আমি প্রথমতঃ কিনিয়া আনিয়াছি। নিয়ম করিয়াছি নীচজাতীয় বালক-বালিকাদিগের মধ্যে কেহ কোন পুস্তক লইয়া এক পক্ষের ঊর্দ্ধ রাখিতে পারিবে না। এক পক্ষের পর আমার নিকট পঠিত পুস্তকের [illegible] আর একখানি নূতন পুস্তক লইবে,

এবং পূর্ব্ব-পঠিত পুস্তকখানি অন্য বালক-বালিকাকে পাঠার্থ প্রদত্ত হইবে। মাতঃ! চাঁদার টাকার হিসাব, পুস্তকের ফর্দ্দ, এবং কতদিনের জন্য কাহাকে কোন্ পুস্তক পড়িতে দিয়াছি, এ সমুদায় বিবরণ মাসিক-সভাতে বালকদিগের নিকট আমায় তন্নতন্ন করিয়া বলিতে হইবে; এজন্য আমি তিন চারি দিন এত ব্যস্ত আছি, সন্ধ্যাকালে বশম্বদকে সঙ্গে লইয়া বেড়াইতে যাইতে পারি নাই।

প্রিয়ম্বদের এই সকল কথা শুনিয়া সুশীলার আহ্লাদের আর ইয়ত্তা রহিল না। বাল্যকালাবধি পুত্রটিকে যে ধর্ম্মনীতি শিক্ষা করাইতেছিলেন তাহা এখন ফলোন্মুখ হইতেছে, মনে মনে এই বিবেচনা করিয়া তিনি জগদীশ্বরকে বিস্তর ধন্যবাদ করিলেন। প্রিয়ম্বদ বাঁচিয়া থাকেতো উহাদ্বারা আমার বংশ উজ্জ্বল ও দেশের উপকার হইবে, এক একবার যেমন তিনি এই অনুমান করেন, অমনি শতশত ধারায় আনন্দাশ্রু তাঁহার সুকোমল চক্ষুর্দ্বয়হইতে বহির্গত হইতে থাকে। কিন্তু বুদ্ধিমতী কামিনী পুত্রের নিকট এ সকল মনোগত ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না। "বৎস! তোমার কথা শুনিয়া আমি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইলাম, যে গুরুতর কর্ম্মের ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইয়াছে, তাহা তুমি উত্তমরূপ করিও।" মুখচুম্বন করণানন্তর কেবল এতাবন্মাত্র বলিয়া কর্ম্মান্তরে গেলেন।

সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকুমার বাবু কর্ম্মস্থানহইতে গৃহে প্রত্যাগমন করিলে, পতিব্রতা সুশীলা তাঁহার নিত্যসেবা করিতেং প্রিয়ম্বদের প্রিয় বিবরণ আদ্যোপান্ত তাঁহাকে

কহিলেন, তাহাতে পতি-পত্নীর আনন্দের আর পরিসীমা রহিল না। পুত্র-কন্যাকে সর্ব্বপ্রযত্নে বিদ্যা এবং ধর্ম্মশিক্ষা করাইলে যে অবশ্যই সুফল ফলে, সেদিন কেবল এই বিষয়টি লইয়া তাঁহারা উভয়ে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। কথোপকথন করিতেই সুশীলা দত্তজকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, প্রাণনাথ! প্রিয়ম্বদ বশম্বদের উত্তমরূপ শিক্ষাবিধান করা যদি আমাদিগের নিতান্ত আবশ্যক হয়, তবে কোন কৌশলদ্বারা সাংসারিক ব্যয়-নির্ব্বাহ করণের কি অন্য কোন উপায় উদ্ভাবন করিলে হয় না?

চন্দ্রকুমার দত্ত কহিলেন, অন্য উপায় তো কিছুই দেখিতে পাই না, যেস্থানে কর্ম্ম করিতেছি সে স্থানে আশু যে আমার বেতনবৃদ্ধি হয় এমন সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমান প্রভুকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য প্রভুর আশ্রয় লইলে কিঞ্চিৎ বেতন বৃদ্ধি হইলেও হইতে পারে, কিন্তু নূতন স্থানে কর্ম্ম করিয়া নূতন প্রভুকে সন্তুষ্ট করা বড় সহজ ব্যাপার নহে, হয়তো তাহা করিয়া এদিক ওদিক দুই দিকই যাইতে পারে। প্রিয়ে! তুমি বুদ্ধিমতী, তোমার বুদ্ধিতে ধনাগমের যদি কোন অন্য সদুপায় থাকে, তবে বল, আমি আহ্লাদিত হইয়া তাহা অবলম্বন করিব।

সুশীলা বলিলেন প্রাণবল্লভ! পৃথিবীর মধ্যে ভারতভূমি অতীব উর্ব্বরা ভূমি বলিয়া বিখ্যাত, এ ভূমির লোকেরা যদি কৃষিকার্য্য উত্তমরূপ বুঝিয়া সুচারুরূপে তাহা নির্ব্বাহিত করিতে পারে, তবে পরিবারের ভরণ-পোষণ-জন্য তাঁহাদের কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় না।

অতএব স্বচ্ছন্দে সাংসারিক ব্যয় চলিবার নিমিত্তে সম্প্রতি অল্প রাজস্বে বিঘাচারি ভূমি লইয়া কৃষিকর্ম্মের আরম্ভ করা আমাদের আবশ্যক হইয়াছে, ঈশ্বরপ্রসাদে যদি এই কর্ম্মে প্রতুল হয়, তবে অধিক রাজস্ব প্রদানদ্বারা অধিক ভূমি গ্রহণ করিয়া কৃষিকার্য্যেরও বৃদ্ধি করা যাইবে।—, তুমি যেরূপ কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিতেছ সেইরূপ কর, চারিবিঘা ভূমির আবাদের নিমিত্ত তোমার কর্ম্মের কোন ব্যাঘাত হইবে না। হরিদাস গোপ এবং রামলোচন ঢুলিয়া আমাদিগের নিতান্ত-বশীভূত লোক। আমাদ্বারা তাহাদিগের কি উপকারই বা হইয়াছে, কিন্তু তাহাদের সমুদায় পরিবার আমাকে দেখিলে গুরুপত্নীর অপেক্ষাও অধিক মান্য করিয়া থাকে। অতএব আমরা বলিলে ঐ দুই ব্যক্তি প্রাণপণ যত্নে কৃষিকার্য্য-বিষয়ে সুবিধা করিয়া দিবে। রাজস্ব এবং চাষের ব্যয় কিছু একেবারে করিতে হয় না। সময়ে২ তাহা প্রয়োজন হয়। তোমার মাসিক আয় হইতে কিছুং সঞ্চয় করিয়া আমি অনায়াসে সে কর্ম্ম চালাইব। যদি বল আপনার কর্ম্ম আপনি না করিলে ভালরূপে তাহা চলে না। সে ভাবনার আবশ্যক নাই, বৃদ্ধাবস্থা-প্রযুক্ত কর্ত্তামহাশয় সমস্ত দিন প্রায় গৃহে অবস্থিতি করেন, প্রত্যহ গাভী দুগ্ধপান এবং উত্তমরূপ সেবা শুশ্রূষা হওয়াতে পূর্ব্বাপেক্ষা এখন যে তাঁহার শরীরে বলাধান হইয়াছে, তাহার কোন সন্দেহ নাই। কারণ সংসারের কোননা কোন কর্ম্ম না লইয়া, তিনি কদাচ নিষ্কর্ম্মে বসিয়া থাকিতে পারেন না। অতএব কৃষিকার্য্যের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার পক্ষে উত্তম হইবে,

ভাবনা কি? জগদীশ্বরের কৃপায় আমাদের তো এখন লোকের অভাব নাই, প্রিয়ম্বদ, বশম্বদ, তুমি এবং তোমার পিতা চারি জনের মধ্যে যাহার যখন অবকাশ হইবে তিনি তখন উহার তত্ত্বাবধান করিবেন।

সুশীলার এই যুক্তিযুক্ত পরামর্শে চন্দ্রকুমার বাবু আহ্লাদিত হইয়া কৃষিকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। উপকৃত ব্যক্তি রামলোচন ঢুলিয়া এবং হরিদাস গোপ কায়িক পরিশ্রমাদিদ্বারা তাহার সমুদায় সুবিধা করিয়া দিল। চন্দ্রকুমারের পিতা এবং পুত্রদ্বয় নিয়মিত তত্ত্বাবধান বিষয়ে কিছুমাত্র ত্রুটী না করাতে কৃষিকর্ম্ম উত্তমরূপ চলিল। তাহাতে অপর লোকে আট-বিঘা ভূমি চাষ করিয়া যে না ধান খড় ও কলায়াদি পাইত, চারি বিঘা ভূমি চাষ করিয়া, তাঁহারা তদপেক্ষা অধিক প্রাপ্ত হইলেন। সুতরাং সম্বৎসরের খাদ্য চাল, ডাল, গরুর খোরাক, ও ঘর ছাওয়ান খড় প্রভৃতি তাঁহাদিগকে কিছুই ক্রয় করিতে হইল না, এসকল কর্ম্ম উত্তমরূপ নির্ব্বাহ হইয়াও অনেক উদ্বৃত্ত হইল। এমন কি, বৎসরের শেষ চৈত্রমাসে সুশীলা হিসাব করিয়া দেখিলেন, কৃষিকার্য্যে যে টাকা ব্যয় হইয়াছিল তাহার চতুর্গুণ লাভ হইয়াছে। এইরূপ তিন চারি বৎসর ক্রমাগত চাষ করাতে তাঁহাদের সাংসারিক ব্যয়ের অনেক প্রতুল হইল। চন্দ্রকুমার দত্ত একটি চাকর, একখানি লাঙ্গল, এবং দুইটি হেলিয়া গরু নিজে রাখিয়া, ক্রমে অধিক ভূমির কৃষিকর্ম্ম আরম্ভ করিলেন। তাহাতে পল্লীগ্রামের সৌভাগ্যসম্পন্ন গৃহস্থদিগের যেরূপ অবস্থা হয় তাঁহারও সেইরূপ অবস্থা হইল। বাটীতে দুই তিনটি

মরাই গোলা ও খড়ের-পালুই থাকাতে লক্ষ্মী যেন তাঁহার গৃহে বিরাজমানা আছেন, দেখিলে, সকলেরই এমন বোধ হইত।

গৃহধর্ম্মিণী পতিপ্রাণা সুশীলা এইরূপ বিদ্যা ও বুদ্ধি-বলদ্বারা সকল বিষয়ে পতির গৃহকর্ম্মের সুবিধা করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিয়া আসিতেছেন। একদিন সন্ধ্যাকালে বিবাহোপলক্ষে নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে তাহাদের সমস্ত পরিবারের নিমন্ত্রণ হইল। নিত্যানন্দ দত্ত সাতিশয় ধনাঢ্যব্যক্তি ছিলেন, তিনি চন্দ্রকুমারের জ্ঞাতি এবং প্রতিবাসী হওয়াতে, সুশীলা ও তাঁহার স্ত্রীর সহিত অত্যন্ত সদ্ভাব ছিল, এজন্য বেলা প্রায় তিনটার সময় সুশীলা বশম্বদকে ক্রোড়ে করিয়া দাসী সমভি-ব্যাহারে তাঁহার বাটীতে গমন করিলেন। বিদ্যাবতী ধর্ম্মশীলা পতিব্রতা রমণী সর্ব্বত্র মান্যা গণ্যা হন, যাইবামাত্র নিত্যানন্দের গৃহিণী ও আর২ পরিবারস্থ স্ত্রীলোকগণ সুশীলাকে বিশেষ সম্বর্দ্ধনা করিয়া অন্তঃ-পুরে লইয়া গেলেন, এবং বিবাহের নিমিত্ত যে সকল সামগ্রী-পত্রের আয়োজন করিয়াছিলেন সে সমস্তই দেখাইতে লাগিলেন। বুদ্ধিমতী সুশীলা আয়োজন বিষয়ে তাঁহাদের যে২ ত্রুটি ছিল, ক্রমে তাহা সংশোধন করিতে আরম্ভ করিলেন।

রন্ধনশালায় কতকগুলা স্ত্রীলোকে কতকগুলা হাঁড়ি ও আনাজপত্র লইয়া তেল আন, লুন আন, বাটনা আন, এইরূপ নানা আড়ম্বর করিয়া বড়ই গোলযোগ করিতেছিল। সুশীলা প্রথমতঃ ঐ রন্ধনগৃহে যাইয়া পাচিকাদিগকে কহিলেন, ওগো! তোমরা এত গোল

করিলে পাকাদিকর্ম্মের বড় সুবিধা হইবে না, রন্ধনের নিমিত্ত যে কোন সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, গৃহিণীকে কহিয়া তোমরা একেবারে তাহা চাহিয়া লহ। ভাণ্ডারী ভাণ্ডার রক্ষা করিতেছেন, তিনি তোমাদিগের নিকটে আসিয়া তো সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতে পারিবেননা, এজন্য গৃহিণীর আত্মীয় একজন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা তোমাদের নিকট থাকিয়া, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধান লইবেন, এবং মধ্যে২ যাহা তোমাদের প্রয়োজন হইবে, তিনি দাসীদ্বারা তৎক্ষণাৎ তাহার আয়োজন করিয়া দিবেন। সুশীলার এই নিয়মদ্বারা পাকাদি কর্ম্ম উত্তমরূপ চলিতে লাগিল, পাচিকাদিগকে কোন দ্রব্যের নিমিত্ত আর গোল করিতে হইল না।

অনন্তর সুশীলা বাটীর কর্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া কাহারও প্রতি থালা, ঘটি, বাসন-পত্রের রক্ষার ভার, কাহারও প্রতি তাম্বূলাদি প্রস্তুত করণের ভার, কাহারও প্রতি এক তালা, কাহারও প্রতি দোতালার ঘর দ্বার পরিষ্কার রাখিবার ভার দিলেন, যে যাহার নিজ২ কর্ম্ম যথাসাধ্য করিতে লাগিল। পরে তিনি গৃহিণীকে কহিলেন, ওগো সারদার মা! সারদার বিবাহের সময় এবং বিবাহের পর আভরণ ও বস্ত্রপ্রভৃতি যে সকল সামগ্রীর প্রয়োজন হইবে, তাহা তোমার জ্যেষ্ঠা কন্যা বরদাসুন্দরী এখন অবধি প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করুন, তাহা হইলে তত্তৎকালে এ আন ও আন বলিয়া কিছুমাত্র গোলযোগ করিতে হইবে না। আমি এক তালায় থাকিয়া, যে সকল নিয়ম করিয়া দিলাম তাহা স্থিরতর রাখিবার উদ্যোগ করিব। তুমি দোতালার মধ্যে

থাকিয়া যে সকল ভদ্রবংশজ রমণীগণ নিমন্ত্রণে আসিতেছেন, তাঁহাদের অভ্যর্থনা কর। সুশীলা এইরূপে সর্ব্বত্র সকল বিষয়ে নিয়ম স্থাপন করাতে সকল কর্ম্ম সুচারুরূপ চলিতে লাগিল, কোন বিষয়ে কোনপ্রকার বিশৃঙ্খল ও গোলযোগ হইল না। তাহাতে কি ভদ্র, কি অভদ্র, সকল স্ত্রীলোকেই সুশীলাকে লক্ষ্মীরূপা কহিয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিল।

দিবাবসান সময়ে বিজয়নগর ও তন্নিকটস্থ গ্রামের ধনাঢ্য লোকের কামিনীগণ বিদ্যাধরী অপ্সরার ন্যায় নানা বেশ ভূষায় পরিভূষিতা হইয়া নিত্যানন্দ দত্তের গৃহে আসিতে আরম্ভ করিলেন। কেহ নীলাম্বরী, কেহ পীতাম্বরী, কেহ সিমুলিয়া ধুতি, কেহ বারাণসী, কেহ২ টেরচা গুলবাহার প্রভৃতি নানা প্রকারের নানাবিধ ঢাকাই শাটী পরিয়া আসিলেন। অনেক বাবু অতি সূক্ষ্ম রঙ্গিন মলমল ও পট্টবস্ত্রের চারিধারে সোণা ও রূপার গোটা লাগাইয়া তাহা আপনার পুত্রবধূ ও কন্যাদিগকে পরিতে দিয়াছিলেন। মোটা লংক্লথের ঘাগরার উপরে ইউরোপীয় বিবিরা যে অতিসূক্ষ্ম চিত্র বিচিত্র গাউনপিস পরে, অনেক স্ত্রীলোক ঐ সূক্ষ্ম গাউনপিসের উপর নানা রকমের পাড় লাগাইয়া সেই বস্ত্র পরিধান করিয়া আইলেন। ঐ সকল বস্ত্রের সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত তাহাদের বস্ত্রাবৃত সর্ব্বাঙ্গের আভরণগুলি স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছিল।

লোকে কথায় বলে "ও ব্যক্তি আপনার পরিবারকে সোণার রাসগাছটি করেছে" ধনাঢ্য লোকদিগের পরিবারগণ যথার্থই সোণার রাসগাছ হইয়া নিবাহভোজে

উপস্থিত হইলেন। পদাঙ্গুলী অবধি মস্তকের চুলপর্য্যন্ত যে স্থানে যে আভরণ সাজে, সেস্থানে সে আভরণ পরিয়া আইলেন, বিন্দুমাত্র স্থানও তাঁহারা পরিত্যাগ করেন নাই, এমন কি, অনেকে এক একটা কর্ণফুল ঝুমকার পরিবর্ত্তে এক২ কাণে তে ফেঁকড়া তিনটা ঝুমকাপর্য্যন্ত পরিয়া আসিয়াছিলেন। তাহাতে কর্ণ নাসিকা হস্তপ্রভৃতি অঙ্গে তাঁহাদের এমনি বেদনা বোধ হইতেছিল, যে কারাবাসী দস্যুগণও লৌহ-শৃঙ্খলের ভার বহন করিয়া এত কষ্ট পায় না। তথাপি সোণার এমনি গুণ, ঝুড়ি ঝুড়ি গহনা পাইয়া তাঁহারা সকল বেদনাই ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

লজ্জাশীলা সুশীলা মধ্যবিত্ত গৃহস্থের কন্যা, জন্মাবধি কস্মিনকালে তিনি ধনাঢ্য পরিবারদিগের স্ত্রীসমাজে আইসেন নাই। লক্ষ্মীমন্ত ভদ্রবংশজ কামিনীগণ যে এমন নির্লজ্জ বস্ত্র পরিধান করিয়া লোকসমাজে আইসে, এমন বিবেচনা তাঁহার একদিনের জন্যেও হয় নাই, সুতরাং বারবনিতাবৎ ভদ্র-বনিতাদিগের বেশ ভূষা ও পরিচ্ছদাদি দেখিয়া তিনি একেবারে বিস্মিতা হইলেন, কিন্তু বাহ্যে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, ইচ্ছাপূর্ব্বক যে কর্ম্মের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাই যথাসাধ্য যত্ন প্রকাশ করিয়া সমাধা করিতে লাগিলেন। এ দিকে, নিত্যানন্দের গৃহিণী যথাবিহিত সম্বর্দ্ধনা করিয়া নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকদিগকে দোতালার উপর লইয়া গিয়া বসিবার আসনাদি প্রদান করিলেন। তাঁহারা সকলে একত্র বসিয়া কোন্ স্ত্রী কিরূপ চরিত্রের, কাহার স্বামী কিরূপ ভালবাসে, কাহার গহনা কত টাকার—প্রথমে এইরূপ

আলাপ করিতে লাগিলেন। পরে স্ত্রীলোক সংক্রান্ত যে সকল কথা অতি গোপনীয়, বলিলে অশ্লীল বোধ হয়, এমন কথা পরস্পর কহিতে লাগিলেন। যে বিবাহোপলক্ষে আসিয়াছিলেন, তাহার যৎকিঞ্চিৎ তত্ত্বাবধান তাঁহাদের মধ্যে কেবল দুই এক জন মাত্র করিলেন। সকলে করিবেন কি, আভরণ-ভরে যাঁহাদিগের পক্ষে নড়াচড়া সুকঠিন, তাঁহাদিগের দ্বারা কখন কি গৃহকর্ম্মের আনুকূল্য হইতে পারে?

চারি দণ্ড রাত্রির সময় বিবাহের লগ্নপত্র স্থির হইয়াছিল, এজন্য দুই দণ্ড রাত্রি না হইতেং বর এবং বরযাত্রগণ ক্রমে উপস্থিত হইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ দত্ত ও তাঁহার অন্যান্য আত্মীয়গণ যথাবিহিত রূপে সকলকার সম্বর্দ্ধনা করিয়া, সভ্যদিগের অনুমতিক্রমে সঙ্কল্প ও স্বস্তিবাচনানন্তর বরপাত্রটিকে অন্তঃপুরে স্ত্রী-আচার করিতে পাঠাইলেন। ভিতর বাটীতে শঙ্খধ্বনি ও কলরবের আর ইয়ত্তা রহিল না। রামাগণের হিহি হাস্য ও হুলুইয়ের শব্দ সদরবাটী হইতে শুনা যাইতে লাগিল। এমন সময়ে নিত্যানন্দের জ্যেষ্ঠা কন্যা বরদাসুন্দরী উপর হইতে বরণডালা আনিয়া আরং স্ত্রীলোকদিগকে কহিলেন, ওগো! অনেক জাতির মধ্যে কন্যার মা কিম্বা খুড়ি জেঠাই ছাউনি নাড়িবার সময় বরপাত্রকে বরণ করিয়া থাকে, কিন্তু আমাদের বংশে কিছুদিন হইল সে পদ্ধতি উঠিয়া গিয়াছে। অতএব তোমাদের মধ্যে যিনি মান্যা গণ্যা প্রধানা, তিনিই আজ আমাদের সারদার বরকে বরণ করুন।

এই কথাতে সকল স্ত্রীলোক, ধনে, মানে কুলে সর্ব্বপ্র-

ধানা পান্নালাল শীলের ভার্য্যাকে বরণ করিতে কহিলেন। কিন্তু নিত্যানন্দের স্ত্রী তাহাতে সম্মতা হইলেন না, তিনি অপর রমণীদিগকে কহিলেন, পান্নালালের স্ত্রীর বাতাস যেন কোন স্ত্রীকে না পায়, এমন ধনে মানে কুলে কি করিবে, উহার মত দুর্ভগা রমণী এ জগতে নাই। ওমা সুশীলে! তুমি পতিপ্রিয়া, তোমার ন্যায় স্বামিপরায়ণা লক্ষ্মীরূপা রমণী আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই, তোমাকে ঘরে আনিয়া চন্দ্রকুমারের কি ছিল কি হইয়াছে। যে গুণে তুমি চন্দ্রকুমারকে বশীভূত করিয়াছ, সেই গুণে যেন আমার সারদাও স্বামীকে বশীভূত করিতে পারে, অতএব তুমি আসিয়া বরপাত্রটিকে বরণ কর। পত্নীর গুণ না থাকিলে সর্ব্বৌষধি মহৌষধি অথবা পতিপ্রিয়া রমণীর বরণদ্বারা স্বামী কখন বশীভূত হয় না, এসকল করা স্ত্রীজাতির কেবল কুসংস্কার মাত্র, যদিও সুশীলার মনে২ ইহা দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, তথাপি ধনেও নয় মানেও নয় পতিপ্রিয়া সাধ্বী স্ত্রী, জনসমাজে পূজ্যা হয়, ধর্ম্মশীলা এই গৌরবে গৌরবান্বিতা হইয়া বাটীর কর্ত্রীকে বলিলেন, ওগো সারদার মা! স্ত্রী-আচারের সময় মারামারি ও অশ্লীল তামাসা প্রায় ঘটিয়া থাকে, ঐ অসভ্য-ব্যবহার যাহাতে এস্থানে না হয় তুমি এমন যত্ন পাও, আমি বরণ করি। তাহাতে সারদার মা বিশেষ যত্ন করিয়া দুষ্টাচারসকল নিবারণ করিলেন।

এইরূপে স্ত্রীআচারকর্ম্ম সমাপন হইলে নাপিত পাত্রটিকে সঙ্গে লইয়া সদর বাটীতে গেল। অন্যান্য ঐশ্বর্য্যবন্ত ধনাঢ্য লোক সকল যেরূপ যৌতুক প্রদান করিয়া কন্যা পাত্রস্থ করেন, নিত্যানন্দ বাবু সেইরূপ অলঙ্কারাদি দ্বারা

সারদাকে পরিভূষিতা করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিলেন। বিবাহের পর কুশণ্ডিকার সময়ে বরকন্যা উভয়ে যখন শাস্ত্রপ্রণীত সংস্কৃত মন্ত্র* পাঠ পূর্ব্বক দেব দ্বিজ গুরু অগ্নি ও সভাসদদিগকে সাক্ষী করিয়া পরস্পর শপথ করিতেছিল, তখন চন্দ্রকুমার দত্ত পুরোহিতকে কহিলেন দ্বিজবর! বিবাহের সময় কি গুরুতর শপথ করিয়া স্ত্রীপুরুষ পরিণয়-সম্বন্ধে পরিবদ্ধ হয়, সংস্কৃত-ভাষায় মন্ত্রপাঠ হওয়াতে তাহা কেহ বুঝিতে পারে না, অতএব আপনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক শপথের মন্ত্রার্থসকল বঙ্গভাষাতে অনুবাদ করিয়া বর কন্যাকে বলাউন, তাহা হইলে বিবাহ যে কিরূপ সম্বন্ধ তাহা উভয়ের হৃদয়ঙ্গম হইবে, শপথাতিরিক্ত কর্ম্ম উহারা সহসা করিতে পারিবেনা। চন্দ্রকুমার বাবুর এই যুক্তিসিদ্ধ প্রস্তাবে পুরোহিতঠাকুর আহ্লাদিত হইয়া শপথের মন্ত্রগুলিন বঙ্গভাষায় বলাইতে লাগিলেন, তচ্ছ্রবণে শুদ্ধ বর কন্যার নয়, সভাসদবর্গ সকলেরই বিশেষ উপকার হইল। এমন কি, যে যে ব্যক্তি বিবাহনিয়ম সামান্য বোধ করিয়া পূর্ব্বে অবিহিত কর্ম্ম করিয়াছিলেন, তাঁহারা এখন আপনাদের গুরুতর দোষ বুঝিতে পারিয়া মনে মনে অত্যন্ত অনুতাপ করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সারদা ও তাহার স্বামী উভয়ে অন্তঃপুরস্থ বাসরগৃহে গিয়া জলযোগাদি করিলেন। নিত্যানন্দ

---

* এই সংস্কৃত মন্ত্রের স্থূল তাৎপর্য্য সুশীলার প্রথম ভাগে ৩৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত আছে, অতএব এস্থলে তাহা পুনরুল্লেখ করা অনাবশ্যক বুঝিলাম।

বাবু ও তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্বগণ নিমন্ত্রিত বরযাত্র ও কন্যা-যাত্রদিগকে নানাবিধ মিষ্টান্নদ্বারা ভোজন করাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। সুশীলা যেরূপ বুদ্ধি-কৌশলদ্বারা অন্তঃপুরে সুনিয়ম স্থাপন করিয়া সকল কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহিত করিয়াছিলেন, চন্দ্রকুমারও সেইরূপ সুনিয়মদ্বারা লোকদিগকে ভোজন করাইতে লাগিলেন। নিত্যানন্দ বাবুকে কহিয়া তিনি এক এক পঙ্‌ক্তিতে দুইং জন পরিচারক নিযুক্ত করিলেন। একজন ভাণ্ডারহইতে খাদ্য সামগ্রী আনিয়া দিতে লাগিল, একজন তাহা পরিবেশন করিল। এইরূপে পরিচারকগণ যে যাহার নিজং পঙ্‌ক্তির বিশেষ তত্ত্বাবধান করাতে ভোক্তাদিগের ভোজনক্রিয়া উত্তমরূপ হইল, চেঁচাচেঁচি বকাবকি হাঁকাহাঁকি করিয়া কর্ত্তৃপক্ষীয়দিগকে কিছুমাত্র আড়ম্বর করিতে হইল না। খাইতেং মিষ্টান্ন সামগ্রী কাপড়ে তুলিয়া আনা, এদেশীয় লোকদিগের একটি বিশেষ কুরীতি আছে, বঙ্গদেশ ব্যতীত এরূপ কুৎসিতাচার ভারতবর্ষের আর কোন স্থানে প্রচলিত নাই, পর্ব্বতীয় অসভ্য-জাতিরাও এমন কর্ম্ম করে না। ইহাতে নিমন্ত্রণকারী এবং নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকের বড়ই অনিষ্ট হয়। চন্দ্রকুমার নিয়ম করিয়া দুই জন পরিচারক এবং এক জন কর্ত্তৃপক্ষ প্রতি পঙ্‌ক্তিতে দেওয়াতে এ কুব্যবহারেরও অনেক লাঘব হইল। কন্যাযাত্রদিগের মধ্যে যে যে ব্যক্তির লুচিমণ্ডা তুলিবার প্রত্যাশা ছিল, লজ্জাভয়ে তাহারা তাহা করিবার সুযোগ পাইল না।

সমুদায় কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইলে সুশীলা পতি-সমভিব্যাহারে নিজ নিকেতনে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন।

এমত সময়ে সারদার মা তাঁহাকে নিষেধ করিয়া কহিলেন ওগো সুশীলে! আজ বাছা তোমার যাওয়া হবে না, বাসর ঘরে আর২ মেয়েদের সহিত তোমাকে গান বাজনা ঠাট্টা তামাসা করিয়া আমোদ আহ্লাদ করিতে হইবে। এই কথা শ্রবণ করিয়া নম্রশীলা সুশীলা সস্মিত বদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, "সারদার মা! বিবাহের পর বর কন্যা যে গৃহে রাত্রি যাপন করে, সেই গৃহের নাম বাসরঘর, সেতো অতি নির্জন স্থানে হওয়া আবশ্যক, ভদ্রবংশজা কামিনীরা তন্মধ্যে থাকিয়া আবার গান বাজনা করিবে কি? করিলে বরপাত্রটি আমাদের চরিত্র-বিষয়েই বা কি বিবেচনা করিবে। লজ্জা কুলবালাদিগের একটি স্বাভাবিক ধর্ম্ম, চিরপ্রণয়ী প্রাণসম পতির নিকট নৃত্য গীত করিতে যখন এদেশীয় স্ত্রীলোক মাত্রেই কুণ্ঠিত হয়, তখন অজ্ঞাত অপরিচিত একজন যুবা পুরুষের নিকট তাহাদের কি গান বাদ্য করা উচিত? অসভ্য স্থান ব্যতীত এরীতিটি এখন আর কুত্রাপি প্রচলিত নাই। এ সব কর্ম্মে আসক্তা হইলে পাছে স্ত্রীলোকের দুর্নাম হয়, এজন্য কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী নগরের অনেক ভদ্র-সমাজ হইতে এবিষয় উঠিয়া গিয়াছে। আমাদিগের বিজয়নগর অতীব গণ্ডগ্রাম, এস্থানে ভদ্রজায়াদিগের বাসরজাগা কুরীতিটী প্রচলিত থাকা আর উচিত নয়।

কেহ২ বলে, সভ্য ভব্য ইংরাজদিগের সুশিক্ষিতা বিবিরা প্রকাশ্য স্থানে অম্লানবদনে গীত বাদ্য নৃত্য করিয়া থাকেন, তাহাতে তাহাদের লজ্জা ধর্ম্ম ও মানের হানি হয় না, তবে এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে হানি হইবে কেন? কিন্তু আচার ব্যবহার অবস্থাভেদে ইং-

রাজ এবং আমাদিগের মধ্যে অনেক বিশেষ আছে, অতএব তাহাদিগের পক্ষে যাহা সুরীতি আমাদিগের পক্ষে তাহা উপযুক্ত হইতে পারে না। সুরীতিইবা কেমন করিয়া কহিল, পাঠশালায় আমি একদিন আমাদেরি বিদ্যালয়ের কর্ত্রী বিবির মুখে শুনিয়াছিলাম, ইংলণ্ডীয় স্ত্রীলোকেরা অবাধে প্রকাশ্য স্থানে নৃত্য গীত করে বলিয়া তাহাদের মধ্যে অনেকের চরিত্র অবিহিত কলঙ্ক-দোষে দূষিত হয়, এজন্য ভদ্রং অনেক ইংরাজ এ প্রথাকে ভাল প্রথা জ্ঞান করেন না।” সুশীলার এই যুক্তিযুক্ত উপদেশে নিত্যানন্দ বাবুর পত্নী অপ্রতিভ হইলেন, তিনি আর তাঁহাকে বাসর-জাগিবার নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন না। তাহাতে বুদ্ধিমতী যুবতী মিষ্ট সম্ভাষণে সকলকে সন্তুষ্টা করিয়া পতি ও দাসী সমভিব্যাহারে স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন।

পান্নালাল শীলের ভার্য্যা মালবী স্ত্রী-আচারের সময় বরকে বরণ করিতে না পাইয়া মনেং সাতিশয় অভিমানিনী হইয়াছিলেন, কিন্তু নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে সে কথা কাহারও সাক্ষাতে প্রকাশ করেন নাই। বিবাহের পর সর্ব্বাগ্রে তিনি গৃহে গমন করিয়া আপনার কুঠরীর দ্বার রোধ করত শুইয়া রহিলেন। আমি পতির প্রিয়া নহি বলিয়া, সারদার মা আজি আমাকে সকল স্ত্রীর সাক্ষাতে দুর্ভগা বলিল, সমস্ত রাত্রি এই আন্দোলন করিয়া তিনি মনেং মর্ম্মান্তিক দুঃখ করিতে লাগিলেন। পরদিন বেলা দশটা হইল, তথাপি মালবী গাত্রোত্থান করিয়া দ্বার মোচন করিলেন না। ইহাতে তাঁহার শাশুড়ী ও ননদিনীগণ অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়া তাঁহাকে

বারম্বার ডাকিতে লাগিলেন। কতক্ষণের পর ম্লানবদনা অভিমানিনী রোদন করিতেং বাহির হইয়া শাশুড়ীকে কহিলেন, মাতঃ ডাক কি, আমার যে জীবন সে বৃথা জীবন; আমার যে সুখ সে বৃথা সুখ, আমার পক্ষে এ সংসারে থাকা না থাকা উভয়ই সমান, লোকালয়ে মুখ দেখাইতে আমার আর কিছুমাত্র ইচ্ছা নাই, স্ত্রী-জন্ম গ্রহণ করিয়া যে পতিপ্রিয়া না হইল তাহার জীবন ধারণে ফল কি?

মালবী এতদ্রূপ দুঃখ প্রকাশ করিয়া সংসারের প্রতি যে বৈরাগ্যভাব দেখাইলেন তাহার কারণ এই—পান্না-লাল শীল তাঁহার প্রতি স্বামীর যাহা কর্ত্তব্য তাহার কিছুই করিতেন না, শুদ্ধ বিবাহ সম্বন্ধে পতি-পত্নীতে যে সম্পর্ক কেবল সেইটিমাত্র ছিল। পান্নালালের একটি বেশ্যা ছিল, বাবু সমস্ত রাত্রি ঐ বেশ্যালয়ে নিশিযাপন করিতেন। বাটীতে যে ধর্ম্মপত্নী আছে, তাঁহার তত্ত্বা-বধান না করিলে যে অধর্ম্ম হইবে এমন ভয় ঐ পাষ-ণ্ডের এক দিনের জন্যও হইত না। যে যেমন তাহার তেমনি বন্ধু জুটে, দুরাত্মার কতকগুলি তোষামোদকারী নজাড়ে বন্ধু ছিল, প্রতিদিন সন্ধ্যাকাল হইলেই তাহারা আসিয়া বাবুর সঙ্গে ঐ বেশ্যালয়ে মদ গাঁজা চরসাদি সেবন করত গান বাজনা নৃত্য প্রভৃতি করিত, এবং মধ্যেং অধর্ম্মপ্রবর্ত্তক দুই এক পদ পুরাতন ইংরাজী কবিতা মুখস্থ বলিত। ইহাতে পান্নালাল বাবুর আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকিত না, তিনি জঘন্য আমোদে মত্ত হইয়া আপনার জ্ঞান বুদ্ধি এবং ঐশ্বর্য্য বিষয়ে অত্যন্ত শ্লাঘা করিতেন। বেলা নয়টা না হইলে

বাবুজীর ঐ চিত্তাকর্ষক নরকধামের বিষশয্যা হইতে গাত্রোত্থান হইত না, নয়টার সময় চক্ষু মুছিতেং তিনি বাটীতে আসিয়া অমনি স্নান ভোজন করণানন্তর কুঠীর কাপড় পরিয়া কুঠী যাইতেন।

কুঠীহইতে আসিতে পান্নালালের রাত্রি হইত, বাটীতে আইলেই তত্তৎকালের যাহা প্রয়োজনীয় তাঁহার ভৃত্যগণ তাঁহাকে তাহা প্রস্তুত করিয়া দিত, অন্তঃপুরে যাইতে হইত না। কুঠীর কাপড় ত্যাগ করিয়া বাবুজী বেশবিন্যাস করত দুষ্ট বন্ধুদের সঙ্গে মনোহারিণী বারাঙ্গনার বাটীতে যাইতেন, সেই স্থানেই তাঁহার ভোজন পানাদি সমুদায় ক্রিয়া চলিত। সুতরাং কি রাত্রি কি দিন মালবীর সহিত একবারও তাঁহার সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। অবলা-কুলবালা লোকলজ্জা ও ধর্ম্ম-ভয়ে কোন অবিহিত কর্ম্ম করিতে পারিত না বটে, কিন্তু এক একবার তাহার মনে ঔদাস্য জন্মিয়া সংসারের প্রতি অত্যন্ত বৈরাগ্য হইত। মালবীর পতিসত্ত্বেও বৈধব্য-যাতনা দূরীকরণের আর অন্য কোন অবলম্বন ছিল না, অরলম্বনের মধ্যে স্বর্ণ-রৌপ্য-হীরা-মুক্তাদির যে কতকগুলি অলঙ্কার ছিল, সেই আভরণ নাড়িয়া চাড়িয়া তিনি কালযাপন করিতেন। কখনং ঐ বস্ত্রাভরণ শেলসম হইয়া তাহার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিত। অবলা বালা যাতনাতে অস্থিরা হইয়া ধরণীকে কহিতেন, মা পৃথিবি! বিদীর্ণা হও, আর সহিতে পারি না, আমি তোমার গর্ভে প্রবেশ করিয়া দুঃখ নিবারণ করি। তা যাহাহউক পুত্রবধূটীর পূর্ব্বোক্ত আন্তরিক আক্ষেপের কথা শুনিয়া পান্নালালের জননী সাতিশয় বিস্ময়াপন্না

হইয়া কহিলেন, মা মালবী! অসচ্চরিত্র স্বামীর যাতনা তুমি বিবাহ পর্য্যন্ত ভোগ করিতেছ, কখন এমন যৎ-পরোনাস্তি মনস্তাপ প্রকাশ কর নাই, আজ তোমার মনে এত মর্ম্মান্তিক দুঃখ হইল কেন? এই কথাতে মালবী পতির প্রিয় না হওয়াপ্রযুক্ত পূর্ব্বরাত্রে স্ত্রীলোক-দিগের নিকট যেরূপ অপমানিতা হইয়াছিলেন তাহা আদ্যোপান্ত কহিলেন।

পান্নালালের জননী মালবীর দুঃখে অতীব দুঃখিতা হইয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, মা মালবি! দুঃখ সম্বরণ কর, আমার একটী বই আর পুত্র নাই, পান্নাকে গর্ভে ধারণ করিয়া আশা করিয়াছিলাম যে পান্নাহইতে আমার বংশোজ্জ্বল হইবে, পুত্রের গুণে যশস্বিনী হইয়া আমি লোকসমাজে মান্যা গণ্যা হইব। পুত্রটী সংসার-ধর্ম্মে আসক্ত হইয়া সদাচারী হইবে, পৌত্র পৌত্রী লই-য়া আমি দিবারাত্র পরমানন্দে কালযাপন করিব। এই প্রত্যাশায় তোমাহেন স্বর্ণপ্রতিমা কন্যার সহিত আমি তাহার বিবাহ দিয়াছিলাম। বিধাতার বিড়ম্বনায় আ-মার সকল আশাই বৃথা হইল, পান্না আমার কুলকুঠার অধার্ম্মিক হইয়া যে এত দুঃখ দিবে, স্বপ্নেও আমি এ-মন বিবেচনা করি নাই। মা! রোদন করিও না, সক-লই অদৃষ্টের ফল, এখন অভিমান-শূন্যা হইয়া পতি যাহাতে সংসারী হয় এমন চেষ্টা পাও, আমার কাছে কাঁদিলে তোমার কিছুই হইবে না।

এই কথা শুনিয়া মালবী অশ্রুপূর্ণ-নয়নে কহিলেন, মাতঃ! আমি কি করিব, যে ব্যক্তি দিনান্তে একবার আমাকে চক্ষে দেখে না, আমার দ্বারা তাহার চরিত্র-

শোধন কিরূপে হইতে পারে? আপনি উহার গর্ভধারিণী, আপনকার কথায় ও ব্যক্তি যখন কর্ণপাত করেনা তখন কি আমার কথা শুনিবে?

শাশুড়ী বলিলেন, বৌমা! কথায় আর কিছু হইবে না, পান্নাকে ভাল করিবার নিমিত্ত কিছু বিশেষ ঔষধের প্রয়োজন করে, চন্দ্রকুমার দত্তের স্ত্রী সুশীলা ব্যতীত সে ঔষধ আর কেহ জানে না। বশীকরণ-বিদ্যাবলে তিনি আপন স্বামীকে এমনি বশীভূত করিয়াছেন যে, চন্দ্রকুমার তাঁহার কথায় অজ্ঞান হন, বসিতে বলিলে বসেন, উঠিতে বলিলে উঠেন। আর না কি, সুশীলার ঔষধদ্বারা মতি ফুলিয়ানীর মাতাল স্বামীটা পর্য্যন্ত ভাল হইয়াছে। এই জন্যই বোধ হয়, কাল নিত্যানন্দ বাবুর পত্নী, স্ত্রী-আচারের সময় তোমাকে বরণ করিতে না দিয়া সুশীলাদ্বারা জামাইকে বরণ করিয়াছিলেন। তা যাহা হউক, শুনিয়াছি তিনি অতি ধর্ম্মশীলা, পরোপকার যথাসাধ্য করিয়া থাকেন। তুমি আপনি যাইয়া আপন দুঃখের কথা তাঁহার সাক্ষাতে বল; শরণাগতা দেখিয়া তিনি কোননা কোন ঔষধদ্বারা তোমার দুরবস্থা বিমোচন করিবেন। বড় মানুষের পুত্রবধূ বড় মানুষের কন্যা বলিয়া তুমি অভিমান করিও না; দাসী সঙ্গে লইয়া সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় যাইবে, সামান্যা স্ত্রীর ন্যায় আসিবে, আর সুশীলা যাহা বলেন তাহাই শুনিবে; কোনপ্রকারে অহঙ্কার তাঁহার কাছে প্রকাশ করিও না।

মালবীর মনের মত কথা হইয়াছিল, অতএব ঔষধ পাইবার প্রত্যাশায় তিনি কালবিলম্ব না করিয়া স্নান ভোজনাদি করণানন্তর দাসী-সমভিব্যাহারে সুশীলার

বাটীতে গেলেন। পূর্ব্বরাত্রে সুশীলা তাঁহাকে সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা সূক্ষ্মবস্ত্র পরিধানা বিদ্যাধরী অপ্সরার ন্যায় দেখিয়াছিলেন। সম্প্রতি মালবীকে দীনা ক্ষীণা মলিনা দেখিয়া তিনি অতীব বিস্ময়াপন্ন হইলেন, কিন্তু বাহ্যে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না। তোমার আগমনে আজি আমার বাটী পবিত্র হইল, কি সৌভাগ্য কি সৌভাগ্য; এইরূপ শিষ্টাচারের কথা কহিয়া হস্ত ধারণ করত তাঁহাকে গৃহের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন, পরে যথাযোগ্যস্থানে তাঁহার দাসীকে বসাইয়া উভয়ে মিষ্টালাপ করিতে লাগিলেন।

সুশীলা কহিলেন সুবদনে! তুমি ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী, ধনাঢ্য লোকের কন্যা, পিঞ্জরে বদ্ধা কোকিলার ন্যায় দিবারাত্র অন্তঃপুরে থাক, চন্দ্র সূর্য্য পর্য্যন্ত তোমাকে দেখিতে পান না। দুষ্প্রাপ্য রত্ন অস্থানে পাইলে লোকে যেমন বিস্ময়াপন্ন হয়, অপ্রত্যাশায় অসময়ে আজি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমি তেমনি সবিস্ময় হইয়াছি। অতএব কি কারণে এমন মধ্যাহ্ন সময়ে বাটীর বাহির হইয়া তুমি এ অধীনীকে স্মরণ করিলে।

এই কথাতে দুঃখিনী মালবী সজলনয়নে রোদন করিতে২ আপনার দুরবস্থার কথাসকল সুশীলাকে কহিতে লাগিলেন। পরদুঃখে দুঃখী এবং পরসুখে সুখী হওয়া সুশীল ব্যক্তিদিগের একটি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম হয়। সরলচিত্তা যোষাকুল এ ধর্ম্ম যেরূপ প্রতিপালন করে, পুরুষে সেরূপ পারে না, তাহাতে ধর্ম্মশীলা সুশীলার অতি দয়ালু স্বভাব ছিল, মালবীকে রোদন করিতে দেখিয়া তিনি স্বনেত্রবারি নিবারণ করিতে পারি-

লেন না। অবলা সরলা কুলবালার মনোদুঃখে অতীব দুঃখিনী হইয়া তিনিও রোদন করিতে লাগিলেন। হা পরমেশ্বর! এরূপ দুরাচারকে কন্যা সম্প্রদান লোকে কেমন করিয়া করে! ধর্ম্মপত্নী পরিত্যাগ করিয়া ভ্রষ্টা নষ্টা কুলটার কপটপ্রেমে লোকে কিরূপে আসক্ত হয়। পরম মাঙ্গলিক সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া কালসর্পিণী গণিকাশ্রয় দ্বারা কিরূপে ভদ্র লোকে ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখ নষ্ট করে! ঈশ্বরপ্রসাদে ধীশক্তি ও ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরূপে বিদ্বান লোকে কুলকন্যাদিগের মনে এরূপ যাতনা দেয়! এক একবার সুশীলার মনে এই ভাব উদয় হয়, এবং এক একবার রে দুরাচার অধর্ম্মী বলিয়া তিনি দুর্ব্বৃত্ত পান্নালালের প্রতি আক্ষেপ প্রকাশ করেন।

দুঃখিনী মালবী আপন দুরবস্থার সমুদায় বিবরণ আদ্যোপান্ত কহিয়া, অবশেষে ভগিনী সম্বোধন করত সুশীলাকে কহিলেন, ভগিনি সুশীলে! মনের যাতনা আর আমি সহ্য করিতে পারি না, কেবল তোমার সহিত সাক্ষাৎ করণের অপেক্ষা ছিল, করুণাবলোকন করিয়া যে ঔষধদ্বারা তুমি মতিজুলিয়ানীর মাতাল স্বামীকে ভাল করিয়াছ, সে ঔষধ আমাকে দিয়া যদি আমার দুরবস্থা বিমোচন কর, তবেই জীবন ধারণ করিব, নতুবা আত্মহত্যা বা দেশান্তরে গমনদ্বারা আমাকে সংসারধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিতে হইবে।”

দ্বিতীয় অধ্যায়।

—00000—

মালবীর প্রতি সুশীলার উপদেশ।

পরম মাঙ্গলিক সংসার-ধর্ম্মের প্রতি পান্নালালের স্ত্রীর দারুণ অশ্রদ্ধার কথা শুনিয়া, বুদ্ধিমতী সুশীলা মনে মনে আক্ষেপ করিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর! বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তি তুমি কত-দিনে উজ্জ্বল করিবে, সদাচার ও ধার্ম্মিকতা ভিন্ন মন্ত্র বা ঔষধদ্বারা স্বামী কখন বশীভূত হয় না, এমন বিবে-চনা ইহাদিগের মনে কতদিনে উদয় হইবে, কৃতবিদ্য পুরুষের ন্যায় বিদ্যাবলে সকল বিষয় যথাবিধ বিবেচনা করিয়া সংসারধর্ম্ম কতদিনে ইহারা উত্তমরূপে প্রতি-পালন করিতে পারিবে। কিন্তু তাহে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না। বুদ্ধিমতী ধর্ম্মপরায়ণা মনে২ বিবে-চনা করিলেন, ঔষধ জানি না, এ কথাটি যদি মালবীকে বলি, তবে মালবী নিতান্ত ক্ষুব্ধচিত্তা হইয়া সাতিশয় দুঃখিতা হইবে, এবং ঘরে গিয়া যে সকল অবিহিত কর্ম্মের কথা কহিতেছে তাহা করিয়া ইহপরকাল উভয়ই নষ্ট করিবেক, অতএব ইহাকে প্রকারান্তরে ঔষধ দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

মনে২ এই বিবেচনা করিয়া তিনি মালবীকে কহি-লেন, ভগিনি মালবি! স্বামীর দোষপ্রযুক্ত আত্মহত্যা

বা লোকলজ্জা পরিত্যাগ করিয়া দেশান্তরিত হওয়া স্ত্রী-লোকের উচিত নয়। তাহা হইলে ঈশ্বরের নিকট অপরাধিনী হইয়া, ইহকালে যে যন্ত্রণা পাইতেছ পর-কালে তদপেক্ষাও গুরুতর ভয়ানক যন্ত্রণা পাইবে। তোমার পিতা মাতাই তোমার দুরবস্থার মূল কারণ, ধনলোভে লুব্ধ হইয়া তাঁহারা পান্নালালের দয়া ধর্ম্ম এবং জ্ঞানবিষয়ে কিছুমাত্র বিবেচনা করেন নাই, শুদ্ধ কুলীন এবং ধনী বলিয়া তোমাকে তাঁহায় সম্প্রদান করিয়াছিলেন, সেইজন্যই তোমার এই বিপত্তি ঘটি-য়াছে। বাল্যকালে তোমার স্বামী অপেক্ষা ধনী এবং কুলীনের সহিত আমার সম্বন্ধ হইয়াছিল। কিন্তু তিনি ধার্ম্মিক সুবিদ্বান পুরুষ নহেন বলিয়া পিতা আমাকে সে পাত্রে প্রদান করিলেন না। বাহ্য ঐশ্বর্য্য দেখিয়া পিতা যদি ঐ অধার্ম্মিক মূর্খ যুবকের সহিত আমার বিবাহ দিতেন, তবে তোমারও যে দশা আমারও সেই দশা হইত। তা যাহাহউক, ভগিনি! যে ঔষধের নিমিত্ত তুমি আমার বাটীতে আসিয়াছ সে ঔষধ আমি জানি বটে, কিন্তু একেবারে ঔষধ প্রয়োগ করিলে কোন গুণ দর্শিবে না। পতিবশকরণ ঔষধটি সামান্য ঔষধ নহে, উহা ব্যবহার করণের পূর্ব্বে তিন চারি মাস কতক-গুলি বিশেষ নিয়ম প্রতিপালন করিতে হয়, সর্ব্বান্তঃ-করণের সহিত যত্ন করিয়া তুমি যদি ঐ নিয়ম সকল প্রতিপালন করিতে পার, তবে আমি তোমাকে পরে ঔষধ প্রদান করিব।

স্বামীকে বশ করিবার জন্য যিনি সর্ব্বস্ব পণ করেন, কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করা তাঁহার পক্ষে কঠিন

কর্ম্ম নয়। সুশীলার কথা শুনিয়া দুর্ভগা মালবী সজল নয়নে কহিলেন, ধর্ম্মশীলে! দুরবস্থা বিমোচন-হেতু তিন চারি মাস কি এক বৎসরকাল তুমি আমাকে যাহা করিতে বলিবে আমি তাহাই করিব, তোমার অনভিমত কর্ম্ম আমি কদাচ করিব না। ইহাতে স্বামী যদি বশতাপন্ন হন তবে যাবজ্জীবন তোমার নিকট ঋণী হইয়া থাকিব। এই কথাতে বিদ্যাবতী সুশীলা সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া কহিতে লাগিলেন, সাবধান ভগিনী, যে নিয়মগুলি বলিতেছি, তাহার অতিক্রান্ত-কর্ম্ম তুমি একটিও করিও না, অশ্রদ্ধা করিলে তোমার আমার সকল চেষ্টাই বৃথা হইবে।

"সর্ব্বতোভাবে আলস্য পরিত্যাগ করা স্ত্রীজাতি মাত্রেরই একটি বিশেষ ধর্ম্ম হয়, কি ধনী কি নির্ধন, কি ভদ্র কি অভদ্র, গৃহধর্ম্মিণী কামিনীরা অলসা হইলে সংসারে লক্ষ্মীশ্রী কদাচ হয় না। পুরুষেরা যতই ধনোপার্জ্জন করুন, স্ত্রীলোকেরা পরিশ্রমী হইয়া গৃহসামগ্রীর রক্ষার ভার যদি গ্রহণ না করেন, তবে সংসারের আনুকূল্য কদাচ হইতে পারে না। পণ্ডিতেরা কহেন, স্ত্রীজাতি লক্ষ্মীরূপা, লক্ষ্মীশ্রী মানুষের কেবল স্ত্রীলোক হইতেই হয়। অতএব মালবি! আলস্য পরিত্যাগ করিয়া গৃহকর্ম্মের তত্ত্বাবধান তোমায় সমুদায় করিতে হইবে, দাস দাসীর প্রতি নির্ভর করিয়া তুমি কদাচ অলসা হইও না। কি সদর কি অন্দর, কি একতালা কি দোতালা, কি রন্ধনগৃহ কি শয়নগৃহ, বাটীর সর্ব্বস্থান যাহাতে উত্তমরূপ পরিষ্কার থাকে, এমন যত্ন করিতে তুমি কদাচ ত্রুটি করিও না। তুমি বড় মানুষের স্ত্রী, মধ্যবিত্ত গৃহস্থা-

পেক্ষা তোমাদের ঘরে গৃহসজ্জার অনেক সামগ্রী আছে, যাহাতে সেই সকল সামগ্রী বিশ্রী মলিন এবং নষ্ট না হয়, যে যাহার সে সেই স্থানেই থাকে, কোন প্রকার বিশৃঙ্খলতা না ঘটে, প্রতিদিন এক একবার দেখিয়া তুমি তাহার তত্ত্বাবধান করিবে। যে ঘরটি তোমার, যাহাতে তুমি সর্ব্বদা অবস্থিতি কর, অন্যান্য গৃহাপেক্ষা সে ঘরটি এমনি করিয়া সুসজ্জিত ও সুপরিষ্কৃত রাখিবে যে, অন্তঃপুরে গিয়া তন্মধ্যে বসিলে যেন লোকের সুখানুভব হয়। মালবি! সুপরিষ্কৃত নির্ম্মল স্থান যখন দেবতারা ইচ্ছা করেন, তখন তোমার স্বামী তোমার পরিচ্ছন্ন গৃহের প্রতি যে অনুরাগ প্রকাশ করিবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কর্ত্তা কর্ত্রীকে গৃহকর্ম্মবিষয়ে মনোযোগী ও পরিশ্রমী হইতে না দেখিলে, দাস দাসীগণ বিশেষ পরিশ্রম করে না, অতএব মালবি! গৃহকর্ম্ম করণের সময়ে তুমি আপনি যাইয়া তাহাদিগকে সাহায্য করিবে, যে কর্ম্ম তাহারা না জানে মিষ্টকথাদ্বারা তাহাদিগকে তাহা শিখাইয়া দিবে, বেতনভুক দাস দাসী বলিয়া কটু অথবা অবজ্ঞার কথা তাহাদিগের প্রতি কদাচ ব্যবহার করিও না। তাহারা কর্ম্ম করিয়া পরিশ্রান্ত হইয়াছে, ইহা দেখিলেই তাহাদিগকে বিশ্রাম করিতে কহিবে, আর তাহাদের যেমন অবস্থা সুখ সচ্ছন্দ বিষয়ে যখন যাহা প্রয়োজন হইবে, তখন তাহা তাহাদিগকে দিবে। বেতনগ্রাহী সামান্য ভৃত্যের সুখ সচ্ছন্দ কি? অনেক ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী এই বিবেচনায় ভৃত্য ভৃত্যাদিগের প্রতি ভাল ব্যবহার করেন না। আপনারা শুইয়া বা বসিয়া থাকেন, ভাল

খান ভাল পরেন, তাহারা কি খেলে কি পরিলে তাঁহার তত্ত্বাবধান না করিয়া কেবল গৃহকর্ম্ম করিতে তাহাদিগকে অনুমতি করেন, না করিলে কটু কাটব্য প্রয়োগ করেন। সুতরাং ইহাতে তাহারা অসন্তুষ্ট হইয়া কোন কর্ম্মই ভালরূপে করে না, এবং কর্ত্রীর নিন্দা যথা তথা করিয়াথাকে, হয়তো কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায়, ইহাতে তাহাদিগকে নূতন ভৃত্য সর্ব্বদাই রাখিতে হয়, এবং দুর্নামও ঘটিয়া উঠে। এরূপ ব্যবহার না করিয়া, যেমন বলিলাম তুমি যদি তোমার দাস দাসীর প্রতি সদ্ব্যবহার কর, তাহা হইলে তাহারা তোমার বশতাপন্ন হইবে, তুমি যাহা বলিবে তাহারা তাহাই করিবে, প্রাণপণ চেষ্টায় তোমার মঙ্গলার্থী হইয়া যাহাতে তোমার স্বামী সংসারী ও গৃহবাসী হন, এমন যত্ন করিতে তাহারা কিছুমাত্র ক্রটি করিবে না।

পতিপরায়ণা হইয়া পতিসেবা ও পতির সুখ সচ্ছন্দ চেষ্টা করা এ সংসারে কুলবধূদিগের একটী সারকর্ম্ম হয়। পুরাণে লেখে, পতিসেবার নিমিত্ত সীতা অতুল বিভব পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনবাসিনী হইয়া রামের সহিত বনে২ ভ্রমণ করিয়াছিলেন। রাবণরাজা তাঁহাকে হরণ করিয়া রাজমহিষী করিবার নিমিত্ত কত প্রলোভ দেখাইয়াছিল, সম্পূর্ণ অসম্মতি প্রকাশ করাতে দুরাত্মা কত যন্ত্রণা তাঁহাকে দিয়াছিল, তথাপি রাবণের অতুল ঐশ্বর্য্য তুচ্ছবোধ করিয়া কেবল রাম২ শব্দে তিনি কালযাপন করিতেন। কিন্তু ঐ ধর্ম্মপরায়ণা রামপ্রিয়ার প্রতি রাম পতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম করেন নাই, তিনি দশাননের করাল কবল হইতে মুক্ত করিয়া সতীত্ব পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত অগ্নি-

কুণ্ডে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিলেন। ধর্ম্মশীলা সতী লক্ষ্মী ধর্ম্মবলে তাহাহইতে পরিত্রাণ পাইলে, কিছুদিন পরে রাম ইতর লোকের কথায় পুনর্ব্বার তাঁহাকে গর্ভাবস্থায় বনবাসিনী করিলেন। নিরপরাধিনী নির্দোষা যুবতী পতিকর্ত্তৃক এবং পতির কারণ অপমানিতা হইয়া এত দুঃখ পাইয়াছিলেন, তথাপি শ্রীরামের প্রতি এক দিনও তিনি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই, অবলা সরলা কুলবালা ধর্ম্মশীলা সীতা কি সুখ কি দুঃখ, কি সম্পত্তি কি বিপত্তি, কি বনবাস কি রাজ্যবাস সকল কালেই মনে ধ্যানে শয়নে স্বপ্নে কেবল রামকে স্মরণ করিতেন, রামের নিন্দা কাহারও সাক্ষাতে তিনি কখনই করেন নাই। অতএব মালবি! পতি সদয় হউন বা নির্দয় হউন, ধার্ম্মিক হউন বা অধার্ম্মিক হউন, বিবাহিত ভার্য্যার প্রতি আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম উত্তমরূপে প্রতিপালন করুন বা না করুন, স্বামীর প্রতি অশ্রদ্ধা করা কোনমতেই স্ত্রীলোকের উচিত নহে।

স্বামী গণিকাসক্ত হইলেও তাঁহার প্রতি অশ্রদ্ধা করা সাধ্বী-স্ত্রীর উচিত নয়। মালবি! এ বিষয়ে আমি তোমায় আর একটী উপাখ্যান বলি, মন দিয়া প্রণিধান কর। পুরোহিত মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি, পুরাণে বর্ণিত আছে, “এক ব্রাহ্মণ কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হইয়া চলচ্ছক্তি রহিত হইয়াছিলেন, ভিক্ষা অথবা অন্য কোন বৃত্তিদ্বারা আপনার উদর পূরণেরও উপায় করিতে পারিতেন না। ঐ ব্রাহ্মণের পরমসুন্দরী সর্ব্বসুলক্ষণা এক যুবতী ভার্য্যা ছিলেন, তিনি পাড়ায় ভিক্ষা করিয়া আনিয়া, ব্রাহ্মণের সেবা শুশ্রূষা করিতেন। এ সংসারে

স্ত্রীজাতিদিগের পতি-সেবাই সকল ধর্ম্মের মূল, ইহা জানিয়া ঐ ব্রাহ্মণী অন্য কোন ধর্ম্মকর্ম্ম করিতেন না, কেবল কিসে পতি স্বচ্ছন্দে থাকেন, দিবা রাত্রি এই চেষ্টাই করিতেন। দুর্গন্ধে কুষ্ঠরোগীদিগের পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই ভয়ে ব্রাহ্মণপত্নী এক প্রহর রাত্রি থাকিতে উঠিয়া অগ্রে আপনার কুটীর ও তাহার চতুষ্পার্শ্ব উত্তমরূপ পরিষ্কার করিতেন, পরে গৃহসজ্জার সামান্য বাসনগুলী ধৌত করিয়া ব্রাহ্মণকে শয্যাহইতে উঠাইতেন। গতি-শক্তি-বিহীন ব্রাহ্মণ স্থানান্তরে যাইতে পারিতেন না, সমুদায় গুহ্কর্ম্মই কুটীরমধ্যে করিতেন, ব্রাহ্মণী অবিচলিতচিত্তে স্বহস্তে তাঁহার বিষ্ঠাদি পরিষ্কার করিয়া; পরে পতির মুখ প্রক্ষালন করাইয়া দিতেন। মুখ প্রক্ষালন করিয়া কুষ্ঠী তামাকু খাইতে থাকিতেন, ইত্যবসরে ঐ পতিপরায়ণা স্নান আহ্নিক করিয়া আসিয়া, পূর্ব্বদিবসে যে সকল সামগ্রী ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছিলেন তাহা পাক করিতেন। অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইলেই পীড়িত পতিকে স্নান ভোজন করাইয়া আপনি কিঞ্চিৎ প্রসাদ গ্রহণ করত পুনর্ব্বার ভিক্ষায় যাইতেন। পতিপরায়ণা ধর্ম্মশীলা সাধ্বীস্ত্রী বলিয়া লোকে তাঁহাকে যথেষ্ট ভিক্ষা দিত, আর পরমসুন্দরী যুবতী কন্যা যথার্থ ধর্ম্মপালন করিয়া বহুকষ্টে কুষ্ঠী পতির সেবা করিতেছেন, এই অনুরাগে সকলেই তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিত, এবং উত্তমোত্তম খাদ্য সামগ্রী তাঁহাকে ভক্তি করিয়া দিত।

এক দিন ব্রাহ্মণী ভিক্ষায় গিয়াছেন, এমত সময়ে লক্ষহীরা নাম্নী এক পরমসুন্দরী বেশ্যা নানাপ্রকার বেশ বিন্যাস করত ব্রাহ্মণের কুটীরের নিকট দিয়া যায়।

লক্ষহীরার রূপমাধুরী দেখিয়া ব্রাহ্মণ হতজ্ঞান হইলেন, তাহার সহিত এক দিন সহবাস করিতে ব্রাহ্মণের বড়ই ইচ্ছা হইল। সন্ধ্যাকালে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ভিক্ষা করিয়া আসিলে, সেদিন তিনি তাঁহার সহিত বড় একটা কথা বার্ত্তা কহিলেন না, ক্ষুব্ধচিত্তে মৌনাবলম্বনে রহিলেন। ব্রাহ্মণী যথানিয়মে তাঁহার নিত্য সেবাদি করিয়া রাত্রি-কালে তাঁহার অঙ্গ টিপিয়া দিতেং ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, প্রভো! প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে ভিক্ষা করিয়া আসিয়া আমি যেরূপ তোমার সেবা শুশ্রূষা করি, আ-জও সেইরূপ করিয়াছি, কিন্তু তোমার এমন অপ্রসন্ন মলিন বদন আমি কখনই অবলোকন করি নাই, অত-এব কি কারণে তুমি এত ক্ষুব্ধচিত্ত হইয়াছ তাহা প্রকাশ করিয়া বল, নিত্য-সেবার বিষয়ে আমার কি কিছু ত্রুটি হইয়াছে? গলিত কুষ্ঠী দরিদ্র ব্রাহ্মণ কেমন করিয়া এমন দুর্বাসনার কথাসকল সাধ্বীস্ত্রীর নিকটে কহিবেন, না এমন কিছু হয় নাই, না এমন কিছু হয় নাই, এই কথাই পুনঃ পুনঃ তিনি ব্রাহ্মণীকে কহিলেন। কিন্তু সেই পতিপরায়ণা ধর্ম্মশীলা তাহাতে সন্তুষ্টা না হইয়া সাধ্যসাধনা দ্বারা বারম্বার তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে, লক্ষহীরার কথা তিনি তাঁহার সাক্ষাতে কহিলেন। কুষ্ঠী পতির এতদ্রূপ অধর্ম্মসূচক দুরাকাঙ্ক্ষার কথা শুনিয়া ব্রাহ্মণী একেবারে বিস্ময়াপন্না হইলেন, কিন্তু বাহে কিছু প্রকাশ করিয়া কহিলেন না, কেবল এই কথা বলিয়া পতিকে সান্ত্বনা করিলেন, গুরো! দুঃখ সম্বরণ কর, যাহাতে তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হয় আমি এমন চেষ্টা করিব।

অনেক বিবেচনা করিয়া সেই সতী লক্ষ্মী পতিব্রতা স্থির করিলেন, ধন নাই, দাস্যবৃত্তি অবলম্বন না করিলে পতির মনোরথ পূর্ণ হওনের আর অন্য কোন উপায় দেখিতেছি না। অতএব সেই দিন রাত্রিকালে উঠিয়া সর্ব্বাগ্রে তিনি ঐ গণিকার দ্বারে গমন করিলেন, সতীত্ব-ধর্ম্মের এমনি গুণ, স্পর্শ করিবামাত্র লক্ষহীরার সমুদায় দ্বার খুলিয়া গেল। তাহাতে ব্রাহ্মণী বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহার ঘরদ্বার বাসনপত্র পরিষ্কার করিয়া সকলই সুসজ্জীভূত করিয়া আসিলেন। ব্রাহ্মণী দিন কয়েক এইরূপ কর্ম্ম করেন, লক্ষহীরা প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে উঠিয়া আপনার গৃহসজ্জার নূতন শোভা দেখিয়া সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্টা হয়। এবং দাস দাসীগণকে জিজ্ঞাসা করে, কিন্তু কেহ কিছু বলিতে পারে না। কে এমন করিয়া আমার গৃহ পরিষ্কার করে, এই সন্দেহ হওয়াতে এক দিন রাত্রিকালে সে জাগিয়া রহিল, বাটীর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রাহ্মণী যখন তাহার উচ্ছিষ্ট সকল মোচন করিতেছিলেন, অমনি সে তাঁহার হস্ত ধরিয়া তাঁহাকে কহিল, মা! তুমি কে! কি নিমিত্ত তুমি আমার গৃহে আসিয়া আমার গৃহ পরিষ্কার কর? তাহাতে পতিব্রতা সতীলক্ষ্মী পতির মনোভিলাষের কথা সজলনয়নে তাহার সাক্ষাতে প্রকাশ করিলে, সে তাঁ-হার পাতিব্রত্য ধর্ম্মগুণে একেবারে বিস্ময়াপন্না হইল, কহিল, ধর্ম্মশীলে! অদ্য সন্ধ্যাকালে তুমি তোমার কুষ্ঠী পতিকে আমার বাটীতে আনয়ন করিও, আনিলেই তোমার আশা পূর্ণ হইবে।

দিননাথ অস্তাচলচূড়াবলম্বন করিলেন, ব্রাহ্মণী চলৎ-

শক্তি-হীন কুষ্ঠী পতিকে ক্রোড়ে করিয়া লক্ষহীরার বাটীতে উপনীতা হইলেন। লক্ষহীরা সমাদরপূর্ব্বক ব্রাহ্মণকে উত্তমাসনে বসাইয়া করপুটে নিবেদন করিল, গুরো! অনুগ্রহ করিয়া যদি আপনি এ অধীনীকে স্মরণ করিয়াছেন, তবে অগ্রে কিঞ্চিৎ জলপান করুন। ইহা বলিয়া সে দুই ঘটী জল আনয়ন করিয়া ব্রাহ্মণকে কহিল, এই যে স্বর্ণপাত্রটি দেখিতেছেন ইহাতে কূপোদক আছে, আর ঐ সুপরিষ্কৃত তাম্রপাত্রটিতে গঙ্গোদক আছে, ইহার মধ্যে যে পাত্রের জল আপনকার পান করিতে ইচ্ছা হয় তাহা করুন। পাত্রগুণের জন্য ব্রাহ্মণ সুনির্ম্মল গঙ্গাজল পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে কূপোদক পান করেন। অতএব তাম্রপাত্র হস্তে ধারণ করিয়া তিনি জল পান করিতে উদ্যত হইলেন। তদ্দর্শনে লক্ষহীরা হাসিতে২ ব্রাহ্মণকে কহিল, ওহে ব্রাহ্মণ! সুনির্ম্মল পবিত্র বারি পান করা বিধেয়, যদি তোমার এমন জ্ঞানই আছে, তবে কেমন করিয়া বিমলা পবিত্রা সাধ্বী স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া, আমাকে ভজিতে আইলে, আমি সর্ব্বভোগ্যা বারাঙ্গনা কুলটা, সকলকার উচ্ছিষ্ট স্বরূপ, প্রিয় অপ্রিয় কেহই নাই, যে আমাকে ধন দেয় আমি তাহারই সেবা করি, তবে কেমন করিয়া ধনবান লম্পটের উচ্ছিষ্ট খাইতে তোমার অভিরুচি হইল। তুমি গলিতকুষ্ঠী, যে স্ত্রী ধর্ম্মভয়ে ভিক্ষা করিয়া তোমার সেবা শুশ্রূষা করেন, কিরূপে তুমি তাঁহার সাক্ষাতে এমন দুর্ব্বাসনার কথা কহিলে। লক্ষহীরার এইরূপ মিষ্ট ভর্ৎসনায় ব্রাহ্মণ অপ্রতিভ হইয়া ব্রাহ্মণীকে ডাকিয়া কহিলেন, ব্রাহ্মণি! তোমার নিকট আমি সাতিশয়

অপরাধী হইয়াছি, ক্ষমাপ্রার্থনা করি, এখানে তুমি আমাকে আর ক্ষণমাত্র রাখিও না, কুটীরে লইয়া যাও। পতির আজ্ঞায় দ্বিজতনয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে করিয়া কুটীরে আনয়ন করেন। এমত সময়ে লক্ষহীরা গললগ্ন-বস্ত্রে প্রণাম করিয়া, অশ্রুপূর্ণ-নয়নে ব্রাহ্মণীকে শতমুদ্রা দিয়া কহিল, মা! তোমার তুল্যা সাধ্বীস্ত্রী আমি জন্মাবধি কখন দেখি নাই, স্ত্রীজন্ম গ্রহণ করিয়া যেন তোমার ন্যায় সকলে আপনাপন পতি-সেবা করে। আশীর্ব্বাদ কর, যেন জন্মান্তরে বেশ্যাবৃত্তিরূপ জঘন্য পাপে আমাকে আর অভিলিপ্তা হইতে না হয়।" অতএব মালবি! বেশ্যাসক্ত লম্পট-পতি হইলেও পতি-নিন্দা বা পতির প্রতি অশ্রদ্ধা করা কুলবধূদিগের উচিত নহে।

ঈশ্বরের নিয়মানুসারে সকল লোকেই আপন আপন কর্ম্মের ফলভোগ করিয়া থাকে। ভগিনি! পান্নালাল বাবু তোমার প্রতি যে সকল অসদাচরণ করিতেছেন, তাহার নিমিত্ত ঈশ্বর তাঁহাকে বিশেষ দণ্ড দিবেন। তুমি কিন্তু তাঁহার প্রতি এক দিনের জন্যেও অভক্তি এবং অননুরাগ প্রকাশ করিও না। প্রিয় এবং ধার্ম্মিক পতির প্রতি স্ত্রীলোকে যেরূপ ব্যবহার করে, পান্নালালের প্রতি তুমি সেইরূপ ব্যবহার করিয়া প্রাণপণ চেষ্টায় তাঁহার সন্তোষ বিধান করিও। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তোমার দুরবস্থা বিমোচন করিবেন, এবং আমার ঔষধও কার্য্যকারক হইবে।

এই কথা শুনিয়া মালবী কহিলেন সুশীলে! যে ব্যক্তি দিনান্তে একবার আমার গৃহে আসেন না, ভ্রমক্রমেও

যিনি আমার সহিত আলাপ সম্ভাষণ করেন না, আমার নাম শুনিলে যিনি অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করেন, আমি কেমন করিয়া সেবা ভক্তি দ্বারা তাঁহার সন্তোষ বিধান করিব।

সুশীলা কহিলেন মালবি! তোমার কথা শুনিয়া সকল উপদেশের সার উপদেশরূপ ধর্ম্মগ্রন্থের একটি আজ্ঞা আমার স্মরণ হইতেছে "অপর ব্যক্তি তোমার প্রতি সদ্ব্যবহার করিবে, মনে মনে এমন ইচ্ছা যদি তোমার থাকে, তবে অগ্রে তুমি অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।" এই অমূল্য ধর্ম্মনীতিটি নিয়ত স্মরণ করিয়া যদি তদনুসারে জগৎস্থ লোকসকল সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারে, তবে অন্যের কৃত দুঃখ ক্লেশাদি কখনই কাহাকে সহ্য করিতে হয় না। ভগিনি! তোমার যে অবস্থা ঘটিয়াছে, অগ্রে তুমি পান্নালালের সেবাভক্তি না করিলে, তোমার পতি কখনই তোমার বশীভূত হইবেন না। পতি আমাকে ভালবাসেন না, আমি কিরূপে তাঁহাকে ভালবাসিয়া তাঁহার সন্তোষ বিধান করিব, এ অভিমান একেবারে পরিত্যাগ করিয়া, প্রাতঃ অথবা সন্ধ্যাকালে পান্নালাল বাবু যখন অন্তঃপুরে আসিবেন, তুমি সহাস্যবদনে অগ্রে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিও। তিনি ভালমুখে উত্তর করুন বা না করুন, তুমি তাঁহার শারীরিক সুখ সচ্ছন্দের কথা অবশ্যই জিজ্ঞাসা করিও। যদি কোন দিন দৈহিক বা মানসিক দুঃখের কথা তিনি তোমার সাক্ষাতে কহেন, তবে কৃতসাধ্যে যাহাতে তাঁহার ক্লেশ নিবারণ হয়, তুমি এমন চেষ্টা করিও। স্বভাবের এমন ধর্ম্ম নয়, আনুগত্য এবং আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করিয়া

তুমি যদি তাঁহাকে দশ দিন জিজ্ঞাসা কর, তবে অবশ্যই তিনি প্রসন্ন হইয়া তোমার সহিত বাক্যালাপ করিবেন।

আমি শুনিয়াছি ধনাঢ্য লোকদিগের অন্তঃপুরে পাচক ব্রাহ্মণ বা পাচিকা ব্রাহ্মণী থাকে, পাকাদি কর্ম্ম তাহাদের দ্বারাই নির্ব্বাহ হয়। ভৃত্যেরা স্থান পরিস্কার করিয়া আসন জলাদি প্রদান করে, ব্রাহ্মণ আহারীয় দ্রব্য একেবারে প্রস্তুত করিয়া বাবুদিগের সম্মুখে আনিয়া দেয়। ভৃত্যদত্ত খাদ্য সামগ্রী খাইয়া বাবুরা সদর-বাটীতে আসেন, ভোজনসময়ে পরমাত্মীয় স্ত্রীগণ নাকি নিকটেও যান না। পরিশ্রমসাধ্য রন্ধনকার্য্যের ক্লেশ নিবারণ-হেতু ধনাঢ্য লোকদিগের বাটীতে পাচক পাচিকা থাকা উচিত বটে, কিন্তু স্বামী, পুত্র, পিতা, ভ্রাতা বা অন্য কোন পরমাত্মীয়ের ভোজনসময়ে সে স্থানে উপস্থিত থাকিয়া স্ত্রীলোকের পরিবেশন না করা বড় ভাল কর্ম্ম নয়। ঐহিক সুখসম্ভোগের মধ্যে আহার নিদ্রা এবং পরিধান এই তিনটি সর্ব্বোপরি প্রধান সুখ বলিয়া লোকে গণনা করিয়া থাকে। আহারের সময় স্ত্রী, কন্যা, বা জননী নিকটে থাকিয়া খাদ্য সামগ্রী স্বহস্তে প্রদান করিলে, আর সুমধুর সম্ভাষণদ্বারা আন্তরিক স্নেহ প্রকাশ করত ইটি খাও উটি খাও বলিলে, ভোজনবিষয়ে লোকের যত পরিতৃপ্তি হয়; বেতনভুক ভৃত্যের পরিচারণ দ্বারা তত তৃপ্তি কখনই হয় না। অতএব মালবি! পান্নালাল বাবুর ভোজনসময়ে তুমি স্বয়ং রন্ধনগৃহ হইতে তাঁহাকে খাদ্য সামগ্রী আনয়ন করিয়া দিবে; তিনি ভোজন করিবেন, তুমি একখানি পাখা হস্তে লইয়া তাঁহাকে পাখা ব্যজন করিবে;

স্নেহভাব প্রকাশ পূর্ব্বক খাও২ বলিয়া সে সময়ে তাঁহার সহিত বা দুই একটা রহস্যের কথা কহিবে, তাহা হইলে আমোদে তিনি অধিক ভোজন করিতে পারিবেন।

নিত্য নিয়মিত একপ্রকার খাদ্য দ্রব্যে লোকের অরুচি হয়, আর সকল সামগ্রী সকল লোকের রসনাপ্রিয় হয় না। অতএব মালবি! আজি কি খাইতে ইচ্ছা হয়, এমন কথা জিজ্ঞাসা করিয়া, তুমি নিত্য এক একটি নূতন ব্যঞ্জন তোমার পতির নিমিত্ত প্রস্তুত করিও, আর তাঁহার ভোজন পানাদি হইলে আপনি তাঁহাকে আচমনীয় জল ও তাম্বূলাদি প্রদান করিয়া তাঁহার চরণ-সেবা করিও। তাহা হইলে তোমার স্বামী তোমার প্রকৃত স্নেহ বুঝিতে পারিয়া অবশ্যই তোমাকে স্নেহ করিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই। দুষ্ট স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ যে কেবল আমি তোমাকে এসব কর্ম্ম করিতে বলিতেছি তাহা নয়, কি ভদ্রা কি অভদ্রা স্ত্রীলোকমাত্রেরই এসব কর্ম্ম করা নিতান্ত আবশ্যক হয়, আমি নিজেও এরূপ কর্ম্ম করিয়া থাকি।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতে২ দিবাবসান হইল, সুশীলা ব্যস্তসমস্তা হইয়া মালবীকে কহিলেন, প্রিয়ে! তোমার আগমনে ও তোমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া আমি সাতিশয় পুলকিতা হইয়াছি বটে, কিন্তু এখন আমি আর তোমার সহিত বসিয়া অধিক ক্ষণ কথোপকথন করিতে পারিব না। পতি আমার কর্ম্মস্থানে কর্ম্ম করিয়া শ্রান্ত হইয়া আসিতেছেন। জ্যেষ্ঠপুত্রটির বিদ্যালয় হইতে আসিবার সময় হইল। বৃদ্ধ শ্বশুর আমার প্রতিদিন এই সময়ে জলযোগ করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের জল-

পানীয় সামগ্রী অগ্রে আমাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিতে হয়। শাশুড়ী বৃদ্ধা, রীতিমত সংসারের কর্ম্ম করিতে পারেন না, এজন্য দাসীটী অবলম্বন করিয়া এ সমুদায় কর্ম্ম আমি স্বহস্তে করিয়া থাকি, তোমার সহিত আর অধিক কাল কথোপকথন করিতে গেলে আমার নিত্য কর্ম্মের ব্যাঘাত হইবে। নিত্য নিয়মিত কর্ত্তব্য কর্ম্মের যাহাতে হানি হয়, এমন সব বিষয়ে প্রবৃত্ত হওয়া গৃহস্থ স্ত্রীলোকের উচিত নয়। অতএব তুমি প্রত্যহ না আসিয়া, সপ্তাহের মধ্যে প্রতি শনিবারে যদি অনুগ্রহ করিয়া আমার নিকটে আইস, তবে পূর্ব্বে সে দিন কর্ম্ম সমাধা করিয়া আমি ক্রমে২ আমার ঔষধের নিয়মগুলি তোমাকে বলিয়া দিব।

এই কথা বলিয়া বুদ্ধিমতী সুশীলা মিষ্টান্ন সামগ্রী আনয়ন করত মধুর বাক্যদ্বারা মালবী ও তাহার দাসীটিকে জলপান করাইয়া বিদায় করিলেন। মালবী দাসী সমভিব্যাহারে পথে যাইতে২ সুশীলার উপদেশ, সুশীলার শিষ্টাচার, সুশীলার গৃহ-শৃঙ্খলার সুরীতি সকল মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বিবেচনা করিয়া সুশীলা যে সামান্যা স্ত্রী নয় ইহা তাঁহার বিশেষ উপলব্ধ হইল। তাহাতে তিনি স্থির করিলেন, প্রিয়ম্বদের মাতা আমাকে যে সকল কথা বলিয়াছেন, আমি প্রাণান্তেও তাহার অন্যথাচরণ কদাচ করিব না। তাঁহার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিলে, অসচ্চরিত্র পতি আমার যদি সচ্চা না হন, তবে আমার ন্যায় অভাগিনী আর এসংসারে নাই। এই স্থির করণানন্তর তিনি ঘরে গিয়া, সুশীলা তাঁহাকে যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন তদনুসারে

কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। এক সপ্তাহ বিশেষ মনোযোগী হইয়া কর্ম্ম করাতে, তাঁহার শাশুড়ী এবং দাসদাসীগণ সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্ট হইয়া তাঁহার প্রতি বিশেষানুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল, এবং তাঁহাঅপেক্ষা অধিক পরিশ্রম করিয়া তাহারা গৃহকর্ম্মের সদনুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিল।

দুর্বৃত্ত পান্নালালের প্রতি মালবী কখনই শিষ্টাচার প্রদর্শন করিয়া বিশেষানুরাগ ও বিশেষানুগত্য দেখান নাই, অন্তঃপুরে আইলে তিনি তাহার কুব্যবহারে অভিমানিনী হইয়া আপন কুঠরীটিতে বসিয়া থাকিতেন। এক্ষণে ভোজনকালে স্বহস্তে তাঁহাকে পরিবেশন, শারীরিক সুখ সচ্ছন্দ বিষয়ক কথা প্রত্যহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করণ, এবং প্রতিদিন নূতন২ মুখপ্রিয় খাদ্যসামগ্রী তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত করাতে, পান্নালালেরও অল্প২ তাঁহার প্রতি স্নেহ জন্মিতে লাগিল। দাস-দাসীর প্রতি মাতৃবৎ স্নেহ প্রকাশ করিয়া সদ্ব্যবহার করিলে, তাহারা কর্ত্তা কর্ত্রীর মঙ্গল সাধনে নিয়ত চেষ্টিত হয়। মালবীর সদ্ব্যবহারে ভৃত্য ভৃত্যাগণ বশীভূত হইয়া, কিসে পান্নালাল গৃহবাসী হইবেন, কিসে তাঁহার কর্ত্রীর প্রতি বিশেষানুরাগ জন্মিবে, তাহারা দিবারাত্র কেবল এই চেষ্টাই করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে বাবু ভোজনানন্তর বৈঠকখানায় যাইয়া তাম্বূলাদি খাইতেন, সন্ধ্যাকালে কুঠী হইতে আসিয়া বৈঠকখানাতেই জলযোগাদি করিতেন, অন্তঃপুরে যাইতেন না। এক্ষণে ভৃত্যগণ তাঁহার ভোজন পানাদির কোন সামগ্রী আর সে স্থানে রাখিত না, সকলই মালবীর ঘরে প্রস্তুত করিয়া রাখিত। বাবু

চাহিলেই, তাহারা করপুটে নিবেদন করিত, বধূমাতা আপনকার জন্য খাদ্যসামগ্রী অন্তঃপুরে প্রস্তুত করিয়াছেন, আপনি যাইয়া ভোজন পানাদি করুন! ইহাতে বিরক্তি পূর্ব্বক হউক, আর ইচ্ছাপূর্ব্বকই হউক, অগত্যা প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে দুই বার পান্নালালকে অন্তঃপুরে যাইতে হইত। গেলেই মালবী একান্ত ভক্তিদ্বারা তাঁহার যথোচিত সেবা করিতেন। তদ্দ্বারা পান্নালাল তাঁহার শিষ্টাচার ও গৃহসামগ্রীর পারিপাট্য দেখিয়া দিন২ সন্তুষ্ট হওত ক্রমে২ তাঁহার প্রতি অনুরাগ করিতে লাগিলেন।

এইরূপে এক সপ্তাহ গত হইল। মালবী সুশীলার অনুমত্যনুসারে দাসী সঙ্গে লইয়া পুনর্ব্বার মধ্যাহ্নকালে তাঁহার বাটীতে উপনীতা হইলেন। গিয়া দেখিলেন, চন্দ্রকুমার বাবু চৌকিতে বসিয়া তামাকু খাইতেছেন, সুশীলা একটি ক্ষুদ্র পাত্রে তৈল লইয়া তাঁহার শরীরে তৈল মাখাইয়া দিতেছেন। আর সম্মুখে এক কলসী জল, একটি ঘটী, এবং এক খানি গামছা রহিয়াছে। তদ্দর্শনে যুবতী মালবী হৃষ্টচিত্ত হইয়া মনে২ বিবেচনা করিলেন, স্বামি-সেবা বিষয়ে সুশীলা অন্যকে যে উপদেশ দেন, আপনিও তাহা করেন, আপনার সাধ্যাতীত একটি কর্ম্ম তিনি অন্যকে করিতে বলেন না। যাহা হউক, সেদিন মালবীর সস্মিত-বদন এবং বেশ ভূষা বিষয়ক কিঞ্চিৎ পারিপাট্য দেখিয়া, তাঁহার যে সুদশা হইবার উপক্রম হইয়াছে, প্রথমেই সুশীলা এমন বিবেচনা করিলেন। ইহাতে মনে২ আহ্লাদিত হইয়া, তিনি তাঁহার হস্ত ধারণপূর্ব্বক বাটীর ভিতরে যে অতিরিক্ত

ঘরখানি ছিল, সেই ঘরখানিতে বসাইলেন, আর কহিলেন ভগিনি! এ বৎসর কৃষিকার্য্যে আমরা অধিক ধান্য পাই নাই, এজন্য আগামী বৎসরের খাইবার ধান্য আমরা একেবারে কিনিয়া রাখিতেছি। নূতন ধান্যের সময় সম্বৎসরের খাদ্যোপযুক্ত ধান্য কিনিয়া রাখা সকল গৃহস্থের আবশ্যক, কারণ এ সময়ে ধান্য ক্রয় যেরূপ সুলভ হইতে পারে, গ্রীষ্ম বা বর্ষা ঋতুতে সেরূপ সুলভ কখনই হয় না। পতি আমার আজি কর্ম্মস্থানে অবকাশ পাইয়াছেন, এজন্য ঐ প্রয়োজনীয় কর্ম্মটি তিনি অদ্যই সমাধা করিলেন, তাহাতেই আমাদের স্নান ভোজন বিষয়ে ভাই এত বিলম্ব হইল। তুমি কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর, বাবুর খাওয়া হইলেই ক্ষণকাল পরে আমি তোমার নিকট আসিয়া কথোপকথন করিব।

এই কথা বলিয়া সুশীলা সেস্থান হইতে প্রস্থান করিয়া পতিসেবায় নিযুক্তা হইলেন। মালবী গৃহের অভ্যন্তর হইতে বাহির হইয়া সুশীলার ঘর দ্বার বাগান উঠান গোয়াল প্রভৃতি স্থান সকলের সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিতে লাগিলেন। যেস্থানে যান সেই স্থানেরই এক নূতন শোভা তাঁহার নয়নগোচর হয়। ইহাতে জ্ঞান বুদ্ধি কর্ম্ম-পটুতা বিষয়ে সুশীলা আমাদের সর্ব্বাগ্রগণ্যা, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধি হওয়াতে তিনি আহ্লাদিত হইয়া মনে করেন, 'সুশীলার ন্যায় গৃহপারিপাট্য, সুশীলার ন্যায় সদাচার, এবং সকল বিষয়ে সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিতে পারিলেই পতি আমার সচ্চরিত্র হইয়া' অবশ্যই গৃহবাসী হইবেন তাহার কোন সন্দেহ নাই। মালবী মনে২ এই আন্দোলন করিতে-

ছেন, আর এক একবার কটাক্ষ দৃষ্টিদ্বারা সুশীলা কি-প্রকারে পতিসেবা করেন তাহা নিরীক্ষণ করিতেছেন। নিরীক্ষণ করিয়া সুশীলা একান্ত ভক্তিদ্বারা যে পতিসেবা করিলেন, ইহা তিনি উত্তমরূপে বুঝিতে পারিলেন, তাহাতে গৃহধর্ম্মিণী হইয়া সকল বিষয়ে পতির সন্তোষ-বিধান করিলে পতি যে বশতাপন্ন হন, সুশীলার এই উপদেশটি তাঁহার মনে দৃঢ়তররূপে লাগিল।

চন্দ্রকুমার বাবু স্নান, ভোজন করণানন্তর গৃহের অভ্য-ন্তরে প্রবেশ করিয়া বিরাম করিতে লাগিলেন। সুশীলা আহারাদি করিয়া হস্তে একটি তাম্বূল লইয়া মালবীর নিকটে উপনীতা হইলেন, আর পানটি তাঁহাকে খাই-তে দিয়া কহিলেন ভগিনি! তোমার মঙ্গল সংবাদ বল? মালবী হাসিতে২ পান্নালালের কিঞ্চিদনুরাগের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কহিলে, তিনি বড়ই আহ্লাদিত হই-লেন, কহিলেন "মালবি! লক্ষ মুদ্রা প্রাপ্ত হইলে আমি যত না সন্তুষ্টা হইতাম, তোমার সুসংবাদ শুনিয়া আমি ততোধিক সন্তুষ্টা হইয়াছি"। কিন্তু ভাই একটি কথা আছে, সদ্ব্যবহারদ্বারা তোমার পতি একত্র বসিয়া এখন তোমার সহিত কথোপকথন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তুমি যদি লেখাপড়া শিখিয়া ধর্ম্ম ও বিদ্যাবিষয়ে তাঁ-হার সহিত কথোপকথন করিতে পার, তবে তিনি আরও পরিতুষ্ট হইবেন। ধর্ম্ম ও বিদ্যালোচনারূপ সুনির্ম্মল আমোদ গৃহে প্রাপ্ত হইলে, বেশ্যা-সংসর্গরূপ জঘন্য আমোদে তিনি কখনই প্রবৃত্ত হইবেন না। ভগিনি! বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির প্রা-খর্য্য হইবার আর অন্য কোন উপায় নাই। এজন্য

ভদ্রকন্যাদিগের বিদ্যানুশীলন করা যে নিতান্ত আবশ্যক, তাহাতে আর কোন সংশয় নাই।”

“স্বামী নানা কষ্ট স্বীকার করিয়া ধনোপার্জ্জন করেন, সেই ধন স্বহস্তে ব্যয় এবং তাহার হিসাবপত্র তাঁহাকে নিজে রাখিতে হইলে বড়ই কষ্ট হয়। পরিমিত ব্যয়ী বিদ্যাবতী স্ত্রী হইলে সে কষ্ট তাঁহাকে সহ্য করিতে হয় না, তাঁহার গুণবতী ভার্য্যা আয় ব্যয় এবং ধন রক্ষার ভার আপনি গ্রহণ করিয়া সাংসারিক কর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারেন, পতি কেবল ধনোপার্জ্জন করিয়া দিয়া অবকাশ প্রাপ্ত হন। তাহাতে তাঁহার কত সুখ হয় তাহা বলিতে পারা যায় না। আর, ভার্য্যা সুখ-দুঃখের সহভাগিনী, আত্মীয়ের মধ্যে প্রধান আত্মীয়, বন্ধুর মধ্যে প্রধান বন্ধু, একাত্মা ও এক প্রাণ স্বরূপ হইয়া সংসারযাত্রা পতির সহিত নির্ব্বাহ করিবে, ঈশ্বর-স্থাপিত এই নিয়মটি প্রতিপালন জন্য লোকে পরিণয় সম্বন্ধে পরিবদ্ধ হয়। কিন্তু মনের মত বিদ্যাবতী স্ত্রী না হইলে ভদ্রলোকদিগের সে নিয়ম প্রতিপালন ভাল-রূপে হয় না। কারণ ভদ্রসন্তানদিগের মধ্যে অনেকেই প্রায় লেখাপড়া জানেন। বিদ্বান্ ব্যক্তির বিদ্বান্ স্ত্রী-লোকের সহিত সংসর্গে যেরূপ সুখ হয়, মূর্খের সংসর্গে সেরূপ সুখ কদাচ হয় না, মূর্খ স্ত্রীর অযৌক্তিক কথা শুনিলে বিদ্বান্ লোকে হাস্য করিয়া তাচ্ছীল্য প্রকাশ করেন, তাহাতে সে অপ্রতিভ এবং অপমানিত হয়। সুতরাং উভয়ের আন্তরিক সম্প্রীতি হইবার সম্ভাবনা থাকে না। স্বামী সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া গৃহাগত হন, শ্রান্তিপ্রযুক্ত কোন পুস্তকাদি পাঠ করিতে তাঁহার

ইচ্ছা হয় না, কেবল শুইয়া তামাকু খাইতে থাকেন, বিদ্যাবতী স্ত্রী সে সময়ে যদি একখানি উত্তম পুস্তক অথবা একখানি সংবাদপত্র লইয়া তাহা পাঠ করত স্বামীকে শ্রবণ করান, তবে তাঁহার কত সুখ হয়, একবার বিবেচনা কর দেখি।

"ধনাঢ্য লোকদিগের স্ত্রীলোকেরা তাস-ক্রীড়া, মিথ্যা গল্প, অথবা অলঙ্কারাদির কথা কহিয়া যে কাল হরণ করেন, সে কেবল লেখা পড়া এবং শিল্পবিদ্যা না জানাতেই ঘটিয়া উঠিয়াছে। মনুষ্যজাতি সামাজিক, প্রতিবাসি-মণ্ডলে পরিবেষ্টিত না হইয়া কেহ থাকিতে পারে না। সমাজবদ্ধ হইতে গেলেই লোকদিগকে পরস্পর পরস্পরের সহিত কথোপকথন করিতে হয়। উত্তম জ্ঞান এবং উত্তম বুদ্ধি না হইলে কেমন করিয়া মূর্খ স্ত্রীলোক যুক্তিসিদ্ধ উত্তম কথা কহিবে। সুতরাং সামান্য অকিঞ্চিৎকর বিষয়ের কথা তাহাদিগকে অবশ্যই কহিতে হয়। কিন্তু লেখা পড়া এবং শিল্পকর্ম্ম জানিলে শুইয়া, বসিয়া, খেলিয়া, মিথ্যাগল্প বা সামান্য কথা কহিয়া তাহাদিগকে কাল হরণ করিতে হয় না, অবকাশ পাইলে তাহারা উত্তমোত্তম পুস্তক পাঠ অথবা শিল্পকর্ম্ম করিতে২ উত্তম বিষয়ের কথোপকথন করিতে পারেন। ধনবতী রমণীদিগের যথেষ্ট অবকাশ, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ স্ত্রীলোকদিগকে সংসারাশ্রমের যত কর্ম্ম করিতে হয়, তাঁহাদিগকে তাহার শতাংশের একাংশ করিতে হয় না, তাঁহাদিগের দাস দাসীতেই গৃহধর্ম্মের প্রায় তাবৎ কর্ম্ম করিয়া থাকে। ইহাতে শিল্প এবং বিদ্যাশিক্ষা তাঁহারা যেমন সহজে করিতে পারেন,

মধ্যবিত্ত গৃহস্থ স্ত্রীলোক তেমন পারেন না। অতএব মা-লবি! অদ্যাবধি শিল্পকর্ম্ম এবং বিদ্যালোচনা করিতে তুমি আরম্ভ কর, আমার এই নিয়মটি প্রতিপালন করিলে, শুদ্ধ তুমি পতির প্রিয়া হইবে এমন নহে, সংসারযাত্রা উত্তম-রূপে নির্ব্বাহ করিতে পারিবে বলিয়া, সকল লোকেরই প্রিয়ভাজন হইবে।"

"লজ্জা কুলবধূদিগের একটি প্রধান গুণ, কুলকন্যারা যতই গুণবতী, যতই সুন্দরী, এবং যতই গৃহধর্ম্মিণী হউন, লজ্জাশীলা না হইলে তাঁহাদের সকল সুরাগই বিরাগের জন্য হয়, লজ্জাহীন স্ত্রীলোককে কেহই ভাল বলে না। অতএব লোকতঃ ধর্ম্মতঃ যাহাতে লজ্জা ধর্ম্ম ও সম্ভ্রমের হানি হয়, এমন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া ভদ্রজায়াদিগের উচিত নয়। ভগিনি! রাগ করিও না, সেদিন রাত্রি-কালে নিত্যানন্দ দত্তের বাটীতে যেরূপ বস্ত্র পরিধান ও যেরূপ বেশ বিন্যাস করিয়া গিয়াছিলে, তাহা দেখিয়া তুমি যে লজ্জাশীলা কুলবধূ, প্রথমে আমার বিবেচনা হয় নাই, বস্ত্রের সূক্ষ্মতাপ্রযুক্ত তোমার সকল অঙ্গই স্পষ্টরূপে দৃষ্ট হইতেছিল। অঙ্গাচ্ছাদনের নিমিত্ত লোকে বস্ত্র পরিধান করে, সেই বস্ত্রের ভিতর দিয়া যদি অঙ্গই দেখা গেল, তবে বস্ত্র পরিবার ফল কি? কাপড় পরিলেও যে স্ত্রীর অঙ্গ অন্য পুরুষে দেখিতে পায় তাহার আবার লজ্জা সম্ভ্রম কি? ভাল, অতি সূক্ষ্ম বস্ত্র না পরিলে কি বড়মানুষী দেখান যায় না? বঙ্গদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অনেকাংশে তো বড় বড় ধনাঢ্য লোক আছে, তাঁহাদিগের স্ত্রীলোকেরা দশ বার হাত শাড়ী কোঁচা করিয়া পরে; গলদেশ অবধি কটিদেশ পর্য্যন্ত

আঙিয়া বা পিরাণ পরিধান করে, এবং এক একখানি চাদর গাত্রে দেয়, তদ্দ্বারা তাহাদের মস্তক অবধি সমুদায় শরীর প্রায় আচ্ছাদিত হইয়া থাকে, কোন অঙ্গই দেখিতে পাওয়া যায় না, ইহাতে করিয়া তাহাদের কি বড় মানুষীর ব্যাঘাত হয়? আমাদিগের দেশে সূক্ষ্ম নয় অথচ ঘন ও চিক্কণ ৮।১০ ২৫।৫০।১০০ টাকা মূল্যের পর্য্যন্ত রেশমী শাড়ী আছে, সেই শাড়ী কটিদেশে দুই ফের দিয়া পরিয়া, শরীরের উপরিভাগে বহুমূল্য সোণার গোটা লাগান একটি রেশমি কাপড়ের পিরাণ, এবং তদ্রূপ একখানি চাদর গাত্রে দিলে কি বড়মানুষীর ব্যাঘাত হয়? না তাহা কদাচ হয় না। অতএব মালবি! যেরূপ করিয়া কাপড়পর, অন্যকর্ত্তৃক গাত্রচর্ম্ম দৃষ্ট হয়, এমন করিয়া বস্ত্র পরিধান তুমি কদাচ করিও না, তাহা হইলে আমার ঔষধে বড়একটা ফল দর্শিবেনা।”

মালবী কহিলেন, ভগিনি সুশীলে! তাই বুঝি সেদিন ধূমলবর্ণ রেশমি শাড়ী দুই ফের দিয়া পরিয়া, সমুদায় অঙ্গ পিরাণ ও চাদরে আচ্ছাদিত করণানন্তর তুমি নিত্যানন্দদত্তের বাটীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলে? সত্য বলিতেছি বোন! তোমাকে দেখিয়া আরং স্ত্রীলোক সেদিন কেহ মুসলমানী কেহ খ্রীষ্টানী বলিয়া ঠাট্টা ও নিন্দা করিয়াছিল। আমি যদি তোমার মত কাপড় পরি, তবে আমাকেওতো তেমনি উপহাস করিবে। বিশেষ, বস্ত্রে যদি সমুদায় শরীর ঢাকা পড়িল, তবে বড়মানুষের মেয়েরা যে এত টাকার গহনা পরে তাহা দেখিবে কে, অলঙ্কার যদি না দেখাই গেল, তবে অলঙ্কার পরিয়া ফল হইল কি?

সুশীলা সহাস্যবদনে প্রত্যুত্তর করিলেন, মালবি! কি কারণে আমি অমন করিয়া বস্ত্রপরিধান করি, সুক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিলে আর২ স্ত্রীলোক আমাকে কখনই নিন্দা করিতেন না। বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা তাঁহারা যদি বুদ্ধিবৃত্তি সুমার্জ্জিত করিতেন, তাহা হইলে আমার মত না হউক, ঘন এবং চিক্কণ বস্ত্রদ্বারা সমুদায় শরীর যে আচ্ছাদিত করা কর্ত্তব্য, ইহা তাঁহাদের অনায়াসে উপলব্ধ হইত। কাবা চাপকান পাজামা মোজা পাগড়ী প্রভৃতি বস্ত্র সকল আমাদের দেশের পুরুষেরা কোন্ কালে পরিয়া-ছিলেন, উহাতো ভিন্নদেশীয় পুরুষদের পরিচ্ছদ, তবে বর্ত্তমানকালের কৃতবিদ্য যুবকেরা উহা পরিধান করিতে-ছেন কেন? বিদ্যাশিক্ষাদ্বারা যত তাঁহারা সভ্য হইতে-ছেন ততই না সভ্যলোকদিগের ন্যায় বস্ত্র পরিধান করিতে তাঁহাদের ইচ্ছা হইতেছে। ভগিনি! নিন্দার কথা রাখিয়া দাও, আমাদের দেশের স্ত্রীলোকেরা যে ভালরূপে কাপড় পরে না, কৃতবিদ্য যুবকেরা তাহা বু-ঝিতে পারিয়াছেন, স্ত্রীলোকের বস্ত্র পরিবর্ত্তনে তাঁহা-দের ইচ্ছা হইয়াছে। এখন জন-কয়েক যুবতী সমুদায় শরীর ঢাকিয়া বস্ত্র পরিতে আরম্ভ করিলেই, লজ্জাধর্ম্ম রক্ষাহেতু এতদ্দেশীয় সকল কামিনীই তাহাদের অনুগা-মিনী হইবে তাহার সন্দেহ নাই।

"হীরা মুক্তা স্বর্ণাভরণপ্রভৃতি স্ত্রীধন সকল এতদ্দেশীয়া রমণীদিগের যথেষ্ট থাকা উচিত বটে, ইহাতে ভবিষ্যতে কন্যাপুত্র ও স্বামীর মহোপকার হয়। কিন্তু পদাঙ্গুলী অবধি মস্তক পর্য্যন্ত কতক গুলা অলঙ্কার পরিয়া লোককে দেখাইলেই বড়মানুষী প্রকাশ হয় না। মালবি! ধনাঢ্য-

রমণীদিগের কতকগুলী বিশেষ কর্ম্ম আছে, যত্নসহকারে সেই সকল কর্ম্ম করিতে পারিলেই মহত্ত্বরূপ সুরাগ তাঁহাদিগের অনায়াসে প্রকাশ হয়, এবং ধনেরও সার্থকতা লাভ হইতে পারে। স্বজাতির মঙ্গল চেষ্টা করা মনুষ্য মাত্রেরই একটি প্রাকৃতিক ধর্ম্ম, অনেক পশুপক্ষীতেও এ ধর্ম্মটি যথোচিত প্রতিপালন করে। কিন্তু হতভাগ্য-বঙ্গদেশের ধনবতী কামিনীরা এ ধর্ম্ম কিছুমাত্র প্রতিপালন করিতেছেন না। বিদ্যা ও নীতি শিক্ষার অভাবে এদেশীয় যোষাগণের যে দুরবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে, তাঁহারা চক্ষে দেখিতেছেন, কর্ণেও শুনিতেছেন, অনেক বিষয়ে আপনারাও অনুভব করিতেছেন, তথাপি এ দুর্নীতি বিমোচনের কোন চেষ্টা করিতেছেন না। তাঁহারা আপনারা বিদ্যারসে রসিকা হইয়া, অবকাশমতে যদি পাড়ার মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বালিকাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান, এ বিষয়ে তাহাদিগকে যদি উৎসাহ ও প্রবৃত্তি প্রদান করেন, বেশভূষা আতর গোলাপ প্রভৃতি তাঁহাদের সুখ-স্বচ্ছন্দ-বিষয়ে যে অর্থ ব্যয় হয়, সাধারণ স্ত্রীজাতির বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে প্রতিমাসে যদি তাহার সহস্রাংশের একাংশ ব্যয় করেন, তবে কি ধনাঢ্য কি মধ্যবিত্ত কি নির্ধন কোন গৃহস্থেরই মুর্খাস্ত্রী থাকে না। মালবি! এ কর্ম্ম করিতে পারিলে বড়মানুষের স্ত্রীদিগের যত বড়মানুষী প্রকাশ হয়, লোকদেখান অলঙ্কারে তত কি বড়মানুষী হইতে পারে।"

"ইউরোপ ও আমেরিকা দেশ ভারতবর্ষহইতে বহুদূরে আছে, এদেশের রীতি নীতি আচার ব্যবহারে এবং তথাকার রীতিনীতি আচার-ব্যবহারে সম্পূর্ণ প্রভেদ দৃষ্ট

হয়। তথাপি এ দেশীয় কামিনীরা বিদ্যাবতী নহে, সংসারধর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারে না, ইহা জানিতে পারিয়া, তথাকার ধনাঢ্যা বিদ্যাবতী স্ত্রীলোক সকল সাতিশয় দুঃখিতা হইয়াছেন, ভারতবর্ষীয় কামিনীদিগের কিসে দুরবস্থা বিমোচন হয়, এই প্রত্যাশায় তাহারা স্বদেশের স্থানে২ স্ত্রীসমাজ স্থাপন করিয়াছেন ও করিতেছেন। সেই সমাজের আনুকূল্যে প্রতিবৎসর সুপণ্ডিতা বিবিরা আসিয়া ভারতবর্ষের স্থানে২ স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিতেছেন। এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোক সকল বিদ্যাবতী হইয়া সংসারধর্ম্ম উত্তমরূপে নির্ব্বাহ করিতে পারুন বা না পারুন, তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি কি? তাহার জন্য কষ্ট স্বীকার করিয়া তাঁহারা এত ধন-ব্যয় করিতেছেন কেন! কেবল স্ত্রীমাত্রেই স্বজাতি, এক ধর্ম্ম ও এক স্বভাব বিশিষ্টা, স্বজাতির উপকার করিলে পরমেশ্বর দয়া করিবেন, এই অনুরাগে অনুরাগিণী হইয়া তাঁহারা না এত চেষ্টা করিতেছেন। তবে মালবি! দূরদেশবাসিনী ধনবতী স্ত্রীলোক সকল আমাদিগের নিমিত্ত যখন এত চেষ্টা করিতেছেন, তখন স্বজাতির মঙ্গলার্থ এদেশীয়া ধনাঢ্যা কুলবধূদিগের কত চেষ্টা করা উচিত, একবার বিবেচনা কর দেখি। একপ চেষ্টা করিলে বড়মানুষের স্ত্রীদিগের যত বড়মানুষী প্রকাশ হয়, লোকদেখান অলঙ্কার পরিলে তত কি বড়মানুষী হইতে পারে।"

"অল্পবয়সে পুত্র-কন্যার বিবাহ দেওয়া প্রথা এদেশের বড়ই কুরীতি হয়। বালক বালিকাগণ পতি পত্নীর কি সম্বন্ধ কি কর্ত্তব্য এবং কিরূপ আচার করা বিধেয় তাহার কি জানে, ঈশ্বর-স্থাপিত পাণিগ্রহণরূপ পরম ধর্ম্ম-

কে ধর্ম্মজ্ঞানই তাহাদের হয় না, সুতরাং বাক্য মনে আচার ব্যবহারে তাহার বিপরীত কর্ম্ম করিয়া অধর্ম্ম-দোষে দূষিত হয়। বাল্যকালে সন্তান হইলে, সে সন্তান বলিষ্ঠ এবং দীর্ঘজীবী হয় না, এজন্য অকালে কাল-গ্রাসে পতিত হইয়া থাকে। মালবি! সত্য বলিতেছি, বঙ্গদেশের লোকদিগের ভীরু বলিয়া যে দুর্নাম আছে, ষোড়শ বৎসর বয়সের পর অনেক ভদ্রসন্তানের বিদ্যা-শিক্ষা যে বড়একটা হয় না, এদেশীয় যুবাপুরুষেরা জলপথে দেশান্তর গমন করিয়া বাণিজ্য ব্যাপারে যে লিপ্ত হইতে পারেন না, এবং সংসার ভরণ পোষণ করিতে না পারিয়া যুবাপুরুষেরা হঠাৎ যে সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ করে, অল্পবয়সে বিবাহিত হওয়া তাহার মূলকারণ জানিবে। আর কন্যা বিক্রয় করা দোষটি লোকতঃ ধর্ম্মতঃ উভয় পক্ষেই বিরুদ্ধ, জানিয়া শুনিয়া তথাপি লোকে এই গর্হিত কর্ম্ম করিতেছে। কন্যা-বিক্রয়কারীরা কন্যার কি দশা হইবে কিছুমাত্র বিবেচনা করে না, ধনলোভে অন্ধ হইয়া অপাত্রে কন্যা প্রদান করে, অশীতিবর্ষ বৃদ্ধের সহিত পঞ্চম-বর্ষীয়া বালিকারও বিবাহ দিয়া থাকে। মালবি! প্রকাশ করিয়া কি বলিব, এসব দুর্নীতি প্রচলিত থাকাতে আমাদের দেশের স্ত্রীলোকদিগের কত দুরবস্থা ঘটিয়াছে এবং ঘটিতেছে, একবার বিবেচনা করদেখি। এই দুই দুর্নীতি নিবারণ করিতে পারিলে বড়মানুষের স্ত্রীদিগের যত বড়মানুষী প্রকাশ হয়, লোক-দেখান অলঙ্কার পরিলে তত কি বড়মানুষী হইতে পারে।"

বহু বিবাহ দোষটি এদেশীয় লোকদিগের একটি বিষম

দোষ হয়, উহা লোকতঃ শাস্ত্রতঃ ধর্ম্মতঃ সকল পক্ষেই বিরুদ্ধ, তথাপি লোকে কৌলীন্য-মর্য্যাদা রক্ষা হেতু অথবা ধনমদে মত্ত হইয়া বহু বিবাহ করে। বহু স্ত্রীর পতিদিগের সুখতো কিছুই দেখি না, কেবল ইহাতে করিয়া অবলা কুলবালাদিগকে চিরদুঃখিনী করা হয়, কুলে কলঙ্ক হয়, বংশ শ্রীভ্রষ্ট হয়, এবং ধর্ম্মে পতিত হইতে হয়। ভগিনি! মালবি! বিজয়নগরের প্রত্যেক পাড়াতেই কুলীনের স্ত্রী আছে, ইহাদিগের দুর্নাম ও দুর্দ্দশা তোমরা চক্ষে দেখিতেছ, কর্ণে শুনিতেছ, এবং কতকং আপনারাও অনুভব করিতেছ, তথাপি এ দুর্নীতি নিবারণের কোন চেষ্টা করিতেছ না। কুলীন এবং ঐশ্বর্য্যশালী লোক যেমন সকল দেশেই আছে, আমাদের দেশেও থাকুক, কিন্তু বহু-বিবাহরূপ অধর্ম্মটি যাহাতে নিবারিত হয়, সে বিষয়ে যত্ন পাওয়া ধনাঢ্য রমণীদিগের উচিত। ধন থাকিলেও যদি এক-ধর্ম্মাবলম্বিনী একস্বভাববিশিষ্টা ভগিনী-স্বরূপা স্বজাতীয়া স্ত্রীলোক সকল দুঃখ পাইতে লাগিল, তবে সে ধনের ফল কি!

জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় প্রতিবাসী ভৃত্য-পরম্পরায় সাক্ষাৎ বা নৈকট্য-সম্বন্ধে ধনবতী স্ত্রীলোকদিগের সহিত মধ্যবিত্ত গৃহস্থ বা নির্ধন ভদ্রলোকদিগের স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনেক সংস্রব আছে, ধনবতী সৎকুলোদ্ভবাদিগের কথা এবং কর্ত্তৃত্ব ইহারা বড়ই মান্য করে। পারুক বা না পারুক ভাগ্যবতী স্ত্রীলোকগণের দৃষ্টান্তানুসারে চলিতে ইহাদিগের স্বভাবতই ইচ্ছা হইয়া থাকে। অতএব যদি বেশ ভূষা এবং অলঙ্কারাদির দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া ধনাঢ্য রমণীগণ দয়া ধর্ম্ম সদাচার এবং পরোপকার-রূপ

মহাব্রতের দৃষ্টান্ত দেখাইতে পারেন, তবে ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হয়, ধনের সার্থকতা লাভ হয়, এবং দেশের উপকার হয়।' ঐশ্বর্য্যবতীরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-কন্যার প্রতি যেরূপ ব্যবহার করেন, মধ্যবিত্ত স্ত্রীরা আপনাদের হইতে নিকৃষ্ট ইতর স্ত্রীদের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করিতে চেষ্টা পান। তাহাতে তদ্দৃষ্টান্তে নীচজাতিদিগেরও কল্যাণ হইতে পারে। মালিবি! বিশেষ গুণ অথবা বিশেষ রূপে উপকৃত না হইলে কেহ কাহারও বশীভূত হয় না। প্রতিবাসিনী কোন ভদ্র-কন্যা অন্নাভাবে দুঃখ পাইতেছে, সেসময়ে কোন ধনাঢ্য লোকের স্ত্রী ধনানুকূল্য তত্ত্বাবধান বা বাটীর কর্ত্তাকে অনুরোধ করিয়া তাহার পতি কিম্বা পুত্রকে যদি কোন কর্ম্ম দেওয়াইতে পারেন, তবে সে পরিবার যাবজ্জীবন তাঁহার বশীভূত হইয়া থাকে। কোন মধ্যবিত্ত গৃহস্থকন্যার প্রাণসম পতি পুত্র কন্যা অথবা কোন আত্মীয়ের পীড়া হইয়াছে, ধনসচ্ছলের অভাবে ভাল রূপে চিকিৎসা হইতেছে না, তৎকালে কোন বিভব-বিশিষ্ট ধনবতী স্বয়ং যাইয়া যদি তাহাদিগের তত্ত্বাবধান করেন, কর্ত্তৃপক্ষকে কহিয়া বাটীর কবিরাজ দ্বারা তাহাদিগের সুচিকিৎসা করান, ঋণদান দ্বারা তাহাদিগের ধনানুকূল্য করেন, উত্তম পুষ্টিকর অথচ সহজে পরিপাক হয় এমন কোন খাদ্যসামগ্রী দ্বারা তাহাদের শুশ্রূষা করিতে থাকেন, তবে সে পরিবার চিরকালের নিমিত্ত তাঁহার অনুগত হইয়া থাকে।

বাল্যকালে আমি আমার শিক্ষাদায়িনী বিবির মুখে শুনিয়াছিলাম, ইউরোপখণ্ডীয় লোকদিগের ব্যবহার

এই—বিবাহ হইলে পুত্র পিতার গৃহ, ভ্রাতা ভ্রাতার গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে বাস করে। এ রীতিটি ভাল বটে, তাহারা এক বাটীতে বাস করেনা বলিয়া পিতা-পুত্রে, ভ্রাতায় ভ্রাতায়, ভ্রাতৃজায়ায় ভ্রাতৃজায়ায়, শাশুড়ী ননন্দিনী ও পুত্রবধূতে বিবাদ হইতে পারে না, পরস্পর উত্তম সদ্ভাব থাকে। কিন্তু আমাদিগের দেশে সে রীতিটি প্রচলিত নাই, আমরা সমুদায় পরিবার একত্রে থাকিয়া এক বাটীতে কালযাপন করি। এক বাটীতে বাস করিয়া স্ত্রীলোকগণ পরস্পর স্বার্থপর হইলে, কোন পরিবার পরমসুখে সদ্ভাবে কালযাপন করিতে পারে না, কুলকন্যাগণের মধ্যে পরস্পর বিবাদ হইতে থাকে। সে সময়ে যদি কোন বিদ্যাবতী ধনাঢ্যা রমণী তাহাদিগের মধ্যবর্ত্তিনী হইয়া সদুপদেশ দ্বারা তাহাদিগের বিবাদ ভঙ্গ করিতে পারেন, তবে সে পরিবারস্থ তাবৎ স্ত্রীলোক যাবজ্জীবন ঐ ধনবতীর বশীভূত হইয়া থাকে। কিন্তু গার্ব্বি! শুদ্ধ উপদেশে কোন ফল দর্শে না, পতির পিতা মাতাকে আপন পিতা মাতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া, ধনবতী রমণীগণ কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের সেবাভক্তি করুন। পতির ভ্রাতা ভগিনী ভ্রাতৃজায়াকে আপন ভ্রাতা ভগিনীস্বরূপ জ্ঞান করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তাঁহাদের সুখ সচ্ছন্দ বিধান করুন। স্বার্থপরতা পরিত্যাগ করিয়া কিসে সমুদায় পরিবার সদ্ভাবে ও কুশলে থাকিতে পারে, দিবারাত্রি এই চেষ্টা করুন। তবে তাঁহাদের উপদেশ অপরের গ্রাহ্য হইতে পারিবে, এবং স্বদেশীয় স্ত্রীসমাজের মঙ্গলপ্রাপ্তিপ্রায়ে তাঁহারা যে চেষ্টা করিবেন তাহা অবশ্যই ফলবতী হইবে।

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেং দিবাবসান হইল। সুশী-লা পূর্ব্ব শনিবারে মালবীকে যেরূপ ভোজন পানাদি করাইয়া বিদায় করিয়াছিলেন, সে দিনও সেইরূপ শি-ষ্টাচার প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে বিদায় করিলেন, আর যাইবার সময় তাঁহাকে কতকগুলি শিল্পসামগ্রী উপঢৌ-কন দিয়া, কিরূপে শিল্পকর্ম্ম করিতে হয়, তাহাও শি-খাইয়া দিলেন। মালবী ঘরে গেলে সুশীলা একাকিনী গৃহমধ্যে থাকিয়া ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করিলেন। "হে পরমাত্মন! বঙ্গদেশীয় যুবকগণের প্রতি যেরূপ দয়া প্রকাশ করিতেছ, স্ত্রীলোকদিগের প্রতিও সেইরূপ অনুকম্পা প্রকাশ করিয়া তাহাদের দুরবস্থা বিমোচন কর, যেসব দুর্নীতি এদেশীয় স্ত্রীসমাজের অমঙ্গলের মূল, বিদ্যা এবং ধর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা কুলকামিনীগণের তাহা উপলব্ধ করাইয়া একেবারে সে সব দুর্নীতি সমূলে উৎ-পাটন কর। স্বদেশীয়াদিগের মঙ্গলার্থ ইংলণ্ডীয় রম-ণীগণ যেরূপ উৎসুক আছেন; আমাদের দেশীয় ধনাঢ্য কামিনীগণ যেন সেইরূপ উৎসুক হন। ভদ্রবংশজা-দিগের সাহায্যদ্বারা বঙ্গদেশের গ্রামেং ও পাড়ায়ং যেন একএকটি স্ত্রীসমাজ স্থাপিত হয়, সমাজবদ্ধ স্ত্রীলোকগণ যেন এক মন এবং একবাক্য হইয়া স্ত্রীসংক্রান্ত যাবতীয় কুব্যবহার উন্মূলন করণের চেষ্টা পান। পিতঃ! ভগিনীস্ব-রূপা আমাদিগের দেশীয় স্ত্রীলোক সকলের মঙ্গল-সাধন করা কর্ত্তব্য, এমন জ্ঞানটি ধনবতীদিগের মনে উৎপন্ন করিয়া দাও, তাঁহাদিগকে বিদ্যাবতী সদাচারিণী এবং উত্তম গৃহধর্ম্মিণী কর, তদ্দৃষ্টান্তে অপর সাধারণ সকল স্ত্রীলোকের যেন চরিত্র সংশোধন হয়। আমি মূঢ়মতি,

যে মালবীকে উপলক্ষ করিয়া ভদ্রাস্ত্রীদের চরিত্র সংশোধনের চেষ্টা করিতেছি, সে মালবীর যেন সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল হয়। (এবমস্তুহ) এইরূপ প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মশীলা সুশীলা নিত্য নিয়মিত গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্তা হইলেন। মালবী ঘরে গিয়া সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

পান্নালাল শীলের, করুণাময় নামে একাদশবর্ষ বয়স্ক একটি ভাগিনেয় ছিল, বালকটি অতিশয় সচ্চরিত্র, বিদ্যা এবং ধর্ম্মালোচনা ব্যতিরেকে সে আর কোন কর্ম্মই করিত না। মালবী প্রথমতঃ সেই করুণাময়ের নিকট বিদ্যাভ্যাস করিতে আরম্ভ করিলেন। স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যানুশীলনে যত্নবতী দেখিলে, বাটীর সদ্গুণান্বিত বালকেরা সাতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া তাহাদিগকে বিদ্যাভ্যাস করায়। মাতুলানীকে নিতান্ত উৎসুকা দেখিয়া, করুণাময় প্রাতঃ এবং সন্ধ্যাকালে দুই বেলা তাঁহাকে নূতনহ পাঠ শিক্ষা দিতে লাগিল। আর বর্ণপরিচয় শিশুশিক্ষা প্রভৃতি যে সকল পুস্তক অভিনব পাঠক পাঠিকাদিগের পক্ষে অতি উত্তম, তাহাও বিজয়নগরের বিদ্যালয়হইতে কিনিয়া আনিয়া দিল। করুণাময় প্রাতঃকালে যে পাঠ দিয়া আপনি বিজয়নগরের বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিতে যাইত, মালবী মধ্যাহ্নকালে তাহা অভ্যাস করিতেন, এবং স্কুল হইতে আসিয়া সন্ধ্যাকালে যে পাঠ দিত, মালবী রাত্রিকালে প্রথমতঃ তাহা অভ্যাস করিয়া দুই প্রহর পর্য্যন্ত কেবল লেখা পড়া ও শিল্পবিদ্যার আলোচনা করিতেন। তাহাতে অসচ্চরিত্র পতির কুসংসর্গ-দোষরূপ যাতনা তাঁহাকে

বড়একটা অনুভব করিতে হইত না, লেখা পড়া ও শিল্প-শিক্ষার আমোদে তিনি সমস্ত রাত্রি সুখে কাল কাটাই-তেন। বঙ্গভাষা পাঠ করা কোন মতেই কঠিন কর্ম্ম নহে, একবার অসংযুক্ত এবং যুক্ত বর্ণগুলী অভ্যাসদ্বারা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে অনায়াসে সকল প্রকার পুস্তকই পাঠ করিতে পারা যায়। মালবী দিবারাত্রি চেষ্টা করাতে একমাসের মধ্যে সুকোমল সরলভাষায় লিখিত পুস্তকগুলি পাঠ করিতে সক্ষমা হইলেন। তদ্দর্শনে করুণাময় সাতিশয় আহ্লাদিত হইয়া মাতুলানীকে গৃহস্থ বঙ্গ-পুস্তকের সকল প্রকার পুস্তকই কিনিয়া আনিয়া দিল। মালবী ক্রমেং তাহা পাঠ করিয়া নিত্যং নূতন আমোদ প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন।

মালবী প্রতিশনিবার সুশীলার বাটীতে যাইয়া সে-দিনকার যাহা অবগত করান। সুশীলা যখন যেরূপ প্রয়োজনীয় তাহাকে সেইরূপ নিয়ম প্রতিপালন ক-রিতে কহেন। তাহাতে সুশীলার উপদেশে যুবতী মালবীর শাস্ত্র এবং শিল্প-বিদ্যার প্রতি দিনং যত অনু-রাগ জন্মিতে লাগিল, তিনি তত সদাচারিণী ধর্ম্মপরায়ণা এবং লজ্জাশীলা হইয়া উঠিলেন। পূর্ব্বে তিনি স্বামীর কুক্রিয়া, ধনগৌরব ও আত্মাভিমানে অভিমানিনী হইয়া সকলকেই তুচ্ছ তাচ্ছীল্য করিতেন, শাশুড়ী এবং ননদি-নীর সহিত তাঁহার সর্ব্বদাই বিবাদ হইত, দাস দাসীর প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেন, সামান্য পুরুষকে পুরুষ জ্ঞানই করিতেন না, অঙ্গের বসন খুলিয়া মুটে মজুর সামান্য ব্যবসায়ী এবং ভৃত্যদিগের সহিত অনায়া-সে কথোপকথন করিতেন, উহাদের সম্মুখে স্নান ভো-

জন বস্ত্র পরিধানাদি গোপনক্রিয়া করিতে তিনি কিছু-মাত্র কুণ্ঠিতা হইতেন না। কি জ্ঞাতি কি কুটুম্ব কি ভদ্র কি অভদ্র কি ধনী কি নির্ধন সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি সকলকার বাটীতে যাইতেন, সকলকার সাক্ষাতে বাহির হইতেন, ইহাতে তাঁহার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ হইত না।

সম্প্রতি সুশীলার উপদেশ এবং বিদ্যাশিক্ষার গুণে তাঁহার সে সব কুরীতি একেবারে বিলুপ্ত হইল। মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া তিনি বৃদ্ধা শাশুড়ীর সেবা শুশ্রূষা করিতে আরম্ভ করিলেন, ভগিনী জ্ঞানে তিনি বিধবা ননদিনীর সন্তোষ-বিধানে কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না, তাহার পুত্র করুণাময়কে আপন পুত্র জ্ঞানে করিয়া তাহার লালন পালন ও শিক্ষাবিধান করিতে লাগিলেন। গুরু পুরোহিত, অতিথি, ভিক্ষুক, যে যেমন লোক তাঁহাকে তেমনি সমাদর করেন। প্রতিবাসিনী কোন স্ত্রী তাঁহাদের বাটীতে বেড়াইতে আইলে সমাদর পূর্ব্বক অগ্রে তাহাকে বসিবার স্থান দেন, পরে শিষ্টাচারের কথাবার্ত্তা কহেন। মিথ্যাগল্প ও অলঙ্কারাদির কথা কহিয়া বৃথা সময় নষ্ট করেন না। প্রতিবাসী লোকের পীড়ার কথা শুনিলে শাশুড়ী ননদিনী অথবা দাসীকে সঙ্গে লইয়া আপনি দেখিতে যান, যেখানে তাঁহার স্বয়ং যাওয়া উচিত নয়, এমন বিবেচনা হয়, সেখানে দাস বা দাসীদ্বারা সংবাদ তিনি প্রতিদিন লইতে থাকেন। ধনানুকূল্য অথবা ঋণদান দ্বারা হউক পীড়িত আশ্রিত এবং দুঃখিত লোকের তত্ত্বাবধান করা তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম হইল। অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত

ঘৃণা জন্মিল, কৃষ্ণদেবপুর, থলসিনী এবং চন্দ্রকনার ধুতি কিনিয়া আনিয়া তিনি অন্তঃপুরে পরিধান করিতে লাগিলেন। আর সুশীলা যেরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তাঁহাকে সমারোহ স্থানে যাইতে কহিয়াছিলেন, সেইরূপ বস্ত্র পরিধান করিয়া তিনি স্ত্রীসমাজে যাইতে আরম্ভ করিলেন। এমনকি, সদ্বংশজা গৃহস্থ-বধূদিগের যেরূপ লজ্জাবতী এবং ধর্ম্মশীলা হওয়া উচিত, মানবী অল্প দিনের মধ্যে সেইরূপ লজ্জাবতী এবং ধর্ম্মশীলা হইয়া উঠিলেন।

এই সব কর্ম্ম করাতে সকলেই তাঁহার প্রশংসা করিতে লাগিলেন, প্রতিবাসিনী সকল স্ত্রীলোক তাঁহার বাধ্য হইল, কিসে তাঁহার সৌভাগ্য হয়, এই চেষ্টা সকলেরই হইল। তাঁহার শাশুড়ী ননদিনী ও দাস দাসীগণ অপরের সাক্ষাতে বৌয়ের প্রশংসার কথা কহিতেই অজ্ঞান হইতেন। পান্নালাল বাবু অন্তঃপুরে আইলে, তাঁহার বৃদ্ধা-মাতা তাঁহার কাছে বসিয়া বধূ আমার এমন করিয়া সেবা করে, এমন করিয়া গৃহকর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, কেবল এই প্রশংসাই করিতেন। তাঁহার ভগিনী কহিতেন দাদা! বৌয়ের নিমিত্ত ঐ কিনিয়া আনিয়া দাও, ও কিনিয়া আনিয়া দাও, উহার মনে তুমি দুঃখ দিওনা, উহাকে দুঃখ দিলে আমরা সমস্ত পরিবার দুঃখিতা হই, বৌয়ের তুল্য সচ্চরিত্রা উত্তম গৃহধর্ম্মিণী আমাদের এ পাড়াতে নাই।

প্রেমাস্পদ হউক বা না হউক ধর্ম্মপত্নীর প্রশংসা শুনিলে লোকের বড়ই সন্তোষ জন্মে, মাতা ভগিনী ভাগিনেয় দাস দাসী এবং অপর সাধারণ সকল প্রতি-

বাসী ও প্রতিবাসিনীর মুখে ভার্য্যার সদ্‌গুণের কথা শুনিয়া পান্নালাল অতীব আহ্লাদিত হইতে লাগিলেন, অপরের মুখে যাহা শুনেন, মালবীর কার্য্যদ্বারা তাহা তাঁহার প্রতিদিন অনুভব হয়, অতএব এমন স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া বেশ্যাসক্ত হওয়া আমার উচিত হয় নাই, ইহা তাঁহার স্থির উপলব্ধ হইল। কিন্তু অভ্যাসের এমনি দোষ একেবারে তিনি চরিত্র সংশোধন করিতে পারিলেন না, কোন দিন রাত্রি দশটার সময় গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গণিকালয়ে যান, কোন দিন সন্ধ্যাকালে গিয়া তথায় আমোদ আহ্লাদ করত রাত্রি দশটার সময় পুনরায় গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়েন, কখন বা দুই তিন দিন অন্তর গিয়া ঐ ভ্রষ্টা দুষ্টা কুলটার সহিত দেখা করিয়া আসেন। তথায় গেলে সেই সর্ব্বভোগ্যা বারাঙ্গনা কপট প্রেম দেখাইয়া কত রোদন করিতে থাকে, কত অভিমানের কথা কয়, মালবীকে ইঙ্গিত করিয়া কত বিদ্রূপ বাক্য কহে। পান্নালাল তাহাতে কিছুমাত্র তুষ্ট বা বশীভূত হন না। সচ্চরিত্রা ধর্ম্মপত্নীকে পরিত্যাগ করিয়া এখানে আসাতে আমি লোক- ও ধর্ম্ম-বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছি, ইহা তাঁহার স্মৃতিপথে উদয় হয়, উদয় হইলে অমনি তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করেন।

বেশ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া স্বামী গৃহে আইলে, দুঃখিনী মালবীর আহ্লাদের আর পরিসীমা থাকে না। তিনি প্রফুল্লবদনে কত তাঁহার সহিত কথোপকথন করেন, তাঁহার চরণসেবা করিয়া এক এক দিন উপন্যাস রূপে এক এক পুস্তকের বিষয় কহিতে থাকেন, আপ-

নার হস্তাক্ষর ও পূর্ব্ব প্রস্তুত শিল্পকর্ম্ম গুলিন দেখান, নিত্য সংসারের যে খরচপত্র দিনের বেলা লিখিয়া রাখেন তন্নং করিয়া তাহার হিসাব দেন। কোন দিন কোন সংবাদপত্র বা নূতন পুস্তক স্বামীকে পড়িতে কহেন। আর আপনি তাহা শ্রবণ করিতেং পরিবারদিগের ব্যবহৃত ছিন্ন বস্ত্র সকল সেলাই করিতে থাকেন। যেদিন পান্নালাল শারীরিক অসুখের কোন কথা তাঁহার সাক্ষাতে প্রকাশ করেন, সেদিন তিনি তাঁহাকে কোন পুস্তক পাঠ করিতে দেন না, আপনি একখানি পুস্তক পাঠ করিয়া পতিকে শুনাইতে থাকেন, পতি তাহা শ্রবণ করিয়া আহ্লাদসাগরে নিমগ্ন হন। পান্নালাল এক একবার মনে করেন, আমার স্ত্রী-কি পূর্ব্বে এমন ছিলেন, কি এখন এমন হইয়াছেন, ইনি কি আমার সেই স্ত্রী, কি আর কোন স্বর্গকন্যা লক্ষ্মীরূপে অবতীর্ণা হইয়া আমার চরিত্র সংশোধন ও আমার গৃহ উজ্জ্বল করিতে আসিয়াছেন। দেবকন্যা এ পাষণ্ড পাপাসক্তের গৃহে আসিবেন কেন? সেই মালবী বৈকি। যাহাহউক, এমন ধর্ম্মশীলা কুলবালার মনে দুঃখ দিয়া ঈশ্বরসমীপে আমি কত অপরাধী হইয়াছি, হে পরমেশ্বর! এ পাপীর প্রতি দয়া কর, আমি প্রাণান্তেও আর এমন কর্ম্ম করিব না।

দিনকয়েক এইরূপ বিবেচনা করিয়া পান্নালাল বাবু সকল প্রকার অপকর্ম্ম ও কুসংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলেন। সদাচারী ও গৃহধর্ম্মী হইয়া পরিবারের সুখ সচ্ছন্দ ও মালবীর সন্তোষ বিধান করা তাঁহার মুখ্য কর্ম্ম হইল। সকল বিষয়ে মালবীর পরামর্শ

লয়েন, মালবীকে জিজ্ঞাসা না করিয়া তিনি আর কোন কর্ম্মই করেন না। বিদ্যাবতী ধর্ম্মশালা ভার্য্যা বিষয়-কর্ম্মে যেমন যুক্তিযুক্ত সদুপদেশ প্রদান করেন, আর কেহই তেমন সুযুক্তি প্রদান করিতে পারেন না। মালবীর সকল কথাই পান্নালালের মনে ঐক্য হয়, তাঁহাতে তাঁহার সহিত কথোপকথন ও তাঁহার সহিত সহবাসে তিনি অতুল আনন্দ সম্ভোগ করিতে থাকেন। এই সকল কর্ম্ম করাতে পান্নালাল জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় পরিবার সকলের প্রিয়ভাজন হইলেন, সকলেই তাঁহার সুখ্যাতি করিতে লাগিল। মালবীর দুঃখান্ধকার বিলুপ্ত হইয়া সৌভাগ্য-চন্দ্র উদয় হইল, তিনি গর্ভবতী হইলেন।

এক দিন সুশীলা তাঁহার সুদশার সংবাদ শুনিয়া যৎপরোনাস্তি আনন্দিতা হইলেন, কহিলেন ভগিনি মালবি! পরমেশ্বরের কৃপায় আমার মনোরথ পূর্ণ হইয়াছে, আর তোমাকে কষ্ট পাইয়া এখানে আসিতে হইবে না। বিদ্বান্‌ লোক অসচ্চরিত্র হইলে তাঁহার চরিত্র সংশোধন করা যত কঠিন হয়, অধার্ম্মিক মূর্খের চরিত্র শোধন করা তত কঠিন হয় না। আমি মনে করিয়াছিলাম, কৃতবিদ্য অথচ দুঃশীল পান্নালালকে তুমি সহজে বশীভূত করিতে পারিবে না। কিন্তু তোমার সৌভাগ্যের কথা শুনিয়া সে সন্দেহটি আজ আমার একেবারে নিরস্ত হইয়াছে। বিদ্যাবতী সচ্চরিত্রা স্ত্রী না হইলে যে কৃতবিদ্য যুবক পতির মনোরঞ্জন হয় না, ইহা আমি স্থির সিদ্ধান্ত করিলাম। ভগিনি! এখন তোমাকে প্রকাশ করিয়া বলি, স্বামি-বশ-করণ-জন্য

কোন ঔষধ নাই, ঔষধদ্বারা পতি বশ করণের যে চেষ্টা, সে কেবল বৃথা চেষ্টা, তাহাতে অপকার বই উপকার হয় না। আমি সময়েং যে নিয়মগুলি তোমাকে বলিয়া দিয়াছি, সেই নিয়মগুলিই আমার ঔষধস্বরূপ, তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া যাবজ্জীবন যদি আমার নিয়ম প্রতিপালন কর, তবে চিরকাল তোমার পতি বশীভূত থাকিবেন, তাহার কোন সন্দেহ নাই।

"সস্ত্রীকোধর্ম্মমাচরেৎ" ধর্ম্ম-পত্নীর সহিত ঈশ্বরারাধনা ও ধর্ম্ম কর্ম্ম যেমন হয়, কিছুতেই এমন ধর্ম্মালোচনা হয় না। মালবি! কি সম্পত্তি কি বিপত্তি সকল সময়েই ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা ভক্তি রাখিয়া সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করিও, প্রতিদিন পতির সঙ্গে ঈশ্বরারাধনা ও ঈশ্বরবিষয়ক কথোপকথন করিও। প্রতারণা মিথ্যা ব্যবহার ও পরের অনিষ্ট কদাচ আপনি করিও না, এবং পতিকেও করিতে দিও না, পরোপকার রূপ পরম ব্রত স্বামীর সহিত নিয়ত প্রতিপালন করিও। তাহা হইলে ঈশ্বর তোমাদের প্রতি সতত প্রসন্ন থাকিবেন। ঈশ্বরের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিলে তোমাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হইবে। ভগিনি! তুমি গর্ভবতী হইয়াছ, গর্ভাবস্থার কথা প্রকাশ করা অবধা গর্ভাবস্থায় বাটীর বাহির হওয়া বড় ভাল কর্ম্ম নয়, তোমার মনোভিলাষতো পূর্ণ হইয়াছে। অতএব আর তুমি ভাই কিছুদিনের নিমিত্ত আমার বাটীতে আসিও না, আমি মধ্যেং নিজে যাইয়া তোমাকে দেখিয়া আসিব।

মালবী ঘরে গেলেন, সুশীলা প্রতিজ্ঞানুসারে মধ্যেং

তাঁহার বাটীতে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিতেন। আর আপনি গর্ভাবস্থায় যেরূপে কালযাপন করিয়াছিলেন, যেরূপে সন্তানের লালনপালন ও শিক্ষাবিধান করিয়াছিলেন, মনোরমা নাম্নী সহপাঠিকাকে পুত্রের শিক্ষাবিধান বিষয়ে তিনি যেরূপ উপদেশ দিয়াছিলেন, সে সমস্ত কথা মালবীর সাক্ষাতে কহিতেন।* সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিয়া মালবী যথাসময়ে এক সন্তান প্রসব করিলেন, উত্তমরূপে তাহার লালনপালন এবং উত্তমরূপে তাহার শিক্ষাবিধান করিয়া পরমসুখে কালযাপন করিতে লাগিলেন। মালবীর ন্যায় হতভাগিনী রমণী বিজয়নগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে অনেক ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে ছিল, তাঁহারা মালবীর সুদশার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত অবগত হইয়া তদনুরূপ কর্ম্ম করিতে লাগিলেন, তাহাতে তাঁহাদেরও সুদশা হইল। ধনবতী রমণীদিগের বিদ্যাশিক্ষার এমনি গুণ, মালবীর কর্ত্তৃত্ব ও অনুরোধক্রমে সে পাড়ার কি ছোট কি বড় সকল স্ত্রীলোকই আপনাপন কন্যাকে শিক্ষা দিতে লাগিল; ধন বা কৌলীন্য-মর্য্যাদাহেতু অযোগ্যপাত্রে কন্যাদান আর কেহই করিল না। স্বজাতীয়া স্বদেশীয়াদিগের কিসে মঙ্গল হয়, মালবী সর্ব্বতোভাবে এই চেষ্টাই করেন। পান্নালাল বাবু তাঁহার অনুরোধে সকল বড়মানুষের সহিত সংমিলিত হইয়া স্ত্রী-সংক্রান্ত দুর্নীতি সকল বিমোচনের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

---

* সুশীলার দ্বিতীয় ভাগে এ সমুদায় বর্ণিত আছে

—00000—

তৃতীয় অধ্যায়।

সুশীলাকর্ত্তৃক শ্বশুর শাশুড়ীর রুগ্নাবস্থায় সেবা। সুশীলার সহিত জজ্ সাহেবের বিবির সাক্ষাৎ; ও বিবি উইল্‌সনের বৃত্তান্ত প্রভৃতি নানাবিষয়ক কথোপকথন। বিবির প্রসাদে চন্দ্রকুমারের শ্রীবৃদ্ধি।

পরোপকার শিষ্টাচার গৃহধর্ম্ম এবং প্রকৃত পত্নী কাহাকে বলে, তাহা প্রদর্শন করিবার নিমিত্ত সুশীলার জন্ম হইয়াছিল। মানবদেহ ধারণ করিয়া গৃহস্থ স্ত্রীদিগের যাহাং করিতে হয়, সুশীলা যেমন সামর্থ্য তাহার সকলই করিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। তাঁহার শ্বশুর বৃদ্ধ বণিকের গ্রহণী-রোগ হইল। বার্দ্ধক্যপ্রযুক্ত হীনবল হওয়াতে অল্পদিনের মধ্যে রোগের সকল চিহ্নই তাঁহার শরীরে দেখা যাইতে লাগিল। তাঁহার হস্ত-পদাদি ফুলিয়া উঠিল, তিনি চলৎশক্তি রহিত হইলেন, আর অনবরত বিষ্ঠা মূত্র পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন। ক্রমেং সমুদায় উত্তম খাদ্যসামগ্রীতে তাঁহার অরুচি হইল, কিছুই ভাল লাগিত না, কেবল উদরের অহিতকর মুড়ী চালভাজা প্রভৃতি আচমনীয় সামগ্রী তাঁহার প্রিয় হইল। বৃদ্ধলোকেরা

ব্যামোহের সময় প্রায় সদ্বিবেচনা শূন্য হয়। বৃদ্ধ-বণিকের রোগ যত প্রবল হইতে লাগিল, ততই তিনি খিটখিট্যা ও কর্কশ হইয়া উঠিলেন।

সুশীলা নির্ব্বিকারে বৃদ্ধ শ্বশুরের বিষ্ঠা মূত্রাদি স্বহস্তে পরিষ্কার করেন, কিছুমাত্র অশ্রদ্ধা করেন না। মাতা যেমন একান্তচিত্তে দুগ্ধপোষ্য শিশুর লালনপালন করিয়া থাকেন, ঐ ধর্ম্মশীলা সেইরূপ ভাব প্রদর্শন করিয়া একান্ত ভক্তিদ্বারা বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করেন। তাঁহাকে খাওইয়া দেন, পরাইয়া দেন, কাছে বসিয়া তাঁহার গায়ে হাত বুলান, পাখা-ব্যজন করেন, ফলতঃ যখন যাহা প্রয়োজন হয় তখনই তাহা তাঁহাকে প্রদান করেন। যদি অভিরুচি হয়, প্রত্যহ এক একটি নূতন ব্যঞ্জন তাঁহার নিমিত্ত প্রস্তুত করেন। পুরাতন আমচুর কুলকুটা প্রভৃতি মুখরোচক সামগ্রী সকল নানাস্থান হইতে তত্ত্ব করিয়া আনিয়া শ্বশুরকে খাইতে দেন। পিতঃ! অদ্য আপনকার কি খাইতে ইচ্ছা হয়, এমন কথা প্রত্যহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। তিনি কিছু খাইতে চাহিলে, বুদ্ধিমতী, যদি অনিষ্টকারক না হয় তবে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া তাহা প্রস্তুত করিয়া দেন। বৌ মা! বলিয়া ডাকিলে সহস্র কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া আসিয়া তাঁহার অভিমত কর্ম্ম করেন।

চন্দ্রকুমার প্রাতঃকালে বেলা আটটা পর্য্যন্ত পিতার কাছে বসিয়া, পিতার সেবা শুশ্রূষা করেন। ঐ সময়ে অবকাশ পাইয়া সুশীলা গৃহকর্ম্মে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে সেই সচ্চরিত্র ধর্ম্মশীল ব্যক্তি আপন ধর্ম্মপত্নীর ন্যায় পিতার অপরিষ্কার পরিষ্কার করেন, স্বহস্তে হস্ত মুখ

প্রক্ষালন করিয়া দেন। শয্যা হইতে তুলিয়া স্নানাদি করান, পরে জলযোগ করাইয়া অত্যুত্তম সৌরভযুক্ত নরম তামাকু পিতাকে সাজিয়া দেন। তাকিয়া ঠেসান্ দিয়া বৃদ্ধ তামাকু খাইতে থাকেন, তিনি বৃদ্ধা মাতা অথবা প্রিয়ম্বদ বশম্বদ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক জনকে তাঁহার নিকট বসাইয়া আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাধা করেন। নিত্যকর্ম্ম সমাধা করিয়া তিনি চাকরীস্থানে যান, যাইবার সময় পিতাকে জিজ্ঞাসা করেন, পিতঃ! অদ্য আপনকার কি খাইতে ইচ্ছা হয় অনুমতি করুন, আমি কুঠীহইতে আসিবার সময় আপনকার নিমিত্ত তাহা আনিব।

পীড়িত পিতা যাহা খাইতে চাহিতেন, চন্দ্রকুমার বাবু যথাসামর্থ্য চেষ্টা করিয়া তাহা তাঁহাকে আনিয়া দিতেন। বৃদ্ধা বনিতার অথবা পৌত্রদিগের সেবাতে বণিক বড় একটা সন্তুষ্ট হইতেন না, এজন্য যতক্ষণ পর্য্যন্ত চন্দ্রকুমার বাবু কুঠীহইতে না আসিতেন ততক্ষণ সুশীলা সমুদায় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, পীড়িত শ্বশুরের সেবায় নিযুক্ত থাকিতেন। আর পতি গৃহে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলে, দিবসের ঘটনা সকল তাঁহাকে শ্রবণ করাইতেন। চন্দ্রকুমার যাহাতে রোগের বিশেষ উপশম হয় এমন চেষ্টা করিতেন। বিজয় নগরের অবৈতনিক চিকিৎসালয়ের ডাক্তর মনোমোহন বাবুর সঙ্গে চন্দ্রকুমারের বড়ই সম্প্রীতি ছিল। তিনি সন্ধ্যাকালে কুঠীহইতে আসিবার সময় তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া আনিয়া পিতার চিকিৎসা করাইতেন, তাহাতে তাঁহার অনেক ব্যয় হইত, কিন্তু সে ব্যয়কে ব্যয় জ্ঞান করি-

তেন না। তাঁহার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয়গণ অনেকেই কহিতেন, চন্দ্রকুমার! বৃদ্ধকালের গ্রহণী রোগ উপশম হইবার নহে, তুমি কেন বৃথা অর্থ নষ্ট করিতেছ, তোমার পিতা এ যাত্রা অরোগী হইবেন না। আর ডাক্তরেরা কাটাভাঙ্গা প্রভৃতি ঘায়ের পক্ষে ভাল, জ্বর বিকার গ্রহণীরোগের কি জানে, যে তুমি ডাক্তর দেখাইতেছ। ভাল চিকিৎসা করাইতে হয় তো আমাদের দেশী কবিরাজ আনিয়া দেখাও।

চন্দ্রকুমার উত্তর করিতেন, বালক হউক বা বৃদ্ধই হউক, মানবদেহে যতক্ষণ জীবন থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সুচিকিৎসা না করাইলে বড়ই অধর্ম্ম হয়। বিশেষতঃ জগতের মধ্যে পিতা অপেক্ষা কোন ব্যক্তি উচ্চতর ও পূজনীয় নাই, যে পিতা আমার নিমিত্ত কত কষ্ট সহিয়াছেন, কত ধনক্ষয় করিয়াছেন, আমার মঙ্গলের নিমিত্ত যিনি সতত চিন্তা করিয়াছেন, আমার সুখে যাঁহার সুখ, আমার দুঃখে যাঁহার দুঃখ, এমন পিতার নিমিত্ত অর্থব্যয় কোন মতেই বৃথা ব্যয় নহে। মনুষ্য যতই চেষ্টা করুক জনক জননীর এক দিনের ঋণের লক্ষাংশের একাংশও পরিশোধিত হইবার নহে। তবে বন্ধুগণ বিবেচনা কর দেখি, যাঁহাদের শরীরে আমার শরীর, যাঁহাদের বুদ্ধিতে আমার বুদ্ধি, যাঁহাদের ধর্ম্মে আমার ধর্ম্ম, মানবদেহ ধারণ করিয়া সকলই আমি যাঁহাদিগহইতে পাইয়াছি, এমন পিতা মাতার নিমিত্ত অর্থব্যয়কে কি বৃথা ব্যয় কহা যায়। ইংরাজী মতের চিকিৎসকেরা ক্ষত রোগের পক্ষেই উত্তম, এমন বিবেচনা করা তোমাদের কখনই উচিত নহে। উহাঁরা পাঁচ বৎ-

সর কাল মেডিকেল কালেজ নামক বিদ্যালয়ে যে দেহ-তত্ত্ব-বিদ্যা শিক্ষা করেন, তন্মধ্যে এক বৎসর কেবল ক্ষত রোগের শিক্ষা হয়, আর চারি বৎসরকাল ক্রমাগত ইহাঁদিগকে উৎকট২ পীড়ার চিকিৎসা শিখিতে হয়। বিদ্যা শিখিতে২ ইহাঁরা শিক্ষকদিগের সঙ্গে প্রতিদিন রোগী দেখিয়া থাকেন, তাহাতে যিনি বৎসর২ আপন বিদ্যা ও অভিজ্ঞতার পরীক্ষা দিতে পারেন, তিনিই প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়া ডাক্তর-পদবাচ্য হন, নতুবা হন না। অতএব ইহাঁদের দ্বারা উৎকট২ রোগের যেমন চিকিৎসা হয়, এমন কি আর কাহার দ্বারা হইতে পারে? আমাদের দেশের নিদানশাস্ত্র অতি উত্তম বটে, কিন্তু নিদানশাস্ত্রে সুপণ্ডিত সদ্বৈদ্য এখন এমন কবিরাজ পাওয়া দুর্লভ, ঔষধের ডিবা বগলে করিয়া যাঁহারা চিকিৎসা করিতে বাহির হন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই প্রায় মূর্খ। মূর্খ অনভিজ্ঞ লোকের হস্তে প্রাণ সমর্পণ করা কি লোকের বিধেয় হইতে পারে?”

সচ্চরিত্র যুবা পুরুষের এইরূপ জ্ঞানের কথা শুনিয়া লোকে নিরুত্তর হয়, আমাদিগের বংশে যেন এইরূপ সুসন্তান জন্মে, মনে২ এই প্রার্থনা করে। চন্দ্রকুমার মিষ্ট কথাদ্বারা পিতার আত্মীয়দিগকে বিদায় করিয়া আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত হন, তিনি রাত্রি দুই প্রহর পর্য্যন্ত পিতার নিকট বসিয়া পিতার সেবা শুশ্রূষা করেন, পরে নিয়মানুসারে কখন প্রিয়ম্বদ কখন সুশীলা কখন বা তাঁহার বৃদ্ধামাতা বৃদ্ধের নিকট বসিয়া রাত্রি জাগরণ করেন। ইহাতে কি রাত্রি কি দিন এক মুহূ-

র্ত্তের নিমিত্তও পীড়িত বণিকের সেবাবিষয়ে কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। বৃদ্ধবণিক প্রায় এক বৎসরকাল রোগ ভোগ করিয়াছিলেন, এক বৎসরই চন্দ্রকুমার ও সুশীলা এইরূপ করিয়া বৃদ্ধের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, এক দিনের জন্যেও তাঁহারা অনাদর বা অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন নাই। পুণ্যশীল ধার্ম্মিক লোকদিগের মৃত্যু প্রায় সজ্ঞানে হইয়া থাকে। মরিবার প্রাক্কালে বৃদ্ধবণিক একে একে পুত্র পুত্রবধূ ও পৌত্রটিকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, মা সুশীলে! তুমি যেমন করিয়া আমার সেবা করিয়াছ, শত কন্যার পিতারও এমন উত্তম সেবা হয় না। ধন পুত্র লক্ষ্মীলাভ করিয়া তুমি যাবজ্জীবন পরমসুখে কালযাপন কর। আমি জন্মে২ তোমাসদৃশ পুত্রবধূ যেন প্রাপ্ত হই। পুত্রটিকে কহিলেন, বৎস! চিরজীবী হও, এই বৃদ্ধাবস্থায় তুমি যেমন করিয়া আমার সেবা শুশ্রূষা করিলে, আমি এমন করিয়া আমার পিতৃসেবা করি নাই, ঈশ্বরসমীপে প্রার্থনা করি, জগতের ভাবল্লোকের যেন তোমার ন্যায় সৎপুত্র হয়। এইরূপে সকলকে আশীর্ব্বাদ করিয়া ঈশ্বরারাধনা করিতে২ পুণ্যবান্ বণিক লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন।

বণিকের মৃত্যুতে সমস্ত দত্ত-পরিবার হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিলেন। বিপদবার্ত্তা শুনিয়া চন্দ্রকুমারের জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বান্ধব সকলেই আসিয়া উপস্থিত হইল। দত্তবাবু শোক সম্বরণ করিয়া তাঁহাদিগের সাহায্যে পিতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিলেন। পরে যেমন সামর্থ্য নিয়মিত সময়ে শ্রাদ্ধাদি কর্ম্ম সমা-

পন করিয়া লোকাচার ধর্ম্ম নিষ্পন্ন করিলেন। জীবন ক্ষণস্থায়ী, পদ্মপত্রের জলের ন্যায় টলমল করিতেছে, কখন আছে, কখন নাই, এই বিচিত্র সংসারে কাহারা পুত্র কন্যাদিগের সহিত কেবল জীবনাবধি সম্বন্ধ। যদিও সুশীলা মনে২ ইহা উত্তমরূপ জানিতেন, তথাপি কোমলস্বভাব স্ত্রীজাতিদিগের এমনি প্রাকৃতিক মায়া, বৃদ্ধ বণিকের স্নান ভোজনাদির সময় উপস্থিত হইলে, তাঁহার নয়নযুগল হইতে অজস্র অশ্রুবারি পড়িত। কোন স্ত্রীলোক নিকটে আইলে, শ্বশুর আমার এই সময়ে এই সামগ্রী খাইতেন, এই সময়ে এই কর্ম্ম করিতেন, আমাকে কন্যা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিতেন, ইত্যাদি বিষয় উল্লেখ করিয়া তিনি রোদন করিতে থাকিতেন। চন্দ্রকুমারের বৃদ্ধা মাতাকে স্বামিহীনা হইয়া বহুদিন বাঁচিতে হয় নাই। এক বৎসর পরে তিনিও গ্রহণী-রোগাক্রান্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হন। চন্দ্রকুমার ও সুশীলা যেরূপ করিয়া বৃদ্ধ বণিকের সেবা শুশ্রূষা করিয়াছিলেন, তাঁহার সেবাও তদ্রূপ করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই, বরং অধিক করিয়াছিলেন। শাশুড়ীর সঙ্গে দিবারাত্রি সুশীলা সুখে কাল যাপন করিতেন। অতএব শ্বশুর অপেক্ষা শাশুড়ীর বিয়োগ-শোক তাঁহাকে অতিশয় ব্যাকুলা করিল।

শ্বশুর শাশুড়ীর বিয়োগ হইলে সুশীলার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় স্ত্রীলোকগণ সুশীলাকে কহিল, প্রিয়ম্বদের মা! তোমার প্রিয়ম্বদ প্রায় ১৭ বৎসর বয়স্ক হইয়াছে, এই বেলা তুমি উহার বিবাহ দিয়া পুত্রবধূকে ঘরে আন। তাহা হইলে বৌ তোমার কথার দোসর হইবে, সংসা-

রের কর্ম্ম কার্য্য বিষয়ে অনেক সাহায্য করিবে। আমাদের বেনিয়া জাতির ব্যবহার এই, ১২ বৎসর উত্তীর্ণ না হইতে২ আমরা পুত্রের বিবাহ দি, তুমি কেমন করিয়া অত বড় ছেলেকে আইবুড় রাখিয়াছ? সুশীলা হাস্য করিয়া উত্তর করিলেন, বালক কালে পুত্রের বিবাহ দেওয়া বড়ই অবিধি, তাহাতে শুদ্ধ শরীর জ্ঞান ও বুদ্ধি-শক্তির হানি হয় না, বল তো লৌহশৃঙ্খলে পুত্রকে একপ্রকার বদ্ধ করিয়া রাখা হয়, অতএব যাহাতে পুত্রের অনিষ্ট হয়, এমন কর্ম্মে কি জনক জননীর প্রবৃত্ত হওয়া উচিত। আমি মনে করিয়াছিলাম, প্রিয়ম্বদ আমার যাহা হউক এক প্রকার লেখা পড়া শিখিয়াছে, কিছু-দিন বিলম্বে তাহার কর্ম্ম কাজ হইলে আমি তাহার বিবাহ দিব। তোমরা যদি নিতান্তই অনুরোধ কর, তবে এখন সম্বন্ধ স্থির করিয়া রাখিতে পারি, কিছুদিন পরে বর কন্যার অবস্থা বুঝিয়া উভয়ের বিবাহ দিব। এই কথা সুশীলা চন্দ্রকুমারের সাক্ষাতে প্রকাশ করিলে, চন্দ্র-কুমার সকল বিষয়ে আপনার মত নিকট-গ্রামের এক ব্যক্তির কন্যার সহিত প্রিয়ম্বদের সম্বন্ধ স্থির করিলেন। সম্বন্ধ স্থির করিয়া সুশীলা ও চন্দ্রকুমার, কিরূপে বধূটী পুত্রের যোগ্যা হয়, নিয়ত এই চেষ্টাই করিতে লাগি-লেন। ভাবী বেহাইকে কহিয়া তাহাকে ধর্ম্ম, বিদ্যা এবং শিল্প শিক্ষা করাইতে আরম্ভ করিলেন। বেহা-নকে কহিয়া তাহাকে উত্তমা গৃহিণী করিবার অনুরোধ করিলেন। সুশীলা মধ্যে২ আপনি যাইয়া অথবা বাটী-তে আনাইয়া তাহাকে পরীক্ষা করিতেন। তাহাতে প্রিয়ম্বদ তাহাকে দেখিত, প্রিয়ম্বদের ঐ বালিকার প্রতি

অনুরাগ হইতেছে কিনা, সুশীলা ও চন্দ্রকুমার গোপনে তদ্বন্ধুদ্বারা এ সমাচার লইতেন।

সুশীলা ও চন্দ্রকুমার যথাবিধ চেষ্টা করিয়া ক্রমে২ পুত্রবধূকে সুশিক্ষিতা করিতেছেন। একদিন ধর্ম্মপুর জেলার জজ্ সাহেব মফঃসলের প্রজাদিগের তত্ত্বাবধান এবং সূক্ষ্ম বিচার করণার্থ বিজয়নগরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। সঙ্গে তাঁহার ধর্ম্মপত্নী ছিলেন, এজন্য অন্য কোন স্থানে শিবির না করিয়া, জয়চন্দ্র বাবুর অনুমতিক্রমে সুরম্য বিজয় নগরের কাছারি বাটীতেই তিনি আপনার বাসস্থান করিলেন। সাহেব যেমন বঙ্গভাষায় সুনিপুণ, বিবিও তেমনি বঙ্গভাষাতে উত্তম পারদর্শিনী ছিলেন। বঙ্গদেশীয় ভদ্রজায়াদিগের আচার ব্যবহার কিরূপ, ইহা অবগত হওয়া বিবির মুখ্য অভিপ্রেত ছিল, তজ্জন্যই তিনি সযত্নে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া পতির সঙ্গে মফঃসলে আগমন করিয়াছিলেন। প্রতিদিন বেলা চারিটার সময় তিনি দুইজন চাপরাসী এবং একজন আয়াকে সঙ্গে লইয়া বিজয়নগরের ধনাঢ্য লোকদিগের বাটীতে যাইতেন। চাপরাসিরা বাহিরে বসিয়া থাকিত, তিনি আয়াকে সঙ্গে লইয়া অন্তঃপুরে স্ত্রীলোকদিগের নিকট যাইতেন, বাঙ্গালী বলিয়া কিছুমাত্র ইতর বিবেচনা করিতেন না, আপনি যেমন, তাহাদিগকে তেমনি জ্ঞান করিয়া তাহাদিগের সহিত আমোদ আহ্লাদ ও কথোপকথনাদি করিতেন; আবশ্যক হইলে সদুপদেশ প্রদান করিতে তিনি কিছুমাত্র ত্রুটি করিতেন না।

একদিন বিবি বেড়াইতে২ মালবীদের বাটীতে উপস্থিত হইলেন। ভৃত্যদের মুখে জজ সাহেবের স্ত্রীর আ-

গমনবার্ত্তা শুনিয়া মালবী সত্বর বাহির হইলেন, আর সসম্ভ্রমে তাঁহাকে সেলাম করিয়া দোতালার উপর লইয়া গেলেন। মালবীর ঘরের ভিতর একখানি অতি উত্তম সোফা ছিল, বুদ্ধিমতী কামিনী সেই সোফাতে বিবিকে বসাইয়া আপনি একখানি চৌকির উপর উপবেশন করত তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। বিবি তাঁহার বেশবিন্যাস, তাঁহার শিষ্টাচার, তাঁহার গৃহের সুশৃঙ্খলা এবং তাঁহার কথোপকথনের রীতিতে সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো বৌমা! আমি মফঃসলে আসিয়া প্রায় দশদিন কাল বিজয় নগরের ধনাঢ্য লোকদিগের বাটীতে যাওয়া আসা করিতেছি, কিন্তু তোমার ন্যায় শিষ্টা বিশিষ্টা সদাচারিণী স্ত্রী আমি কাহারও বাটীতে দেখি নাই, তুমি কি বাল্যকালে লেখা পড়া করিয়াছিলে? এই কথাতে মালবী সুন্দরী যে সুশীলার উপদেশে বিদ্যা-শিক্ষা গৃহসুশৃঙ্খলা এবং সদাচারের কর্ম্ম শিখিয়াছিলেন, আদ্যোপান্ত সে সমুদায় বিবরণ করিয়া, অবশেষে বলি-লেন, মেম সাহেব! তুমি যদি একদিন আমার শিক্ষা-দাত্রী সুশীলার বাটীতে যাইয়া তাঁহার সহিত কথোপ-কথন কর, তাহা হইলে তুমি না জানি কত আহ্লাদিত হও। সুশীলার মত স্ত্রীলোক আমাদের এই বিজয় নগরে নাই।

এই সকল কথা কহিতে২ দিবাবসান হইল, জজ সাহেবের স্ত্রী ব্যস্তা হইয়া আবাসগৃহে প্রত্যাগমন করি-তে উদ্যতা হইলেন। মালবী তাঁহাকে কিঞ্চিৎ জল-পান করাইয়া বিদায় করেন এমন ইচ্ছা প্রকাশ করিলে,

বিবি সহাস্য বদনে নম্র ভাবে কহিলেন, বোমা! আমি আহার করিয়া আসিয়াছি, এখন আর কিছুই খাইতে পারিব না, আমাকে আহার করাইতে যদি তোমার নিতান্ত ইচ্ছা হইয়াথাকে, তবে আয়ার হস্তে যৎকিঞ্চিৎ খাদ্যসামগ্রী দেহ, আমি সমাদরপূর্ব্বক উহা বাটীতে লইয়া গিয়া স্ত্রী পুরুষে উভয়ে ভোজন করিব। এই কথাতে মালবী কতকগুলী সুপক্ক ফল ও মিষ্টান্ন সামগ্রী আয়ার হস্তে দিলেন। বিবি যাইবার সময় তাঁহাকে সেলাম করিয়া কহিলেন, মা! তুমি প্রকৃতা স্ত্রী, বিজয়নগরের ধনাঢ্য কামিনীগণ সকলেই যেন তোমার ন্যায় হয়েন, আমি এই প্রার্থনা করি, এস্থানে কয়দিন থাক। হয়তো আর একবার আমি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিব। এখন জিজ্ঞাসা করি, সুশীলার স্বামীর নাম কি? বিজয়নগরের কোন্ স্থানে তাঁহার বাটী, তাঁহার কয়টি পুত্র কয়টি কন্যা? এতাবৎ বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিলে, মালবী স্পষ্ট করিয়া সকলই তাঁহাকে বলিয়া দিলেন। বাটীতে পঁহুছিয়া বিচারকের ভার্য্যা, বিলাতি সূচ সূতা ছুরি কাঁচি রেশম পশম প্রভৃতিতে পূর্ণ মেহগনি কাষ্ঠের একটী অত্যুত্তম শিল্পকর্ম্মের বাক্স এবং কতকগুলী উত্তমোত্তম পুস্তক মালবীকে উপঢৌকন পাঠাইলেন। বিবির দত্ত উপঢৌকন মালবী সমাদর পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া সাতিশয় আনন্দিতা হইলেন।

পরদিন বেলা চারিটা না বাজিতেই বিবি আহারাদি করিয়া পূর্ব্বমত দাসী ও চাপরাসী সমভিব্যাহারে সুশীলার বাটীতে চলিলেন। যাইতেই চন্দ্রকুমার দত্তের বাটী কোথায়? চাপরাসিরা এ কথাটা একজন নীচ

জাতিকে জিজ্ঞাসা করিলে, সে প্রফুল্লান্তঃকরণে তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া বাটী দেখাইয়া দিল। বাহির হইতে বিচারকের পত্নী দেখিলেন ভিতরে সকলগুলীই মৃত্তিকার প্রাচীরযুক্ত খড়ুয়াঘর, সদর বাটীর দুইধারে দুইটী ঝাউগাছ, এক একটি ঝাউগাছের পার্শ্বে এক একটি ক্ষুদ্র ফুলের বাগান, তাহাতে পুষ্পসকল উত্তমরূপ প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে, বাগানের বেড়াতে তরুলতা রাধালতা এবং ঝুমকালতা প্রভৃতি লতাসকল জড়াইয়া অনুপম প্রাকৃতিক শোভা প্রদর্শন করিতেছে। তদ্দর্শনে বিচারকের পত্নী সাতিশয় প্রফুল্ল হইলেন। পথপ্রদর্শক নীচলোক তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, মেম সাহেব! বাবু এখন বাটীতে নাই কুঠী গিয়াছেন, তাঁহার স্ত্রী সুশীলামা ঘরে আছেন, হুকুম হয় তো বাটীর ভিতর যাইয়া আমি তাঁহাকে খবর দি, আহা! সুশীলামা লক্ষ্মী, তাঁহার মত ভাল মেয়ে মানুষ আমাদের এই বিজয়নগরে নাই, তাঁহার দয়ার কথা বলবো কি, তিনি আপনার গিরার টাকা খরচ করিয়া আমাদের ছোট লোকদের যত উপকার করেন, লোকের মা-বাপেও এত উপকার করে না। মেম সাহেব! তুমি তাঁহার সঙ্গে কথা কহিলে যে কত খুসি হবে তা আমি বলিতে পারি না।

বাটী কোথায় একথা ব্যতিরেকে চাপরাসিরা ঐ নীচলোককে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করে নাই, সে আপনা আপনি সুশীলার গুণ-কীর্ত্তন করিয়া অতীব অনুরাগ প্রকাশ করিল। বিচারকের পত্নী ইহাতে সাতিশয় আহ্লাদিতা হইয়া মনেং বিবেচনা করিলেন কল্য পান্নালালের

স্ত্রী যাহা বলিয়াছেন অবশ্যই তাহা সত্য, বোধ হয় সুশীলা সামান্যা স্ত্রী নয়, তাহা না হইলে এ নীচলোক এত প্রশংসা করিবে কেন। বিবি পকেট হইতে একটি টাকা বাহির করিয়া ঐ পথিকের হস্তে প্রদান করিয়া কহিলেন, বাপু তোমাদের মা সুশীলাকে আমি একবার দেখিতে চাহি, তুমি বাটীর ভিতর যাইয়া আমার আগমন সংবাদ তাঁহাকে বল। তাহাতে সে বাটীতে যাইয়া মাতৃসম্বোধনে সুশীলাকে সমাচার দিলে, সুশীলা শীঘ্র একখানি মলমলের চাদর গাত্রে দিয়া সদর বাটীতে আইলেন, আর সস্মিতবদনে নম্রভাবে বিবিকে সেলাম করিয়া, আস্তে-আজ্ঞা হউক, আজ আমাদের কি সৌভাগ্য, কি সৌভাগ্য, বারম্বার এই কথা কহিয়া অন্তঃপুরে আপনার ঘরে লইয়া গেলেন। লইয়া গিয়া দাবায় একখানি চৌকি আনিয়া বিবিকে বসিতে অনুরোধ করিলেন, আর আপনি একখানি মাজুর পাতিয়া বসিয়া তাঁহার সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। ঘরখানির দক্ষিণদিক খোলা ছিল, সম্মুখে গোটাকতক মল্লিকা ও জুঁইফুলের গাছ থাকাতে সুগন্ধযুক্ত দক্ষিণে বাতাস বিবির গাত্রে লাগিয়া তাঁহার শরীর আর্দ্র করিল। সুশীলার শিক্ষিতা দাসী বাহিরে একখানি কম্বল ও এক-কলিকা তামাকু লইয়া গিয়া চাপরাসী ও আয়াটীর সম্বর্দ্ধনা করিল।

বিবি কথা কহিতেং জিজ্ঞাসা করিলেন, ওগো বৌমা! তোমার নাম কি? তোমার স্বামীর নাম কি? তোমার স্বামী কি কর্ম্ম করিয়া থাকেন?

সুশীলা বলিলেন, আমার নাম সুশীলা, আমার

স্বামীর নাম শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকুমার দত্ত, বিজয়নগরের প্রান্তভাগে মণিসাহেবের যে চিনীর কুটী আছে, আমার পতি সেই কুঠীতে কেরাণীর কর্ম্ম করেন। আপন মুখে স্বামীর নাম করাতে, বিবি সবিস্ময় হইয়া সহাস্য-বদনে সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ওগো সুশীলে! বঙ্গদেশীয়া কোন স্ত্রীলোক, জিজ্ঞাসা করিলে স্বামীর নাম আপন মুখে স্পষ্ট করিয়া বলে না, তবে তুমি কেমন করিয়া আপনার স্বামীর নাম আপনি বলিলে? একটি স্ত্রীলোকের স্বামীর নাম ছিল কার্ত্তিক, একবার আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম তোমার পতির নাম কি? ইহাতে সে বলিল, "আশ্বিন গেলে যে মাস আসে, যে ঠাকুর ময়ূরে বসে আমার স্বামীর নাম সেই"। তবু স্পষ্ট করিয়া কার্ত্তিক একথাটি উচ্চারণ করিল না। কলিকাতা ফিমেল নরমেল স্কুল নামে স্ত্রীশিক্ষক প্রস্তুত করণজন্য যে একটি বিদ্যালয় আছে, আমি সেই বিদ্যা-লয়ের এক জন অধ্যক্ষা। তথা হইতে সেই কামিনীগণ শিক্ষকের কর্ম্মে নিপুণ হইয়া কলিকাতাস্থ ধনাঢ্য ভদ্রলোকদিগের অন্তঃপুরে পাঠ করাইতে যান, আমি তাঁহাদের মুখে শুনিয়াছি, যদি কোন স্ত্রীর ভাসুর শ্বশুর বা স্বামীর নাম রাজকুমার বা রাজচন্দ্র ইত্যাদি থাকে, তবে পাঠ করিতে২ রাজা শব্দকে তিনি অজা উচ্চারণ করেন; যদি হরি থাকে, তবে হরিকে ফরি উচ্চারণ করেন। পরিবারের নাম প্রভৃতি এইরূপ অনেক কথা বিকৃত অস্পষ্ট [illegible] রূপে উচ্চারণ করেন, কোন প্রকারে স্পষ্ট করিয়া উচ্চারণ করিতে চাহেন না।

সুশীলা বলিলেন মেমসাহেব! গুরুজনের নাম ধরিয়া ডাকা শাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং দেশাচারবিরুদ্ধও বটে, কিন্তু কেহ জিজ্ঞাসা করিলে অথবা বিশেষ প্রয়োজনের সময়ে ভাসুর শ্বশুর এবং পতির নাম যে বলিবে না, সে নিষেধের এমন অভিপ্রায় নহে। ইউরোপের রীত্যনুসারে আপনারা পতিকে সমান জ্ঞান করেন, এজন্য, আমরা যেমন কনিষ্ঠ ভ্রাতা অথবা পুত্রের নাম ধরিয়া ডাকি, আপনারা তেমনি সকল বিষয়ে পতির নাম ধরিয়া সম্বোধন করেন। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকেরা পতিকে গুরুজনের মধ্যে এক প্রধান গুরু বলিয়া মান্য করেন, একারণ সর্ব্বদা পতির নাম ধরিয়া ডাকা তাঁহাদের উচিত হয় না। পরন্তু পুস্তক পাঠ করিতে২ যদি কোন গুরুজনের নাম পাওয়া যায়, তবে তাহা উচ্চারণ না করায়, অথবা অস্পষ্ট বা বিকৃতভাবে বলাতে কেবল মূর্খতা ও অদূরদর্শিতা প্রকাশ পায়মাত্র। ভদ্রবংশজা কামিনীগণ পাঠকালীন অথবা অপর কোন বিষয়ের কথা কহিতে২ ভ্রমবশতঃ যদি এরূপ ব্যবহার করেন, তবে আমার বিবেচনায় তাঁহারা বড়একটা ভাল ব্যবহার করেন না। তা যাহাহউক, মেমসাহেব! কলিকাতার মধ্যে কত ধনাঢ্য লোকের কামিনীগণ এক্ষণে বিদ্যাশিক্ষা করিতেছেন? নরমেলস্কুলের শিক্ষাদায়িনীগণ তাঁহাদিগকে কিরূপ শিক্ষা দিয়া থাকেন?

বিবি বলিলেন সুশীলে! নরমেলস্কুলের শিক্ষাদায়িনীগণ এখন কলিকাতাস্থ তিন চারি ধনাঢ্য পরিবারের মধ্যে যাইয়া তন্মধ্যস্থা বালিকাদিগের শিক্ষাবিধান করিতেছেন। অনেক ধনবন্ত ভদ্রপরিবার ঐ বিদ্যালয়

হইতে সুশিক্ষিতা বিবি লইয়া গিয়া আপনাপন কন্যা-দিগকে শিক্ষা করাইতে ইচ্ছুক আছেন বটে, কিন্তু তোমাদের ধনাঢ্য ভদ্র স্ত্রীলোকদিগের এমনি কুব্যবহার, নরমেলস্কুলের কোন বিবি তাহাদের মধ্যে যাইয়া তৎকন্যাদিগকে শিক্ষা দিতে সন্তুষ্ট নহেন। স্ত্রীসংক্রান্ত যে সকল বিষয় অত্যন্ত গোপনীয়, মুখে বলিতে নাই, বলিলে আমরা সাতিশয় অশ্লীল জ্ঞান করি, ধনবতী রমণীরা বিবিদিগকে এমন কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহাতে তাঁহারা বড়ই বিরক্তা হন। নরমেলস্কুলের সকল বিবিরাই মিস্ অর্থাৎ অবিবাহিতা যুবতী কামিনী, বিবাহ-সংক্রান্ত কোন কথা তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করা উচিত নয়। কিন্তু তোমাদিগের ভদ্রবংশজা কুলবধূরা এমনি করিয়া তাঁহাদিগকে ঐ বিবাহের কথা জিজ্ঞাসা করেন, যে লজ্জাতে তাঁহারা মাথা হেট করিয়া থাকেন, মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারেন না। এই কারণবশতঃ অনেক ভদ্র ইংরাজ নরমেলস্কুল হইতে আপনাপন কন্যাদিগকে লইয়া গিয়াছেন, ধনাঢ্য লোকদিগের অন্তঃপুরে শিক্ষকরূপে কন্যাদিগকে পাঠাইতে তাঁহারা সকলেই নিষেধ করেন।

এই কথা শ্রবণ করিয়া ধর্ম্মশীলা সুশীলা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া মনেং কহিতে লাগিলেন, হা পরমেশ্বর! বঙ্গদেশীয় হতভাগ্য স্ত্রীলোকগণের দুরবস্থা বিমোচন হেতু এতাবৎকাল কোন উপায়ই হয় নাই। বিদে-শীয় বিজাতীয় ইংরাজেরা যদিও চেষ্টা করিতেছেন, তাহাতে আবার এ বিপত্তির কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বাহে কিছু প্রকাশ করিলেন না, কেবল এই কথা

বলিয়া বিবিকে বুঝাইতে লাগিলেন, "মেম্ সাহেব! কুলবধূ কামিনীগণ ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া, সদাচার ও সুবিবেচনা দ্বারা পরম সুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে পারিবে, একারণ বিদ্যাদ্বারা জ্ঞানোপার্জ্জন করা তাহাদের প্রধানং উদ্দেশ্য হইয়াছে। সুবিবেচিকা ধর্ম্মপরায়ণা ও সদাচারিণী হইলে, তাহারা যাবজ্জীবন একান্ত চেষ্টায় সতীত্ব ধর্ম্ম রক্ষা করিবে। পতি কৃতী হউন, বা অকৃতী হউন, সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত তৎপ্রতি স্নেহ ভক্তি করিবে। অন্য পুরুষের প্রতি প্রেমানুরাগ করা মহাপাপ বোধে, পতিই জ্ঞান, পতিই ধ্যান, পতিই প্রাণ, অহরহঃ কেবল ইহাই মনে করিবে। পুত্র কন্যার ইতরবিশেষ করিবে না, উভয়ের প্রতি সমান স্নেহ করিয়া তাহাদের শিক্ষাবিধান ও লালন পালন করিবে। পিতা, মাতা, শ্বশুর, শাশুড়ী, জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ভাশুর, ও অন্যান্য গুরুজনকে শ্রদ্ধা-ভক্তি ও সম্মান করিবে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা, দেবর ও ননদিনীদিগকে পুত্র কন্যাবৎ দেখিবে। জ্ঞাতি ও প্রতিবাসিদিগের মঙ্গলচেষ্টা ব্যতীত কখন হিংসা করিবে না। পতি, পুত্র, অথবা জামাতা, ধনী কৃতী এবং বিদ্বান্ বলিয়া কখন অহঙ্কার করিবে না। সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিতা হইয়াও দাম্ভিকতা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যান্য নির্ধন সদ্বংশজাদিগকে আপন সদৃশী জ্ঞান করিবে। ক্ষতি হইলেও অন্যের সহিত কলহ করিবে না। পরিবারস্থ অপর স্ত্রীলোক বা আত্মীয়দিগকে বঞ্চনা না করিয়া যেমন সামর্থ্য সকলেরই সচ্ছন্দ বিধান করিবে। জ্ঞাতি কুটুম্ব সুহৃদগণ ক্লেশে পড়িলে সাহায্য করিবে। ভগিনী স্বরূপা স্বদেশীয়া

স্ত্রীজাতিদিগের কিসে দুরবস্থা বিমোচন হয়, নিয়ত এই চেষ্টা করিবে। অনাথ দীন দরিদ্র লোক দৃষ্টিগোচর হইলে, শক্ত্যনুসারে তাহাদের দুঃখমোচন করিতে ত্রুটী করিবে না। কখন কিরূপ কথা কহিতে ও ব্যবহার করিতে হয়, কিরূপ কথা ও কিরূপ ব্যবহার করিলে লোকের নিন্দনীয় হইতে হয় না, ইহা জানিতে চেষ্টা পাইবে। ব্যাপিকা হওয়া বড় দোষ। অভিমান প্রকাশ না করিয়া ভৃত্য ভৃত্যা অপর সাধারণ প্রভৃতি সকলের প্রতি নম্রভাবে চলিবে।"

মেম্ সাহেব! জ্ঞান জন্মিবার প্রধান সাধন বিদ্যা, লেখাপড়া শিখিয়া স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী না হইলে, সুবিবেচনা সদাচার ও ধার্ম্মিকতা হয় না। এজন্য লোকে কন্যাসন্ততিদিগকে বিদ্যা শিখাইবার যত্ন করিতেছেন। অনুবাদকসমাজ এই নিমিত্তই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া স্ত্রীলোকদিগের পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করিতেছেন। মেমসাহেব! আপনারা ইংলণ্ড এবং ভারতবর্ষ-বাসী দেশহিতৈষী লোকদিগের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া কলিকাতায় যে ফিমেল নরমেলস্কুল স্থাপন করিয়াছেন, এদেশীয়া স্ত্রীলোকদিগকে সুবিবেচিকা ধর্ম্মপরায়ণা ও সদাচারিণী করা তাহার মুখ্য উদ্দেশ্য। বিদ্যাশিক্ষা ব্যতিরেকে স্ত্রীলোক যদি স্বভাবতই এই তিনটি মহদ্গুণে ভূষিত হয়, তবে স্ত্রীজন্মের সার্থকতা তো এক প্রকার লাভ হইল, ক্লেশ করিয়া বিদ্যাশিক্ষার ফল কি? আর তাহাদিগকে বিদ্যাবতী করিবার জন্য এত যত্নই বা কেন? তবে মেম্সাহেব! এখন বিবেচনা করুন দেখি, ধনবতী মূর্খ কামিনীরা সুবিবেচনা ও শিষ্টাচারের অতিক্রান্ত কথা কহে

বলিয়া, নরমেলস্কুলের বিবিদের কি বিরক্তা হওয়া উ-চিত, না ভদ্রং ইংরাজদিগের ঐ বিদ্যালয় হইতে কন্যা লইয়া যাওয়া বিধেয়? উত্তম শিষ্টাচার এবং সদ্বি-বেচনা জন্মিবে বলিয়া লোকে অর্থ ব্যয় করিয়া নরমে-লস্কুলের বিবিদিগকে অন্তঃপুরে লইয়া যায়। যে জ্ঞান ও যে বিদ্যাদ্বারা কুলবধূরা সভ্যা ভব্যা ও সদাচারিণী হইবে, প্রথমে তাঁহারা এমন শিক্ষা দিউন, পরে অসন্তো-ষের কথা হইবে। মেমসাহেব! বিদ্যাহীনা রমণীদিগের অযৌক্তিক কথা শুনিয়া বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকদিগকে কি রাগ করিতে আছে। আমি আপনাদিগের ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়াছি, যে সব উপদেশ তাহাতে আছে তাহার সকল উপদেশই, মনুষ্য সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ভক্তি করিবে, আন্তরিক অনুরাগ প্রকাশ করিয়া যথাসাধ্য মানব জাতির মঙ্গল সাধন করিবে, সকল কর্ম্মের সার কর্ম্ম এই দুই বিষয় শিক্ষা দেয়। ধর্ম্মপুস্তকের মতাবলম্বিনী হইয়া নরমেল স্কুলের শিক্ষাদায়িনীগণ যদি সদুপদেশদ্বারা একস্বভাববিশিষ্টা স্ত্রীজাতিদিগের অজ্ঞানান্ধকার দূর করিতে অশ্রদ্ধা করেন, তবে তাঁহাদের বিদ্যা ও ধর্ম্ম শিক্ষার ফল হইল কি? তা যাহা হউক, আপনি যে বঙ্গভাষা শিক্ষা করিয়া সকল বিষয়ে আপনকার অযোগ্যা আমা সদৃশী স্ত্রীর সহিত কথোপকথন করিতে আসিয়াছেন, ইহাতে আমি কি পর্য্যন্ত আহ্লাদিতা হইলাম তাহা বলিতে পারি না, আহা! আপনকার ন্যায় ও বিবি উইলসনের ন্যায় ভদ্র ভদ্র সকল ইংরাজের স্ত্রী বঙ্গভাষা উত্তমরূপ শিখিয়া,

যদি বঙ্গদেশীয় রমণীগণের মঙ্গলসাধনে যত্নবতী হয়েন, তবে না জানি এদেশের কতই মঙ্গল হয়।

সুশীলা ও বিচারকের পত্নী উভয়ে বসিয়া এইরূপ কথোপকথন করিতেছেন এমত সময়ে প্রিয়ম্বদ ও বশম্বদ দুই ভ্রাতা হাত ধরাধরি করিয়া বিদ্যালয় হইতে পড়িয়া আইল। মাতা জজ সাহেবের স্ত্রীর সহিত বসিয়া কথোপকথন করিতেছেন, ইহা দেখিয়া তাহাদিগের আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তাহারা উভয়ে সস্মিতবদনে বিবির সম্মুখাগত হইয়া তাঁহাকে সেলাম করিল। ভ্রাতাদ্বয়ের প্রিয়বদন প্রিয়দর্শন ও প্রিয়ালাপে বিবি সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগের সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এই অবসরে সুশীলা নম্রভাবে বিচারকের পত্নীর অনুমতি লইয়া ভাণ্ডার-ঘরে পুত্রদ্বয়ের জন্য জলখাবার প্রস্তুত করিতে গেলেন। বিজয়নগরে আসিয়া বিবি অনেক বালককে দেখিয়াছিলেন, অনেক বালকের সহিত কথোপকথনও করিয়াছিলেন; কিন্তু এই দুই ভ্রাতার সহিত নানা বিষয়ের কথা কহিয়া তাঁহার যেমন প্রীতি হইল, এমন প্রীতি তাঁহার আর অন্য কোন স্থানে হয় নাই। অতএব তিনি দুই ভাইয়ের হস্তে দুইটি করিয়া চারিটি টাকা প্রদান পূর্ব্বক প্রিয়সম্ভাষণের সহিত কহিলেন, বাপু, তোমরা মায়ের নিকট জল পান করিতে যাও, আমি কিঞ্চিৎ কাল তোমাদিগের বাড়ী ঘর দ্বার দেখি। এই কথাতে অল্পবয়স্ক বশম্বদ টাকা হাতে করিয়া নাচিতে নাচিতে হাসিতেং মায়ের নিকট গেল। কিন্তু সুবুদ্ধিমান্ যুবা পুরুষ প্রিয়ম্বদ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া

বিচারকের পত্নীকে নম্রভাবে কহিল, মেম-সাহেব! আপনকার শুভাগমনে আজি আমরা কৃতার্থ হইয়াছি, ঘর দ্বার দেখিবেন কি, আপনকার বাটীর সহিত তুলনায় আমাদিগের ঘর দ্বার ক্ষুদ্র কুটীর বই নয়, আপনাকে একাকিনী রাখিয়া যাওয়া আমাদের ভাল হুইতেছে না, চলুন আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়া আমাদের কুটীর দেখাইতেছি।

বিবি প্রিয়ম্বদকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে সুশীলার ঘরে গেলেন। দেখিলেন ঘরখানি অতিপরিষ্কার, তাহার চারিদিকে জানালা বসান থাকাতে উত্তমরূপে বায়ুসঞ্চালন হইতেছে। অপর পরিবারের মধ্যে যেরূপ দেখিয়াছিলেন, ঘরের দেওয়ালের কোন স্থানে পানের পিক থুথু বা গয়েরের চিহ্ন তিনি দেখিতে পাইলেন না। মেঝ্যাতে দুইখানি বড়২ তক্তপোষ পাতা রহিয়াছে, তাহার একখানিতে অতি পরিষ্কার শুভ্রবস্ত্রে আচ্ছাদিত একটি শয্যা রহিয়াছে। আর একখানির উপর একটি মাদুর ও পাটি বিছান, তাহার দুই পাশে দুইটি তাকিয়া, একটী তাকিয়ার সম্মুখে একটি বাক্স কতকগুলি বাঙ্গলা বহি ও কাগজপত্র দোয়াত কলম ইত্যাদি রহিয়াছে, অন্যটির সম্মুখে কয়েকখান ইংরাজী বহি, একখানি আর্শি এবং বৈঠকশুদ্ধ একটি হুকা রহিয়াছে। তদ্দর্শনে বিবি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া প্রিয়ম্বদকে জিজ্ঞাসা করিলেন, বৎস প্রিয়ম্বদ! এ সকল পুস্তক কে পাঠ করে? প্রিয়ম্বদ বলিল, মাতা পিতা উভয়েই পাঠ করেন, মেমসাহেব! আমরা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, পিতার যোল টাকার ঊর্দ্ধ মাসিক আয় নয়! একারণ একটি দাস এবং একটি দাসী

বই আমাদের অধিক ভৃত্য নাই। কৃষিকার্য্য লইয়া চাকরটি সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকে, বাটীর কর্ম্ম বড়একটা করিতে পারে না, দাসীকে অবলম্বন করিয়া আমার মাতাকে গৃহধর্ম্মের সকল কর্ম্ম স্বহস্তে করিতে হয়। তিনি দিনের বেলা পুস্তক পাঠ করিতে অবকাশ পান না, কেবল কোন কোন দিন শিল্প কর্ম্ম করিতেং বশম্বদকে পড়া বলিয়া দেন, রাত্রিকালে আমাদের আহারাদি হইলে, মাতা যেদিন ঐ তাকিয়াটির নিকট বসিয়া শিল্পকর্ম্ম করিতে থাকেন, পিতা সেদিন এই ইংরাজী পুস্তকগুলির বাঙ্গলা অর্থ করিয়া মাতাকে শুনান, যে দিন কুঠীতে কাজ করিয়া পিতা ক্লান্ত হন, সেদিন মাতা এই বঙ্গপুস্তক পাঠ করিয়া পিতাকে শ্রবণ করান।

প্রিয়ম্বদের মুখে বিবি এই কথা শ্রবণ করিয়া মনেং বিবেচনা করিতে লাগিলেন, আহা, এ পরিবার কি সুখী পরিবার, বঙ্গদেশীয় মধ্যবিত্ত গৃহস্থের স্ত্রীলোক সকল সুশীলার ন্যায় হইয়া যদি সংসারধর্ম্ম নির্ব্বাহ করে, তবে না জানি দেশের কতই মঙ্গল হয়। বিবি এক দণ্ডকাল ঘরের ভিতর থাকিয়া সুশীলার বাসনপত্র দ্রাজ সিন্দুকাদির সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য অবলোকন করিতে লাগিলেন। যত দেখেন ততই তাঁহার সুখানুভব হয়। পরে সে ঘর হইতে বহির্গত হইয়া সুশীলার আর দুটি ঘর বাগান গোয়াল মরাই বৈঠকখানা প্রভৃতি দৃষ্টি করিতে লাগিলেন, কোন্ ঘরের কি ব্যবহার, উদ্যানের কোন্ স্থানে কি উৎপন্ন হয়, প্রিয়ম্বদ একেং সকলই বিবিকে স্পষ্ট করিয়া বলিল। তিনি যেস্থানে যান, সে স্থানেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও নির্ম্মল-বায়ুযুক্ত

দেখেন, আর তদুপযুক্ত সামান্য অল্পমূল্য বস্তুদ্বারা শোভিত অনুপম এক নূতন শোভা তাঁহার নয়নগোচর হয়। তাহাতে প্রফুল্লচিত্ত হইয়া সুশীলার কর্ম্মদক্ষতার প্রতি তিনি অত্যন্ত প্রশংসা করেন। কি কলিকাতা কি মফঃসল ধনাঢ্য পরিবারের অন্তঃপুর ব্যতীত বিচারকের পত্নী অন্য কোন বাঙ্গালীর বাটীতে যান নাই; চকমিলান ঘর করিয়া এদেশের বড়মানুষেরা সুনির্ম্মল বায়ু-প্রবাহ রুদ্ধ করিয়া রাখেন, শয়ন-ঘর ভোজন-ঘর এবং অন্য নিত্য ব্যবহারের ঘর ব্যতীত তাঁহাদিগের আরং ঘর বাটীর উঠান এবং নরদামাদি অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন ও দুর্গন্ধবিশিষ্ট থাকে, দেখিয়া শুনিয়া এসংস্কার মেমসাহেবের মনে দৃঢতর ছিল। কিন্তু ধনাঢ্য-কন্যা মালবী এবং মধ্যবিত্ত গৃহিণী সুশীলার বাটী দেখিয়া সে ভ্রম তাঁহার একেবারে দূর হইল। কি মধ্যবিত্ত কি ধনাঢ্য যে পরিবারে সুবিবেচিকা সদাচারিণী বিদ্যাবতী স্ত্রী আছে, তাঁহাদিগের সকলকার বাটী যে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে, বিদ্বান্ পুরুষেরা স্ত্রীলোকদিগের বসতিস্থান অন্তঃপুরকে যে প্রশস্ত পরিচ্ছন্ন এবং নির্ম্মল বায়ুসংযুক্ত করেন, চকমিলাইবার জন্য গৃহ নির্ম্মাণদ্বারা চারিদিকের বায়ু রুদ্ধ করিয়া বসতিস্থানকে যে অন্ধকূপ করেন না, এমন বিবেচনা তখন তাঁহার মনে উদয় হইতে লাগিল।

বাটী ঘর দ্বার দেখিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে বিবি মনেং এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন। এমত সময়ে সুশীলা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন; মেমসাহেব! পতি তাঁহার কর্ম্মস্থান হইতে কর্ম্ম করিয়া আসিতেছেন,

এজন্য সকলকার জলখাবার প্রস্তুত করিয়া রাখিতে আমার এত বিলম্ব হইল। আপনাকে বালকদের কাছে বসাইয়া যাইয়া এত গৌণ করা আমার উচিত হয় নাই, আপনি অনুগ্রহপূর্ব্বক আমার দোষ মার্জ্জনা করিবেন। পরে প্রিয়ম্বদকে কহিলেন, বৎস প্রিয়ম্বদ! হস্ত মুখ প্রক্ষালন করিয়া তুমি ভাণ্ডারঘরে, জলপান করিতে যাও. আমি ক্ষণকাল মেমের কাছে বসিয়া কথোপকথন করি। বিচারকের পত্নী বিদ্যাবতী সুশীলার শিষ্টাচারে আহ্লাদিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে কহিতে লাগিলেন, মা সুশীলে! নিত্য-নিয়মিত গৃহকর্ম্ম বিষয়ে যাহাতে ব্যাঘাত হয়, এমন কর্ম্মে প্রবৃত্তা হওয়া গৃহিণীদিগের উচিত নয়, আমার আসাতে যদি তোমার কর্ত্তব্য কর্ম্মের হানি হইয়া থাকে, তবে বল আজি যাই কল্য আসিব। বিলম্ব হওনের জন্য তুমি উদ্বিগ্না হইও না, আমি এতক্ষণ তোমার গৃহ-সুশৃঙ্খলা ও পারিপাট্য দেখিতেছিলাম, তোমার প্রিয়ম্বদ আমাকে কিরূপে তুমি সংসারিধর্ম্ম নির্ব্বাহ কর তাহা বলিতেছিল। দেখিয়া শুনিয়া আজি আমি কত সুখী হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, ঈশ্বর-সমীপে প্রার্থনা করি, যেন তোমার ন্যায় সকল স্ত্রীলোক আপনাপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম করে। তা যাহাহউক, ব্যস্ত না থাকতো একটি কথা জিজ্ঞাসা করি, তুমি যে বিবি উইল্‌সনের কথা কহিতেছিলে, তাঁহার বিষয় কি জান?

এই কথাতে ধর্ম্মশীলা সুশীলা নম্রভাবে কহিতে লাগিলেন, মেমসাহেব! বিবি উইলসনকে আমি চক্ষে দেখি নাই, তবে "বঙ্গদেশীয় নীচ-জাতিদিগের বর্ত্তমান

অবস্থা” নামে একখানি প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহার যে গুণের কথা পড়িয়াছি, তাহা আপনাকে শুনাই। বিবি উইল্‌সনের নাম পূর্ব্বে মিস্ কুক ছিল, তিনি কলিকাতায় আসিয়া ধর্ম্মিষ্ঠ মিসনরী উইলসন নামা এক সাহেবকে বিবাহ করেন, তাহাতেই তাঁহার নাম বিবি উইল্‌সন হয়। বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকদিগের অজ্ঞানাবস্থাতে দুঃখিতা হইয়া কলিকাতা নগর বাসিনী ভদ্র-বংশজাত কতকগুলি ইংলণ্ডীয় সম্ভ্রান্ত লোকের স্ত্রী ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে একটি স্ত্রী-সমাজ স্থাপন করেন। /এতদ্দেশীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিদ্যাবতী করণ তাঁহাদিগের প্রধান সঙ্কল্প ছিল, তজ্জন্য তাঁহারা ব্রিটেন এবং ইউরোপের অন্যান্য স্থানে আপনাদিগের বন্ধুবান্ধবের নিকট পত্র প্রেরণ পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ ধন সংগ্রহ করেন। সেই ধনে কলিকাতা নগরের ভিন্ন২ অংশে কয়েকটি বালিকাপাঠশালা স্থাপন হয়। বিবি উইলসন বঙ্গভাষাতে সুনিপুণা, এবং বঙ্গদেশীয়া রমণীদিগের বড়ই বন্ধু ছিলেন বলিয়া, স্ত্রী-সমাজ তৎপ্রতি ঐ বিদ্যালয় সকলের কর্ত্তৃত্ব ভার দেন। যে কর্ম্মের ভার বিবি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি যে তাহার যথার্থ যোগ্যপাত্রী তাহার কোন সন্দেহ নাই। তাঁহার ন্যায় পরোপকারিণী পরদুঃখনাশিনী ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রী লোক অদ্যাবধি ইউরোপ হইতে এই ভারতবর্ষে কেহ আসেন নাই। বালিকাদিগের নিমিত্ত কলিকাতার পাড়ায় পাড়ায় যে কয়েকটি পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছিল, ভদ্রলোকেরা ঐ পাঠশালাতে কন্যা প্রেরণ করেন নাই, তাহাতে বিবি উইলসন সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া স্বয়ং ধনাঢ্য লোক-

দিগের নিকট গমন করত বিদ্যালয়ে কন্যা প্রেরণ করিতে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করেন। কিন্তু দেশীয় কুপ্রথাহেতু কোন ভদ্রলোক এ বিষয়ে সম্মত হইলেন না দেখিয়া, নীচজাতীয়া বালিকাদিগের দ্বারা তিনি আপনার কয়েকটি পাঠশালা পরিপূর্ণ করিলেন। সেই অবধি নীচজাতিদিগের প্রতি তাঁহার অত্যন্ত অনুরাগ জন্মে, কিসে তাহাদিগের সুদশা হয়, দিবারাত্রি কায়মনোবাক্যে তিনি কেবল এই চেষ্টাই করেন। মেমসাহেব! স্ত্রীজাতির পরমবন্ধু বিবি উইলসনের বর্ণনা কেবল কতকগুলিন সদ্গুণের বর্ণনামাত্র, আমি তাহার কটাইবা আপনাকে শুনাইব।

গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন, বিবি উইলসন অতিপ্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিয়া আপনার নিত্যকর্ম্ম সমাধা করণানন্তর অগ্রে বালিকা-পাঠশালা গুলিতে যাইতেন। ইতর লোকদের বালিকাগণের কিরূপ শিক্ষা প্রয়োজনীয়, কিরূপ শিক্ষা হইলে তাহাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হইতে পারে, শিক্ষকদিগকে বিশেষ করিয়া তাহা বুলিয়া দিতেন, এবং এক২ পাঠশালার বালিকাদিগকে এক একদিন আপনি পরীক্ষা করিতেন। পাঠশালাস্থ বালিকাদিগের মধ্যে যদি কেহ পীড়িতা থাকিত, তবে তিনি স্বয়ং তাহার বাটীতে যাইয়া নানামতে তাহার সকল অভাবের সংবাদ লইতেন। বালিকা বা তাহার মাতা পিতার অন্ন বস্ত্র ঔষধাদির যেকিছু প্রয়োজন হইত, সাধ্যানুসারে তাহার সাহায্য করিতে কিছুমাত্র ত্রুটী করিতেন না। বাহিরে যাইবার সময় বিবি উইলসনের গাড়ীতে নানাপ্রকার ঔষধ বস্ত্রাদি থাকিত,

দীন দরিদ্র লোকদিগকে পীড়িত বা দুঃখিত দেখিলে, তিনি তাহা তাহাদিগকে বিতরণ করিতেন। কোন ব্যক্তি বিপদে পড়িয়া তাঁহার নিকট জানাইলে, কৃতসাধ্যে যাহাতে তাহার উপকার হয়, তিনি এমন চেষ্টা করিতেন। তাঁহার প্রসাদে এতদ্দেশীয় অনেক ভদ্রসন্তান উত্তমোত্তম পদ প্রাপ্ত হইয়া সুখে কালযাপন করিয়াছেন, ও করিতেছেন।

/ বিবি উইল্‌সনের দয়ার কথা উল্লেখ করিয়া এতদ্দেশীয় এক ভদ্রসন্তান বলেন, যে তিনি মাসাবধি প্রত্যহ প্রাতঃকালে বিবি উইলসনকে এক ক্ষুদ্র শিশু ক্রোড়ে করিয়া গরাণহাটা-বাসী ডাক্তর রাইপরের বাটীতে যাইতে দেখিয়াছেন। ঐ শিশুটি ভয়ানক রোগে আক্রান্ত হইয়া অস্থি-চর্ম্মাবশেষ হইয়াছিল, ধর্ম্মশীলা বিবি এরূপ করিয়া তাহার চিকিৎসা না করাইলে সে কখনই বাঁচিতে পারিত না। কলিকাতাস্থ সিমুলিয়া গ্রামের অন্তঃপাতি হেদুয়ার দক্ষিণদিকে যে খ্রীষ্টিয়ান পাড়া আছে, ঐ পাড়ার লোকেরা তাঁহার বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিল, উহাদের মধ্যে যাহারা অর্দ্ধবয়স্ক বা বৃদ্ধ, পাঠশালাতে যাইয়া বিদ্যাশিক্ষা করণের উপযুক্ত নহে, তাহাদিগের মূর্খতা দূরকরণ জন্য একটি পণ্ডিত এবং একটি গুরুমহাশয় নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ঐ শিক্ষকদ্বয় রাত্রিকালে তাহাদিগকে শিক্ষা দিত। এইরূপ শিক্ষাদ্বারা লিখিতে পড়িতে শিখিয়াছে এমন দশ বারো জন নীচজাতীয় খ্রীষ্টান অদ্যাবধি খ্রীষ্টান পাড়াতে আছে। /

বিবি উইলসনের পরিচিত্ত বা বালিকা-বিদ্যালয়-

সংক্রান্ত যদি কোন স্ত্রীলোকের সঙ্কটাপন্ন পীড়া বা প্রসব-বেদনাদি হইত, তবে কি রাত্রি কি দিন তিন চারিবার যাইয়া তিনি তাহার তত্ত্বাবধান করিতেন। নিজব্যয়ে ডাক্তর রাইপরকে আনাইয়া তাহার চিকিৎসা করাইতেন। ধনাভাবে নীচলোকদের সর্ব্বদা ডাক্তর ডাকিতে ক্ষমতা হয় না, একারণ তিনি স্বয়ং মাসিক বেতন দিয়া ডাক্তর সাহেবের সহকারী চিকিৎসককে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি প্রত্যহ এক একবার আসিয়া বিবির সহিত সাক্ষাৎ করিত, তিনি তাহাকে যাহার বাটীতে যাইতে কহিতেন, সে তাহারই বাটীতে যাইয়া ঔষধাদি প্রদানপূর্ব্বক সুচিকিৎসা করিত। ভৃত্যকর্ম্মে যে সকল ব্যক্তি তাঁহার নিকট নিযুক্ত ছিল, মাতা অপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া তিনি তাহাদিগের প্রতিপালন করিতেন। হরি কোচম্যান নামে তাঁহার এক ভৃত্য ছয়মাস পীড়িত ছিল, ছয়মাসই বিবি তাহার নিয়মিত মাসিক বেতন দিয়া তাহার পরিবার প্রতিপালন করিয়াছিলেন, এতদ্ব্যতীত তাহার সেবা শুশ্রূষা বিষয়ে যখন যাহা প্রয়োজন হইত, বিবি তখনই তাহা তাহাকে দিতেন।

ইতর লোকদিগের বালিকাগণের বিদ্যোন্নতির কারণ বিবি উইলসন, কি হিন্দু কি ইংরাজ, সকল ধনাঢ্য লোকের কাছে স্বয়ং যাইয়া মুদ্রা সংগ্রহ করিতেন, তাঁহার সুমধুর যুক্তিসিদ্ধ বাক্য-কৌশলে সকল লোকেই তুষ্ট হইয়া আগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাকে মুদ্রা প্রদান করিত। এত টাকা সংগ্রহ হইয়াছিল, যে ১৮২৮ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোটং বালিকাপাঠশালার পরিবর্ত্তে হেদুয়ার পূর্ব্বদিকে

পাকা দোতালা মনোহর বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। অনেকানেক ধনাঢ্য ইংরাজ এবং এতদ্দেশীয় ভদ্রলোক ঐ বাটী পত্তনকালীন সমুপস্থিত ছিলেন। শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা বৈদ্যনাথ রায়বাহাদুর এই মহৎ কর্ম্ম নির্ব্বাহজন্য বিংশতি সহস্র মুদ্রা দেন, এবং স্বয়ং আসিয়া পত্তনের প্রস্তর ভূমিতে স্থাপন করেন। লেড়ীস্ সোসাইটী নাম্নী সভা উহাকে সেন্ট্রাল অর্থাৎ মধ্যবর্ত্তী বিদ্যালয় বলিয়া থাকে। কিন্তু অদ্যাবধি হিন্দুলোকদিগের মধ্যে উহা বিবি উইল্সনের স্কুল বলিয়া প্রসিদ্ধ। গঙ্গার তীরবর্ত্তী আগড়পাড়ার মিসন্ স্কুলও তাঁহার যত্নসহকারে স্থাপিত হইয়াছিল। আহা মেম্ সাহেব! অনেক ইং-রাজ এবং অনেক বিবি এ দেশে আসিয়াছিলেন। কিন্তু বিবি উইল্সনের ন্যায় বঙ্গবাসিনী স্ত্রীজাতির বন্ধু, এবং ডেভিড হেয়ার সাহেবের ন্যায় এতদ্দেশীয় পুরুষদিগের আত্মীয়, অদ্যাবধি কেহ এদেশে আসেন নাই। নীচ-জাতীয়া যে সকল স্ত্রী বিবির স্থাপিত বিদ্যালয়ে পাঠ করিয়াছে, বা একদিন তাঁহার সহিত যাহার আলাপ হইয়াছে, তাঁহার নাম শুনিলে এখনও তাহারা আনন্দাশ্রু নিক্ষেপ করিয়া কত প্রশংসা করে। আহা বিবি উইল্সনের দৃষ্টান্তানুসারে ভদ্র২ ইংরাজলোক-দিগের পত্নী যদি এদেশীয় কামিনীকুলের মঙ্গলসাধনে যত্নবতী হন, তবে অল্প দিনের মধ্যে দেশের যে কত উপকার হয়, তাহা বলিয়া উঠা যায় না।

বিচারকের পত্নী বিবি উইল্সনের কেবল নামমাত্র শ্রুত ছিলেন, বিশেষ বৃত্তান্ত জানিতেন না। সুশী-লার মুখে তাঁহার গুণের কথা শুনিয়া সাতিশয় বিস্ময়া-

পন্ন হওত তিনি মনে২ বিবেচনা করিতে লাগিলেন। বিবি উইল্‌সন কি অসামান্য স্ত্রী, আমি কতদিনে তাঁহার মত হইব, সুশীলা সত্য বলিয়াছেন, ঈশ্বরপ্রসাদে, বুদ্ধিবৃত্তি এবং ধর্ম্মপ্রবৃত্তির উৎকর্ষ লাভ করিয়া, ইং-লণ্ডীয় সকল রমণী যদি প্রকৃতি-সম্বন্ধে ভগিনীস্বরূপা ভারতবর্ষীয়া কামিনী-কুলের দুরবস্থা বিমোচনে বিশেষ চেষ্টা করেন, তবে তাঁহাদের ঐহিক পারত্রিক উভয়ের মঙ্গল হয়। বিবি উইল্‌সনের ন্যায় তাঁহাদেরও নামও কালে এই ভারতবর্ষে চিরস্মরণীয় হইতে পারে। সেই অবধি সুশীলার প্রতি মেম্ সাহেবের দৃঢ়তর শ্রদ্ধানু-রাগ জন্মিল, তিনি স্থিরসিদ্ধান্ত করিলেন, জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্মনিষ্ঠা কর্ম্মনৈপুণ্য প্রভৃতি সকল বিষয়েই সুশীলা রমণী-কুলের শ্রেষ্ঠা, ভারতবর্ষে আসিয়া আমি এমন স্ত্রীলোক দেখি নাই, সর্ব্বপ্রযত্নে ইহার পুরস্কার আমা-কে করিতে হইয়াছে। চন্দ্রকুমার দত্তের স্ত্রী, পুত্র, ঘর, দ্বার, সকলইতো দেখিলাম, বিলম্ব হইয়াছে না হইতে আছে, চন্দ্রকুমার দত্তকে না দেখিয়া আমার যাওয়া হইবে না। স্ত্রী যাহার এরূপ বিদ্যাবতী, স্বামী তাহার কিরূপ একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

বিবি সুশীলার সহিত কথা কহিতে ২ মনে ২ এইরূপ বিবেচনা করিতেছেন, এমন সময়ে চন্দ্রকুমার বাবু কুঠী-হইতে আইলেন। পিতাকে দেখিয়া বশম্বদ সহাস্য-বদনে দৌড়িয়া আসিয়া তাঁহার অঙ্গুলী ধারণ করত নাচিতে লাগিল। প্রিয়ম্বদ সত্বরে আগমন করিয়া তাঁহার মুখচুম্বন করিল। সুশীলা সস্মিতবদনে অগ্রসর হইয়া তাঁহার স্কন্ধের চাদর এবং ছাতাটি লইলেন।

ষরের দাবায় বিচারকের পত্নীকে দেখিয়া, চন্দ্রকুমার বিনীতভাবে নমস্কার করিলেন, কহিলেন মেম সাহেব! অদ্য আমার কি সুপ্রভাতা রজনী, আপনি মহামান্য লোকের স্ত্রী, মহামান্য লোকের কন্যা, এ দীনদরিদ্র গৃহস্থের গৃহে আপনকার যে শুভাগমন হইবে ভ্রমেও আমি এমন প্রত্যাশা করি নাই। এক্ষণে নিবেদন এই, আমার অবর্ত্তমানে আসাতে আপনকার অভ্যর্থনা এবং সম্মান বিষয়ে সুশীলা যদি কোন ত্রুটি করিয়া থাকেন, তবে অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করিবেন, কারণ আপনকার সম্ভ্রম কত মহান তাহা আমার পত্নী জানেন না।

চন্দ্রকুমার বাবু এইরূপ শিষ্টাচার প্রকাশ করিয়া বিচারকের পত্নীর সহিত কথোপকথন করিতে লাগিলেন। সুশীলা ঐ অবসরে তৎস্থানহইতে প্রস্থান করিয়া সন্ধ্যাদি নিত্যকর্ম্ম সারিতে গেলেন। চন্দ্রকুমারের নিষ্টালাপে বিবি সাতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া মনে মনে বিবেচনা করিতে লাগিলেন, যেমন স্ত্রী তেমনি স্বামী দেখিতেছি, বোধ হয় ইহাঁরা উভয়েই তুল্যরূপে বিদ্যোপার্জ্জন করিয়া থাকিবেন। ভাল, সুশীলা তো এখানে নাই, ইংরাজীতে কথা কহিয়া চন্দ্রকুমারের ইংরাজী ভাষায় কতদূর পর্য্যন্ত অধিকার একবার দেখা যাউক না কেন। এই স্থির করিয়া বিবি জাতীয় ভাষায় দত্ত বাবুকে কহিলেন, চন্দ্রকুমার বাবু! তুমি কি ভাগ্যবান্ ব্যক্তি, ভারতবর্ষে আসিয়া আমি তোমার স্ত্রীর ন্যায় গুণবতী গৃহিণী দেখি নাই। ভাল, জিজ্ঞাসা করি, বিবাহ করিয়া তুমি সুশীলাকে লেখা পড়া শিখাইয়াছ, কি উহার পিতা বাল্য কালে উহাকে লেখা পড়া শিখাইয়া ছিলেন?

এই কথাতে চন্দ্রকুমার বাবু সুকোমল ইংরাজীভাষায় সুশীলার বাল্যবৃত্তান্ত, মনোহরদাস তাহার শ্বশুর মহাশয়ের সদাচার ও ধার্ম্মিকতা, জমিদার জয়চন্দ্র বাবুর ঔদার্য্য ও মাহাত্ম্য, তাঁহার স্থাপিত স্ত্রীবিদ্যালয় এবং অনাথগৃহ প্রভৃতির আদ্যোপান্ত বর্ণনা করিলেন। আর এই সূত্রে কৃতবিদ্য ধনাঢ্য লোকদিগের কর্ত্তব্য কি ? কি কর্ম্ম করিলে দেশের মহদুপকার হয়, যথার্থ দান কাহাকে বলে, কিরূপে অর্থ ব্যয় করিলে অর্থের সার্থকতা লাভ হয়, ধনোপার্জ্জন বিদ্যোপার্জ্জনের মুখ্য ফল কি না, এই সকল বিষয়* লইয়া বিবির সহিত চন্দ্রকুমারের অনেক তর্ক বিতর্ক হইল। সে সমুদায় কথা সংক্ষেপে লিখিলেও একখানি প্রকৃত গ্রন্থ হয়, সুতরাং বাহুল্য ভয়ে এস্থলে তত্তাবৎ লিখিতে পারিলাম না। যাহা হউক, এইরূপ কথোপকথনদ্বারা চন্দ্রকুমার যে একটি প্রকৃত গুণবান্ ও সুবিদ্বান্ ব্যক্তি, বিচারকের পত্নীর তাহা স্থির উপলব্ধ হইল। চন্দ্রকুমার অসহায়, কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সাহায্য না পাওয়াতে তিনি সামান্য কেরাণীর কর্ম্ম করিতেছেন, ইহা বিবি মনেং বিবেচনা করিলেন।

কথা কহিতে২ রাত্রি প্রায় নয় ঘণ্টা হইয়াছিল, চাপরাসিরা বিলম্ব হওয়াতে ইতিপূর্ব্বে সাহেবের আবাসে যাইয়া একখানি পালকী আনয়ন করিয়াছিল। বাহকগণ যাইবার নিমিত্ত ব্যস্ত হইলে, আয়া ভিতর বাটীতে

---

* উক্ত কয়েক বিষয় লইয়া গল্পচ্ছলে একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে পারিলে, দেশের অনেক উপকার হইতে পারে।

যাইয়া বিচারকের পত্নীকে কহিল, মেম্ সাহেব! রাত্রি অধিক হইয়াছে, পালকী প্রস্তুত, এখন প্রত্যাগমন করিলে কি হয় না। কথা বার্ত্তায় বিবি হৃষ্টচিত্তে অন্যমনস্ক ছিলেন, রাত্রির বিষয় বোধই করেন নাই, আয়ার মুখে অতিশয় বিলম্বের কথা শুনিয়া একেবারে চমকিতা হইয়া দত্ত পরিবারের নিকট বিদায় লইলেন। তাহাতে চন্দ্রকুমার সুশীলা ও তাঁহার পুত্রদ্বয় বিবির সঙ্গে২ বাহিরে আসিয়া যথা বিহিত নমস্কার পূর্ব্বক তাঁহাকে পালকীতে উঠাইয়া গেলেন। পথে যাইতে২ বিবি চিন্তা করিতে লাগিলেন, সুশীলার সুশীল ব্যবহার কর্ম্ম-নৈপুণ্য এবং বিদ্যার নিমিত্ত আমি যে পুরস্কার করিতে মানস করিয়াছি, তাহা কিরূপে করি। যাহাতে দত্ত পরিবার লোকসমাজে মান্য গণ্য হইয়া, বড়মানুষ হয়, এমন পুরস্কার করা আমার বিধেয় হইয়াছে। কালিই আমি পতিকে কহিয়া চন্দ্রকুমার দত্তকে উচ্চ পদস্থ করিতে চেষ্টা করিব।

গৃহে উপস্থিত হইলে জজ্ সাহেব কৌতুকচ্ছলে পত্নীকে কহিতে লাগিলেন, প্রিয়ে! এস, তোমার বিলম্ব দেখিয়া মনে আমার বড় একটি ভাবনা হইয়াছিল, মফঃসলের ভয়ানক দস্যুতে বুঝি তোমাকে চুরি করিয়া লইয়া গিয়াছে, অথবা বাঙ্গালী পাড়ায় যাইয়া২ তুমি একেবারে বাঙ্গালিনী হইয়া থাকিবে, আর আমার কাছে আসিবে না, এখন কেমন করিয়া ঘরে যাইব, জ্ঞাতি কুটুম্বকে কি বলিব তাই ভাবিতে ছিলাম। কথার ছলে বিবি সাহেবের রহস্যের ভাব বুঝিতে পারিয়া সহাস্য বদনে উত্তর করিলেন, তাও জাননা নাথ! চোর ডাকা-

ইতর দুষ্ট লোকদিগের সঙ্গে বিচারকদিগের যাদৃশ শত্রুত্ব, তৎপত্নীদিগের তাদৃশ শত্রুত্ব নহে, আমার জন্য ভাবনা নাই. প্রজ্বলিত অনলের নিকটে কেহ সহসা আসেনা, তুমি নিজে সাবধানে থাকিও। দুইজনে পরস্পর এইরূপ অনেক হাস্য রহস্য করিয়া ভোজন করিতে বসিলেন।

ভোজন করিতে বসিয়া বিবি দিবসের বৃত্তান্ত সকল পতির নিকট বর্ণনা করিতে লাগিলেন, সুশীলা চন্দ্রকুমার এবং তৎপুত্রদ্বয়কে তিনি যেরূপ দেখিয়াছিলেন, তাহাদিগের সহিত তাঁহার যেরূপ কথোপকথন হইয়াছিল, আদ্যোপান্ত সে সমুদায় কহিতে তিনি কিছুমাত্র ক্রুটী করিলেন না। পত্নীর মুখে দত্ত পরিবারের গুণের কথা শুনিয়া সাহেব সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, মনে করিলেন, জয়চন্দ্র বাবুর ন্যায় বঙ্গ দেশের সমস্ত জমিদার যদি আপনাপন জমিদারির মধ্যে এক একটি স্ত্রী-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়া, মধ্যবিত্ত গৃহস্থ-কন্যাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা করান, এবং চন্দ্রকুমারের ন্যায় কৃতবিদ্য ধর্ম্মশীল যুবকদিগের সহিত যদি তাহাদের বিবাহ হয়, তবে এ বঙ্গরাজ্য কি সুখের রাজ্য হয়। সকল কথা কহিয়া বিবি অবশেষে কহিলেন, প্রাণবল্লভ! মনে ২ আমার একটি অভিলাষ হইয়াছে, এ বাসনা পূর্ণ না করিলে, আমি বড়ই দুঃখিতা হইব, চন্দ্রকুমার দত্তকে উচ্চ পদস্থ করিয়া তোমায় বড়মানুষ করিতে হইবে। এক্ষণে ২০০ দুইশত টাকা মাসিক বেতনে কৃতবিদ্য যুবকেরা যে ডেপুটি মাজিষ্টরের পদ পাইতেছে, সেই একটি পদ, তুমি চন্দ্রকুমার দত্তকে দেওয়াও। সাহেবেরা

বিবিদিগের বড়ই বশতাপন্ন, সহসা তাঁহাদের কথা অবহেলন করিতে পারেন না। ভাল, দেখা যাইবে, সাহেব এই কথা বিবিকে কহিলেন। বিচারকের পত্নী তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া বিচারককে পুনর্ব্বার কহিলেন, নাথ! দেখা যাইবে নয়, তুমি আমার নিকট অঙ্গীকার না করিলে আমি ভোজন পান শয়নাদি কিছুই করিব না, কালি প্রাতঃকালে তোমাকে কলিকাতায় সহকারী শাসনকর্ত্তার নিকট এবিষয়ের প্রার্থনা করিতে হইবে। ভার্য্যার অনুরোধ বড় অনুরোধ, কি করেন, আবেদন ও অনুরোধ পত্র লিখিয়া সাহেব চন্দ্রকুমারকে ডেপুটি মাজিষ্টর করিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।

পরদিন প্রাতঃকালে জজসাহেব নিজ পত্নীর প্রীতি-লাভার্থ চন্দ্রকুমার দত্তকে ডেপুটি মাজিস্টর করণ বিষয়ে একখানি আবেদন পত্র লিখিলেন। দত্ত পরিবারের বিষয়ে তাঁহার পত্নী যাহা২ দেখিয়াছিলেন, যাহা২ কহিয়াছিলেন, সে সমুদায় সঙ্ক্ষেপে লিখিয়া, পরে উপযুক্ত ব্যক্তি চন্দ্রকুমারকে উক্ত পদ প্রদান বিষয়ে আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন। সহকারী শাসন-কর্ত্তা মহাশয় আবেদন-পত্রখানি প্রাপ্ত হইয়া সাতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইলেন, বঙ্গদেশে আসিয়া তিনি সুশীলা সদৃশী ধর্ম্মশীলা গুণবতী স্ত্রীলোকের কথা শুনেন নাই। অতএব এমত রমণীর স্বামীকে মান্য গণ্য করিয়া উচ্চ পদস্থ করা আমাদের অতি কর্ত্তব্য হইয়াছে। ভার্য্যার গুণে ভর্ত্তা উন্নত হওয়া বঙ্গদেশে এ একটি নূতন বিষয় বলিতে হইবে। যাহাহউক, এমন বিষয় ঘটিলেও যদি স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহ হয়, তবে তাহাতেও যত্ন করা আমা-

দের অবশ্য কর্ত্তব্য হইয়াছে। সুবুদ্ধিমান্ গবর্ণমেন্টের প্রধান কর্ম্মচারী মনেং এই বিবেচনা করিয়া চন্দ্রকুমার-কে ডেপুটিমাজিষ্টর-পদে একেবারে নিযুক্ত করিলেন। নিয়োগ-পত্রখানি জজ্সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিয়া তন্মধ্যে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন, আপনি মাজিষ্টর সাহেবের সহিত পরামর্শ করিয়া ধর্ম্মপুর জেলার মধ্যে যে স্থানে চন্দ্রকুমারের কাছারী করিলে তাহার সুবিধা হয় তথায় করিবেন। আর আমি তাঁহার স্ত্রী সুশীলার বিদ্যা এবং সদ্গুণের পুরস্কার হেতু এক শত টাকার একখানি বেঙ্ক নোট পাঠাইয়া দিতেছি, আমার শতং প্রণাম জানাইয়া এই নোটখানি আপনি আপনকার মেমসাহেবকে দিবেন, তিনি যেন এই টাকাতে কতকগুলি উত্তমোত্তম সামগ্রী ক্রয় করিয়া সুশীলাকে দেন।

প্রধান কর্ম্মচারীর এই পত্রখানি পরদিন মধ্যাহ্ন সময়ে প্রাপ্ত হইয়া জজ্ সাহেব এবং তাঁহার ধর্ম্মপত্নীর আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। জজ্সাহেব সত্বর একখানি পত্র লিখিয়া চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁহার পত্নী নিজে পঞ্চাশ এবং শাসনকর্ত্তার দত্ত এক শত সর্ব্বশুদ্ধ দেড় শত টাকা কলিকাতায় এক বন্ধুর নিকট পাঠাইয়া কতকগুলি মনোহর উত্তম সামগ্রী কিনিয়া আনাইয়া তিন চারিদিন পরে সুশীলার নিকট প্রেরণ করিলেন। অত্যুৎকৃষ্ট মনোহর বস্তুগুলি প্রাপ্ত হইয়া সুশীলা বড়ই আহ্লাদিতা হইলেন। তা যাহা-হউক, চন্দ্রকুমার সাহেবের নিকটে উপস্থিত হইলে, বিচারক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার সহিত কথোপকথন

করিয়া তাঁহার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেচনা করিলেন, পরে শাসনকর্ত্তার নিয়োগ-পত্রখানি তাঁহার হস্তে দিলেন। সামান্য কেরাণী থাকিয়া একেবারে ডেপুটিমাজিষ্টর হওয়াতে চন্দ্রকুমারের আনন্দের আর ইয়ত্তা রহিল না, অজস্র আনন্দাশ্রু তাঁহার নয়নযুগলে পতিত হইতে লাগিল, বিস্ময়াপন্ন হইয়া তিনি একেবারে বাক্যরহিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া জজ্-সাহেব এবং তৎপত্নীকে সহস্র২ নমস্কার করিলেন, আর এতাদৃশ বিষয়ে বিনয় ব্যবহারদ্বারা যেরূপ কৃত-জ্ঞতা প্রকাশ করিতে হয়, তিনি তাহা করিলেন। সে দিনত এইরূপে গেল, বিচারক মহাশয় মিষ্ট-সম্ভাষণে তাঁহাকে বিদায় করিলে, চন্দ্রকুমার বাবু ঘরে গিয়া প্রাণপ্রিয়া সুশীলাকে সকল কথা শুনাইলেন। ইহাতে পতি পত্নী উভয়ে যে কত আনন্দ করিতে লাগিলেন, তাহা বর্ণনা করা দুষ্কর। সুশীলা ও চন্দ্রকুমার জ্ঞাতি কুটুম্ব আত্মীয় বন্ধুর নিকট এই সুসংবাদ লিখিয়া পাঠা-ইলেন, তাহাতে বিজয়নগরের সর্ব্বস্থানে ক্রমে এ বিষয় প্রচারিত হইল। সজ্জন বলিয়া সকলেই দত্ত পরিবা-রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ছিল, এই সুঘটনাতে সকলেই পর-স্পর আনন্দ করিতে লাগিল।

জজ সাহেব পরদিন প্রাতরাশের পর রেলওয়ে দ্বারা ধর্ম্মপুর জিলার মাজিষ্টরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে গে-লেন, পরস্পর যথানিয়মে অভিবাদনাদি করিয়া পরে চন্দ্রকুমারের কথা ফেলিলেন। মাজিষ্টর সাহেব কহি-লেন, আমি ডেপুটি গবর্ণরের পত্র পাইয়াছি, কল্য প্রা-তঃকালে আপনকার নিকট যাইতাম, আসিয়াছেন ভা-

লই হইয়াছে, চলুন অদ্যই আমরা উভয়ে যাইয়া এ বিষয়ের নিয়ম নির্দ্ধারণ করি।

অনন্তর রেলের গাড়ীতে উভয়ে চড়িয়া বিজয়নগরে উপস্থিত হইলেন। বিজয়নগরের নিকটে রাধানগর নামে যে একটি গণ্ডগ্রাম ছিল, জজ ও মাজিষ্টর সাহেব অনেক বিবেচনা করিয়া সেই নগরে চন্দ্রকুমারের কাছারী ঘর করিলেন, আর চন্দ্রকুমারকে ডাকিয়া আনাইয়া যেং নিয়ম এবং যেং ব্যবস্থাদ্বারা তিনি বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন, যে সকল কর্ম্ম তাঁহাকে করিতে হইবে, সে সকলই বলিয়া, মুদ্রিত নিয়ম ও ব্যবস্থাগুলি তাঁহার হস্তে দিলেন। পর দিবস প্রাতঃকাল হইতে চন্দ্রকুমারের কাছারি আরম্ভ হইল, ক্রমে তিনি এমনি করিয়া বিচারকার্য্য নিষ্পাদন করিতে লাগিলেন, যে, সময়েং তাঁহার বিচার প্রভৃতি কর্ম্ম-নৈপুণ্যের ত্রৈমাসিক সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহার নিয়োগকর্ত্তা এবং জজ মাজিষ্টর অতীব আহ্লাদিত হইতেন। বাহুল্য ভয়ে চন্দ্রকুমারের সুবিচার বিষয়ক কোন বৃত্তান্ত এস্থলে লিখিতে পারিলাম না। কেবল এই বলিয়া এ বিষয়ের উপসংহার করি, গবর্ণমেন্ট একং জেলা নিবাসী এক এক জন চন্দ্রকুমারের তুল্য কৃতবিদ্য ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তির হস্তে যদি বিচারকার্য্য সমর্পণ করেন, তবে সাধারণ প্রজাবর্গের বড়ই মঙ্গল হয়। এ দেশীয় কৃতবিদ্য ধর্ম্মশীল যুবকেরা স্বদেশবাসী লোকদিগের যেরূপ বিচার করিতে পারেন, ইংলণ্ডীয় জজ মাজিষ্টর সেরূপ কদাচ করিতে পারেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

—00000—

উন্নতির অবস্থায় সুশীলার সাংসারিক ব্যয়ের সুনিয়ম। প্রিয়ম্বদের বিবাহোপলক্ষে সুশীলার যথোচিত প্রণালী। সুশীলার উপদেশে পুত্রবধূর সংসারনৈপুণ্য। সুশীলার উদ্যোগে বিজয়নগরের স্ত্রীসমাজের উন্নতি, ও বিধবা বিবাহ। সুশীলার পরলোক প্রাপ্তি। স্ত্রীসমাজের সাহায্যে সুশীলার স্মরণচিহ্ন স্থাপন।

চন্দ্রকুমার ডেপুটি মাজিষ্টর হইয়া প্রতিমাসে যে দুই শত টাকা উপার্জ্জন করিতে লাগিলেন, তন্মধ্যে এক শত টাকা মাসে মাসে তিনি কলিকাতায় সেবিংস বেঙ্কে গচ্ছিত রাখিতেন, এবং আর এক শত টাকা সুশীলাকে আনিয়া দিতেন। বুদ্ধিমতী সুশীলা ঐ টাকাগুলি চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক ভাগ ধর্ম্মকর্ম্মে, এক ভাগ পুত্র দুটির শিক্ষাবিধান এবং উচ্চ পদস্থ স্বামীর সুখ স্বচ্ছন্দ-বিষয়ে, তৃতীয় ভাগ সংসারের খরচ পত্রে, এবং চতুর্থ ভাগের টাকা তিনি প্রতিমাসে কিছু২ অলঙ্কার প্রস্তুত করণে ব্যয় করিতেন। পূর্ব্বে সামান্য অবস্থাতে দুগ্ধ-বিক্রয় ধান্যবিক্রয়াদি দ্বারা, তিনি যে একশত টাকা সংগ্রহ করিয়াছিলেন, শুদে লাভে সেই মূল ধন দেড় শত হইয়াছিল। স্বামীর সুদশা হইলে তিনি প্রথমতঃ সেই টাকাগুলি ব্যয় করিয়া আপনার পূর্ব্বালঙ্কারগুলিন কিছু ভাল করিয়া গড়াইলেন, আর বর্ত্তমান সংগৃহীত

মাসিক স্বর্ণ ক্রয়দ্বারা তাঁহার আরও তিন চারিখানি উত্তম স্বর্ণালঙ্কার হইল। মধ্যবিত্ত গৃহস্থ গৃহিণীদিগের ভদ্র-স্ত্রী-সমাজে যাইবার জন্য যেসকল অলঙ্কার অত্যাবশ্যক, ক্রমে২ সে সমুদায় প্রস্তুত হইলে, অর্থব্যয় করিয়া তিনি আর অলঙ্কার গড়াইলেন না, মাসিক রক্ষিত ধনদ্বারা তিনি বাটী ঘর দ্বার সংশোধন করণের চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

মাসিক প্রেরিত এক শত টাকাদ্বারা সেবিংস বেঙ্কে সহস্রাধিক মুদ্রা সংগ্রহ হইলে, চন্দ্রকুমার সুশীলাকে এক দিন কহিলেন প্রেয়সি! সেবিংস বেঙ্কে আমাদের প্রায় দেড় হাজার টাকা জমা হইয়াছে, এখন আট নয় শত টাকা ব্যয় করিয়া বাটী ঘর দ্বার পাকা করিলে কি হয় না?

সুশীলা কহিলেন, প্রাণনাথ! সু অবস্থা সকল লোকের সকল দিন থাকে না। এই অবস্থায় চিরকাল যাইবে, পরে সঞ্চয় করিব, এমন বিবেচনা করিয়া গৃহস্থ লোকের সংগৃহীত ধন ব্যয় করা কোন মতেই উচিত নহে। সেবিংস বেঙ্কে যে ১৫০০ টাকা সংগ্রহ হইয়াছে, তুমি সেই টাকাতে খানেক দুইখানি পাঁচ টাকা শুদের কোম্পানীর কাগজ ক্রয় কর, নগদ টাকা এবং কোম্পানীর কাগজ প্রায় তুল্য, প্রয়োজন হইলে বিক্রয় করিয়া অনায়াসে মূল ধন পাওয়া যাইতে পারে, বিশেষ বৎসরং কিছুং শুদ লাভ হয়। তবে এখন যে তোমার পদ হইয়াছে, মাটিয়া ঘরে বাস করা আর আমাদের উচিত হয় না, থাকিলে লোকে কৃপণ কহিবে। অতএব ৫০ টাকা মাসেং বেঙ্কে পাঠাইয়া দাও, এবং আর ৫০ টাকা বাটী

নির্ম্মাণ বিষয়ে ব্যয় কর। একেবারে সমুদায় কর্ম্ম হইয়া উঠে না, হইলেও সর্ব্ববিধায়ে উত্তম হয় না। এ বৎসর দুই লক্ষ ইট পোড়ান যাউক, আগামী বৎসরে চূণ কাঠ সংগ্রহ করিয়া তৃতীয় বৎসরে বাটী প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করা যাইবে। অপর ১০০ শত মাসিক টাকা হইতে আমি যে ধন রক্ষা করিতে পারিব, তাহাতে ক্রমেং প্রিয়ম্বদের বিবাহোদ্যোগ করি।

ধনসঞ্চয় এবং ধনব্যয় বিষয়ে পত্নীর এই সুযুক্তির কথা শুনিয়া, চন্দ্রকুমার সাতিশয় আহ্লাদিত হইলেন। বিদ্যাবতী স্ত্রীলোকেরা যে পুরুষ অপেক্ষা সংসারধর্ম্ম উত্তমরূপ নির্ব্বাহ করিতে পারে, তাহা তিনি স্থির-সিদ্ধান্ত করিলেন। সুশীলার পরামর্শানুসারে কর্ম্ম করাতে দুই তিন বৎসরের মধ্যে বিজয়নগর গ্রামে তিনি এক সম্পন্ন গৃহস্থ বলিয়া পরিগণিত হইলেন। বিশেষ বিচার বিষয়ে সুক্ষ্মতা এবং কর্ম্মনৈপুণ্য হেতু তাঁহার নাম বঙ্গরাজ্যের সর্ব্বত্রে সুবিখ্যাত হইল। ধর্ম্মপুর জেলা-নিবাসী ছোট বড় সাধারণ সকল প্রজারই তিনি প্রিয়ভাজন হইলেন।

এদিকে প্রিয়ম্বদ বিজয়নগরীয় গবর্ণমেন্টস্কুলের প্রথম শ্রেণীতে দুই তিন বৎসর ছাত্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া, পরে ঐ বিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর শিক্ষকতা পদ পাইলেন, তাঁহার মাসিক বেতন পঞ্চাশ টাকা স্থিরীকৃত হইল। প্রিয়ম্বদ নিয়মিত সময়ে বেতন প্রাপ্ত হইলেই তাঁহার গর্ভধারিণী সুশীলাকে তাহা আনিয়া দিতেন। বিচক্ষণবুদ্ধি ধর্ম্মশীলা পুত্রদত্ত সমুদায় টাকা আপনি লইতেন না, প্রতিমাসে দশং টাকা প্রিয়ম্বদকে দিতেন,

দিয়া কহিতেন, বৎস! এ টাকার আমরা হিসাব চাহি না, সুবিবেচনানুসারে যেরূপে ইহা ব্যয় করিতে তোমার অভিলাষ হয়, তুমি সেইরূপে ব্যয় করিও। ধর্ম্মশীল কৃতবিদ্য-যুবকদিগের সংবাদপত্র গ্রহণ, নূতন পুস্তক ক্রয় করণ, সামর্থ্যানুসারে সাধারণ মাঙ্গলিক বিষয়ে চাঁদা দেওন, এবং দীন দরিদ্র লোকদিগের দুঃখ বিমোচন, সময়েং বন্ধুদিগকে আহারাদি দেওন প্রভৃতি অনেক আবশ্যক ব্যয় আছে। যদি হইয়া উঠে, পিতামাতা মাসেং তাঁহাদিগের হস্তে কিছু টাকা দিলে, সে ধন সদ্ব্যয় বই অসদ্ব্যয় হয় না, বিশেষ ইহাতে করিয়া জনক জননী পুত্রের বড়ই অনুরাগ প্রাপ্ত হন। প্রিয়ম্বদ মাতৃদত্ত দশ টাকা মাসেং অভিলষিত বিষয়ে ব্যয় করিয়া বড়ই আহ্লাদিত হইতেন।

প্রিয়ম্বদের চাকরী হইলে সুশীলার মানস পূর্ণ হইল, আর তিনি তাঁহার বিবাহ দিতে কালবিলম্ব করিলেন না। পতির সহিত পরামর্শ করিয়া পুত্রবধূটীর জন্য একেবারে পাঁচ শত টাকার স্বর্ণালঙ্কার প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলেন, তাহাতে মাসিক সংরক্ষিত প্রিয়ম্বদেরও দুই শত মুদ্রা ছিল। কন্যাটির তখন দ্বাদশ বৎসর বয়স, চন্দ্রকুমার ও সুশীলার অনুমতি উপদেশ এবং চেষ্টানুসারে তাহার মাতা পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিল্প এবং গৃহকর্ম্ম শিখাইয়া অত্যুৎকৃষ্টা গৃহধর্ম্মিণী করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে সম্বন্ধ স্থির করিয়া এরূপ চেষ্টা না করিলে কন্যাটী কখনই কৃতবিদ্য প্রিয়ম্বদের যোগ্যা স্ত্রী হইত না। বোধ হয় এমন করিয়া সকলে যদি পুত্রের বিবাহ দেন, তাহাহইলে সকলেরই সাংসারিক সুখ উত্তম হইতে

পারে। তা যাহাহউক, পুরোহিত আসিয়া শুভলগ্ন এবং শুভদিন স্থির করিলে, প্রিয়ম্বদের বিবাহোদ্যোগ হইতে আরম্ভ হইল।

ডেপুটিমাজিষ্টর চন্দ্রকুমারের সহিত অনেক জমীদার এবং অনেক ভদ্রলোকের প্রণয় হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই তাঁহার পুত্রের বিবাহের কথা শুনিয়া মহানন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ বলিলেন, চন্দ্রকুমার বাবু! যখন যেমন, তখন তেমন, ময়ূরপঙ্খী, ফুলের ঝাড়, রোসনাই, বাজী, ইংরাজীবাদ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার বাদ্য করিয়া প্রথম পুত্রের বিবাহ দাও। কেহ বলিলেন, কতকগুলা ঘড়া, কতকগুলা বকুনা, এবং কতকগুলা থাল, ক্রয় করিয়া বিবেচনামতে ভদ্রলোকদিগকে তৈল সন্দেশ মাছ বিতরণ কর। কেহ বলিলেন, পল্লীগ্রামে ভাই আমাদের বড়একটা নাচ গান হয় না, কলিকাতা হইতে তয়ফাওয়ালীদিগকে আনিয়া দিনকতক বাইনাচ খেমটানাচ দেখাও, তাহাহইলে বড় মজা হইবে। এইরূপ নানা লোকে নানা কথা কহিতে লাগিল। সুপণ্ডিত চন্দ্রকুমারের কোন কথাই মনের মত হইল না। তিনি বিবেচনা করিলেন, মানসম্ভ্রম রক্ষাহেতু কিছু অর্থ ব্যয় করিয়া পুত্রের বিবাহ দিতে হইবে। কিন্তু সেই অর্থ কিরূপে ব্যয় করিলে সদ্ব্যয় হয়, ভাল একথাটি সুশীলাকে জিজ্ঞাসা করি না, এ বিষয়ে তাহার মতই কি?

সন্ধ্যাকালে চন্দ্রকুমার কাছারী হইতে আসিয়া আপনার নিত্য নিয়মিত আবশ্যক কর্ম্মগুলি সমাধা করণানন্তর সুশীলাকে কহিলেন, প্রিয়তমে! প্রিয়ম্বদের বিবাহের তো বড়একটা বিলম্ব নাই। সে বিষয়ের জন্য তুমি

কি উদ্যোগ করিতেছ ! সুশীলা কহিলেন, নাথ! একথা তুমি এখন জিজ্ঞাসা করিলে, আজি তিন মাস আমি চেষ্টা করিয়া সকলই প্রস্তুত করিয়াছি। কাছারিতে নানা বিষয়ের নানা প্রকার মোকদ্দমা করিতেং তুমি বড়ই বিরক্ত হও, বিশেষ এক একদিন এক এক গ্রামে যাইয়া রাত্রি-জাগরণপূর্ব্বক নানা প্রকার অধর্ম্ম এবং গর্হিত বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান তুমি নিজে করিয়া থাক, আবার ইহার উপর সংসারের ভার দিলে তোমার বড়ই ক্লেশ হইবে, এজন্য কোন কথা তোমাকে বলি নাই। মোহন স্বর্ণকারকে বাটীতে বসাইয়া পুত্রবধূটির জন্য পাঁচ শত টাকার স্বর্ণরৌপ্য অলঙ্কার আনি নির্ম্মাণ করিয়াছি, সে দিন পিতা আমার এক টাকা ব্যয় করিয়া স্বর্ণব্যবসায়ী বণিকের দোকানে ঐ অলঙ্কারগুলি পরীক্ষা করাইতে লইয়া গিয়াছিলেন, সকলই ঠিক হইয়াছে, মোহন স্বর্ণকার কিছুমাত্র অন্যায় করে নাই। আমার ভ্রাতা হীরালাল ঘি চিনি ময়দা সন্দেশের জন্য বিজয়-নগরের দোকানে বায়না দিয়াছে, বিবাহের দুই দিন পূর্ব্বে সকলই আসিয়া পেঁৗছিবে। প্রায় দুই মাস হইল আমি মুড়ির চাইল ভাতের চাইল দাল কলাই লুন তেল মসালাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি। তোমার কোন ভাবনা নাই, কতক সামগ্রী আমার মাতা, কতক আমি, কতক আমার বন্ধু মালবী ও মনোরমা প্রস্তুত করিতেছেন, সকলই দুই এক দিনের মধ্যে আসিবে। এখন কাহাকে কিরূপ বস্ত্র দিতে হইবে, কাহাকেং নিমন্ত্রণ করিবে এবং আর যদি কোন অভিলাষ থাকে, সে কথা আমাকে বল, আমি ফর্দ্দ করিয়া রাখি, কল্য

মতিলাল হীরালাল প্রিয়ম্বদ এবং পিতামহাশয়ের দ্বারা আমি সে কর্ম্ম সমাধা করাইব।

চন্দ্রকুমার বুদ্ধিমতী ভার্য্যার জ্ঞান বুদ্ধি-কর্ম্মনৈপুণ্যের কথা শুনিয়া প্রফুল্লান্তঃকরণে কহিলেন, প্রিয়তমে! আমার যাহা অভিলষিত সকলই তুমি করিয়াছ, ইহাতে আমার কিছুমাত্র বক্তব্য নাই, তোমাঅপেক্ষা আমি ভাল বিবেচনা করিতে পারিব না। অতএব তোমার বিবেচনায় যাহাকে যেরূপ বস্ত্র দিলে ভাল হয় তাহা দাও, আর যাহাকে২ নিমন্ত্রণ করা বিধেয় তাহাকে নিমন্ত্রণ কর, আমার কর্ম্ম সম্বন্ধীয় লোক সকলকে আমি কাছারী হইতে নিমন্ত্রণ করিব। এখন প্রিয়ম্বদের পরিণয় সম্পর্কীয় জাঁকজমক বিষয়ে লোকে যেরূপ বলিতেছে তাহা শুন। এই কথা বলিয়া তিনি ঘড়া বকুনা বিতরণ এবং নাচ গাওনা বাদ্যাদির কথা সকল ক্রমে ক্রমে তাঁহাকে কহিলেন। তচ্ছ্রবণে মিতব্যয়িনী সুশীলা সাতিশয় আশ্চর্য্যাবিষ্টা হইয়া হাসিতে২ কহিতে লাগিলেন, ভালইতো, তুমি এখন বড়মানুষ হইয়াছ, অনর্থক ব্যয় ব্যতিরেকে যদি বড়মানুষী প্রকাশ না হয় তবে কর, তাহাতে আমার আপত্তি নাই। বয়স হইয়াছে, কিছু-দিন পরেই পৌত্রের মুখ দেখিবে, এই বেলা কুরঙ্গনয়নী কুলটাদিগের নয়নভঙ্গী এবং নৃত্যাদি দেখিয়া চক্ষু সার্থক কর। দেখিতেছি নিজে বড়মানুষ হওয়া অথবা বর্ত্তমানকালের লোকদেখানিয়া বিদ্বান বড়মানুষদিগের সহিত সহবাস করা বড় ভাল কর্ম্ম নয়, তাহা হইলে অগ্রেই অপব্যয়ের বাসনা হইতে থাকে।

সুশীলার কথা শুনিয়া চন্দ্রকুমার বড়ই অপ্রতিভ

হইলেন, কেন আমি ধর্ম্মশীলা প্রেয়সীর সাক্ষাতে এমন কথা বলিলাম, মনেং তাঁহার এই অনুতাপ হইল। কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া তিনি সুশীলাকে কহিলেন, ধর্ম্মশীলে! অপরের কথা আমার মুখে শুনিয়া আমাকে মিষ্ট ভর্ৎসনা করা তোমার উচিত হয় নাই। আমার বিভবাদির মূলকারণ তুমি, এখন যে অবস্থা তোমার হইয়াছে, পুত্রের বিবাহে কিছু অর্থ ব্যয় না করিলে লোকে তোমাকে কৃপণা কহিবে। সম্প্রতি কিরূপে অর্থব্যয় করিলে সদ্ব্যয় হয় সেই পরামর্শ আমাকে দাও, আমি তদনুসারে কর্ম্ম করি।

সুশীলা কহিলেন, প্রাণনাথ! তুমি বিচারক, তোমার বুদ্ধির ন্যায় আমার বুদ্ধি নহে, তথাপি যদি জিজ্ঞাসা করিলে তবে বলি। ধর্ম্মপুর-জেলার মধ্যভাগে জয়—চন্দ্র বাবু যে অনাথবাস স্থাপন করিয়াছেন, তুমি তত্রস্থ মাতৃপিতৃ হীন বালক বালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া উত্তমরূপে ভোজন পানাদি করাও, আর তাহাদের প্রত্যেককে এক একখানি উত্তম বস্ত্র দাও। নীচজাতীয় বালক বালিকাদিগের নিমিত্ত জমিদার মহাশয় বিজয়নগরে যে দুটি পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন, প্রিয়ম্বদ প্রতি সপ্তাহে এক একবার যাহাদিগের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকে, সেই পাঠশালাদ্বয়ের বালক বালিকাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া যথাবিধ আহার ও বস্ত্র প্রদান কর। বিজয়নগর এবং তন্নিকট-বর্ত্তী গ্রামে যে সকল অন্ধ খঞ্জ ব্যাধিগ্রস্ত এবং দীন দরিদ্র লোক আছে, চৌকিদার ফাঁড়িদার এবং গ্রামের মণ্ডল দ্বারা তাহাদিগের বিশেষ সংবাদ লও, লইয়া তাহাদি-

গকে নিমন্ত্রণ করত উত্তমরূপ ভোজনপানাদি করাও, আর যে যেমন, মুদ্রা বস্ত্র তৈজসাদি প্রদান করিয়া তাহাদিগের পরিতোষ কর।" এই সকল কর্ম্ম করিলে ঐহিক পারত্রিক উভয় সুখ হইবে, অর্থ ব্যয়েরও সার্থকতা লাভ হইবে। এটি ধর্ম্মার্থ বলিলাম।

পুত্রের বিবাহ পরমাহ্লাদ ও মঙ্গলের কর্ম্ম, অতএব অপর সাধারণ সকল লোককে নিমন্ত্রণ করিবার আবশ্যকতা নাই, যাহারা আমাদিগের আত্মীয় জ্ঞাতি কুটুম্ব বন্ধু এবং অনুগত লোক, তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া আমোদ আহ্লাদ কর, আর চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্বিধ রূপে তাঁহাদিগকে আহারাদি করাও। আমাদিগের এ পল্লীতে যে সকল নির্ধন ভদ্রপরিবার আছে, তাহাদিগের সধবা স্ত্রীলোকদিগকে আনাইয়া তৈল হরিদ্রা বস্ত্র প্রদান কর। আর, বণিক জাতি বলিয়া যাহারা আমাদের নিমন্ত্রণে আসিবে না, তাহাদিগকে তেল মাছ সন্দেশ পাঠাইয়া দাও। প্রিয়ম্বদ যে বিদ্যালয়ে কর্ম্ম করিতেছে, তথাকার সমস্ত ছাত্র না হউক, প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় শ্রেণীর বালক ও শিক্ষকদিগকে ভোজনের নিমন্ত্রণ কর। নাথ! এই সকল কর্ম্ম করিলে বিশেষ ঐহিক সুখ প্রাপ্ত হইবে তাহার কোন সন্দেহ নাই। বেহাই আমাদের মধ্যবিত্ত গৃহস্থ, কতকগুলা বাদ্যকর বেহারা এবং বরযাত্র সঙ্গে লইয়া বিবাহ দিতে যাইবার প্রয়োজন নাই, আত্মীয় লোকের মধ্যে মনোনীত জনকয়েক লোককে সঙ্গে লইয়া প্রিয়ম্বদের পাণিগ্রহণ কার্য্য সমাধা কর। বিবাহরূপ মাঙ্গল্যকর্ম্মে বাটীতে গোটাকতক ঢুলী ও

সানাই বাদ্যকর রাখিতে আমার মানস হইয়াছিল, কিন্তু পল্লীগ্রামের যে রীতি দেখিতেছি, পাছে অপর স্ত্রীলোকে আমায় জল সহিবার জন্য অনুরোধ করে, সেই ভয়ে বাদ্যকর রাখিতে আমার ইচ্ছা হইতেছে না। নবযুবতী ভদ্রবংশজাগণ বাদ্যকর সমভিব্যাহারে হুলু হুলু শব্দে শঙ্খধ্বনি করিয়া ও বরণ্ডালা মাথায় লইয়া বাটীর বাহির হন, এটি আমার মত নহে। স্ত্রীসামাজিক কুরীতির মধ্যে ইহা একটি কুরীতি বলিয়া গণ্য, ইহাতে রমণীগণের সর্ব্বাদরণীয় লজ্জা সম্ভ্রমের বড়ই অনিষ্ট হয়, এমত অনিষ্টকারক কুপ্রথাকে সভ্য ভব্য ভদ্রপরিবারের মধ্যহইতে উঠাইয়া দেওয়া নিতান্ত কর্ত্তব্য হইয়াছে।

সুশীলার উপদেশানুরূপ কর্ম্ম করিয়া চন্দ্রকুমার বাবু শুভলগ্ন এবং শুভ দিনে পুত্রের বিবাহ দিলেন। তাহাতে অপর সাধারণ সকল লোকেই সন্তুষ্ট হইল। পত্নী সমভিব্যাহারে প্রিয়ম্বদ যখন বাটীতে আগমন করেন, তখন দীন দরিদ্র ও নীচ লোকেরা হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিতে লাগিল, পরমেশ্বর! চন্দ্রকুমার বাবুর সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল কর, মা সুশীলার গুণে তাঁহার ধন পুত্র লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে, এখন তাঁহার পুত্র প্রিয়ম্বদ বাবুকে সাত বেটার বাপ কর। দীন দরিদ্র অনাথ অনাথিনীদিগকে পর্য্যাপ্ত রূপে আহারাদি করাইয়া বস্ত্র তৈজস দিলে লোকের যত সুখ্যাতি ও ধর্ম্ম হয়; সহস্র মুদ্রার ঘড়া বকুনা কিনিয়া বর্দ্ধিষ্ণুদিগকে বিতরণ করিলে তত সুখ্যাতি ও ধর্ম্মলাভ কদাচ হয়না। নীচ এবং দীন হীন লোকদিগের দ্বারা চন্দ্রকুমারের

দানশীলতা-সৌরভ দেশ বিদেশে ব্যাপিল। তাঁহার দৃষ্টান্ত লইয়া অনেকানেক কৃতবিদ্য ধমাঢ্য লোক পুত্র কন্যার বিবাহ দিতে লাগিলেন।

মনের মত পুত্রবধূ হইয়াছিল, সুশীলা যথা সময়ে তাহাকে বাটীতে আনাইয়া সাংসারিক কর্ম্মসকল শিখাইতে আরম্ভ করিলেন। খরচ পত্র আয় ব্যয়ের হিসাব আর আপনি রাখিতেন না, সকলই পুত্রবধূকে দিয়া রাখাইতেন। মাতা যেরূপ কন্যার প্রতি বিশেষ স্নেহ করিয়া তাহার লালন পালন ভরণ পোষণাদি করেন, তদপেক্ষা অধিক স্নেহ করিয়া সুশীলা সকল বিষয়ে পুত্রবধূটীর যত্ন করিতে লাগিলেন। সে তাঁহার মনের মত কর্ম্ম না করিতে পারিলে, তিনি মিষ্ট কথাদ্বারা তাহাকে শিখাইয়া দিতেন, শত দোষ করিলেও রূঢ় বা কর্কশ বাক্য কদাচ প্রয়োগ করিতেন না, সুমধুর বিনয় বচনদ্বারা এমনি করিয়া তাহার দোষ সংশোধন করিতেন, যে শাশুড়ীর কথা শুনিয়া লজ্জাতে সে অধোবদনা হইত, কখন কোন প্রত্যুত্তর করিত না। কিসে পুত্রবধূ পুত্রের যোগ্যাস্ত্রী হয়, কিসে তাহাদের স্ত্রীপুরুষে বিশেষ সম্প্রীতি জন্মে, কিসে সে তদপেক্ষা উত্তমা গৃহিণী হয়, ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া বৌটি গুরু পুরোহিত দীন দরিদ্র অতিথি ভিক্ষুক লোকদিগকে কিসে শ্রদ্ধা ভক্তি করে, শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রবধূদিগের হিত বই অহিত চেষ্টা করেন না, এমন জ্ঞান তাহার কিসে জন্মায়, শ্বশুরের ভৃত্য ভৃত্যাদিগকে কিসে তাহার পুত্রকন্যাবৎ জ্ঞান হয়, ঈশ্বর পরায়ণা হইয়া কিসে সে সকল বিষয়ে ঈশ্বরের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, নিয়ত

তিনি এই সকল চেষ্টা করিতেন, এই সকল উপদেশ দিতেন, এবং এই সকল কর্ম্ম করিতে পুত্রবধূকে উৎসাহ ও প্রবৃত্তি প্রদান করিতেন। তাহাতে অল্প দিনের মধ্যে প্রিয়ম্বদের স্ত্রী সকল বিষয়ে সুশীলার ন্যায় সুশীলা হইয়া উঠিল।

প্রিয়ম্বদের স্ত্রী সকল বিষয়ে সুশীলার ন্যায় সচ্চরিত্রা এবং কর্ম্মদক্ষা হইয়া উঠিলে, সুশীলা সাংসারিক কর্ম্মের সমুদায় ভার তাহার প্রতি অর্পণ করিয়া আপনি অবসর লইলেন। পল্লীর মধ্যে যে সকল স্ত্রী যুবতী এবং বয়স্থা ছিল, লেখা পড়া কিছুই জানিত না, বিজয়নগরের স্ত্রীবিদ্যালয়ে যাইয়া লেখা পড়া শিখিবার উপযুক্তা নহে, তাহাদিগকে প্রত্যহ মধ্যাহ্নকালে বাটীতে আনাইয়া দুই ঘন্টা কাল শিক্ষা দিতে লাগিলেন। বঙ্গদেশীয়া স্ত্রীজাতি মাত্রেই প্রায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি এবং ধর্ম্মপরায়ণা হইয়া থাকে, পাঁচ ছয় মাস ক্রমাগত সুশীলার উপদেশ পাইয়া তাহারা অনেকেই লেখা পড়া এবং শিল্প বিদ্যা শিখিলেন, অনেকেই সংসারধর্ম্মে উত্তম পারদর্শিনী হইলেন। পরস্পর কথোপকথন দ্বারা এই কথা বিজয়নগরের সর্ব্বত্র প্রচার হইলে, পাড়ান্তর এবং গ্রামান্তর হইতে যুবতীগণ আসিয়া সুশীলার নিকট বিদ্যা শিখিতে লাগিলেন। মূর্খ থাকা বড় দোষ, বিজয়নগরের ভদ্র পরিবারের মধ্যে সকল স্ত্রী-লোকেরই এরূপ জ্ঞান হইল, তাহাতে কেহ সুশীলার কাছে আসিয়া, কেহ স্বামীর নিকটে, কেহবা পিতা ভ্রাতা অথবা অন্য কোন আত্মীয়ের নিকট, বিদ্যা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিলেন। সকল রমণী এরূপ করিয়া জ্ঞান চর্চা

করাতে, বিজয়নগরে কি বর্দ্ধিষ্ণু কি সামান্য তাবৎ পরি-
বারেই মূর্খাত্রী আর রহিল না, বিদ্যারূপ অমৃতরস পান
করিয়া সকলেই সংসারযাত্রা উত্তমরূপ নির্ব্বাহ করিতে
পারিলেন। সুশীলা মালবী এবং মনোরমা সর্ব্বপ্রধানা
হইয়া সকলকেই এ বিষয়ে উৎসাহ দিতে লাগিলেন।

পুত্রবধূর গুণে সুশীলা গৃহকর্ম্মে নির্লিপ্তা হওনান্তর
এইরূপ কর্ম্ম করিয়া স্ত্রীজন্মের সার্থকতা লাভ করিতে-
ছেন, একদিন সত্যপ্রিয়া নামে এক অর্দ্ধবয়স্কা যুবতী
দশম বর্ষীয়া এক বালিকা সমভিব্যাহারে সুশীলার বাটীতে
উপনীতা হইলেন। সত্যপ্রিয়াকে দেখিয়া সুশীলার
আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না, তিনি শশব্যস্তে
তাহাকে বসিবার আসন দিয়া কহিলেন, এস বোন্!
আমার কি আজ সুপ্রভাতা রজনী, প্রায় আঠার বৎস-
রের পর তোমার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিলাম। আহা
সত্যপ্রিয়ে! বাল্যকালে তোমায় আমায় যখন একত্রে
বসিয়া রাঁধাবাড়া খেলিতাম, আমাদের আম গাছের
তলায় বসিয়া যখন দুইজনে পড়া মুখস্থ করিতাম, বিদ্যা-
লয়ে শিল্পকর্ম্ম করিতেং যখন দুইজনে কত গল্প করি-
তাম, তখন কি সুখের দিন ছিল। তোমার বিবাহ
হইলে আমার বিবাহ হইল, তুমি শ্বশুরালয়ে গেলেপর
আমি শ্বশুর-বাটীতে আসিলাম, সেই অবধি ভাই আর
তোমায় আমায় সাক্ষাৎ নাই। তবে এত দিন ভাল
ছিলে তো, তোমার স্বামী ঘোষজা মহাশয় কেমন আ-
ছেন, এখন কি কর্ম্ম করেন, তোমার কয়টি পুত্র কয়টি
কন্যা হইয়াছে, ছেলেগুলি লেখা পড়া শিখিতেছে কি
না? মুখের আকারে দেখিতেছি ইটি তোমার কন্যা

হইবে, ইটির কি বিবাহ হইয়াছে? তুমি এত শীর্ণা কেন? সত্যপ্রিয়া কহিলেন, সুশীলে! বাল্যকালের সে সব কথা তোমার আজিও যে মনে আছে তাও ভাল, আমি আপনি তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে না আসিলে, তোমার এ মধুমাখা কথাগুলি শুনিতে পাইতাম না। তা বোন এ দেশের এমনি কুপ্রথা, যতদিন বিবাহ না হয়, ততদিন একসঙ্গিনী বালিকাগণের পরস্পর কতই সম্প্রীতি থাকে, বিবাহের পর কে কোথায় যায়, কেহ কাহারও তত্ত্ব লয় না। স্ত্রীলোকেরা লেখাপড়া জানে-না বলিয়া, বোধ হয় এ কুরীতিটী ঘটিয়াছে। কিন্তু তুমি আমি উভয়েইতো লেখাপড়া জানি, না তুমি আমাকে পত্রদ্বারা আপন সংবাদ জ্ঞাত করিয়াছ, না আমিই তোমাকে করিয়াছি। তা যাহা হউক, সুশীলে! পিতা উত্তম ঘরে উত্তম পাত্রে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন বটে, স্বামী মনের মত হইয়াছেন, অন্ন বস্ত্রের কিছুমাত্র দুঃখ নাই, কেবল এক দুঃখে আমার শরীর জর্জ্জরীভূত হইল। সুশীলা বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিলেন, তবে সত্যপ্রিয়ে! কি হইয়াছে বল দেখি, সত্যপ্রিয়া সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, সুশীলে! আমি কাক-বন্ধ্যা, ঈশ্বর আমাকে এই কন্যাটী ব্যতীত আর সন্তান সন্ততি দেন নাই। এটিকে আমি উত্তমরূপ লেখা পড়া শিখাইয়াছি; এবং যোগ্যপাত্রের সহিতও বিবাহ দিয়াছিলাম। কিন্তু আমার এমনি দুরদৃষ্ট, গত বৎসর কন্যাটি আমার বিধবা হইয়াছে। রূপে তো আমার বিমলাকে স্বর্ণ-প্রতিমা সদৃশী দেখিতেছ, ক্রমে২ ইহার যৌবনকাল হইতেছে। এখন কেমন করিয়া ইহার

কুল-ধর্ম্ম লজ্জা সম্ভ্রম যৌবন রক্ষা করিব, ভাবিয়া আমি অস্থির৷ হইয়াছি। এমন কি, বিমলার বিমল মুখমণ্ডলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আমার শরীর যেন বিনাগ্নিতে দাহিত হইতে থাকে। এই কথা বলিয়া সত্যপ্রিয়া রোদন করিতে লাগিলেন।

ধর্ম্মশীলা সুশীলা পরমাত্মীয়া সত্যপ্রিয়ার দুঃখে সাতিশয় দুঃখিনী হইয়া অজস্র অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। কহিলেন, হা পরমেশ্বর! বাল্য-বিবাহ রূপ কুরীতি এ দেশে কতদিনে দূর হইবে, এদেশীয় বিধবাদিগের স্বামি-বিরহরূপ অসহ্য যন্ত্রণার তুমি কতদিনে প্রতিকার করিবে। ভারতবর্ষীয় সম্ভ্রান্ত লোকেরা বিধবা-বিবাহ প্রচলিত করিতে কতদিনে উদ্যোগী হইবেন। এইরূপ নানা আক্ষেপ করিয়া তিনি অঞ্চলদ্বারা সত্যপ্রিয়ার অশ্রুজল বিমোচন করত কহিতে লাগিলেন, ভগিনি! রোদন করিও না, সকল বিপদেরই উপায় আছে। কেবল বিবাহ হইয়াছিল, স্বামী কি পদার্থ বিমলা তাহার কিছুই জানে না, উ-হাকে যাবজ্জীবন বৈধব্যরূপ অসহ্য যন্ত্রণা প্রদান করা ধর্ম্মতঃ শাস্ত্রতঃ যুক্তিবিরুদ্ধ কর্ম্ম। বিশেষ, মহাপণ্ডিত দেশ-হিতৈষী শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় বিধবা-বিবাহ বিষয়ে শাস্ত্র-সম্মত যে পদ্ধতি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা অখণ্ডনীয়, অনেকে তদ্বিরুদ্ধে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের কেবল নিন্দাবাদ হইয়াছে, প্রকৃত উত্তর কাহারও হয় নাই। সেই পদ্ধতির মতানুসারে কলিকাতা প্রভৃতি নানা স্থান নিবাসী অনেক ব্যক্তি বিধবা কন্যার বিবাহ দিয়াছেন

এবং দিতেও ছেন। সত্যপ্রিয়ে! ঘোষজকে কহিয়া তুমিও তোমার কন্যা বিমলাসুন্দরীর বিবাহ দাও। সত্যপ্রিয়া কহিলেন, ভগিনি! অমৃতে অরুচি কি, সবে মাত্র একটী কন্যা, সে যাবজ্জীবন চির-দুঃখিনী হইয়া বৈধব্য-যাতনা সহ্য করে, ইহা আমার ইচ্ছা না আমার স্বামীর ইচ্ছা। বিমলার দ্বিতীয় বার বিবাহ দিতে আমরা স্ত্রীপুরুষে উভয়েই মানস করিয়াছি। কিন্তু সে মানস পূর্ণ হইবার উপায় দেখিতেছি না, রমাকান্ত উমাকান্ত কমলাকান্ত প্রভৃতি বড় বড় জমিদারগণ যখন এ বিষয়ের বিদ্বেষী, তখন তোমার আমার চেষ্টাতে কি হইতে পারে।

সুশীলা বলিলেন, সত্যপ্রিয়ে! মূল সংবাদ তুমি জান না, আপনাপন পরিবারস্থ বিধবাদিগের দুরবস্থা দুঃশী-লতা এবং ধর্ম্মনীতির বিরুদ্ধ কর্ম্ম দেখিয়া এদেশীয় বড বড় সম্ভ্রান্ত লোক বিধবা-বিবাহের সপক্ষ ছিলেন, এমন ভূরি২ প্রমাণ দেখাইতে পারি। এখনও না আছেন এমন নয়, ভদ্র২ পরিবারগণ বিধবাদিগের জ্বালাতে এমনি জ্বালাতন হইয়াছেন ও হইতেছেন, যে এ শুভ কর্ম্ম অদ্য নিষ্পাদন হইলে, কল্য তাঁহারা অপেক্ষা করেন না। কেবল, আমরা না করিয়া সামান্য ব্রাহ্মণ বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রাচীন মত ব্যবস্থা প্রকাশ করিল, এই ভ্রমাত্মক অভিমানপ্রযুক্ত তাঁহারা না এ বিষয়ের বিপক্ষ হইয়াছেন। তা যাহা হউক, না বু-ঝিয়া ভ্রমবশতঃ যদি বড় বড় দলপতি এবং জমিদারগণ এমন মাঙ্গলিক কর্ম্মের শত্রু হন, হউন। ইটী স্ত্রীসং-ক্রান্ত শুভকর-বিষয়, বিজয় নগরের সকল স্ত্রীলোক এক-

ত্রে মিলিয়া আইস আমরা এ বিষয়ের যথাবিধ উদ্যোগ করি।

এই কথাতে সত্যপ্রিয়া সম্মতা হইলেন। সুশীলা, মালতী মনোরমা কুমুদিনী বিনোদিনী প্রভৃতি এক এক পাড়ার এক এক ধনাঢ্য লোকের স্ত্রীকে ডাকাইয়া আনাইয়া, সত্যপ্রিয়া এবং বিমলার বিবরণ এমনি করিয়া কহিতে লাগিলেন, যে, তৎশ্রবণে তাহারা সাতিশয় দুঃখিতা হইয়া অজস্র অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে সুশীলা সজলনয়নে কহিতে লাগিলেন, বন্ধুগণ! বিমলার যে বিবাহ হইয়াছিল সে কেবল বিবাহমাত্র, উহাকে একপ্রকার পাণিস্পর্শ বলিলেও বলা যাইতে পারে। নবমবর্ষ বয়সে যে বিধবা হয়, পতি পত্নীর কি সম্বন্ধ কি সম্পর্ক কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম সে তাহার কি জানে। অতএব উহাকে যাবজ্জীবন বিধবা রাখা শাস্ত্র ধর্ম্ম ও যুক্তি বিরুদ্ধ নিষ্ঠুর কর্ম্ম। ভগিনীগণ আমরা সৃষ্টির যেরূপ গতি দেখিতেছি, তাহাতে পুরুষ নারীরহিত এবং নারী পুরুষবিরহিতা হইয়া থাকিতে পারে না। থাকিলেই প্রায় অনিষ্ট ঘটিয়া উঠে। বিধবারা চিরদুঃখিনী হইয়া জীবন যাপন করিবে, কোন ক্রমেই সমপক্ষপাতী জগদীশ্বরের এমন অভিপ্রেত নহে, সে অভিপ্রায় হইলে পত্নীহীন পুরুষের প্রতিও ঐরূপ বিধি হইত সন্দেহ নাই। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ে এক উদ্দেশ্যে সৃষ্ট। পশু পক্ষী প্রভৃতিতেও সেই উদ্দেশ্য স্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। কারণ আমরা পশু পক্ষী প্রভৃতিকে সর্ব্বদা যুগ্মচারী দেখিতে পাই, যুগ্ম ভঙ্গ হইয়া তাহারা কদাচ দীর্ঘকাল থাকে না।

ইতর জন্তুতে যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় স্পষ্ট লক্ষিত হই-তেছে, তখন প্রধান জন্তু মনুষ্যেতে তাহার ব্যতিক্রম হইবে, ইহা কোনমতেই সম্ভাবিত নহে। মনুষ্যের অত্যাচারই কেবল এ ব্যতিক্রমের মূল কারণ, সকলেরই রক্ত মাংসের শরীর, এক মাস কাল আমাদের পতি আমাদের নিকটে না থাকিলে কত অসুখের বিষয় হয়, একবার বিবেচনা কর দেখি, তবু আমাদের সন্তান সন্ততি আছে। বিমলার কন্যা নাই পুত্র নাই যে তাহা-দের মুখ দেখিয়া সে দুঃখ নিবারণ করিবে, তবে নবম বর্ষীয়া বিধবা বালিকা কেমন করিয়া যাবজ্জীবন পতি-বিরহরূপ যাতনা ভোগ করিতে পারে, উহার মাতা পিতাই বা কিপ্রকারে অগ্নিস্বরূপা নবযুবতী বিধবা-কন্যাকে বক্ষঃস্থলে রাখিয়া সংসারাশ্রমী হন। ঈশ্বর-প্রসাদে জ্ঞান বুদ্ধি ধর্ম্মপ্রবৃত্তি প্রাপ্ত হইয়া এক ধর্ম্মা-ক্রান্তা এক স্বভাব বিশিষ্টা সজাতীয়া স্ত্রীজাতির অসীম দুরবস্থা অবলোকন করা আমাদের উচিত কর্ম্ম নহে, আইস আমরা বিজয়নগরীয় সকল স্ত্রীলোক সম্মিলিত হইয়া বিমলার দ্বিতীয়বার বিবাহ দিতে একান্ত চেষ্টা করি, সকলে সংমিলিত হইয়া সম্পূর্ণ যত্ন করিলে স্ত্রী-জাতির শুভকর এ বিষয়টি অবশ্যই সম্পন্ন হইবে। ধর্ম্মশাস্ত্রে যখন বিধবা-বিবাহ বিধি আছে, তখন অকা-রণে পতি-বিহীনাদিগকে অসহ্য বৈধব্য যাতনা প্রদান করিয়া দেশ কুল মজান কি আমাদের উচিত কর্ম্ম। আমার কথা যদি গ্রাহ্য হয় তোমরা নিজ২ পাড়ার স্ত্রী-লোকদিগকে বুঝাইয়া এবিষয়ে সম্মত কর, আমি জয়-চন্দ্র বাবুর বাটীতে যাইয়া তাঁহার স্ত্রীকে বিশেষ করিয়া জানাই।

বিনয়বাদিনী সুশীলার সুমধুর যুক্তিসিদ্ধ এইরূপ নানা কথা শুনিয়া বিধবাবিবাহ-প্রস্তাবে সকলেই সম্মত হইলেন। এক জন স্ত্রী কহিলেন, আহা, এমন বিষয়ের চেষ্টা করিব না! একাদশীর পায়ে নমস্কার করি, উহার নাম শুনিলে আমার অঙ্গ দগ্ধ হইতে থাকে। ষোড়শবর্ষীয়া আমার ভগিনী একাদশীর দিন রাত্রিকালে ক্ষুৎ-পিপাসায় ছটু ফটু করিতেং দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া যখন এক, একবার আমাকে কহে, দিদি, রাত্ কি আজি পোয়াবে না গা! আর কত রাত্ আছে? অমনি আমার বক্ষঃস্থলে যেন শেল বিঁধিতে থাকে। মনে করি মরণটা হয় তো ভাল হয়, লোকালয়ে থাকিয়া আর এসব যাতনা সহিতে হয় না। সত্য কহিতেছি বোন, নব-যুবতী বিধবাদিগের নিমিত্ত যে ব্যক্তি কঠোর ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ও একাদশীর নিয়ম করিয়াছে, আমি যদি তাহার দেখা পাই, তবে নাড়াখড়ের আগুন জ্বেলে তাহার মুখ পোড়াইয়া দি। সে মুখপোড়ার বুঝি বিধবা কন্যা কি বিধবা ভগিনী ছিলনা, তা থাকিলে মুখপোড়া এমন নির্দ্দয় বিধান কখনই করিত না। একাদশীর দিন প্রাণ-বিয়োগ হইলেও বিধবাদিগের মুখে জল-গণ্ডূষ দিবে না, কোন্ দয়ালু ব্যক্তি এ নিয়মকে ভাল নিয়ম জ্ঞান করেন, ইহা কি নিষ্ঠুরাচার নহে। আর এক জন কহি-লেন, আহা, পতিবিয়োগ হইলে ইন্দ্রিয়গণ কি নির্ব্বাণ হইয়া যায়। তচ্ছ্রবণে অপর স্ত্রী কহিলেন, ওগো! ইন্দ্রিয় নির্ব্বাণ হইবে বলিয়াই, বিধবাদিগের পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য ব্রত নিয়ম করা হইয়াছে, তা শরীরে ক্লেশ দিলে কি হইবে, পোড়া মন ও নয়ন সংযমের তাঁহারা

কি উপায় করিয়াছেন, লোকের দেখিয়া শুনিয়া মন যে ওদিকে যায় না। যদি বল, ধৈর্য্যগুণ দ্বারা করুক, আহা, ধৈর্য্য হওয়া কি সাধারণ কথা! বড়২ বিদ্বান্ লোকে ব্যভিচার বিষয়ে যখন ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে পারেন না, তখন অবলা কুলস্ত্রীরা কি ধৈর্য্যাবলম্বিনী হইয়া ইন্দ্রিয় দমন করিতে পারে? তবে যে অনেকে করিতেছে সে কেবল লোকলজ্জা ভয়ে। কিন্তু তাহাদের মনোদুঃখ আর কেহই জানে না, তাহারা জানে আর পরমেশ্বর জানেন। (হাহা তাদের হাহাকার বজ্রাঘাতের প্রায়।) আর বাগ্‌বিতণ্ডায় আবশ্যক নাই, শাস্ত্রে যখন ইহার বিধি আছে, তখন এ দুর্গতি বিমোচন করা অবশ্যই আমাদের করণীয় কর্ম্ম।

পরস্পর এই কথা বলিয়া তাঁহারা যে যাহার নিজ২ পাড়ায় যাইয়া, সুশীলা যেরূপ করিয়া তাঁহাদিগকে এবিষয় বুঝাইয়াছিলেন, সেইরূপ করিয়া অপর রমণীদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন। পূর্ব্বে কহিয়াছি, জয়চন্দ্র বাবু এবং সুশীলার প্রসাদে বিজয়নগরের ভদ্রপরিবারে কেহ মূর্খা স্ত্রী ছিল না, হয় উত্তম না হয় মধ্যম সকলেরই কিছু২ বিদ্যাভ্যাস হইয়াছিল। দিনকয়েকের মধ্যে তত্রস্থ বুদ্ধিমতী রমণীগণ সকলেই বিধবা বিমলার বিবাহ বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। যুবতী ও গৃহিণীগণ সকলেই পরস্পর এ বিষয়ের নিমিত্ত আপনাপন স্বামীকে অনুরোধ করিলেন। স্ত্রীলোকের অনুরোধ বড় অনুরোধ। রাজা কমলাকান্ত বিধবা-বিবাহের দ্বেষী হয়েন হউন, আমরা তাঁহার কি তোয়াক্কা রাখি, কৃতবিদ্য যুবাপুরুষ মাত্রেই এইকথা বলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিলেন,

যাঁহারা এ বিষয়ের বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহারাও সপক্ষ হইলেন। ভার্য্যার অনুরোধে তর্কবাগীশ তর্কসিদ্ধান্ত তর্কচূড়ামণিদিগের মত ঘুরিয়া গেল। কোন প্রাচীন ব্যক্তি অথবা প্রাচীনা স্ত্রী তাঁহাদিগের মত জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁহারা কহিতে লাগিলেন, "বিধবা বিবাহটী শাস্ত্র সম্মত কর্ম্ম, দেশাচার নহে বলিয়া এতদিন প্রচলিত ছিল না, এখন এ কর্ম্ম করিতে পারিলে বড়ই ধর্ম্ম ও পুণ্য হয়।" বৃদ্ধ বৃদ্ধারা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিত মহাশয়দিগের এতাদৃশ কথা শুনিয়া সহর্ষচিত্তে বিধবা-বিবাহের উদ্যোগ করিতে লাগিলেন।

কলিকাতা প্রবাসী ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু পত্নীর প্রেরিতপত্রদ্বারা এতাবৎ বৃত্তান্ত অবগত হইয়া আহ্লাদসাগরে ভাসমান হইলেন। জগদীশ্বর! এত দিনে আমার আশা পূর্ণ করিলে, স্ত্রীলোকেরা পরস্পর সংমিলিতা হইয়া এমত গুরুতর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে, স্বপ্নেও আমি এমন বিবেচনা করি নাই। বিজয়নগরে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করিয়া স্ত্রীশিক্ষা দেওয়া তোমার কৃপায় এত দিনে আমার সার্থক হইয়াছে। মনেং জয়চন্দ্র বাবু পরমেশ্বরকে এইরূপ ধন্যবাদ দিয়া অকালবিলম্বে বিজয়নগরে যাত্রা করিলেন। বাটীতে আসিয়া একটি সভা করিয়া তিনি গ্রামের সমুদায় পণ্ডিত প্রাচীন এবং যুবকদিগকে আহ্বান করিলেন; আর বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা যে অত্যাবশ্যক কর্ম্ম, এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ করিলেন। তাঁহাতে পূর্ব্বে যাহারা কিছু অসম্মত ছিল, তাহারাও সম্মতি প্রদান করিল। তথায় নবকুমার দত্ত নামে বিংশতিবর্ষবয়স্ক এক কৃতবিদ্য যুবা

পুরুষ ছিলেন, বিদ্যালোচনার ব্যাঘাত জন্মিবে বলিয়া এত দিন বিবাহ করেন নাই। সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী বিমলাকে বিবাহ করিতে তিনিই সম্মত হইলেন। তাহাতে বিমলার মাতাপিতার আহ্লাদের আর পরিসীমা রহিল না। তাঁহারা শুভলগ্ন এবং শুভদিন নিরূপণ করিয়া বিমলার বিবাহ দিলেন, আর বিজয়নগরের ভদ্রাভদ্র সকল রমণীকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথাবিহিত অভ্যর্থনা করিলেন। রমণীগণ এই আনন্দোৎসবে সকলেই উপস্থিত হইয়া হুলুহুলু শব্দে মঙ্গলধ্বনি করিতে লাগিলেন। জমিদার জয়চন্দ্র বাবুর প্রকাণ্ড অট্টালিকাতে এই বিবাহকর্ম্ম নিষ্পন্ন হইল। বাহিরে জমিদার মহাশয় এবং আরং প্রধান লোক সকল পুরুষদিগের সম্বর্দ্ধনা করিয়া ভোজন পানাদি করাইতে লাগিলেন। অন্তঃপুরে জয়চন্দ্র বাবুর স্ত্রী এবং সুশীলা প্রভৃতি আরং প্রধানা রমণীগণ রমণীকুলের সম্বর্দ্ধনা করিলেন। বিমলার ন্যায় হতভাগিনী বিজয়নগর এবং তন্নিকটবর্ত্তী গ্রামে পাঁচ সাতটি বালিকা ছিল, এই বিবাহের পর ক্রমেং তাহাদেরও বিবাহ হইল।

সুশীলা বিজয়নগরীয়া বিদ্যাবতী ধনবতী স্ত্রীদিগের সাহায্যে স্ত্রীসংক্রান্ত এইরূপ অনেক দোষ সংশোধন করিয়া পরমসুখে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। বিধাতার এমনি বিড়ম্বনা, অকস্মাৎ একদিন তাঁহার ওলাউঠা রোগ হইল। পীড়ার প্রথম উপক্রমেই চন্দ্রকুমার দত্ত ডাক্তর মনোমোহন বাবুকে আনাইয়া পত্নীর চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, তিন চারি ঘন্টার মধ্যে তাঁহার হিমাঙ্গ

হইয়া শরীর বিবর্ণ হইল। তদ্দর্শনে মনোমোহন বাবু সুশীলার হস্ত ধরিয়া দেখিলেন, কিন্তু নাড়ী অনুভব করিতে পারিলেন না। অতএব দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক সে স্থান হইতে উঠিলেন। আসিবার সময় চন্দ্রকুমার বাবুকে আশ্বাস দিয়া কহিয়া আসিলেন, ভাই! ভয় নাই, তুমি সর্ব্বপ্রযত্নে প্রিয়ম্বদের মাতাকে ঔষধ সেবন করাও, অন্যান্য রোগী দেখিয়া আমি ফিরিয়া আসিতেছি। পথে আসিয়া মনোমোহন বাবু, কি সর্ব্বনাশ হইল, কি সর্ব্বনাশ হইল, আহা এমন স্ত্রীলোকও মরে, এই কথা বলিয়া অশ্রুবারি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

চন্দ্রকুমার প্রাণাধিকা ভার্য্যার ভয়ানক ব্যামোহে হতবুদ্ধি হইয়া তাঁহার শয্যার পার্শ্বে বসিয়াছিলেন। প্রিয়ম্বদ এবং প্রিয়ম্বদের স্ত্রী যথাবিধ চেষ্টা করিয়া সুশীলার সেবা করিতেছিল। এই রোগে ঐ ধর্ম্মশীলার যে প্রাণবিয়োগ হইবে, কাহারও এমন উপলব্ধ হয় নাই। আন্তরিক স্নেহানুরোধে তাঁহারা সকলেই মনে করিয়াছিলেন, উত্তমরূপ চিকিৎসা করিলে পীড়া শান্তি হইবে। কিন্তু উহা কি উপশম হইবার পীড়া, কিয়ৎক্ষণ পরেই বিন্দুং ঘর্ম্ম সুশীলার ললাট হইতে নির্গত হইতে লাগিল। তদ্দর্শনে চন্দ্রকুমার বাবু প্রাণপ্রিয়া ক্লান্ত হইয়াছেন, এই বিবেচনায় পাখা ব্যজন করিতে লাগিলেন। সুশীলা কহিলেন, নাথ! কর কি, আমার সময় উপস্থিত হইয়াছে, তোমায় আমায় এ সংসারে এই পর্য্যন্ত হইল। পরে প্রিয়ম্বদ ও বশম্বদের হস্ত ধারণপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, বৎসগণ! দীর্ঘজীবী

হইয়া দেশের উপকার কর, যে ঈশ্বর জগৎস্থ তাবৎ জীবকে রক্ষা করিতেছেন, তিনি তোমাদের রক্ষা করুন। পুত্রবধূটীর মুখ চুম্বনপূর্ব্বক গলদেশে হস্ত প্রদান করিয়া কহিলেন, মা! সাবিত্রী-সদৃশী হও, অদ্যাবধি বশম্বদ আমার তোমার পুত্র হইল, প্রকৃত পুত্র ভাবিয়া তুমি তোমার কনিষ্ঠ দেবরের লালন পালন করিও। কিয়ৎক্ষণ চন্দ্রকুমারের মুখমণ্ডলের প্রতি এক দৃষ্টে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া অশ্রুপূর্ণনয়নে কহিতে লাগিলেন, নাথ! আমি জন্মের মত চলিলাম, আমার দোষ মার্জ্জনা করিও। তোমার এখন বয়স আছে, ইচ্ছা হয় তো বিবাহ করিও, কিন্তু আমার প্রিয়ম্বদ ও বশম্বদের প্রতি অশ্রদ্ধা করিও না। এই কথা বলিয়া তিনি প্রিয়ম্বদ ও বশম্বদের হস্ত ধরিয়া তাঁহার হস্তে দিলেন। আর কথা কহিলেন না। অনন্তর একবার অন্তরীক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া, চক্ষু মুদিত করণানন্তর এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বরারাধনা করিতে লাগিলেন। তাঁহার হস্ত দুটি সংযোজিত ভাবে ঊর্দ্ধ হইয়া রহিল। এক মহাপুরুষ যেন তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে কহিতে লাগিলেন, মা সুশীলে! ধ্যানভঙ্গ করিয়া চল, পরমেশ্বর স্বর্গরাজ্যে মনোমত কিঙ্করী পান নাই বলিয়া তোমাকে লইয়া যাইতে আমায় আদেশ করিয়াছেন। সুশীলা এক ঘন্টাকাল পূর্ব্বোক্ত ভাবে থাকিয়া লোকযাত্রা সম্বরণ করিলেন। পৃথিবীতে তাঁহার কায় পড়িয়া রহিল। স্বর্গদূত তাঁহার পুণ্যাত্মাকে মস্তকোপরি লইয়া অনন্ত সুখপূর্ণ স্বর্গরাজ্যে গমনকরত ঈশ্বরের কিঙ্করী করিলেন।

সুশীলার যে প্রাণত্যাগ হইয়াছে, তখন পর্য্যন্ত চন্দ্রকুমার বাবু জানেন নাই, দুর্ব্বলতাপ্রযুক্ত তিনি চক্ষু মুদিত করিয়া পড়িয়া আছেন, মনেং এই স্থির করিয়া পাখা ব্যজন করিতেছিলেন, আর, প্রেয়সী অমন অমঙ্গলের কথা বলিতে নাই, চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ঔষধ পান কর, এই কথা বারম্বার কহিতেছিলেন। অনেকক্ষণ ডাকিয়া পত্নীর উত্তর না পাওয়াতে, তিনি সন্দিগ্ধচিত্তে তাঁহার নাকে ও মুখে হাত দিলেন। তাহাতে নিশ্বাস প্রশ্বাস কিছুমাত্র তাঁহার অনুভব হইল না। হায়! আমার প্রাণেশ্বরীর প্রাণ বিয়োগ হইয়াছে, উচ্চৈঃস্বরে এই কথা বলিয়া তিনি মূর্চ্ছাপন্ন হইলেন। "কি হলোরে মা কোথায় গেলরে" বলিয়া প্রিয়ম্বদ প্রিয়ম্বদের স্ত্রী এবং দাসদাসীগণ চীৎকার করিয়া উঠিল। অকস্মাৎ দত্তপরিবারের মধ্যে হাহাকার শব্দ শুনিয়া প্রতিবাসিনী রমণীগণ সত্বর দৌড়িয়া আসিলেন, আর চন্দ্রকুমার ও সুশীলাকে ভূমিতলশায়ী দেখিয়া হায়! মালক্ষ্মী মরিলরে এই কথা বলিয়া তাঁহারাও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলেন। সকলকে রোদন করিতে দেখিয়া অষ্টনবর্ষীয় অজ্ঞান বশম্বদ সুশীলার বদনমণ্ডলে আপন বদনমণ্ডল দিয়া মা মা বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে প্রিয়ম্বদ অত্যন্ত অধীর হইয়া, ভাই! বশম্বদরে! জন্মের মত আমাদিগের মা বলা ফুরাইয়া গেল, এই কথা বলিয়া বশম্বদকে ক্রোড়ে লইয়া সুশীলার পদতলে পড়িল। সকলকে মা মা শব্দে রোদন করিতে দেখিয়া সুশীলার গাভী ও বৎসগণও হম্মাং করিয়া রোদন করিতে লাগিল।

চতুর্দ্দিকে কলরব ও চীৎকার ধ্বনিতে চন্দ্রকুমারের চৈতন্য হইলে, হা প্রেয়সি! হা সুশীলে! কহিয়া তিনি গাত্রোত্থান করিলেন, আর, আমার প্রাণসমা সুশীলাকে কে লইল রে, এই কথা বলিয়া সুশীলার মৃতশরীরে আপন শরীর সমর্পণ করত উন্মত্তের ন্যায় কহিতে লাগিলেন. প্রাণপ্রিয়ে! তোমার অদর্শনে আমি দশ দিক শূন্য দেখিতেছি, তোমার এক এক দিনের এক এক গুণ মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে। প্রিয়ে! উঠ২, একবার প্রিয়সম্ভাষণদ্বারা আমার তাপিত প্রাণকে শীতল কর। আমি তোমার নিকট কতশত অপরাধ করিতাম, ভ্রান্তি ক্রমে এক দিনও তুমি আমার অবমানন কর নাই, একণে কি অপরাধে নির্দয় হইয়া তুমি আমার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছ না। প্রেয়সি! আমার প্রাণ যায়, একবার চক্ষুরুন্মীলন করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা কর। আমি তোমার মুখারবিন্দের অমৃতময় কথা না শুনিয়া আর এক দণ্ড প্রাণ ধারণ করিতে পারিনা। প্রিয়ে! তোমার বিচ্ছেদে আমি দশদিক অন্ধকার এবং জগৎ শূন্যময় দেখিতেছি, ধৈর্য্য একেবারেই লোপ হইয়াছে, বিষয়-বাসনা ফুরাইয়া গিয়াছে। অকরুণ মৃত্যু এক তোমাকে সংহার করিয়া আমার কি সর্ব্বনাশ না করিল। প্রাণপ্রিয়ে! আমি তোমাবই আর জানিতাম না, ও জানিও না। আমার যে কিছু বিভব সকলেরই মূল কারণ তুমি। আমার যে কিছু সুখ সম্ভোগ তাহা তোমারই অধীন ছিল। তবে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় চলিয়া যাও। তোমাবিহীন হইয়া আমি অদ্যাবধি আহার বিহার শয়ন উপবেশন সকল পরি-

ত্যাগ করিলাম। বাপ! প্রিয়ম্বদ বশম্বদ রে! তোমাদিগের মাতৃধনকে আমার বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিয়া কে অপহরণ করিল, এই কথা বলিয়া তিনি পুনর্ব্বার সুশীলার মৃতশয্যায় পড়িয়া অচেতন হইলেন।

সুশীলার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া, কি ছোট কি বড়, কি ভদ্র কি অভদ্র, গ্রামান্তর এবং পাড়ান্তর হইতে কুলবধূগণ আসিয়া বিলাপ করিতে লাগিল। লক্ষ্মীস্বরূপা আমাদের মা সুশীলা কোথায় গেলেন রে, এই কথা বলিয়া নীচজাতীয় স্ত্রী পুরুষ বালক বালিকাগণ সকলেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। বিজয়নগরে হাহাকার শব্দ হইল। সতী সাধ্বী পতিব্রতা সুশীলার মৃতদেহ দর্শনে ফুল চন্দন আতর গোলাপ পুষ্পমালা লইয়া আবাল বৃদ্ধ বনিতাদি সকলেই অগ্রসর হইলেন। মালবী মনোরমা সত্যপ্রিয়া প্রভৃতি সুশীলার আত্মীয়াগণ, কেহ অশ্রুপূর্ণনয়নে সুশীলার পদে আলতা মাখাইয়া দিলেন, কেহ আতর গোলাপ চন্দনাদি দ্বারা তাঁহার অঙ্গ-বাস করিয়া দিলেন, কেহ পুষ্পমালা কেহবা লাল শাটী ও লাল ফিতা পরাইয়া তাঁহার বেশ বিন্যাস করিয়া দিলেন। অপরাপর রামাগণ কেহ পুষ্পবৃষ্টি, কেহ চন্দনবৃষ্টি, কেহবা আতর গোলাপ ছড়াইতে লাগিলেন। প্রিয়ম্বদের আত্মীয় কুটুম্বগণ শয্যাশুদ্ধ সুশীলাকে স্কন্ধে করিয়া শ্মশান ভূমিতে লইয়া গেলেন। স্ত্রীলোক বিদ্যাবতী হইলে বিধবা হয়, এ ভ্রমটি রামাগণের অন্তঃকরণ হইতে একেবারে দূরীভূত হইল। কুলবধূগণ মৃতশয্যার চারিদিকে দণ্ডায়মানা হইয়া রোদন করিতেং কহিতে লাগিলেন, মা পুরলক্ষ্মী! আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তুমি স্বর্গধামে

চলিলে, তোমার ন্যায় পতি পুত্র রাখিয়া যেন আমরাও মরিতে পারি। তারে২ চন্দনকাষ্ঠ আনাইয়া প্রিয়ম্বদ মাতার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করণানন্তর যথা-সময়ে শ্রাদ্ধাদিও করিলেন। বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরায়ণা স্ত্রীর শোকে মানুষকে যত কাতর করে, বোধ হয়, এত কাতর আর কিছুতেই করে না। চন্দ্রকুমার সর্ব্বগুণযুক্তা ধর্ম্ম-শীলা ভার্য্যার বিয়োগে জীর্ণ ও শীর্ণকলেবর হইয়া যত দিন রহিলেন, তত দিন কেবল হা প্রেয়সি! হা সুশীলে! হা মধুরবদনে! নিরন্তর এই আক্ষেপ করিতে লাগিলেন।

স্বভাবতঃ স্ত্রীজাতি মাত্রেই কোমলচিত্তা এবং ধর্ম্ম-শীলা হয়, তাহাতে বিদ্যারূপ অমৃত রস পান করিলে তাহাদের যে কত গুণ জন্মায় তাহা বলিতে পারা যায় না। সুশীলার মৃত্যুর এক মাস পরে, বিজয়নগরবাসিনী বিদ্যাবতী ভদ্রে২ যত ধনাঢ্য রমণীগণ সুশীলার স্মরণার্থ উত্তম ঘাটযুক্ত একটি প্রকাণ্ড সরোবর নির্ম্মাণ করিতে বাসনা করিয়া, চাঁদার পুস্তক বাহির করিলেন। মাল-ব্যাদি যে যে ধনাঢ্য কামিনীগণ তৎকর্ত্তৃক বিশেষ-রূপে উপকৃতা হইয়া ছিলেন, তন্মধ্যে, কেহ পাঁচ শত, কেহ তিন শত, কেহ এক শত টাকা চাঁদা দিলেন। আর অর্থ ও পাত্রী ভেদে অপর রমণীগণ পঞ্চাশ অবধি আট আনা পর্য্যন্ত চাঁদা দিতে লাগিলেন। চন্দ্রকুমার দত্ত এবং জয়চন্দ্র বাবু এ বিষয়ে বিশেষ আনুকূল্য করিলেন। সর্ব্বশুদ্ধ দশ সহস্র মুদ্রা সংগৃহীত হইলে, বিজয়নগরীয় স্ত্রীবিদ্যালয়ের সম্মুখ-ভাগে যে প্রকাণ্ড ক্ষেত্র ছিল তাহাতেই একটি মনো-

হর পুষ্করিণী খনিত হইল। ঐ পুকুরে ছয় বিঘা জল হইল, এবং বার বিঘা ভূমি উহার চতুষ্পার্শ্বে রহিল। ঐ বার বিঘার চারিদিকে ইষ্টকপ্রাচীর নির্ম্মাণ করাইয়া তদভ্যন্তরে পুষ্পোদ্যান করা হইল। জাহ্নবী-তটিনী তটে বড় বড় মহাত্মাগণ যেরূপ ঘাট নির্ম্মাণ করিয়াছেন, ঐ পুষ্করিণীর সম্মুখভাগে সেইরূপ একটি ঘাট নির্ম্মাণ হইল। প্রস্তর-ফলকে তাহার চাতাল এবং সুচারু স্তম্ভোপরি তাহার চাঁদনি প্রস্তুত হইল। ঘাটের দুই পার্শ্বে সারি সারি অশ্বত্থ এবং বট বৃক্ষ রোপিত হইল। পুণ্যবতী স্ত্রীর স্মরণার্থক ঐ সরোবরটিতে কেবল স্ত্রীলোক ব্যতীত অন্য কেহ যাইতে পারিত না। রামাগণ স্নানাদি করিতে গিয়া সুখে উপবেশন করত যেন পুষ্পগন্ধযুক্ত নির্ম্মল বায়ু সেবন করিতে পারেন, এ কারণ ঘাটের দুই পার্শ্বে এবং পুষ্পোদ্যানের মধ্যে প্রস্তরাসন সুনির্ম্মিত হইল। গ্রামশুদ্ধ সকল লোকে উহাকে "সুশীলার দীঘী" বলিতে লাগিলেন, এবং ঐ নামেই উহা চির বিখ্যাত হইল। এক পুষ্করিণী স্ত্রী পুরুষ উভয়ে ব্যবহার করা বড় দোষের বিষয় হয়, স্ত্রীলোকগণ স্নানাদি কর্ম্ম সুখে নিষ্পাদন করিতে পারেন না। সুশীলার দীঘী কেবল স্ত্রীলোকের জন্য হওয়াতে কুলবধূগণ যথেচ্ছা উহা ব্যবহার করিয়া পরমসুখী হইতে লাগিলেন। সরোবরটি সর্ব্ববিধায়ে সকলের মনোরম হইলে, ধার্ম্মিকবর জয়চন্দ্র বাবু চাঁদনিস্থিত কারনিশের নীচে সুচিক্কণ কৃষ্ণবর্ণ মার্ব্বেল প্রস্তর বসাইয়া তন্মধ্যে স্বর্ণাক্ষরে সুশীলার জন্মাদি

সংক্ষেপ বিবরণ খোদিত করাইলেন, আর তন্নিম্নভাগে বড়২ অক্ষরে এই শ্লোকটি সংস্থাপিত হইল।

বিদ্যাবতী ধর্ম্মপরা কুলস্ত্রী
লোকে নরাণাং রমণীয়রত্নম্।
তৎ শোভতে যস্য গৃহে সদৈব
ধর্ম্মার্থকামান্ লভতে স ধন্যঃ॥

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।